[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১ম ও ২য় সংখ্যা

১৮১৮, ১৩০৩।

হিন্দু-পত্রিকা।

হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

যশোহরের উকীল শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,
কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও যশোহর নগর হইতে প্রকাশিত।



সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৫ নং শিমলাষ্ট্রীট, জ্যোতিষপ্রকাশ-যন্ত্রালয়ে
শ্রীশ্রীচরণ চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১৮।

হিন্দু-পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। যাহারা ১৩০১ সালের মধ্যে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ১৲ টাকায় পত্রিকা পাইবেন, তাহার পরের গ্রাহকদিগকে ১৷০ দিতে হইবে। সম্বৎসরের মূল্য অগ্রে না পাঠাইলে, কেবল পত্র লিখিলে হিন্দু-পত্রিকা পাঠান যাইবে না। গ্রাহকগণ স্বীয় স্বীয় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য।০ চারি আনা। ১৩০১ সালের পুনর্মুদ্রিত হিন্দু-পত্রিকার নগদ মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

২। হিন্দু-পত্রিকার আকার পূর্ব্বে রয়েল ৪ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা ছিল, গতবৎসর হইতে আকার রয়েল ৮ পেজি করিয়া ৪০ পৃষ্ঠা হইয়াছে, ফলতঃ আকার বৃদ্ধি হইয়াছে।

৩। হিন্দু-পত্রিকা দুই দুই মাসে এক এক সংখ্যা বাহির হইবে, বৎসরের শেষে ২৪০ পৃষ্ঠা হইবে।

৪। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য ও প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে তাহাদের নূতন ঠিকানা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম সমাজ, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী।

১৮১৫ শকাব্দা ২৯শে মাঘ।

উদ্দেশ্য।—যুক্তি এবং শাস্ত্রের নির্ম্মল সিদ্ধান্তানুযায়ী হিন্দু-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সমুদায় রীতিনীতিদ্বারা সমাজের অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে, যাহাতে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ সে সমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। প্রচলিত সুনীতি সমূহের স্থায়িত্ব এবং অধিকতর বিস্তারের জন্যও হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ যত্ন করিবেন। যে সমুদায় রীতিনীতির সহিত সমাজের হিতাহিতের সম্বন্ধ অতি সামান্য, সে সমুদায় বিষয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ উদাসীনভাব ধারণ করিবেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিবার প্রয়াস পাইবেন, সে সমুদায় বিষয়েই দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র এবং যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইবেন। আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত উপায়ানুসারে হিন্দু-সমাজের জনবল, ধনবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল যাহাতে বৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজ তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ কেবল রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে যোগ দান করিবেন না।

উপায়।—যথাযথ ব্যাখ্যাসহ আধুনিক এবং প্রাচীনশাস্ত্রাদি প্রকাশ, ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ সংস্কারাদি বিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়ন, স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা সংস্থাপন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম প্রচারার্থ স্থানে স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ এবং দেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা করান ইত্যাদি উপায়দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিবেন।

সভ্য।—হিন্দুমাত্রেই হিন্দু-সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। সভ্যগণের ইচ্ছানুসারে সনাতন-হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের সাহায্যার্থে বার্ষিক বা মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁদা দিতে হইবে। অসমর্থ সভ্যদিগের চাঁদা দিতে হইবে না।

ধর্ম্ম-প্রচারক।—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, বিদ্বান্, সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ এবং নিরামিষভোজী ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম-সমাজের ধর্ম্মপ্রচারক হইতে পারিবেন। দরিদ্র প্রচারকগণ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

কার্য্য-প্রণালী।—সভ্যদিগের পরামর্শানুসারে সভার তাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

১লা বৈশাখ, ১৮১৮ শকাব্দা। } শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

[১৮৬৭ সালের ২৫ আইনানুসারে রেজেষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, | ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বৈদিক শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-তাপনী।

উত্তরবিভাগ।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ, কেন কমভিবদেৎ, কেন কং মন্বীৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি ॥ ১৪ ॥

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

স্থং হি কৃষ্ণো যোবোহিপ্রেষ্ঠঃ শরীরদ্বয়ং কারণং ভবতি ॥ ১৭ ॥

জ্ঞানিত্বপ্রযুক্ত মুনি অভোক্তা, কিন্তু কৃষ্ণ ও কি সেই প্রকার জ্ঞানিত্বপ্রযুক্ত অভোক্তা, ইহা চিন্তা করিয়া মুনি বলিতেছেন :—

তোমাদের প্রিয়তম কৃষ্ণ শরীরদ্বয় অর্থাৎ ব্যষ্টি সমষ্টিরূপ জগতের কারণমাত্র, অর্থাৎ দেহধারী জীব যেরূপ জ্ঞানিত্বপ্রযুক্ত অলিপ্ত তাহা নহে, ইনি কারণমাত্র, ইনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। ঐ কথা আর বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রাহ্মণোহংশভূতস্তথেতরো ভোক্তা ভবতি অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি ॥ ১৮ ॥

বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতঃ অতো ভোক্তাহভোক্তারৌ ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বো হি ভোক্তা ভবতি তথেতরোহভোক্তা কৃষ্ণো ভবতীতি ॥ ২০ ॥

*(মুণ্ডকোপনিষৎ তৃতীয় মুণ্ডক প্রথম খণ্ড ১।২ শ্লোক ও ঋগ্বেদ প্রথম মণ্ডল ১৬৪ তম সূক্ত, ২১শ ঋক্ দেখুন।)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখয়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নোহভিচাকশীতি ॥

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

ব্যাখ্যা। সুপর্ণৌ সুন্দরৌ পর্ণৌ পক্ষৌ যয়োঃ তৌ যাহাদিগের সুন্দর পক্ষ আছে অর্থাৎ পক্ষী, বৃক্ষধর্ম্মে তিষ্ঠতঃ, বিনাশিনি সংসারাখ্যে অশ্বত্থে তিষ্ঠতঃ, কঠোপনিষৎ স্মরণ করুন। "ঊর্দ্ধমূলোহবাক্শাখ এষোহশ্বত্থঃ সনাতনঃ।" ইত্যাদি।

অর্থ—জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই ব্রহ্মের অংশ, উহার মধ্যে ইতর অর্থাৎ জীব ভোক্তা হইয়া

থাকেন এবং ঈশ্বর অভোক্তা এবং সাক্ষীমাত্র হয়েন ॥ ১৮ ॥

এই বিনাশধর্ম্মশীল দেহরূপঅশ্বত্থবৃক্ষে তাহারা অবস্থান করেন এবং ভোক্তা ও অভোক্তা হয়েন ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত জীবভোক্তা এবং ঈশ্বর অভোক্তা এবং কৃষ্ণ অভোক্তা ঈশ্বর।

যত্র বিদ্যাঽবিদ্যে ন বিদামো বিদ্যাঽবিদ্যাভ্যাং স ভিন্নঃ বিদ্যাময়ো হি যঃ, কথং বিষয়ী ভবতীতি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুইয়ের কিছুই নাই, তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে ভিন্ন অথচ বিদ্যাময়, তিনি কিরূপে বিষয়ভোগ করিবেন॥২২॥

যোঽবৈকামেন কামান্ কাময়তে স কামী ভবতি, যোঽবৈ হ্বকামেন কামান কাময়তে সোঽকামী ভবতি ॥ ২২ ॥

যিনি কামনাপূর্ণ হইয়া কাম্যবস্তুর অভিলাষ করেন, তিনি কামী, যিনি কামনাশূন্য হইয়া কাম্যবস্তু স্বীকার করেন, বা ভোগ করেন, তিনি অকামী ॥ ২২ ॥

জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি সবোহিস্বামী যোঽসৌ ভবতি ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ। যিনি জন্ম ও জরাবিরহিত, যিনি স্থাণুর ন্যায় স্থিরতর, যিনি অচ্ছেদ্য, যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন, যিনি গোতে অবস্থান করেন, যিনি গোপালন করেন, যিনি গোপসকলে অবস্থান করেন, যিনি সকল বেদে অবস্থান করেন, সকল বেদ যাহাকে কীর্ত্তন করে, যিনি ভূতসমূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূতসকলকে বিধান করেন ॥ ২৩ ॥

সাহোবাচ গান্ধর্ব্বী কথং বাঽস্মাসু জাতোঽসৌ গোপালঃ কথং জ্ঞাতোঽসৌ ত্বয়া মুনে কৃষ্ণঃ কোবাঽস্য মন্ত্রঃ কিং বাঽস্য স্থানং কথং বা দেবক্যাং জাতঃ কোবাঽস্য জ্যায়ান্ রামো ভবতি কীদৃশী পূজাঽস্য গোপালস্য ভবতি সাক্ষাৎ প্রকৃতি পরো যোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হি বৈ সহোবাচ তাং হ বৈ ॥২৪॥

গান্ধর্ব্বী বলিলেন, গোপাল আমাদের কুলে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন, আপনি তাহাকে কিরূপে জানিতে পারিলেন, তাহার মন্ত্র কি, তাহার ধ্যান কি, তিনি কিরূপে দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহার জ্যেষ্ঠ রামইবা কে ইহার পূজা কীদৃশী, যিনি প্রকৃতির স্বামী তিনি ভূমিতে কিরূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৪ ॥

একোঽবৈ পূর্ব্বং নারায়ণো দেবঃ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ। সৃষ্টির প্রথমে নারায়ণ একমাত্র দেব ছিলেন ॥ ২৫ ॥

যস্মিন্ লোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চ তস্য হৃৎপদ্মজাতাঽজযোনিস্তপিত্বা তস্মৈ হি বরং দদৌ ॥২৬॥

বঙ্গার্থ। যাহাতে লোকসমূহ ওতপ্রোতভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহার হৃদ্‌পদ্ম হইতে পদ্মযোনি ব্রহ্ম উৎপন্ন হইয়া তপস্যা করিলে নারায়ণ তাহাকে বর দান করিয়াছিলেন ॥২৬॥

স কামপ্রশ্নমেব বব্রে তং হাস্মৈ দদৌ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্ম নারায়ণের নিকট তাহার স্বাভিলষিত প্রশ্নরূপ যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নারায়ণ তাহাকে তাহা দিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

সহোবাচাজযোনির্যোঽবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃ কো ভবতি যেন লোকাস্তুষ্টা দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি যং স্মৃত্বা মুক্তা অস্মাৎ সংসারাৎ ভবন্তি কথং বাঽস্যাবতারস্য ব্রহ্মতা ভবতি ॥২৮॥

অজযোনি ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন অবতারদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার কে? যে অবতারদ্বারা লোকসমূহ ও দেবতাসমূহ তুষ্ট হন,

যাহাকে স্মরণ করিলে লোকে এই সংসার হইতে মুক্ত হয়। আর এই অবতারের ব্রহ্মত্ব বা কিরূপে হইল? ॥ ২৮ ॥

সহোবাচ তং হি নারায়ণো দেব স কাম্যা মেরোঃ শৃঙ্গে যথা সপ্তপূর্য্যো ভবন্তি তথা নিষ্কাম্যাঃ স কাম্যা ভূগোলচক্রে সপ্তপূর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাৎ গোপালপুরী হীতি ॥ ২৯ ॥

নারায়ণ দেব ব্রহ্মাকে বলিলেন যে মেরু-শৃঙ্গে কামনাশূন্য ও কামফলদা সাতটী পুরী আছে, তদ্রূপ ভূমণ্ডলেও কামনাফলদা ও কামনাশূন্য সাতটী পুরী আছে, যথা—অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা ও দ্বারকা। উহাদের মধ্যে গোপালপুরীই সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরী ॥ ২৯ ॥

স কাম্যা নিষ্কাম্যা দেবানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ভবতি যথা হি বৈ সরসিপদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যাং তিষ্ঠতীতি চক্রেণ রক্ষিতা হি মথুরা তস্মাৎ গোপালপুরী ভবতি ॥ ৩০ ॥

দেবতা ও ভূতগণের সকামা ও নিষ্কামপুরী আছে, সরোবরের মধ্যে যেরূপ পদ্ম থাকে, তদ্রূপ চক্রে রক্ষিতা হইয়া ভূমণ্ডলে মথুরাপুরী আছে, তজ্জন্য ইহাকে গোপালপুরী বলে ॥ ৩০ ॥

বৃহদ্বৃহদ্বনং মধোর্ম্মধুবনং তালস্তালবনং, কাম্যং কাম্যবনং বহুলো বহুলবনং কুমুদং কুমুদ-বনং খদিরঃ খদিরবনং ভদ্রো ভদ্রবনং ভাণ্ডীর ইতি ভাণ্ডীরবনং শ্রীবনং লোহবনং বৃন্দায়া বৃন্দাবনমেতৈরাবৃতপুরী ভবতি ॥ ৩১ ॥

বৃহৎ এইজন্য বৃহৎবন, মধুদৈত্য বধ হয় এইজন্য মধুবন, তালবৃক্ষ আছে, এইজন্য তাল-বন, কৃষ্ণবিহার করেন এইজন্য কাম্যবন, বহুলা হরিপ্রিয়া বাস করেন এইজন্য বহুলবন, কুমুদ-পুষ্পদ এইজন্য কুমুদবম, খদির আছে এইজন্য খদিরবন, ভদ্রবৃক্ষ আছে এইজন্য ভদ্রবন, ভাণ্ডীর নামে বটবৃক্ষ আছে এইজন্য ভাণ্ডীরবন, শ্রীর অধিষ্ঠান এইজন্য শ্রীবন; লোহনামক অসুর সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এইজন্য লোহবন, বৃন্দা তপস্যা করিয়াছিলেন এইজন্য বৃন্দাবন, মথুরা-পুরী এই সকল বনের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

(শিরঃস্থিত সহস্রদল কমলই মথুরা মণ্ডল ঐ কমলাভ্যন্তরে দ্বাদশদল পদ্মান্তরে গুরুরূপী পরমাত্মার মুখ্যাবস্থান, তদ্রূপ মথুরার মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণাসনরূপ দ্বাদশ বন আছে। ঐ সমুদায় বনই বিবিধ নামে আখ্যাত হইয়াছে।)

তত্র তেষ্বেব গহনেষ্বেব দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা-নাগাঃ কিন্নরা গায়ন্তীতি নৃত্যন্তীতি ॥ ৩২ ॥

এই সমুদায় বনে দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও নাগ গান করেন এবং নৃত্য করেন ॥৩২॥

তত্র দ্বাদশাদিত্যা একাদশ রুদ্রা অষ্টৌ বসবঃ সপ্ত মুনয়ো ব্রহ্মা নারদশ্চ পঞ্চ বিনায়কাঃ বীরে-শ্বরো রুদ্রেশ্বরো অম্বিকেশ্বরো গণেশ্বরো নীল-কণ্ঠেশ্বরো বিশ্বেশ্বরো গোপালেশ্বরো ভদ্রেশ্বরো-ঽন্যানি লিঙ্গানি চতুর্ব্বিংশতির্ভবন্তি ॥ ৩৩ ॥

দ্বে বনে স্তঃ কৃষ্ণবনং ভদ্রবনং তয়োরন্ত-র্দ্বাদশবনানি পুণ্যানি পুণ্যতমানি তেষ্বেব দেব-স্তিষ্ঠন্তি সিদ্ধাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র হি রামস্য রামমূর্ত্তিঃ প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্ন-মূর্ত্তিরণিরুদ্ধস্যা নিরুদ্ধমূর্ত্তিঃ কৃষ্ণস্য কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ ॥৩৫॥

বঙ্গার্থ। এই দ্বাদশ বনে দ্বাদশ আদিত্য একাদশ রুদ্র অষ্টবসু সপ্ত মুনি পঞ্চবিনায়ক এবং বীরেশ্বর রুদ্রেশ্বর অম্বিকেশ্বর গণেশ্বর নীল-কণ্ঠেশ্বর বিশ্বেশ্বর গোপালেশ্বর ভদ্রেশ্বর এবং অন্যান্য চতুর্ব্বিংশতি লিঙ্গ আছে ॥ ৩৩ ॥

উপরোক্ত দ্বাদশ বন, কৃষ্ণবন ও ভদ্রবন এই দুই বনের মধ্যে অবস্থিত, উহারা সকলেই পুণ্য ও পুণ্যতম, উহাদের মধ্যে দেবতারা বাস করেন ও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন ॥ ৩৪ ॥

সেই সকল বনে রামের অর্থাৎ বলরামের

রামমূর্ত্তি প্রদ্যুম্নের প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি অনিরুদ্ধের অনিরুদ্ধমূর্ত্তি কৃষ্ণের কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে ॥ ৩৫ ॥

বনেম্বেবং মথুরাস্বেবং দ্বাদশমূর্ত্তয়ো ভবন্তি ॥৩৬॥

একাং হি রুদ্রা যজন্তি দ্বিতীয়াং হি ব্রহ্মা যজতি তৃতীয়াং ব্রহ্মজা যজন্তি চতুর্থীং মরুতো যজন্তি পঞ্চমীং বিনায়কা যজন্তি ষষ্ঠীং বসবো যজন্তি সপ্তমী মৃষয়ো যজন্তি অষ্টমীং গন্ধর্ব্বা যজন্তি নবমী মপ্সরসো যজন্তি দশমী বৈহ্যন্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি একাদশমেতি স্বপদং গতা দ্বাদশমেতি ভূম্যাং তিষ্ঠতি ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ। দ্বাদশ বনে যেরূপ মূর্ত্তি আছে তদ্রূপ মথুরায় দ্বাদশটী মূর্ত্তি আছে ॥ ৩৭ ॥

উহাদিগের মধ্যে রৌদ্রীমূর্ত্তি রুদ্রগণ পূজা করেন, ব্রাহ্মীমূর্ত্তিকে ব্রহ্মা পূজা করেন ঐরূপ দেবীমূর্ত্তিকে ব্রহ্মার পুত্রেরা, মানবীমূর্ত্তিকে মরুদ্গণ, বিনায়কমূর্ত্তিকে বিনায়াকগণ কাম্যামূর্ত্তিকে বসুগণ, ঋষিমূর্ত্তিকে ঋষিগণ গান্ধর্ব্বীমূর্ত্তিকে গন্ধর্ব্বগণ, গৌমূর্ত্তিকে অপ্সরোগণ পূজা করেন। দশমীমূর্ত্তি গুপ্ত থাকেন, একাদশীমূর্ত্তি বিষ্ণুপদ আকাশ আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। দ্বাদশীমূর্ত্তি ভূমিতে অবস্থান করেন ॥ ৩৭ ॥

তাং হি যে যজন্তি তে মৃত্যুং তরন্তি মুক্তিং লভন্তে। গর্ভ জন্ম জরা মরণ তাপত্রয়াত্মকং দুঃখং তরন্তি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ। এই দ্বাদশী ভূমিষ্ঠা মূর্ত্তি যাঁহারা পূজা করেন তাহারা মৃত্যু হইতে ত্রাণ পান এবং মুক্তিলাভ করেন তাঁহারা গর্ভ, জন্ম, জরা, মরণ এই তাপত্রয় হইতে উত্তীর্ণ হয়েন ॥ ৩৮ ॥

তদপ্যেতে শ্লোকা ভবন্তি।

প্রাপ্য মথুরাং পুরীং রম্যাং সদা ব্রহ্মাদিসেবিতাম্। শঙ্খ-চক্র গদা শার্ঙ্গরক্ষিতাং মুষলাদিভিঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ। উক্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক হইয়া থাকে-শঙ্খ, চক্র, গদা, শারঙ্গ এবং মুষলদ্বারা পরিরক্ষিতা মথুরাপুরী ব্রহ্মাদিদ্বারা সেবিত হইয়া থাকে এবং উহা প্রাপ্ত হইয়া দেবতা মনুষ্যাদি কৃতার্থ হয় ॥ ৩৯ ॥

যত্রাসৌ সংস্থিতঃ কৃষ্ণস্ত্রিভিঃ শক্ত্যা সমাহিতঃ। রামনিরুদ্ধপ্রদ্যুম্নৈ রুক্মিণ্যা সহিতো বিভুঃ ॥৪০॥

চতুঃশব্দো ভবেদেকো হ্যোঙ্কারঃ সমুদাহৃতঃ ॥৪১॥

তস্মাদেবঃ পরো রজসেতি সোঽহমিত্যবধার্য্যাত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েৎ ॥ ৪২ ॥

স মোক্ষমশ্নুতে স ব্রহ্ম ত্বমধিগচ্ছতি স ব্রহ্মবিদ্ভবতি ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ। ঐ মথুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ, রাম, অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন এই তিন শক্তি এবং রুক্মিণীর সহিত একত্রে আছেন ॥ ৪০ ॥

রাম, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, কৃষ্ণ, এই চারিটী শব্দে এক ঈশ্বর হয়েন। ইহাই ওঁকার বাচ্য অর্থাৎ ওঁকারের আকার উকার মকার ও বিন্দু এই চারিটীতে যেরূপ ব্রহ্মের জাগ্রতাদি চারিটী অবস্থা জ্ঞাপন করায় সেরূপ বাসুদেব কৃষ্ণ সংকর্ষণ বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই চারিটীও ব্রহ্মের উক্ত চারি অবস্থামাত্র ॥ ৪১ ॥

সেই হেতু প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ (এস্থলে রজঃগুণ প্রকৃতির উপলক্ষমাত্র) যে দেব, তিনিই আমি ইহা নিশ্চয় করিয়া আপনাকে গোপাল এইরূপ ভাবনা করে ॥ ৪২ ॥

যিনি এরূপ সোঽহমভাবে উপাসনা করেন তিনি মোক্ষপ্রাপ্তি হয়েন, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রহ্মবিদ্ হয়েন ॥ ৪৩ ॥

যো গোপান্ জীবান্ বৈ আত্মত্বেনাসৃষ্টিপর্য্যন্ত মালাতি স গোপালো ভবতি ওঁ তৎ যৎ সোঽহং পরং ব্রহ্মকৃষ্ণাত্মকো নিত্যানন্দৈকরূপঃ সোঽহম্ মোন্তদগোপাল এব পরং সত্যমবাধিতং সোঽহমিত্যাত্মানমাদায়মনসৈক্যং কুর্য্যাৎ আত্মানং গোপালোঽহমিতি ভাবয়েদিতি সএবাব্যক্তোঽনন্তোনিত্যো গোপালঃ ॥ ৪৪ ॥

মথুরায়াং স্থিতি ব্রহ্মন্ সর্ব্বদা মে ভবিষ্যতি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা বৃতস্ত বৈ ॥ ৪৫॥
বিশ্বরূপং পরং জ্যোতিঃ স্বরূপং রূপবর্জ্জিতম্।
হৃদা মাং সংস্মরন্ ব্রহ্মন্ মৎপদং যাতি নিশ্চিতং॥৪৬॥

যিনি গোপালদিগকে অর্থাৎ জীবসমূহকে আত্মস্বরূপে সৃষ্টিপর্য্যন্ত অঙ্গীকার করেন তিনি গোপাল (গোপানালাতি স্বীকরোতি ইতি গোপাল)। ওঁ তৎ এই শব্দদ্বয়ের বাচ্য যে পরব্রহ্ম তিনিই আমি এবং নিত্যানন্দরূপী শ্রীকৃষ্ণ তিনিই আমি, ওঁ তৎসৎ শব্দবাচ্য যে পরম সত্য, অবাধিত গোপাল তিনিই আমি ইহা মনে জ্ঞাত হইয়া আমি গোপাল এরূপ ভাবনা করিবে। ঐ গোপাল অব্যক্ত অনন্ত নিত্য ॥৪৪॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বনমালাধারী হইয়া আমি মথুরায় অবস্থান করিব ॥ ৪৫ ॥

হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি আমাকে বিশ্বরূপ পরম জ্যোতিঃস্বরূপ রূপবর্জ্জিতরূপে হৃদয়দ্বারা স্মরণ করেন তিনি নিশ্চয় আমার পদপ্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৬ ॥

মথুরা মণ্ডলে যস্ত জম্বুদ্বীপে স্থিতোপি বা।
যোঽর্চ্চয়েৎ প্রতিমাং মাঞ্চ স মে প্রিয়তরোভুবি ॥

যে ব্যক্তি মথুরামণ্ডলে অথবা জম্বুদ্বীপের অন্য কোন স্থানে থাকিয়া প্রতিমারূপে আমাকে পূজা করেন, তিনি আমার প্রিয়তম হয়েন ॥ ৪৭ ॥

তস্যামধিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণরূপী পূজ্যস্তয়া সদা।
চতুর্দ্ধা চাস্যধিকারভেদত্বেন যজন্তিমাম্ ॥ ৪৮ ॥
যুগানুবর্ত্তিনো লোকা যজন্তীহসুমেধসঃ।
গোপালং সানুজং রামরুক্মিণ্যা সহ তৎপরং ॥৪৯॥
গোপালোঽহমজো নিত্য প্রদ্যুম্নোঽহং সনাতনঃ।
রামোঽহং অনিরুদ্ধোঽহমাত্মানমর্চ্চয়েদ্বুধঃ ॥ ৫০ ॥

আমি মথুরাপুরীতে কৃষ্ণরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া তোমার দ্বারা পূজ্য হইয়াছি। লোকে অধিকার-ভেদে চতুর্দ্ধাভেদ কল্পনাপূর্ব্বক আমাকে পূজা করেন, অর্থাৎ স্বপ্নসুষুপ্ত আদি অবস্থায়ও আমাকে পূজা করেন ॥ ৪৮॥

যুগানুবর্ত্তী সুমেধা মানবগণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ রাম ও রুক্মিণীর সহিত গোপালরূপে আমাকে পূজা করেন ॥ ৪৯ ॥

আমি গোপাল, আমি অজ, নিত্য, প্রদ্যুম্ন সনাতন, আমিই রাম, অনিরুদ্ধ, পণ্ডিতগণ আমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

ময়োক্তেন স্বধর্ম্মেণ নিষ্কামেন বিভাগশঃ।
তৈরয়ং পূজনীয়ো বৈ ভদ্রকৃষ্ণনিবাসিভিঃ॥৫১॥

অধিকার ভেদানুসারে আশ্রমধর্ম্মে সকাম-ভাবে বা নিষ্কামভাবে ভদ্র ও কৃষ্ণবন নিবাসীরা আমার চতুর্ব্যূহ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিবে ॥ ৫১ ॥

তদ্ধর্ম্মগতিহীনা যে তস্মাং ময়ি পরায়ণাঃ।
কলিনাগ্রসিতা যে বৈ তেষাং তস্যামবস্থিতিঃ॥৫২॥

কলিগ্রস্ত মানব আশ্রম ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলেও আমাতে পরায়ণ থাকিলে তাহাদের মথুরাপুরীতে অবস্থিতি হইবে ॥ ৫২ ॥

যথা ত্বং সহ পুত্রৈস্তু যথা রুদ্রোগণৈঃ সহ।
যথা শ্রিয়াভিযুক্তোঽহং তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ॥৫৩॥

তুমি যেমন সনকাদি পুত্রগণের সহিত থাকিতে ভাল বাস, রুদ্র যেরূপ গণগণের সহিত থাকিতে ভাল বাসেন, আমি যেমন শ্রীর সহিত থাকিতে ভাল বাসি, সেইরূপ ভক্তগণের সহিত থাকিতে ভাল বাসি, এই জন্য মথুরাপুরীতে ভক্তদিগের অবস্থিতি হয় ॥ ৫৩ ॥

সহোবাচাব্জযোনিশ্চতুর্ভির্দ্দেবৈঃ কথমেকো দেবঃ স্যাদেকমক্ষরং যদ্বিশ্রুতমনেকাক্ষরং কথং ভূতং সহোবাচ তং হি বৈ পূর্ব্বং হি একমেবা-দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাসীৎ তস্মাদব্যক্তমব্যক্তমেবাক্ষরং তস্মাদক্ষরাৎ মহত্তত্ত্বং মহতো বৈ হঙ্কার তস্মা-দেবাহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি তেভ্যো ভূতানি তৈরাবৃতমক্ষরং ভবতি অক্ষরোঽহমোঙ্কারোঽহম-জমোঽমরোঽভয়োঽমৃতব্রহ্মভয়ং হি বৈ স মুক্তো-

হমস্মি অক্ষরোহহমস্মি সত্তামাত্রং বিশ্বরূপং প্রকাশং ব্যাপকং তথা একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-মায়য়া তু চতুষ্টয়ং ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—গোপালাদি দেবচতুষ্টয় এক হইলেন কি প্রকারে? আর ওঙ্কার আখ্য এক অক্ষর হইতে কিরূপে অনেক অক্ষর উৎপন্ন হইল।

ভগবান কহিলেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমেবাদ্বিতীয়ং অর্থাৎ স্বজাতি স্বগত ও বিজাতীয় ভেদরহিত একমাত্র ব্রহ্ম ছিলেন তাঁহাহইতে অব্যক্ত উৎপন্ন হয়েন। সেই অব্যক্তই ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম হইতে মহৎ উৎপন্ন হয়েন, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়।

প্রণব ইহাদিগের দ্বারা বেষ্টিত হন, আমি সেই অক্ষররূপী ওঁকার অজর অমর, অভয় ও অমৃত আমি মুক্ত, আমি অবিনাশী সত্তামাত্র বিশ্বরূপ প্রকাশক এবং ব্যাপক, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মমায়াকর্ত্তৃক চতুষ্টয় হইয়াছেন।

রোহিণীতনয়ো রামো অকারাক্ষরসম্ভবঃ।
তৈজসাত্মপ্রদ্যুম্ন উকারাক্ষরসম্ভবঃ ॥ ৫৫ ॥
প্রাজ্ঞাত্মকোঽনিরুদ্ধো বৈ মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
অর্দ্ধমাত্রাত্মকঃ কৃষ্ণো যস্মিন্ বিশ্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥৫৬॥
কৃষ্ণাত্মিকা জগৎকর্ত্রী মূলপ্রকৃতি রুক্মিণী।
ব্রজস্ত্রীজনসম্ভূত শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মসঙ্গতঃ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ। অকার অক্ষর হইতে রোহিণীনন্দন রাম প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি বিশ্বাত্মক অর্থাৎ জাগ্রদাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টি স্বরূপ। উকার হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হইয়াছেন, তিনি তৈজসাত্মক অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টিস্বরূপ ॥ ৫৫ ॥

মকার অক্ষর হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। তিনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতৃ সমষ্টিস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ অবস্থাত্রয় বর্জ্জিত তুরীয় পদার্থ। তিনিই অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ, তাহাতে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

জগৎকর্ত্রী কৃষ্ণাত্মিকা বিন্দুপ্রতিপাদিকা রুক্মিণী মূল প্রকৃতি হইয়াছেন। ব্রজস্ত্রীগণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় যে সকল শ্রুতির প্রকাশ হয় তদ্দ্বারা প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম তাঁহার প্রকাশবশতঃ শক্তিরূপা মায়া এবং শক্তিমানের অভেদহেতু রুক্মিণী মূল প্রকৃতি হইয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

প্রণবত্বেন প্রকৃতিংবদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তস্মাদোঙ্কারসম্ভূতো গোপালো বিশ্বসম্ভবঃ ॥৫৮॥
ক্লীঁ মোঙ্কারস্যৈক্যত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে ॥৫৯॥

বঙ্গার্থ। ব্রহ্মবাদীগণ প্রণবের অসৎ সত্ত্বাদি গুণস্বরূপ হেতু তাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলিয়া থাকেন। অতএব বিশ্বসম্ভব গোপাল প্রকৃতির প্রতিপাদ্য হইয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মবাদীরা ক্লীঁকার ও ওঁকারের ঐক্যতা স্বীকার করেন। মথুরায় আমাকে বিশেষরূপে ধ্যান করিলে মানব মোক্ষপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

অষ্টপত্রং বিকশিতং হৃৎপদ্মং তত্র সংস্থিতম্।
দিব্যধ্বজাতপত্রৈস্তু চিহ্নিতং চরণদ্বয়ং ॥ ৬০ ॥
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং হৃৎস্থং কৌস্তভং প্রভয়াযুতম্।
চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রশার্ঙ্গপদ্ম গদান্বিতম্ ॥ ৬১ ॥
সুকেয়ূরান্বিতং বাহুং কণ্ঠং মালাসুশোভিতম্।
দ্যুমৎ কিরীটং বলয়ং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ। বিকশিত অষ্টদলস্বরূপ হৃৎপদ্মে আমি অধিষ্ঠিত আছি। আমার দিব্যধ্বজাছত্র প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত চরণদ্বয় ধ্যান করিবে ॥৬০॥

তৎপর আমার হৃদয়স্থ শ্রীবৎসলাঞ্ছনপ্রভাযুক্ত কৌস্তভমণি এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্মশার্ঙ্গযুক্ত চতুর্ভুজকে ধ্যান করিবে ॥ ৬১ ॥

তৎপর সুকেয়ূর অন্বিত বাহু মালা সুশোভিত কণ্ঠদীপ্তিশালী মুকুট ও মকরাকৃতি কুণ্ডলকে স্মরণ করিবে ॥ ৬২ ॥

হিরণ্ময়ং সৌম্যতনু স্বভক্তায়া ভয়প্রদম্।
ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেণুশৃঙ্গধরন্তু বা ॥ ৬৩ ॥
মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্‌যস্যাং মথুরাসানিগদ্যতে ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ। তৎপরে আমার সুবর্ণময় ভক্তাভয়প্রদ সৌম্য তনু অথবা বেণুশৃঙ্গযুক্ত দ্বিভুজরূপকে ধ্যান করিবে ॥ ৬৩ ॥

যেমন দধি মন্থন করিলে নবনিত উৎপন্ন হয় তদ্রূপ যে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জগৎ মন্থন করিলে সারভূত গোপালমূর্ত্তি আবির্ভূত হয় সেই ব্রহ্মজ্ঞানকেই মথুরা কহে ॥ ৬৪ ॥

অষ্টদিক্‌পালিভির্ভূমিঃ পদ্মং বিকসিতং জগৎ।
সংসারার্ণবসম্ভূতং সেবিতং মম মানসে ॥ ৬৫ ॥
চন্দ্রসূর্য্যত্বিষো দিব্যধ্বজা মেরুর্হিরণ্ময়।
আতপত্রং ব্রহ্মলোক মধোর্দ্ধং চরণং স্মৃতম্ ॥ ৬৬ ॥
শ্রীবৎসঞ্চ স্বরূপঞ্চ বর্ত্ততে লাঞ্ছনৈঃ সহ।
শ্রীবৎসলাঞ্ছনং তস্মাৎ কথ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬৭॥
যেন সূর্য্যাগ্নি বাক্ চন্দ্রং তেজসাস্বস্বরূপিণা।
বর্ত্ততে কৌস্তভাখ্যং মণিং বদন্তী শমানিনঃ ॥৬৮॥

বঙ্গার্থ। অষ্টদিক্‌পালসেবিত ভূমিরূপ পদ্ম যাঁহার মানসে বিকশিত রহিয়াছে উহাই সংসারসাগর হইতে উৎপন্ন জগৎ ॥ ৬৫ ॥

চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল দিব্য ধ্বজা, মেরু হিরণ্ময় ছত্রদণ্ড ব্রহ্মলোক ছত্র, এবং অধোর্দ্ধ অর্থাৎ সপ্তপাতালই চরণদ্বয় ॥ ৬৬ ॥

হৃদয়ে যে শ্রীবৎসলাঞ্ছন আছে উহার অর্থ এই যে আমি শ্রী অর্থাৎ মায়ার বল্লভ, লাঞ্ছন আমার বিরাট অবয়বের জ্ঞাপকমাত্র ॥ ৬৭ ॥

সূর্য্য অগ্নি বাক্ চন্দ্র ইহারা যে তেজের দ্বারা তেজস্বী হইয়াছে, ঈশ্বর আরাধকেরা সেই তেজকে কৌস্তভমণি বলে ॥ ৬৮ ॥

সত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং করে রজসি সংস্থিতম্ ॥৬৯॥
বালস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যামায়া ভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্ ॥ ৭০ ॥
আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে স্থিতা। ধর্ম্মার্থকামকেয়ূরৈর্দ্দিব্যৈর্দ্দিব্য মহীরিতৈঃ ॥ ৭১ ॥
কণ্ঠন্তু নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে আদ্যয়াহজয়া। মালানিগদ্যতে ব্রহ্মং স্তবপুত্রৈস্তু মানসৈঃ ॥ ৭২ ॥
কূটস্থং সৎস্বরূপঞ্চ ক্রিরীটং প্রবদন্তি মাং।
ক্ষরোত্তমং প্রস্ফুরন্তং কুণ্ডলং যুগলং স্মৃতং ॥ ৭৩ ॥
ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধিগচ্ছতি।
স মুক্তো ভবতি তস্মৈ আত্মানঞ্চ দদামি বৈ ॥৭৪

বঙ্গার্থ। সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ এবং অহঙ্কার ইহারাই চারি বাহু হইয়াছে এবং শঙ্খই পঞ্চভূতাত্মক রজোগুণরূপে হস্তে অবস্থিত আছে ॥ ৬৯ ॥

অত্যন্ত বালস্বরূপ অর্থাৎ চঞ্চল যে মন তাহাকে চক্র বলা যায়। আদ্যা মায়াকে শার্ঙ্গ বলা যায়, বিশ্বকে হস্তস্থিত পদ্ম বলা যায় ॥৭০॥

আদ্যা বিদ্যাকে গদা বলা যায়, উহা সর্ব্বদাই আমার হস্তে আছে এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহাই আমার বাহুস্থ দিব্যকেয়ূর ॥ ৭১ ॥

কণ্ঠই নির্গুণ ব্রহ্ম। ঐ কণ্ঠকে যে অজয়া এবং আদি মায়াদ্বারা অর্থাৎ প্রপঞ্চ আভরণের দ্বারা ভূষিত করা যায় তাহাকেই তোমার পুত্রগণ মালা বলিয়া থাকেন ॥ ৭২ ॥

আমি কূটস্থ নিত্যস্বরূপ, এজন্য সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পণ্ডিতগণ আমাকে কীরিট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আমার ক্ষর এবং উত্তম অক্ষরকে যুগল কুণ্ডল বলিয়া থাকেন ॥ ৭৩ ॥

যে ভক্ত আমাকে এইরূপভাবে ধ্যান করে, সে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, আমি তাহাকে আমার স্বীয় আত্মাপ্রদান করি ॥ ৭৪ ॥

এতৎ সর্ব্বং ভবিষ্যদ্বৈ ময়া প্রোক্তং বিধে তব।

স্বরূপং দ্বিবিধঞ্চৈব সগুণং নিগুর্ণাত্মকম্ ॥৭৫॥

সহোবাচাব্জযোনিঃ ব্যক্তানাং মূর্ত্তীনাং প্রোক্তানাং কথং স্বাভরণানি ভবন্তি কথং বা দেবা যজন্তি রুদ্রা যজন্তি ব্রহ্মা যজতি ব্রহ্মজা যজন্তি বিনায়কা যজন্তি দ্বাদশাদিত্যা যজন্তি বসবে যজন্তি অপ্সরসো যজন্তি গন্ধর্ব্বা যজন্তি স্বপদানুগান্তর্দ্ধানে তিষ্ঠতি কা কাং মনুষ্যা যজন্তি ॥ ৭৬ ॥

সহোবাচ তং হি বৈ নারায়ণো. দেব আদ্যা অব্যক্তা দ্বাদশমূর্ত্তয়ঃ সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু দেবেষু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু তিষ্ঠন্তি ॥ ৭৭ ॥

রুদ্রেষু রৌদ্রী ব্রহ্মণ্যেবং ব্রাহ্মী দেবেষু দৈবী মানুষেষু মানবী বিনায়কেষু বিঘ্ননাশিনী আদিত্যেষু জ্যোতির্গন্ধর্ব্বেষু গান্ধর্ব্বী অপ্সরঃ স্বেবং গৌর্ব্বসুষ্বেবং কাম্যা অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনী ॥৭৮॥

আবির্ভাবাতিরোভাবা স্বপদে তিষ্ঠতি তামসী রাজসী সাত্বিকী মানুষী বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি ॥ ৭৯ ॥

বঙ্গার্থ। হে ব্রহ্মন্! এই সকল ভবিষ্যৎ কহিলাম আমার স্বরূপ সগুণ ও নিগুর্ণ এই দুই প্রকার হইয়াছে ॥ ৭৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি সকলের কি প্রকার আভরণ হইয়া থাকে এবং দেবতারা কিরূপে পূজা করেন। রুদ্র, ব্রহ্মা, ব্রহ্মার পুত্র, বিনায়ক, আদিত্য, বসু, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব ইহারা কিরূপে পূজা করেন।

স্বপদানুগাই বা কে? অন্তর্দ্ধানেই বা কে থাকেন এবং মনুষ্যেরা কাহার পূজা করে ॥৭৬॥

নারায়ণ কহিলেন পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশমূর্ত্তির কোন আভরণ নাই তাঁহারা সকল লোকে সকল দেবতায় এবং সকল মনুষ্যে অবস্থিত আছেন ॥ ৭৭ ॥

রুদ্রলোকে রৌদ্রী, ব্রহ্মলোকে ব্রাহ্মী, দেবলোকে দৈবী, মনুষ্যলোকে মানবী, বিনায়কলোকে বিঘ্ননাশিনী, আদিত্যলোকে জ্যোতিঃ, গন্ধর্ব্বলোকে গান্ধর্ব্বী, অপ্সরলোকে গৌ (গীয়তে ইতি গৌ) অর্থাৎ গীত, বসুলোকে কাম্যা এবং অন্তর্দ্ধানে প্রকাশিনীর মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে ॥ ৭৮ ॥

যাঁহার আবির্ভাব আছে কিন্তু তিরোভাব নাই এমন মূর্ত্তি স্বপদ বৃন্দাবনে অবস্থিত থাকে। ঐ মূর্ত্তি তিন প্রকার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, আর মানুষী বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন ও সচ্চিদনন্দৈকরসোরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠান করিতেছে ॥ ৭৯ ॥

ওঁ প্রাণাত্মনে ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবস্বস্তস্মৈ বৈ প্রাণত্মনে নমো নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮১ ॥

ওঁ অপানাত্মনে ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ অপানাত্মনে বৈ নমোনমঃ ॥ ৮২ ॥

ওঁ কৃষ্ণায় রামায় প্রদ্যুম্নায়া নিরুদ্ধায় ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৩ ॥

ওঁ ব্যানাত্মনে ওঁ তৎসদ্ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ ব্যানাত্মনে বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৪ ॥

ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় রামায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৫ ॥

ওঁ উদানাত্মনে ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ উদানাত্মনে নমোনমঃ ॥ ৮৬ ॥

ওঁ কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৭ ॥

ওঁ সমানাত্মনে ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৮ ॥

ওঁ গোপালায় অনিরুদ্ধায় নিজস্বরূপায় ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৮৯ ॥

ওঁ যোঽসৌ প্রধানাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুবঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ যোঽসাবিন্দ্রিয়াত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯১ ॥

ওঁ যোঽসৌ ভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯২ ॥

ওঁ যোঽসাবুত্তমপুরুষো গোপালঃ তৎসৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৩ ॥

ওঁ যোঽসৌ পরব্রহ্ম গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৪ ॥

ওঁ যোঽসৌ সর্ব্বভূতাত্মা গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৫ ॥

ওঁ যোঽসৌ জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিমতীত্য তুর্য্যাতীতো গোপালঃ ওঁ তৎসৎ ভূর্ভুর্বঃ স্বস্তস্মৈ বৈ নমোনমঃ ॥ ৯৬ ॥

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ৯৭ ॥

রুদ্রায় নমঃ। আদিত্যায় নমঃ। বিনায়কায় নমঃ। সূর্য্যায় নমঃ। বিদ্যায়ৈ নমঃ। ইন্দ্রায় নমঃ। অগ্নয়ে নমঃ। যমায় নমঃ। নির্ঋতয়ে নমঃ। বরুণায় নমঃ। বায়বে নমঃ। কুবেরায় নমঃ। ঈশানায় নমঃ। ব্রহ্মণে নমঃ। সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ॥ ৯৮ ॥

দত্বাস্তুতিং পুণ্যতমাং ব্রহ্মণে স্ব স্বরূপিণে।
কর্তৃত্বং সর্ব্বভূতানামন্তর্দ্ধানে বভূবঃ সঃ ॥ ৯৯ ॥
ব্রহ্মণে ব্রহ্মপুত্রেভ্যো নারদায় যথাশ্রুতং।
তথা প্রোক্তন্ত গান্ধর্ব্বিগচ্ছধ্বং স্বালয়াস্তিকং ॥১০০॥

যিনি প্রাণাখ্যবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ এই তিন লোক যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপীজনবল্লভকে নমস্কার ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার॥ ৮১ ॥

যিনি অপানবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণ, রাম, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধরূপে চতুর্ব্যূহকে নমস্কার এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৩ ॥

যিনি ব্যানবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৪ ॥

যিনি কৃষ্ণ ও রাম তাঁহাকে নমস্কার এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার॥৮৫॥

যিনি উদানবায়ুর অন্তর্যামী এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৬ ॥

যিনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণ যিনি সমানবায়ুর অন্তর্যামী যিনি গোপাল ও অনিরুদ্ধ এবং নিজস্বরূপ যিনি প্রধানাত্মা গোপাল, যিনি ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্যামী গোপাল, যিনি ভূতগণের অন্তর্যামী গোপাল, যিনি উত্তম পুরুষ গোপাল, যিনি পরব্রহ্ম গোপাল, যিনি সর্ব্বভূতাত্মা গোপাল, যিনি জাগ্রত স্বপ্নসুষুপ্ত তুরীয় অর্থাৎ বিরাট হিরণ্যগর্ভ কারণ এবং এই তিন অবস্থার অতীত বাসুদেবাখ্য তুরীয় এই চারি অবস্থায় ব্যক্ত এবং ভূর্ভুর্বঃ স্বঃ যাঁহার বিভূতি তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৮৭—৯৬ ॥

তিনি এক হইয়া সকল ভূতে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি কর্ম্মফলদাতা, সকলভূত তাঁহাতে বাস করিতেছে তিনি সাক্ষীস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্য এবং গুণাতীত ॥ ৯৭ ॥

রুদ্রকে নমস্কার, বিনায়ককে নমস্কার, আদিত্যকে নমস্কার, সূর্য্যকে নমস্কার, বিদ্যাকে নমস্কার, অগ্নিকে নমস্কার, যমকে নমস্কার, নৈর্ঋতকে নমস্কার, বরুণকে নমস্কার, বায়ুকে নমস্কার, কুবেরকে নমস্কার, ঈশানকে নমস্কার, ব্রহ্মকে নমস্কার, সকল দেবতাদিগকে নমস্কার ॥ ৯৮ ॥

ভগবান, ব্রহ্মাকে পূর্ব্বোক্ত পুণ্যতম স্তুতি এবং সর্ব্বভূতের কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন ॥ ৯৯ ॥

দুর্ব্বাসা কহিতেছেন,—এই তাপনী ব্রহ্মার নিকটে সনকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট হইতে নারদ শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি যেরূপ শুনিয়াছি তাহা আমি বর্ণন করিলাম। হে গান্ধর্ব্বী! এখন তোমরা স্বীয় আলয়ে গমন কর॥ ১০০॥

গোপাল-তাপনী উত্তরবিভাগ সমাপ্ত।

জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া ত্রিশক্তিসমন্বিত ঈশ্বর।

যদিও আমরা সময় সময় পঞ্চদশী ও বেদান্ত-দর্শন প্রভৃতি সমালোচনাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়-সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তথাচ পদার্থ-বাদিগণ (Materialists) উক্ত বর্ণনাদ্বারা যে সন্তুষ্ট হইবেন, এরূপ ভরসা করি না। তাঁহাদের মতে যাহা দেখা যায় না এবং পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় না, এরূপ আনুমানিক তর্কের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব কখনই নিরূপিত হইতে পারে না। তাঁহারা বলেন যে, চাক্ষুষপ্রমাণ ও পরীক্ষা ব্যতীত কেবল দার্শনিক মীমাংসা সময় হরণমাত্র, উহাদ্বারা কোন ফল নাই। মানবের যতই আবশ্যকতার বৃদ্ধি হইবে ততই বিষয়ের গূঢ় অর্থ আবিষ্কৃত ও প্রমাণ এবং পরীক্ষাদ্বারা তাহার সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণীত হইবে। ঐ সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণীত ও প্রামাণিক ভিত্তির উপর যতদূর স্থাপিত হইবে ততদূর স্বীকার্য্য, তদ্ভিন্ন স্বীকার্য্য নহে। মনুষ্যের আবশ্যকানুযায়ী নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত ও তাহা পরীক্ষিত হইবে ও তাহা হইতে ইউক্লিডের জ্যামিতির ন্যায় নূতন নূতন তত্ত্ব পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত হইবে, উহা লইয়া এক্ষণে বাগাড়ম্বর বৃথা, [এই মতকে ইংরাজিতে Deductive principle কহে] এই মতের অগ্রণি মিঃ কম্‌টি বলেন যে, এক সময় ভারতীয় ব্রাহ্মণগণ অনুমান ও তর্কদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া এক্ষণে নিস্তব্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে ইউরোপ প্রামাণিকভিত্তির উপর সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইউরোপের আবিষ্কৃত ও পরীক্ষিত বিষয় সকল অন্যান্য জাতিরা ক্রমে অবগত হইয়া ইউরোপের পন্থানুসরণপূর্ব্বক ক্রমে শিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ হইবে, এক্ষণে বৃথা তর্ক নিষ্প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন মানবের উন্নতি দুইপ্রকারে হইতে পারে, যথা ক্রিয়াদ্বারা এবং জ্ঞানদ্বারা উহাকে তিনি যথাক্রমে Temporal ও Spiritual উন্নতি বলেন। তাঁহার Spiritual উন্নতির অর্থে বুদ্ধি ও বিবেকমূলক উন্নতি ও Temporal উন্নতির অর্থ বৈষয়িক কার্য্যমূলক উন্নতি। তিনি বৈষয়িক কার্য্যমূলক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলেন; পরীক্ষা ও কার্য্য ভিন্ন কেবল যুক্তি ও বিবেকদ্বারা বিষয়ের যথার্থতা নির্ণয় বা যুক্তি বিবেকমূলক উপদেশদ্বারা সমাজে শান্তিসংস্থাপন কখনই হইতে পারে না। বৈষয়িক কার্য্য ও তাহার পরীক্ষিত ফল হইতে বস্তুর যথার্থতা নির্ণয় ও সমাজ সংরক্ষণ ও শান্তি স্থাপন সম্ভব। ইউরোপ তাহারই শিক্ষক, ইহাই তাঁহার মত।

উপরোক্ত মত কেবল ইউরোপের এক-চেটিয়া সম্পত্তি নহে এবং কম্‌টী উহার প্রথম প্রবর্ত্তক নহেন। ইউরোপ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, জগতে ইউরোপের আদৌ অস্তিত্ব যখন ছিল না, তখন তাঁহাদের উল্লিখিত Deduction ও Induction এই উভয় মত ও Temporal and Spiritual improvement প্রাচীন

ভারতে প্রচলিত ছিল। ঐ Inductive principle আমাদের সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ও Deductive principle আমাদের যোগদর্শন, গণিত ও চিকিৎসা প্রভৃতি গ্রন্থে জাজ্বল্যমান আছে, আর কম্‌টীর Temporal ও Spiritual বা Intellectual উন্নতি সম্বন্ধীয় শিক্ষারও অভাব ছিল না, ভগবদ্গীতার প্রতি ছত্রে উহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। গীতার সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ যিনি উত্তমরূপ বুঝিয়াছেন তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, কম্‌টীর Temporal and Intellectual improvement গীতার সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের নামান্তরমাত্র, তবে কম্‌টীর বিষয়োন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির সীমা সঙ্কীর্ণ গীতার কর্ম্ম ও সাংখ্যযোগের সীমা বিস্তৃত, আমার একটী উচ্চশ্রেণীস্থ শিক্ষিত বন্ধু তর্ক করেন যে, গীতার কর্ম্মযোগ ঠিক্ পুরুষকার নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে স্পষ্ট প্রকাশ যে অর্জ্জুনের কিছুই স্বাধীনতা নাই, যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা অবশ্যই ঘটিবে ; অর্জ্জুন যন্ত্রস্থ ক্রীড়নক ও তাঁহার কার্য্য সেই যন্ত্রস্থ ক্রীড়নকের ক্রীড়ামাত্র। তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই ঘটিবে হিন্দুশাস্ত্রে ঐ অবশ্যম্ভাবী দুইপ্রকারে সংঘটিত হয়, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ও ইহজন্মের কর্ম্মফল। পূর্ব্বজন্ম ছাড়িয়া দিয়া কেবল ইহজন্মের কর্ম্মফল পর্য্যালোচনা করিলেও ঐ অবশ্যম্ভাবীর বিশদ অর্থ প্রতিপন্ন হইবে। জগৎ ঐশ্বরিক আইন বা প্রাকৃতিক নিয়মাধীন, কর্ম্মানুযায়ী ফল অবশ্যম্ভাবী। অতিরিক্ত গুরুপাক আহার করিলে পেটের পীড়া অবশ্যম্ভাবী, শারীরিক নিয়মপালনে বা লঙ্ঘনে শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ আধ্যাত্মিক বা মানসিক নিয়মপালন বা নিয়মলঙ্ঘনে অন্তঃকরণের উন্নতি অবনতি দণ্ডপুরস্কার ও অবশ্যম্ভাবী। খুন করিলে ফাঁসি, বঞ্চনা করিলে রাজদণ্ড যেরূপ অবশ্যম্ভাবী ফল সেইরূপ মানবীয় বা মানব সমাজীয় নিয়মলঙ্ঘনে প্রাকৃতিক দণ্ড পুরস্কার ও অবশ্যম্ভাবীফল। অর্জ্জুনের বিপক্ষগণের কর্ম্মফলানুযায়ী পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহাদের দণ্ডসম্বন্ধে অর্জ্জুন যন্ত্রস্থক্রীড়নকমাত্র। অর্জ্জুনের স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব না ভাবিয়া প্রাকৃতিক আইন পালন বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার উপদেশদ্বারা অর্জ্জুনের পুরুষকারের কোন হানি নাই। যেমন আমি বিচারক, রাজকৃত আইনানুসারে কার্য্য করিব, আমার নিজের কোন প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব নাই, যে ব্যক্তি অপরাধী সে তাহার কর্ম্মানুযায়ী দণ্ডার্হ, এই বিবেচনায় যে বিচারক ঠিক্ আইনানুসারে দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার আইনমূলক সদ্বিচারহেতু অবশ্যই তাঁহার উন্নতি আছে ও আইন উল্লঙ্ঘনহেতু অবনতি বা পদচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। অতএব বিচারকের আইন ও ন্যায়মূলক সদ্বিচার কি তাঁহার পুরুষকার নহে? সেইরূপ অর্জ্জুন নিজের কর্ত্তৃত্ব না ভাবিয়া ঐশিক বা প্রাকৃতিক আইনানুসারে কার্য্য করিলে অবশ্যই তাঁহার পুরুষকারহেতু উন্নতি আছে, এই আত্মাহঙ্কার ত্যাগপূর্ব্বক ঐশিক নিয়মপালন বা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন যে পুরুষকার তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের গীতার কর্ম্মযোগের নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ সকামকর্ম্মই কম্‌টির Temporal improvement. গীতায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগসিদ্ধি ব্যতীত সাংখ্য বা জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা নাই। গীতার উল্লিখিত কর্ম্মযোগদ্বারা ক্রমোন্নতি ও কর্ম্মদ্বারা ক্রমিক তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি এবং কম্‌টির উল্লিখিত কর্ত্তব্যকার্য্যপালনদ্বারা ও সাধারণের হিতার্থে জগতের উন্নতিসাধনদ্বারা ক্রমিক সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার একই কথা। আবার গীতার মতে সাধারণ মানবের পক্ষে নির্গুণোপাসনা অপেক্ষা সগুণো-

পাসনা কর্ত্তব্য ও সহজ সাধ্য। সগুণোপাসনাই প্রকৃত গুণের উপাসনা, তাহার আর সন্দেহ নাই। আমরা ব্রহ্মতত্ত্বের কথাপ্রসঙ্গে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, যাহা হউক্ উপরোক্ত বিষয়গুলি ক্রমে বিশদ হইবে।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা ক্রিয়ামূলক ও জ্ঞানমূলক উভয়প্রকার উন্নতি হিন্দুদিগের অপরিচিত বা অননুমোদিত ছিল না। তবে যে, যেরূপ অধিকারী তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই ভারতবর্ষ প্রকাণ্ড মহাদেশ, ইহাতে শুক, নারদ, কপিল, গৌতম, ব্যাস প্রভৃতি হইতে অসভ্য গারো, কুকির পর্য্যন্ত বাস সুতরাং নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের ভক্তি ও বিশ্বাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা ও তত্ত্বশাস্ত্র অধিক আবরণে আবরিত হওয়া অসঙ্গত নহে। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেদান্তানুযায়ী ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়ে পদার্থবাদিগণ সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদের শিষ্যবর্গের সন্তোষবর্দ্ধন এবং উক্ত গুরুতত্ত্বের বিশদার্থে নিম্নোক্তমতে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিশক্তিই মূল এবং সর্ব্বপ্রধান। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালব্যাপী সমষ্টি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির পূর্ণাবয়বই ঈশ্বর। নরা যস্য অয়ন ইতি, নারায়ণ বলিয়া লক্ষ্য করিলে অনেক কথা বিশদ হইয়া পড়িবে। নর সমষ্টি হইয়াছে আধার যাঁর * অর্থাৎ মনুষ্যে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ আছে, অতএব সমষ্টি ত্রিশক্তির পূর্ণাবয়বই নারায়ণ বা সগুণ ঈশ্বর। ইতিপূর্ব্বে সময় সময় আমরা ষড়শক্তির উল্লেখ করিয়াছি। ঐ ষড়শক্তি তত্ত্ববিদ্গণের সূক্ষ্ম বিভাগ। প্রচলিত বিভাগ অনুসারে ঐ ষড়্শক্তি উপরোক্ত ত্রিশক্তির অন্তর্গত, পরাশক্তি সর্ব্বশক্তির মূল কুণ্ডলিনীশক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির সংমিশ্রনে বিকাশ হয়। মাতৃকাশক্তি ক্রিয়াশক্তির একটী অঙ্গমাত্র। যাহা হউক্ প্রচলিত বিভাগই সাধারণের বোধগম্য। সাক্ষাৎ মুখ্যকার্য্যকারীশক্তিই স্বভাব বা প্রকৃতি এবং ঐ ভাবগ্রাহক জ্ঞাতা গৌণ ক্রিয়োদ্দীপকই পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞ এই প্রকৃতি পুরুষ উপরোক্ত ত্রিশক্তির মধ্যেই বিদ্যমান আছেন।

ঐ ত্রিশক্তির সমষ্টি জ্ঞানশক্তি বা অনন্তপ্রজ্ঞাই আমাদের বেদান্তের সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, ইচ্ছাশক্তিসমন্বিত মহামানসশক্তিই হিরণ্যগর্ভ ও ক্রিয়াশক্তিই বিরাট বা বৈশ্বানর। এখন দেখুন জ্ঞানশক্তিই আদি এবং সমস্ত শক্তি উদ্যমের কেন্দ্রস্বরূপ Centre of all force and energy জ্ঞান হইতে ইচ্ছাশক্তির উৎপত্তি, ইচ্ছাশক্তি অন্তর্জ্জাত ও ক্রিয়াশক্তির প্রবর্ত্তক, ঐ ইচ্ছাই স্বয়ং শক্তিরূপিণী, ক্রিয়াশক্তির কার্য্য সমস্তই বাহ্য ব্যাপার। এক্ষণে শক্তি যে আদি এবং শক্তির বিকাশই বাহ্যজগৎ, তাহা আমরা ক্রমে শক্তিতত্ত্বে ও মনস্তত্ত্বে বিশদরূপে সপ্রমাণ করিব, অতএব সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডিক সমষ্টি ত্রিশক্তির পূর্ণাবয়বই আমাদের সগুণ ঈশ্বর প্রমাণিত হইল।

* মনুর স্মৃতিতে নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি অন্যরূপ যথা,—আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণ স্মৃতঃ টীকাকার নারা জলকে ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ব্রহ্মই জগতের মন, মানবে ঐ বিরাট মনের অংশ আছে, অতএব সমষ্টি মন হইয়াছে দেহ বা আধার যাঁহার তিনিই নারায়ণ বলিলে উপরোক্ত ব্যুৎপত্তির সহিত অসামঞ্জস্য হয় না। প্রকৃতপক্ষে কারণবারীই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ উহাই জগতের সমষ্টি মন। ঐ ব্রহ্মার মানসপুত্র মনু, মনু হইতে মানবের সৃষ্টি, অতএব সমষ্টি মনই পূর্ণ জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির আধার সাব্যস্ত হইতেছে।

জগতের সমস্ত কার্য্য ঐ ত্রিশক্তিসম্ভূত; সৃষ্টির সমস্ত ব্যাপার জ্ঞান প্রজ্ঞা ইচ্ছা এবং ক্রিয়ামূলক; চতুর্দ্দিকে প্রজ্ঞা বিবেক ও ইচ্ছাশক্তিসম্ভূত কার্য্য জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। ইহা দৃষ্টি করিয়াও যে পদার্থবাদীগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ইহাই আশ্চর্য্য। যদিও বেদান্তোক্ত পরব্রহ্ম বা কূটস্থ নির্গুণ অনাদিতত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় বা ধারণা এক প্রকার সাধ্যাতীত; কারণ উপরোক্ত পূর্ণ ত্রিশক্তি সম্যক্‌রূপ আয়ত্তাধীন ব্যতীত ঐ ত্রিশক্তির অতীত পরব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণ অসম্ভব, অর্থাৎ জ্ঞানশক্তিদ্বারা ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ও নির্ম্মল জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ হইলে সেই স্বরূপ মৌলিক অদ্বিতীয়তত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতে পারে। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম জ্ঞানাজ্ঞান বা সদসতের অতীত, উহাই ঈশ্বরের অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তির যথার্থ ধাম যথা;—

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মম॥

গীতা ৮ম ২১ শ্লোক।

বঙ্গার্থ। সেই অব্যক্ত অক্ষর বেদে যাহা পরম গতি বলিয়া বর্ণিত আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না তাহাই আমার পরম ধাম। এস্থলে আমি অর্থে ঈশ্বর। ঈশ্বরের পরম ধামের প্রকৃত তাৎপর্য্য জ্ঞান ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির মহাকেন্দ্র। যে অনাদিতত্ব হইতে জ্ঞান ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া অনন্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে সেই অনাদি অনন্ত মূলতত্বই পরব্রহ্ম।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মম॥

১৫অঃ ৬ষ্ঠ শ্লোকঃ।

যোগিগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সংসারে আবর্ত্তন করেন না যে পদকে সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রকাশ করিতে পারেন না সেই পদ আমার পরম ধাম।

পদার্থবাদীগণ বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ একজন মানব না হয় একজন আদর্শ মানবই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিতেছেন যে, তাঁহার ধাম পরব্রহ্ম। ইহাদ্বারা পরব্রহ্মের অর্থ কিছুই পরিস্ফুত হইল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানবে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ আছে। ঐ আদর্শ মানবে ঐ ত্রিশক্তির যে অধিক বিকাশ ও সামঞ্জস্য আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। যদি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কথিতমত আদর্শ মানব হয়েন তবে তাঁহার ত্রিশক্তির অধিক বিকাশ ও সামঞ্জস্য ছিল, অতএব তাঁহার ঐ ত্রিশক্তির ধাম বা কেন্দ্রই (Centre) পরব্রহ্ম বলাতেও বিশেষ দোষ হয় না, তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে উহা তাঁহার নিজমুখে বলা অসঙ্গত বটে, প্রকৃতপক্ষে ঐ ভগবদ্গীতার উক্তি গুলি যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি তাহা মনে না করিয়া প্রকৃত জ্ঞান বা প্রজ্ঞার উপদেশ মনে করিলে হানি নাই, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তি হইলেও অসঙ্গত হয় না যেহেতু তিনি জ্ঞানের অবতার ও প্রকৃততত্ববিস্তারক যাহা হউক্ উহা রূপক বলিলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আঘাত হয় না যেহেতু উহা রূপক অর্থাৎ গীতার উল্লিখিত উপদেষ্টা পূর্ণ ত্রিশক্তি সমন্বিত নির্ম্মল জ্ঞান বা প্রজ্ঞা ও শিষ্য জ্ঞানাজ্ঞান মিশ্রিত ব্যষ্টি মন এইজন্যই অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলে। ইহাদ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি ইহা যেন কেহ মনে না করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জ্ঞানের অবতার বা যুক্তিবাদীদিগের আদর্শ মানব এবং অর্জ্জুন তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য এইজন্যই কবি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবলম্বন করিয়াও একটি যুদ্ধের ন্যায় কঠোর

বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং গ্রন্থোল্লিখিত উপদেষ্টা স্বয়ং যেন ত্রিশক্তিসমন্বিত নির্ম্মল জ্ঞানরূপ সগুণ ঈশ্বর এবং শ্রোতা মানবরূপ অর্জ্জুন। এক্ষণে ত্রিশক্তিসমন্বিত নির্ম্মল পূর্ণ জ্ঞানসমষ্টির পবিত্র ধাম বা কেন্দ্রই পরব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইতেছে। উপরোক্ত কবিতা কয়েকটীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা বোধহয় আর প্রয়োজন হইবে না, তবে কেবল একটি কথা বলা আবশ্যক যে, শক্তির কেন্দ্র মানব নহে; মানবের কেন্দ্রই শক্তি। আবার উপরোক্ত ত্রিশক্তির কেন্দ্রই পরব্রহ্ম। খৃষ্টানদিগের God , holyghost, son of god এই ত্রিতত্ত্বের সহিত উপরোক্ত বিষয়ের সাদৃশ্য আছে, উপরোক্ত বিষয়টী অতীব কঠিন। যাহা হউক্ ক্রমে সগুণ ঈশ্বর এবং নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ সাধ্যমত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। অবশেষে একটি কথা বলা আবশ্যক যে ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগের দোহাই দিয়া কেহ কেহ আশ্রম ও লৌকিক কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, উহা ভগবদ্গীতার দোষ নহে, ভগবদ্গীতার সাংখ্যযোগ অতি উচ্চ, উহা সাধারণ মানবের পক্ষে সম্ভব নহে; উহার প্রকৃত তাৎপর্য্যও ক্রমে বিশদ্ ও স্পষ্টীকৃত হইবে। ঐ সাংখ্যযোগ অতীব কঠিন আমাদের ন্যায় বিষয়লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব; উহা কর্ম্ম যোগসিদ্ধি ব্যতীত কোন ক্রমে সম্ভব নহে, জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসের নামই সাংখ্যযোগ ঐ সাংখ্যযোগীকে স্থিতপ্রজ্ঞ কহে, স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ এই যথা ;—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থমনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

গীতা ২অ, ৫৫ শ্লোক।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

গীতা ২অ, ৫৬ শ্লোক।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২অ, ৫৭ শ্লোক।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২অ, ৫৮ শ্লোক।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

গীতা ২অ, ৫৯ শ্লোক।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

গীতা ২অ, ৬০ শ্লোক।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

গীতা ২অ, ৬১ শ্লোক।

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

৬৮ শ্লোক।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

৬৯ শ্লোক।

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

৭০ শ্লোক॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

৭১ শ্লোক।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সংতুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

৩অ, ১৭ শ্লোক।

বিশেষতঃ যোগারূঢ় ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ

কখনই সাংখ্যযোগের অধিকারী হইতে পারেন না। যথা;—

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে॥
৬অ, ৩ শ্লোক।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্ম স্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥
৬অ, ৪ শ্লোক।

যাঁহাদের কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি বশীভূত ও পূর্ব্বোক্ত ত্রিশক্তি আয়ত্তাধীন হইয়াছে তাঁহারাই গুণাতীত বা স্থিতপ্রজ্ঞ; ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণই নির্ম্মল জ্ঞান বা সাংখ্যযোগের অধিকারী। ঐ যোগারূঢ় স্থিতপ্রজ্ঞগণই প্রকৃত জ্ঞানী, অতএব যাঁহার প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে, ইচ্ছা এবং ক্রিয়াশক্তি তাঁহারই সম্পূর্ণ অধীন ঐ ইচ্ছাকে তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা কহে। প্রকৃতপক্ষে যোগারূঢ়স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তিই মুক্তির অধিকারী, মুক্তি অর্থে ঈশ্বরে সংযোজিত হওয়া। সমষ্টি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির পূর্ণ অবয়বই যে সগুণ ঈশ্বর এবং উঁহার মূলকেন্দ্রই যে পরব্রহ্ম বা মূলতত্ত্ব তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব যে মানবে পূর্ব্বোক্তমত পূর্ণজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তির বিকাস হইয়াছে সেই মানবই প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে সংযোজিত বা মুক্ত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে। এতাবতায় ত্রিশক্তির পূর্ণবিকাসই যে ঈশ্বর ইহা সাব্যস্ত হইল, ইহাদ্বারা পদার্থবাদিগণও ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোধহয়, আর অস্বীকার করিতে পারেন না। জাগতিকশক্তি যে অন্ধশক্তি নহে তাহা জগতের কার্য্যদৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। জগতের যে স্থানে যাহা আবশ্যক তথায় ঠিক্ সেইরূপ কার্য্য হইতেছে ইহা কখনই অন্ধ স্বভাবশক্তির কার্য্য হইতে পারে না; উহার মধ্যে যে জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক শক্তি অন্তর্নিহিত আছে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। মনে কর একটি গো-বৎস জন্মিবামাত্র তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বেড়াইতে পারে এবং তৃণশস্যাদি নিজ চেষ্টায় ভক্ষণ করিতে পারে, কিন্তু একটি মানব শিশু অন্ততঃ ৩।৪ বর্ষ বয়সের মধ্যেও তদ্রূপ পারে না। ইহার কারণ এই যে, মানব বুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, সুতরাং সন্তান প্রতিপালনক্ষম, গবাদি পশুগণ তদ্রূপ নহে; সুতরাং তাহাদের বৎসগণের জন্মিবামাত্রই কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষণোপযোগীশক্তি আবশ্যক। লাপ্‌লাণ্ড বা ফিন্‌লাণ্ড অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ তথায় সমস্ত পশু অত্যন্ত গাঢ় ও দীর্ঘ লোমাবৃত, কিন্তু মানব তদ্রূপ লোমাবৃত নহে উহা জলবায়ুর গুণ বা অন্ধ স্বভাবশক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, মানব শিল্পবিজ্ঞানের সাহায্যে শীতনিবারণের বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে, কিন্তু পশুগণের তদ্রূপ ক্ষমতা নাই। অতএব জগতে যেখানে যাহা আবশ্যক অন্তর্নিহিত জাগতিক শক্তিদ্বারা তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান ও ইচ্ছামূলক ক্রিয়াশক্তি অন্তর্নিহিত আছে; ঐ ত্রিশক্তির পূর্ণ অবয়বকে ঈশ্বর বলিলে পদার্থবাদিগণের বোধহয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাহার কোন সন্দেহ হইতে পারে না। পঞ্চদশীর একস্থানে বর্ণিত আছে যথা;—

"অসদ্ব্রহ্মেতি চেদ্‌বেদঃ স্বয়মেব ভবেদসন্।"

যদি বল যে ঈশ্বর নাই, তাহাহইলে তোমারও অস্তিত্ব থাকে না, যেহেতু ঈশ্বরকে অস্বীকার করিলে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি অস্বীকার করিতে হয় তাহাহইলে নিজের অস্তিত্বও অসম্ভব হইয়া উঠে, এতাবতায় সাব্যস্ত হইল যে ঈশ্বর পূর্ণজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই ত্রিশক্তির পূর্ণ অবয়ব।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাষাপরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদি ত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্না তু যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়েষ্যতে।
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাদ্ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। সামান্যং—জাতি।

২। পরঞ্চাপরং—পর এবং অপর। এই দুইটী জাতির ভেদ। পর শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। পর অপর অপেক্ষা বহু পদার্থে থাকে এই জন্য উহার উৎকর্ষ। অপর শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট। পর অপেক্ষা অল্প পদার্থে থাকাই অপরের নিকর্ষের কারণ।

৩। দ্রব্যাদিকত্রিবৃত্তিঃ—দ্রব্য আদি ত্রিকে অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—এই পদার্থত্রয়ে বৃত্তি (অবস্থিতি) যাহার।

৪। সত্তা—সৎ-বর্ত্তমান্। তাহার ধর্ম্ম।

৫। পরতয়া—উচ্যতে—পরা নামে কথিত।

৬। জাতিঃ—কতকগুলিকে একদল ভুক্ত করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণের অনুমোদিত ধর্ম্ম-বিশেষ। যেমন গোত্ব, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি।

৭। অপরতয়া উচ্যতে—অপর নামে কথিত।

৮। দ্রব্যত্বাদিকজাতিঃ—আদিপদে গুণত্ব ও কর্ম্মত্বাদির পরিগ্রহ।

৯। পর-অপরতয়া-ইষ্যতে—পর এবং অপর নামে অভিমত।

১০। ব্যাপকত্বাৎ—যে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে ব্যাপক বলে তাহার ধর্ম্ম।

১১। ব্যাপ্যত্বাৎ—যাহাকে ব্যাপিয়া থাকে সেই ব্যাপ্য তাহার ধর্ম্ম ব্যাপ্যত্ব।

অনুবাদ। জাতিপদার্থ দুই প্রকার বলিয়াছেন—পর এবং অপর। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে সমবেত সত্তাজাতি পরানামে কথিত। যে জাতি পরা নয়, তাহার নাম অপরা বলিয়াছেন। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্ম্মত্ব প্রভৃতি জাতি পরা এবং অপরা এই উভয় নামে অভিহিত। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি ক্ষিতি, অপ্‌তেজ আদি নয় দ্রব্য ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া পরাও হয় এবং সত্তা-জাতি অপেক্ষা অল্প পদার্থ ব্যাপিয়া থাকে। (অর্থাৎ সত্তার ব্যাপ্য) বলিয়া অপরাও হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—কতকগুলি পদার্থকে একদল ভুক্ত করিয়া সমানতাপ্রদর্শন করিবার জন্য সামান্য পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। সামান্য শব্দের অপর নাম জাতি। সেই সামান্য পর এবং অপর এই দুইপ্রকার। সত্তারূপ সামান্য পর, কেননা সত্তারূপ সামান্য সমানভাবে সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই বহুপদার্থ ব্যাপিয়া থাকে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটী সৎপদার্থের সত্তা স্বতঃ সিদ্ধ সাধারণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়।

জাতির লক্ষণ যথা—নিত্যানৈকসমবেতা জাতিঃ। অর্থাৎ যাহা নিত্য হইয়া অনেকে সম-বায়সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহার নাম জাতি। ব্যক্তির নাশে জাতির নাশ হয় না। জাতি অনেক ব্যক্তিতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে। জাতি নিত্য অনিত্য ধর্ম্মজাতির পরিচায়ক হয় না। যদি নিত্য হইয়াও অনেকে সমবায়সম্বন্ধে না থাকে, তাহাহইলেও তাদৃশ ধর্ম্ম ও জাতি হয় না। এইরূপ অনেকে সমবেত হইলেও নিত্য না হইলে জাতি হয় না।

অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অন্ত্যঃ—অন্তে অব-সানে বর্ত্তত ইতি অন্ত্যঃ। যদপেক্ষয়া বিশেষো নাস্তীত্যর্থঃ। যাহার অপেক্ষা বিশেষ নাই।

অর্থাৎ যে পদার্থ চরমব্যাবর্ত্তকরূপে স্বীকৃত হইয়াছে তাহার নাম বিশেষ।

২। নিত্যদ্রব্যবৃত্তিঃ—নিত্যদ্রব্য পরমাণু আকাশ প্রভৃতি, তাহাতে বৃত্তি (স্থিতি) যাহার।

৩। বিশেষঃ—বিশেষ নামক ধর্ম্ম।

অনুবাদ। পরমাণ্বাদিগত চরমব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের নাম বিশেষ বলিয়াছেন।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—সর্ব্বত্র অবয়বাদিদ্বারা ভেদ প্রতীতি হয়। একের অবয়ব বস্তন্তরের ভেদক হয়। যেমন ঘটের অবয়ব পটের ভেদক। দ্ব্যণুকপর্য্যন্ত ঘটাদির ভেদক অবয়ব। সেই অবয়বে এক বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন প্রতীত হয়। পরমাণুর অবয়ব নাই, অবয়বী বস্তুমাত্র বিভাজ্য এবং অনিত্য, কিন্তু পরমাণু অবিভাজ্য ও নিত্য। অতএব জলের পরমাণু মৃত্তিকার পরমাণু হইতে ভিন্ন। কিন্তু ইহার ভেদক কে? উভয়ের পরমাণুগত বিশেষই পরস্পরের ভেদক। পরমাণুগতভেদক অবয়বাদি কিছু বিশেষ না থাকায় নিরুপপদ বিশেষ নামে পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। সেই বিশেষ কি? তাহার ব্যাবৃত্তির জন্য বিশেষান্তর নাই। বিশেষ স্বতঃব্যাবৃত্ত। অতএব পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতিতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে।

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

১। বিষমপদব্যাখ্যা। ঘটাদীনাং—ঘটপ্রভৃতি অবয়বী বস্তুর।

২। কপালাদৌ—কপালপ্রভৃতি অবয়বে ঘটের সম্পূর্ণ গঠনের পূর্ব্বাবস্থায় স্থিত দ্বিধাবিভক্ত খণ্ডের নাম কপাল।

৩। দ্রব্যেষু পূর্ব্বোক্ত ক্ষিতি প্রভৃতির নয়টী দ্রব্যে।

৪। গুণকর্ম্মণোঃ—পূর্ব্বোক্ত গুণ ও কর্ম্মের।

৫। তেষু—ঘটাদিতে।

৬। জাতেঃ—জাতির।*

৭। চ—সমুচ্চয়বোধক চকারের দ্বারা নিত্যদ্রব্যে বিশেষের যে সম্বন্ধ—এই টুকু পাওয়া যাইবে।

অনুবাদ। কপালাদি অবয়বে ঘটাদি অবয়বী বস্তুর যে সম্বন্ধ—দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের যে সম্বন্ধ এবং ঘটাদিতে জাতির যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলে।

* ইহার বিস্তৃতি হিন্দু-পত্রিকায় ন্যায়পরিভাষা প্রস্তাবে করা হইয়াছে। অতএব পুনরোক্ত করিলাম না।

অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাব স্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ।
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥

অনুবাদ। অভাব দুই প্রকার—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। আবার সেই সংসর্গাভাব তিন প্রকার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। ভাবের বিপরীত অভাব। সেই অভাব প্রথমে দুইপ্রকার সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। স্থূলকথা আধেয়ের সহিত আধারের যে সম্বন্ধ, তাহার অভাবের নাম সংসর্গাভাব। সেই অভাব তিনপ্রকার হইতে পারে। এইজন্য সংসর্গাভাব তিনপ্রকার বলিয়াছেন। যথা প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাবের পদলভ্য অর্থ—প্রাক্ (পূর্ব্বের) যে অভাব। অর্থাৎ প্রতিযোগীর সত্তার পূর্ব্বে যে অভাব থাকে, তাহার নাম প্রাগভাব। "যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী—যাহার অভাব সেই অভাবের প্রতিযোগী হয়। যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট হয়।

প্রাগভাবের লক্ষণ যথা—অজন্যত্বে সতি-বিনাশিত্বং অথবা অজন্যত্বে সতি প্রতিযোগিনাশ্যভাবত্বং—প্রাগভাবত্বম্।

অর্থাৎ যে অভাবের জন্ম নাই অথচ বিনাশ আছে, তাহার নাম প্রাগভাব। ইহা অপেক্ষা শাদা কথায় বলা যায় যে বস্তু পরে হইবে, হওয়ার পূর্ব্বে তাহার যে অভাব, সেই অভাব প্রাগভাব। ঘট হওয়ার পূর্ব্বে ঘটের প্রাগভাব থাকে এখন কল্কি অবতারের প্রাগভাব আছে। কল্কির অভাব অজন্য; কেননা উহা কেহ জন্মায় নাই। আবহমান চলিয়া আসিতেছে অথচ কল্কি হইলে সে অভাবের নাশ হইবে। যাহার পুত্র হইবে, তাহার পুত্রের প্রাগভাব আছে। যদি পুত্র না হয়, তবে সে অভাবকে প্রাগভাব বলে না, পুত্র হইলে প্রাগভাব নষ্ট হয়, কেননা প্রাতিযোগী প্রাগভাবের নাশক। তবে তখন পুত্রান্তরের প্রাগভাব থাকিতে পারে।

ঘটোধ্বস্তঃ এই প্রতীতিস্থলে যে অভাবের বোধ হয় তাহার নাম ধ্বংসাভাব। ধ্বংসরূপ অভাব ধ্বংসাভাব। উহার লক্ষণ যথা—জন্যত্বে সতি অবিনাশিত্বং ধ্বংসাভাবত্বং অর্থাৎ যাহার জন্ম আছে, বিনাশ নাই, তাহার নাম ধ্বংসাভাব। ঘট ভাঙিলে ঘটের যে অভাব হয়, তাহাই ধ্বংসাভাব। তাদৃশ অভাবজন্য; কেননা সে অভাব দণ্ডাদিদ্বারা সাধিত হয়। অথচ সে অভাবের আর অভাব হয় না, কাজেই অবিনাশী অতএব জন্য এবং অবিনাশী বিধায় তাদৃশ অভাব ধ্বংস নামে স্বীকৃত হইয়াছে।

অজন্যত্বে সতি অবিনাশিত্বং অত্যন্তাভাবত্বং অর্থাৎ যে অভাবের জন্ম নাই, বিনাশ নাই, তাদৃশ অভাবের নাম অত্যন্তাভাব। ফলকথা ত্রৈকালিক সংসর্গাভাবকে অত্যন্তাভাব বলা যায়। অর্থাৎ যে অভাব পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমান-কালে আছে এবং ভবিষ্যৎকালে থাকিবে, বস্তুর সহিত কোনকালে যাহার সংসর্গ থাকে না এতাদৃশ অভাব অত্যন্তাভাব। যাহার পুত্র হয় নাই, হইবেও না, তাদৃশস্থলে তস্য পুত্রনাস্তি—এই অভাবটীকে অত্যন্তাভাব বলিতে হয়।

অন্যোন্যাভাবের লক্ষণ বঙ্গভাষায় পরিস্ফুট করা আমার মত পণ্ডিতের কাজ নয় তথাপি যতদূর শক্তি চেষ্টা করিলাম।

তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীতাকাভাবত্বং। অন্যোন্যাভাবত্বং। তাদাত্ম্য একটী সম্বন্ধ-বিশেষ আপনাতে আপনি যে সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলে। যেমন ঘটে ঘট তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে এই প্রকার পটাদিতে পটাদি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহার অভাব সেই প্রতিযোগী। প্রতিযোগী ধর্ম্মকে প্রতিযোগিতা বলে।

ভেদরূপ অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব। তাদাত্ম্যসম্বন্ধবচ্ছিন্ন (তাদাত্ম্যসম্বন্ধবিশিষ্ট) প্রতিযোগিতা যাহার (যে অভাবের) তাদৃশ অভাব তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা-কাভাব। অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, ঘটের ভেদরূপ তাদৃশ অভাব ঘটে থাকিতে পারে না, কেননা ঘটে ঘট তাদাত্ম্যসম্বন্ধে থাকে। তাদাত্ম্যসম্বন্ধে ঘটে ঘটের অভাব থাকিতে পারে না। ভাবাভাব পদার্থ একাধিকরণে থাকে না। ঘট ভিন্ন পট প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থে ঘটের ভেদরূপ অভাব থাকে।

"যে সম্বন্ধে যে পদার্থ যেখানে না থাকে সেই সম্বন্ধে সেই পদার্থের অভাব সেই খানে থাকে, তজ্জন্য প্রতিযোগিতাতে সেই সম্বন্ধা-বচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিতে হয়।

"সংযোগেন ঘটো নাস্তি" বলিলেন ঘটে যে প্রতিযোগিতা আছে, তাহা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, সমবায়েন ঘটো নাস্তি বলিলেন সেই প্রতি-যোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ ঘটো ন ঘট নহে এমন কথা বলিলে ঘটের ভেদরূপ

অভাব বুঝায় ঐ ভেদের প্রতিযোগিতা তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়। কদাচ অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। এবং ভেদরূপ অভাব ভিন্ন অন্য কোন অভাবের প্রতিযোগিতাও তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। যদি ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ তাদাত্ম্য ভিন্ন অন্য সম্বন্ধও হয় তবে ঘটের ভেদ ঘটে থাকিতে পারে, কারণ অন্য সম্বন্ধে ঘটে ঘট থাকে না, সুতরাং তাহার অভাব থাকিতে পারে।"

স্থূলকথা যে সম্বন্ধে যে বস্তু যেখানে না থাকে, সেইখানে সেই বস্তুর অভাব থাকে ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঘট তাদাত্ম্যসম্বন্ধে, ঘটে থাকে, ঘট ভিন্ন পটে থাকে না; অতএব ঘটের তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ঘটে থাকে না পটাদিতে থাকে। যেখানে ভেদরূপ অভাব হয়, তথায় হয়, তাহার অন্যোন্যাভাব হয়। অন্যোন্য শব্দের অর্থ পরস্পর। পরস্পরের অভাবের নাম অন্যোন্যাভাব।

সপ্তানামপি সাধর্ম্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা।—১। সপ্তানাং দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটী পদার্থের।

২। সাধর্ম্ম্যং—সমান ধর্ম্ম যাহাদের, তাহারা সধর্ম্মা। সধর্ম্মার ভাব সাধর্ম্ম্য। সাধারণ ধর্ম্ম।

৩। জ্ঞেয়ত্বাদিকং—জ্ঞেয় জ্ঞানের বিষয়। তাহার ধর্ম্ম জ্ঞেয়ত্ব। আদিপদে প্রমেয়ত্ব, অভিধেয়ত্বাদির পরিগ্রহ। প্রমেয়ত্ব—প্রমার বিষয়ত্ব অভিধেয়ত্ব—অভিধায় বিষয়ত্ব।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্ম্য জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সপ্ত পদার্থ আমাদের জ্ঞেয় (জ্ঞানের বিষয়) অতএব জ্ঞেয়তা সপ্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য।

দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেকে সমবায়িনঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা।—১। ভাবাঃ—ভাবপদার্থ। ভাব আর অভাবভেদে পদার্থ দুইপ্রকার। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—এই ছয়টী ভাবপদার্থ। অভাব কেবল অভাব পদার্থ।

২। অনেকে—একভিন্ন সংখ্যাবিশিষ্ট।

৩। সমবায়িনঃ—সমবায়সম্বন্ধযুক্ত।

অনুবাদ—দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটী ভাবপদার্থ অনেক ও সমবায়ী হয় অর্থাৎ দ্রব্যাদির পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্ম্য ভাবত্ব সহিত অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা—সমবায় অনেক হয় না। অভাব ও ভাব হইয়া অনেক হয় না। অতএব সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্ম্য ভাবত্বযুক্ত অনেকত্ব হয় না। কেবল দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ অনেক; অতএব ইহাদের সাধর্ম্ম্য অনেকত্ব। এইরূপ সমবায় ও অভাব অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না, অতএব সমবায় ও অভাবের সাধর্ম্ম্য সমবায়িত্ব হইতে পারে না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য ও বিশেষ সমবায়সম্বন্ধে থাকে, অতএব সমবায়িত্ব উহাদের সাধারণ ধর্ম্ম।

সত্তাবন্তস্ত্রয়স্ত্বাদ্যা গুণাদির্নির্গুণক্রিয়ঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। সত্তাবন্তঃ—সত্তাবিশিষ্ট সত্তার কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। আদ্যাস্ত্রয়ঃ—আদিভূত তিনটী পদার্থ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম।

৩। গুণাদিঃ—গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব।

৪। নির্গুণক্রিয়ঃ—সেই গুণ ও ক্রিয়া যাহার। অর্থাৎ গুণশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য।

অনুবাদ—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য ও সত্তাবত্ত্ব। গুণাদি ষট্পদার্থ গুণশূন্য ও ক্রিয়াশূন্য। অর্থাৎ ইহাদের সাধর্ম্ম্য নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সৎপ্রতীতির বিষয় অর্থাৎ উহাদের সাধর্ম্ম্য সত্তাবত্তাগুণ নিগুর্ণ, কেননা পূর্ব্বোক্ত-রূপ, রস গন্ধ প্রভৃতি গুণে রূপাদি থাকিতে পারে না। সুতরাং গুণের সাধর্ম্ম্য গুণবত্ত্ব হয় না সেইরূপ আদি পদগ্রাহ্য কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় এবং অভাবেও পূর্ব্বোক্ত গুণ থাকিতে পারে না গুণ ক্রিয়াশূন্য, পূর্ব্বোক্ত উৎক্ষেপনাদি ক্রিয়াগুণের হয় না। সুতরাং গুণের সাধর্ম্ম্য ক্রিয়াবত্তা হইতে পারে না। আদিপদগ্রাহ্য পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাদিতে ও উৎক্ষেপ-নাদিক্রিয়া থাকিতে পারে না; অতএব গুণা-দির সাধর্ম্ম্য নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নিগুর্ণত্ব। ক্রমশঃ—

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

তীর্থ-তত্ত্ব।

জগন্নাথক্ষেত্র ও রথযাত্রা।

আর্য্য-ঋষিগণ মানবের আধ্যাত্মিকজ্ঞানবিকাশের জন্য শত শত উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। দেশ-কাল-পাত্রভেদে তাহারা ধর্ম্মার্জ্জনের এমনই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, যে সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই মানব অনায়াসে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞানী ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। অধিকার-ভেদে ধর্ম্মশিক্ষার বিধান ভারতবর্ষে যেরূপ দৃষ্ট হয়, ভূমণ্ডলে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরমজ্ঞানী ঋষিগণ সকল ব্যক্তির পক্ষে কোন এক মার্কামারা পেটেণ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থা করেন নাই, তাহারা প্রত্যেকের বয়ঃ, কর্ম্ম, গুণের প্রভেদানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে স্বতন্ত্র ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুত দৈহিক রোগ উপশমার্থ যেরূপ প্রত্যেক রোগীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবস্থা করা আবশ্যক, তদ্রূপ আধ্যাত্মিকরোগ উপশমার্থেও প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থার প্রতি দৃষ্টি চাই। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া যদি আর্য্য-ঋষিগণের বিধান সমূহের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য চেষ্টা করা যায়, তাহাহইলে দৃষ্ট হইবে যে তাহাদের উপদেশের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। ভারতবর্ষীয় নরনারীগণ আগ্রহসহকারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশাবস্থিত তীর্থদর্শন করিতে গমন করিয়া থাকেন। গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, কেদার, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, দ্বারকা, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, চন্দ্রনাথ আদি বহুতর তীর্থস্থান ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে দৃষ্ট হয় এবং সহস্র সহস্র লোক নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া ঐ সমুদায় তীর্থ দর্শন করিতে গমন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্যবিদ্যা-সম্পন্ন অনেক হিন্দুসন্তান তীর্থদর্শন একটি কুসংস্কারের মধ্যে পরিগণনা করেন এবং তীর্থ-দর্শন ব্যবস্থা ব্রাহ্মণদিগের অর্থোপার্জ্জনের একটি উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তীর্থগুলি যে নানাবিধ আধ্যাত্মিকভাবের বাহ্য চিত্র, তাহা তাহারা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবেন। জগন্নাথক্ষেত্র ও রথযাত্রা ব্যাপারটি কি এই প্রবন্ধে তাহা যতটুকু বুঝিয়াছি প্রকাশ করিলাম।

কঠোপনিষদে আছে:—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইন্দ্রিয়াণি হয়া-

নাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ॥ যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ। যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥ যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ। ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥ যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে॥ বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পুরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদম্॥

অর্থাৎ আত্মাকে রথী বা রথস্বামী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ অর্থাৎ লাগাম বলিয়া জানিবে।

বিবেকী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়দিগকে অশ্ব, রূপরসগন্ধাদি ইন্দ্রিয়াদির ভোগ্যবিষয়দিগকে গোচর অর্থাৎ পথ এবং ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত যে আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মাকে কর্ম্মফলের ভোক্তা বলিয়া থাকেন।

অসমাহিতচিত্ত অবিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ অনিপুণ সারথির দুষ্ট অশ্বদিগের ন্যায় আয়ত্তাধীন হয় না।

সমাহিতচিত্ত বিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহ সুনিপুণ সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় আয়ত্তাধীন হইয়া থাকে।

যিনি অবিবেকী, অসংযতচিত্ত এবং অসচ্চরিত্র, তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়েন না এবং সংসারগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকেন।

যিনি বিবেকী সংযতচিত্ত এবং সচ্চরিত্র তিনি সেই পরমপুরুষের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

বিবেকবুদ্ধি যাহার সারথি, যাহার মন প্রগ্রহবান্ অর্থাৎ সমাহিত, তিনি সংসারগতির পারে গমন করিয়া সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।

সুতরাং রথের মধ্যে জগন্নাথ বা পরমপুরুষকে দর্শন যে দেহের মধ্যস্থিত পরমাত্মার অস্তিত্বের বাহ্যচিত্র, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শরীর রথ, আত্মা রথী, বুদ্ধি সারথি, মন অশ্বরজ্জু, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। সকলেই এ কথা শুনিয়া থাকিবেন যে "রথস্থ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" অর্থাৎ রথের মধ্যে বামন দেখিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহার অর্থ এই যে যে ব্যক্তির দেহের মধ্যে সেই পরমাত্মার সত্তার বোধ হইয়াছে, তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। বামন শব্দে অতি ক্ষুদ্র, তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর, অথচ মহৎ হইতেও মহত্তর, "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমীশম্"॥ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি। এই আত্মাকে বামন বলা হইয়া থাকে, ইহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়া থাকে। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ"। কঠশ্রুতি। কিন্তু তিনি যেমন বামন তিনি তেমনি অবামন। "বামনোভূদবামনঃ" যিনি অবামন অর্থাৎ অনন্ত তিনিই বামন হইয়াছিলেন। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী এই বামনের তিন পাদ।

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষ"—ঋগ্বেদ, পুরুষসূক্ত (১ম বর্ষের হিন্দু পত্রিকা দেখুন)। এই জন্যই ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে; "এতজ্জগত্রয়ং ক্রান্তং বামনেনেহ দৃশ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বৈঃ স্বতোর্ব্বিষ্ণুর্ব্বিবধাতুঃ প্রবেশনে॥" দেহমধ্যে পরমাত্মার সত্ত্বা সামান্য জনগণকে বুঝাইবার জন্যে রথে জগন্নাথদেব দর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

জগন্নাথক্ষেত্রের নাম পুরী। পুর এবং পুরী একই শব্দ। পুরশব্দে যেমন নগর বুঝায় তেমনি দেহ বুঝায়। পুরুষ শব্দের অর্থ এই যে তিনি পুরে অর্থাৎ দেহে শয়ন করেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত (হিন্দু-পত্রিকা ১ম বর্ষ দেখুন) পাঠ করিয়া দেখিবেন পরমাত্মা দেহের সর্ব্বত্রই অধিষ্ঠিত আছেন। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দ্বিদলপদ্মে নাদবিন্দুরূপে প্রণবাকারে তিনি বিশেষরূপে অবস্থিত থাকেন। এইজন্য প্রাণায়াম করিবার সময় ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিতে হয়। যাহারা এই দ্বিদলে প্রণবের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখিতে পারেন, তাহারা ভবসমুদ্রের উত্তালতরঙ্গ হইতে কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। জীব উদ্ধারের জন্য প্রণবরূপী পরমাত্মা সর্ব্বদাই ভবসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী থাকেন। জগন্নাথক্ষেত্রও সমুদ্রকূলে অবস্থিত। শ্রীক্ষেত্রে বিমলাদেবী কুণ্ডলিনীশক্তি। কুণ্ডলিনীর জাগরিত না করিতে পারিলে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রণবাধার আজ্ঞাপুরে জীবের গতি হয় না, তজ্জন্য শ্রীক্ষেত্রেও প্রথমে বিমলাদেবীর পূজা করিতে হয়। শ্রীক্ষেত্রে যে অক্ষয় বটবৃক্ষ আছে, উহা সংসারবৃক্ষ। উর্দ্ধমূলাঽবাকশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ" কঠশ্রুতিঃ। গীতাতেও ঐরূপ দৃষ্ট হইবে। পুরীমধ্যে পবনাত্মজ হনুমান দৃষ্ট হয়। হনুমান প্রাণায়ামযোগী। প্রাণবায়ুকে সংযম করিতে পারিলে সংসারসমুদ্রের কোন গণ্ডগোল শ্রুতিগোচর হয় না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পারিবেন যে দোলযাত্রা প্রভৃতিও ঐরূপ আধ্যাত্মিকভাবের বাহ্যচিহ্ন। "দোলায়াং দোলগোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং। রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" জীবের হৃদয় সদা সর্ব্বদা সন্দেহে দোলায়মান, কিন্তু উহাতেও মধুসূদন আছেন এবং উহাকে দেখিলে জীবের সংসারগতি হয় না। গোবিন্দ শব্দের অর্থ হিন্দু-পত্রিকা বৈদিক-শ্রীকৃষ্ণ শীর্ষকপ্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। যিনি জ্ঞানের দ্বারা প্রতিপাদ্য তিনিই গোবিন্দ। মধুসূদন শব্দের অর্থ সাধারণতঃ এই করা হয় যে যিনি মধু নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন হিন্দু-পত্রিকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় মধু শব্দের এক অর্থ দেওয়া হইয়াছে। মধুবিদ্যা শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা। মধু শব্দের আর এক অর্থও আছে। মধু শব্দে কর্ম্মফল বুঝায়। যিনি জীবের কর্ম্মফল নাশ করেন তিনি মধুসূদন। "মধুং সূদয়তি ইতি। যতক্ষণ জীবের কর্ম্মফল ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ জীবের মুক্তি হয় না। কর্ম্মফল থাকিলেই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইবে, কিন্তু কর্ম্মফল বিনাশ হইলেই জীবের মুক্তি হয়। এই অর্থটি কল্পিত নহে। পাঠক কঠশ্রুতিতে উহা পাইবেন। "য ইমং মধ্বদং" ইত্যাদি, ঐ স্থানে মধ্বদ অর্থে কর্ম্মফলভোগী জীবাত্মা। সুতরাং মধুসূদনের অর্থ কর্ম্মফল বিনাশী করিলে কিছুই অসঙ্গত হয় না। মানব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা করিয়াই বিপদে পড়ে, কিন্তু কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ বা বিনাশ করিতে পারিলেই মধুসূদনত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা সকলেই মধু নামক অসুর, কারণ আমরা ভগবানের প্রদর্শিত নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারি নাই। পৌরাণিক মধুনামক অসুরের বধ ব্যাপারটি এইরূপভাবে দেখিলে উহা কোন প্রকারে অসঙ্গত বোধ হইবে না।

এইরূপ শ্রীক্ষেত্রতীর্থের অন্যান্য প্রত্যেক

ব্যাপারেই আধ্যাত্মিকভাব প্রকটিত রহিয়াছে।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়। শ্রীক্ষেত্রে সুভদ্রা, সুদর্শন, বলরাম ও জগন্নাথ এই চারি অবস্থার বাহ্যচিত্র। অন্য কথায় ইহা ওঁকারের বাহ্যচিত্র। অকার, উকার মকার ও নাদ, এই চারিটিই সুভদ্রা, সুদর্শন, বলরাম ও জগন্নাথ।

পাঠক এইস্থানে মাণ্ডুক্যোপনিষৎ স্মরণ করুন্।

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপ-ব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্ব-মোঙ্কার এব। যচ্চান্য ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কারএব ॥ ১ ॥

সর্ব্বং হ্যেদ্‌ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম-সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ ॥ ২ ॥

জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রাজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪ ॥

যত্র সুপ্তো ন কঞ্চনকামং কাম-য়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্ সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞা-ঘন এবানন্দময়োহ্যানন্দভুক্ চেতো-মুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৫ ॥

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষো-ঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভ-বাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ ৬ ॥

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান সমং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টব্যবহার্য্যম-গ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম্য প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপ স শমং শান্তং শিবমদ্বৈত্যং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধি-মাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকার মকার ইতি ॥ ৮ ॥

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমা মাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎ কর্ষতি হ বৈজ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎকুলে ভবতি যএবং বেদ ॥ ১০ ॥

সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকারস্তৃতীয়া মাত্রামিতের পীতের্ব্বামিতোতিহ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১ ॥

অমাত্রাশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপ-ঞ্চোপশমঃ শিবঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ ॥ ১২ ॥

ওঙ্কারই এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালপরিচ্ছিন্ন সকলই

ওঙ্কার এবং ত্রিকালাতীত যাহা কিছু তাহাও ওঙ্কার ॥ ১ ॥

সকলই এই ওঙ্কার, এই ওঙ্কারই ব্রহ্ম ও আত্মা। ইনি চতুষ্পাদ ॥ ২ ॥

বৈশ্বানর পুরুষ তাঁহার প্রথম পাদ, জাগরিত অবস্থা ইহাঁর স্থান, ইনি বহিঃপ্রজ্ঞ, ইনি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট, যথা—স্বর্গলোক মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ মধ্যদেহ, জল বস্তি, পৃথিবী পাদ, অগ্নি মুখ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই উনবিংশতি পদার্থ তাহার মুখ। ইনি স্থূলভুক্, অর্থাৎ রূপরসস্থূলবিষয়াদি ভোগ করেন। ইনি বিশ্ব অর্থাৎ সকল নরকে বিবিধপ্রকারে নয়ন বা পরিচালিত করেন বলিয়া, ইহাঁকে বৈশ্বানর বলে ॥ ৩ ॥

স্বপ্নস্থান অন্তঃপ্রজ্ঞ, মনের বাসনাই তাহার প্রজ্ঞাস্বরূপ। ইনিও পূর্ব্ব অবস্থার ন্যায় সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতি মুখ। এই সকল মুখদ্বারা তিনি বিশ্ব উপলব্ধি করেন। ইনি বিষয়শূন্য প্রজ্ঞাতে স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ পায়েন, এইজন্য তিনি তৈজসপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ব্রহ্মের দ্বিতীয়পাদ ॥ ৪ ॥

যে স্থানে সুষুপ্ত হইলে কোন কাম্য বস্তুতে অভিলাষ থাকে না, কোনপ্রকার স্বপ্নদর্শন হয় না, তাহাই সুষুপ্ত স্থান সুষুপ্তই প্রাজ্ঞের অবস্থিতি স্থান। ইনি কার্য্যকারণভাবে একীভূত রহিয়াছেন এবং অন্ধকারাবৃত বস্তু সমূহের ন্যায়, ইহার স্বপ্ন, জাগ্রত ও মনঃ ঘনীভূত হওয়ায় ইনি প্রজ্ঞাঘন। ইনি আনন্দময়, আনন্দভুক্ এবং চিত্তোমুখ, অর্থাৎ চিত্তই তাহার স্বপ্নাদিপরিজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। প্রাজ্ঞই ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ ॥ ৫ ॥

ইনিই সর্ব্বেশ্বর, ইনিই সর্ব্বজ্ঞ, ইনিই সকলের অন্তরে থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, ইনি জগৎ প্রসব করিতেছেন, ইহাঁ হইতেই সর্ব্বভূতের সৃষ্টি ও লয় হইতেছে ॥ ৬ ॥

অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয় প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানময় নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন, তিনি অদৃষ্ট, তিনি ব্যবহারানোপযোগী, তিনি অগ্রাহ্য, তিনি লক্ষণশূন্য, অচিন্ত্য, তিনি অব্যপদেশ্য, অর্থাৎ শব্দদ্বারা তাহাকে ব্যক্ত করা যায় না, তিনি আত্মপ্রত্যয়সার অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই সত্য এই জ্ঞানে প্রমাণীকৃত। তাঁহার প্রপঞ্চ ধর্ম্ম শান্ত হইয়াছে। তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত ইনি ব্রহ্মের চতুর্থপাদ ॥ ৭ ॥

সেই আত্মা অক্ষর স্বরূপ, সেই অক্ষর ওঙ্কার। সেই ওঙ্কার মাত্রা আশ্রয় করিয়া পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান আছেন। সেই পাদই ওঙ্কারের মাত্রাস্বরূপ—এবং অকার উকার ও মকার ইহারাই তাহার পাদস্বরূপ মাত্রা ॥৮॥

জাগরিত স্থান বৈশ্বানর অকার স্বরূপ প্রথমমাত্রা। ইনি জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, ইনি আদি। যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনি সর্ব্বপ্রকার কাম্যফল লাভ করেন এবং তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৯ ॥

স্বপ্ন স্থান তৈজস উকার স্বরূপ দ্বিতীয়মাত্রা। ইনি উৎকর্ষহেতু এবং অকার ও মকার উভয়ের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া জ্ঞানময়। ইনি সাধককে জ্ঞানপ্রদান করেন। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শত্রু ও মিত্র তুল্য। যে ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞকুলে ভিন্ন জন্ম হয় না। সুষুপ্ত স্থান প্রাজ্ঞ মকার স্বরূপ তৃতীয়মাত্রা। ওঙ্কার উচ্চারণে যেরূপ অকার ও উকার অন্ত্যবর্ণ মকারে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বৈশ্বানর ও তৈজস সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞে প্রবিষ্ট হয়। যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জগতের তত্ত্ব অবগত হইয়া পরমাত্মস্বরূপ হয় ॥ ১১ ॥

যিনি ওঙ্কারের চতুর্থপাদ, তিনি মাত্রাবিহীন এবং তিনিই পরমাত্মা। তিনি অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব অদ্বৈত। যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার আর জন্ম হয় না॥১২॥ ক্রমশঃ

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রথম ত্রিমূর্ত্তি জগতের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
মনুসংহিতা ৫ম শ্লোক।

বঙ্গার্থ। সমস্ত অবিকাশিত তমোময়, প্রত্যক্ষের অগোচরীভূত, লক্ষণদ্বারা অননুমেয়, তর্ক ও জ্ঞানাতীত সর্ব্বতোভাবে যেন গাঢ় নিদ্রায় প্রসুপ্ত ছিল।

অবিকাশিত তমোময় সর্ব্বতঃ প্রসুপ্ত অবস্থাই মহাকালস্বরূপ পরব্রহ্মের নিদ্রা। তদনন্তর প্রথমে স্বয়ম্ভূ ভগবান মহাভূতে প্রবৃত্তবীর্য্য হইয়া তমঃনাশক জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকাশিত হইলেন। (ইহাই স্নিগ্ধজ্যোতি) উপরোক্ত বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

স্বয়ম্ভূ ভগবান অর্থে—আধ্যাত্মিক গুহ্য তেজোময় সৎপদার্থ উহা স্বয়ং উদ্ভূত। * মহাভূত অর্থে—সমস্ত ভূতের আদি মহাকাশ। যাহাকে আমরা আকাশ বলি উহা ঠিক্ তাহা নহে; যেহেতু অবকাশ (ফাক) ব্যতীত আকাশ পদবাচ্য হইতে পারে না, যখন অনন্ত, এক, অদ্বিতীয়, অসীম, ব্যবধান-রহিত, তখন উহার কোন অবকাশ থাকিতে পারে না, তবে উহাকে আকাশের তন্মাত্র শব্দগুণের কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেহেতু মহাভূতের স্বকীয় কম্পন হইতে প্রথমে শব্দ উৎপন্ন হয়, উহাই মহাশব্দ "ওং"=অ+উ+ম্; কিন্তু গতি উৎপন্ন না হইলে ঐ শব্দের বিকাশ হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে "ওং" শব্দকে শব্দব্রহ্ম বলে। ঐ শব্দব্রহ্ম মহাপ্রলয়ে অনাদি অনন্ত মহাকালের বক্ষে লুক্কাইত থাকে। পূর্ব্বোক্ত মহাকালের দেহই মহাকাশস্বরূপ।

"প্রবৃত্তবীর্য্য" অর্থে স্বয়ম্ভূ মহাভূতরূপ দেহে গতিশক্তিরূপে বিকাশিত হইলেন, ঐ গতিই তাঁহার মহানিশ্বাস (Great breath) যাহাকে আমরা বায়ু বলি উহা বাস্তবিক তাহা নহে, উহাই গতি (Motion)।

প্রথমতঃ মহাভূতের স্বকীয় কম্পনজনিত "অ" শব্দ উৎপন্ন এবং উহা অতি দ্রুত অস্বাভাবিক গতিদ্বারা চালিত হইতে হইতে আভ্যন্তরীণ অননুভূত ঘর্ষণদ্বারা গতির হ্রাস হওয়ায় উহা সঙ্কোচিত হইয়া "ওঁ" শব্দে পরিণত হয়; তদনন্তর ঐ গতি পূর্ব্বোক্ত মহাভূত কর্ত্তৃক বাধিত হওয়ায় "ম্" শব্দ উৎপন্ন হইয়া "ওং" শব্দে পরিণত হয়।

"ওঁ" শব্দ একটী বাক্য, বাক্ চারিপ্রকার ১। পরা ২। পশ্যন্তি ৩। মধ্যমা ৪। বৈক্ষরি আমরা যে বাক্য স্পষ্ট উচ্চারণ করি উহা চতুর্থ বৈক্ষরিবাক্। বায়ুতে (যেমন আমাদের স্বাভাবিক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত) যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা মধ্যমাবাক্। উপরোক্ত মহাকাশে প্রথম উৎপন্ন "ওঁ" শব্দ বৈক্ষরি বা মধ্যমাবাক্ নহে। উহাকে পশ্যন্তিবাক্ও ঠিক্,

* ভগ—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্। উক্ত ষড়ৈশ্বর্য্যের মূলই তেজ।

বলা যাইতে পারে, না যেহেতু আকাশের যে স্বাভাবিক গতি (Ethereal Motion) আছে, ঐ গতির সহিত যে বাক্ উৎপন্ন হয় তাহাই উপরোক্ত পশ্যন্তিবাক্ বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তমত মহাকাশ বিশেষ আকাশ পদবাচ্য না হওয়ায় ঐ মহাকাশস্থ মহাশব্দকে পরাবাক্ বলে। ইহাতে একটী আপত্তি হইতে পারে যে আকাশ ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হয় না, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে একাকারপ্রযুক্ত দৃশ্যত অবকাশ (ফাক্) না থাকিলেও উহার (অনন্তের) অন্তর্গুণই মহাশব্দ। বা স্বভাবই অন্তরাবকাশ স্বীকার করিতে হইবে।

যাহাহউক্ মহাকাশে অনির্ব্বচনীয় কারণে কম্পনজনিত স্বয়মুদ্ভূতশব্দ অস্বাভাবিক গতি-দ্বারা চালিত হয় তদ্ধেতু ঐ শব্দ ও জ্যোতির বিকাশ হইতে পারে না। পরে ঐ গতির কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ঐ পরাবাকই পশ্যন্তিবাকে পরিণত হইয়া বিকাসিত হয়। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শব্দগুণ ব্যাখ্যাকালে বর্ণিত হইবে।

প্রথমতঃ যখন মহাকাশে মহাভূতের স্বকীয় কম্পনহেতু শব্দ ও গতি (Motion) উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বোক্তমত কম্পন হইতে মহাকাশে মহাভূতের আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ (Friction) হওয়ায় গতি ঠিক্ সরলভাবে চলিতে পারে না। ঐ মহাভূতের ঘর্ষণহেতু অতিদ্রুতগতির হ্রাস ও গতি ক্রমে বক্র হইতে থাকে। যতই বক্র হইতে থাকে ততই ঘর্ষণের (Friction) বৃদ্ধি হয়। এবং গতি সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকার ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক অতি-দ্রুতগতি যে গতির অভাবের ন্যায় তাহা শব্দ গুণ ব্যাখ্যাকালে বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত মহাকাশে গুহ্য তড়িৎ (Hidden electricity) আছে ঐ গুহ্য তড়িৎশক্তির (Hidden Electrical force এর) * প্রথম ক্রিয়া, শব্দ (Sound), ও গতি (Motion) উহার (ঐ ক্রিয়ার) ফল জ্যোতি (Light)। পূর্ব্বোক্তমত ঘর্ষণের বৃদ্ধি হইলে গতির অতি দ্রুততার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। যতকাল গতি অস্বা-ভাবিক দ্রুততার সহিত চালিত হয় ততকাল পিচ্ছলবৎ হওয়ায় ঘর্ষণ হয় না, ক্রমে গতির হ্রাস ও ঘর্ষণহেতু পূর্ব্বোক্ত গুহ্য তড়িতের আভ্যন্তরীণ তেজাভাস জ্যোতিবিশিষ্ট হইয়া উর্দ্ধে বিকীরিত হয়, ঐ জ্যোতিকে অরূপ ও স্বরূপ উভয় বলা যাইতে পারে; যেহেতু শব্দ বা গতির কোনরূপ বা আকার নাই, জ্যোতির রূপ আছে বটে কিন্তু কোন অনুভব যোগ্যবস্তুর আশ্রয় ব্যতীত ঐরূপের বিকাশ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত গুহ্য তাড়িতাভাসে শব্দ, গতি ও জ্যোতি উৎপন্ন হয়, উহাই প্রথম ত্রিমূর্ত্তি। বেদান্তে ঐ ত্রিমূর্ত্তিই জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা;—

"চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধি সংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাঙ্গতঃ॥

বঙ্গার্থ। চৈতন্যাভাসশক্তির সহিত মিলিত হইলে সেই শক্তি চেতনবৎ হয়। ঐ শক্তি সংযোগহেতু ব্রহ্মই ঈশ্বর পদবাচ্য হইয়া-ছেন। এস্থলে চিচ্ছায়া অর্থে গুহ্য-তেজের (তড়িত) আভাস (ভর্গ)। ঐ গুহ্য তড়িৎ †

* উপরোক্ত তড়িত ভৌতিক তড়িত নহে নিম্নের টীকা দ্রষ্টব্য।

† এই তড়িৎ আমাদিগের বেদ ও আগমোক্ত মূলা-ধারস্থিত কুণ্ডলিনীশক্তি যথা—মূলাধারেষু যা নিত্যা কুণ্ডলীতত্ত্বরূপিণী। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমা বিষতত্ত্বস্বরূ-পিণী। বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশা কুণ্ডলাকৃতিরূপিণী। পরমব্রহ্মগৃহিনী পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী। শিবস্থ নর্ত্তকী নিত্যা পরংব্রহ্ম প্রপূজিতা। ব্রাহ্মণস্যৈব গায়ত্রী সচ্চিদানন্দ-রূপিণী॥ (গায়ত্রী কবচ দ্রষ্টব্য)

চিচ্ছায়া অর্থে গুহ্যতেজাভাষ (ভর্গ) এবং ব্রহ্ম

অর্থে আমরা যে তড়িৎ জ্ঞাত আছি তাহা নহে, ঐ জ্ঞাত তড়িৎ ভৌতিক পদার্থাশ্রিত ইহা তাহা নহে (Immaterial) শক্তি অর্থে বল, উহার প্রথম ক্রিয়া গতি (Motion। ব্রহ্ম অর্থে সৎ গুহ্যতেজ ঈশ্বরার্থে আধ্যাত্মিক পরমজ্যোতি, যদ্দ্বারা জগদ্বিকাশিত বা বর্দ্ধিত ও লয় হয়। প্রকৃতপক্ষে মহাভূতরূপ দেহে অর্থাৎ অর্থাৎ মহাকাশে গুহ্য তেজাভাসস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত শব্দ গতি ও জ্যোতির বিকাশ হয়। অতএব আমরা এস্থলে প্রথম ত্রিমূর্ত্তি শব্দে গতি ও জ্যোতি প্রাপ্ত হইতেছি। অনাদি অনন্ত মহাকালের প্রথম বিকাশই ঐ প্রথম ত্রিমূর্ত্তি, উহার প্রথম শব্দই "অ," ঐ "অ" শব্দ গতির সহিত মিলিত হইয়া "উ" শব্দ উৎপন্ন হয়, এবং উহার বাধকতাস্বরূপ "ম্" "ও" শব্দের বিকাশ হয়। ঐ ওঁ শব্দ হইতে অন্তর্জ্যোতির বিকাশ হওয়ায় উহাই আমাদিগের কারণ জগতস্থ প্রথম ত্রিমূর্ত্তি। ইহাই খৃষ্টানদিগের (Father holy ghost, son) এবং বেদান্তোক্ত সৎ+ চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ হইতেছেন।

অর্থে গুহ্যতেজ এই ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া পাঠক হটাৎ মনে করিতে পারেন যে, ইহা নাস্তিকতার অবতারণা, বাস্তবিক তাহা নহে সাধারণ লোকে যাহাকে তড়িৎ বা তেজ বলেন উহা ভৌতিক তড়িৎ তেজ এই তেজই ভৌতিক তেজ নহে ইহা ব্রহ্মতেজ, ইহার আভাসই দৈবীপ্রকৃতি বা ভর্গ। যথা—ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতিরঞ্জয়তে প্রজাঃ। গ ইত্যাগচ্ছতেঽজস্রং ভরগোভর্গ উচ্যতে। অয়মেব তু ভর্গো বহিরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলান্তস্থোপি, সকল প্রাণিনাং হৃদয়মধ্যে জীবভূত প্রতিবসতি। গায়ত্রীকবচ ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতিই উহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

দ্বিতীয় ত্রিমূর্ত্তি।

জগতের দ্বিতীয় অবস্থা।)

পূর্ব্ববর্ণিতমত জগতের প্রথমাবস্থায় মহাকাশ যখন অন্তর্জ্যোতিবিশিষ্ট হয় তখন ও উষ্ণতার বাহ্যবিকাশ না হওয়ায় ঐ জ্যোতি শীতল থাকে। যেহেতু আলোর গতি যেরূপও যত বিস্তৃত তাপের গতি সেরূপও তত বিস্তৃত নহে, কিন্তু গুহ্য তড়িতের আভ্যন্তরীণ ঈষৎ তাপ হইতে পূর্ব্বোক্ত মহাভূত দ্রব্যত্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়, উহাই সূক্ষ্ম মহাদ্রাবক (Solvent matter) স্বরূপ। শাস্ত্রে উহাকে সংকর্ষণ বলে, সংকর্ষণ বসুদেবের পুত্র অনন্তদেব, অতএব ঐ সংকর্ষণশক্তি বা ঐ দ্রবত্বশক্তি হইতে মহাভূত দ্রবীভূত হইয়া একার্ণব হইয়া যায়। উহাকেই মনু "আপ" বলিয়াছেন যথা— "আপো এব সসর্জ্জাদৌ" ঐ নিত্য আদি ভূত একার্ণব সমুদ্রে অনন্তশয্যায় ভগবান শায়িত ছিলেন ইহা অবৈজ্ঞানিক নহে। ঐ একার্ণবীভূত পদার্থকে ইংরাজিতে Homogenious matter কহে। উহাই Mr. Crockes এর Protyle. যতই পূর্ব্বোক্ত মহাভূত দ্রবীভূত হইতে থাকে ততই উহার আভ্যন্তরীণ তেজাভাস জ্যোতিরূপে বিকীরিত ও উহার তাপ জ্যোতির সহিত মিশিয়া অন্তর্হৃত ও অবিকাশিত হয়, কিন্তু উহা জ্যোতির সহিত গুহ্য (Latent) থাকে ও জ্যোতি শীতল হয়। ঐ শীতল সূক্ষ্ম জ্যোতিহেতু একার্ণবীভূত অনন্ত সমুদ্র জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম মণ্ডলাকার প্রতীয়মান হওয়ায় ঐ মণ্ডলাকার স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময় পদার্থকে মনু "সহস্রাংশু সমপ্রভ হৈম অণ্ড" বলিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে অসীম পদার্থ মণ্ডলাকার ব্যতীত অন্য আকার হইতে পারে না, উহাই সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড * অর্থাৎ ব্রহ্মের অণ্ড (ডিম্ব) স্বরূপ। যেহেতু জগতই ব্রহ্মের শাবক, ঐ জগৎরূপ শাবক মণ্ডলাকার একার্ণবের মধ্যে থাকায় (যেমন বীজের মধ্যে বৃক্ষ লুক্কায়িত থাকে) উহাকে অণ্ড বলা হইয়াছে। তৎকালে ঐ একাকার পদার্থে জ্যোতির বিকাশ হওয়ায় কিন্তু তাপের বিকাশ না হওয়ায় উহা "সহস্রাংশু সমপ্রভ হৈম অণ্ড" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা উষ্ণতার পূর্ব্বে জ্যোতির বিকাশ হয় বলা হইতেছে। যদিও উষ্ণতা জ্যোতির কারণ কি জ্যোতি উষ্ণতার কারণ আধুনিক বিজ্ঞান তৎসম্বন্ধে নিস্তব্ধ; কিন্তু আধুনিক প্রকৃতিক বিজ্ঞানে ও আমাদের সাধারণ জ্ঞানে যতদূর প্রাপ্ত হই তাহাতে আলোকের গতি যেরূপ বিস্তৃত ও আলোক যেরূপ সর্ব্বত্র বিকাশিত হয় তাপের গতি সেরূপ বিস্তৃত ও তাপ সর্ব্বত্র সেরূপ বিকাশিত হয় না; তাপ তাহার নির্দ্দিষ্ট আধারে (Focus) কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে। মনে কর, সূর্য্য তাপের আধার (Focus) ঐ সূর্য্যের জ্যোতিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত, কিন্তু এমন কি সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী স্থান অর্থাৎ পৃথিবীর কিঞ্চিৎ উপর হইতে ক্রমে স্থির বায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশ শীতল। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ যথা ধবলগিরি কাঞ্চনশৃঙ্গ, এভারেষ্ট (Mt. Everest) প্রভৃতি শৃঙ্গে জীব জন্তু থাকিতে পারে না হিমে বরফ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে সৌরাভাসে দিক্ সকল আলোকিত হয়, কিন্তু তাপ ঐ আলোর মধ্যে গুহ্যভাবে (Latent) থাকে; উহার নির্দ্দিষ্ট আধার (Focus) ভিন্ন বিকাশিত হয় না। সূর্য্যের তাপ পার্থিব কেন্দ্রে মিলিত হইলে ঐ কেন্দ্রই উহার Focus স্বরূপ পরিগণিত হয়। তথায় তাপের বিকাশ হওয়ায় উহা বিকীরিত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ উষ্ণ হয়, ইহাতেই আমরা সৌরতাপ অনুভব করি। তড়িৎ দুই জাতীয় Positive ও Negative অর্থাৎ সম ও বিষম * ঐ উভয় তড়িতের সংঘর্ষণ হইতে তেজের বিকাশ হয়, অতএব সূর্য্যে Positive ও পার্থিব কেন্দ্রে Negatve তড়িৎ থাকায় ঐ পার্থিবকেন্দ্র সৌর তাপ আকর্ষণ করিয়া লয় ও তাহাতে যে ঘর্ষণ (Friction) হয় তদ্দ্বারা তেজ বিকাশিত হইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ উষ্ণ হইয়া উঠে। এখন মনে কর পৃথিবীও নাই, সূর্য্যও নাই, জগৎ একার্ণবীভূত, কিন্তু একার্ণবীভূত হইলেও উহার মধ্যে Positive ও Neegative উভয় জাতীয় তড়িৎ গুহ্যভাবে আছে। পূর্ব্বে জ্যোতির্ম্ময় একার্ণবীভূত পদার্থের যে উল্লেখ হইয়াছে উহাদ্বারা আমরা একই পদার্থের দুইটী ভাব প্রাপ্ত

* মণ্ডলাকার স্থানের মধ্যকেন্দ্র হইতে উহার পরিধিরেখার সমস্ত স্থান বা বিন্দু সমান, কিন্তু মণ্ডলাকার ব্যতীত অন্য আকারবিশিষ্ট স্থান ঐরূপ হইতে পারে না, অতএব অসীম পদার্থের যে স্থান হইতে দৃষ্টি কর সেই স্থানই মধ্যবিন্দু ও তাহার সকলদিগে সমান দৃষ্টি হয় সুতরাং উহার মণ্ডলাকার ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারে না।

* সম বিষম তড়িৎকে বঙ্গভাষায় যৌগিক ও বিয়োগিক তাড়িৎ বলে ঐ উভয় তাড়িৎ যখন সমবস্থাপন্ন Nentral state হইয়া যায় তখন উহা গুহ্য Latent অবস্থায় থাকে ঐ অবস্থাকে মহামায়ার যোগনিদ্রা বলে ঐ সময় জগতের কোন ক্রিয়াই থাকে না পরে অনির্ব্বচনীয় কারণে আভ্যন্তরীণ গুহ্যতাপহেতু কম্পন ও গতির (Vibration and motion or vibratory motion) বিকাশ হয় (উহাকেই যোগনিদ্রা ভঙ্গ কহে) ঐ গতির বিকাশ হইলে পূর্ব্বোক্ত বিয়োগিক তাড়িৎ পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন হয় তাহাতে জ্যোতির বিকাশ হয়, কিন্তু ঐ উভয় তাড়িতের পুনঃ সংশ্রব ব্যতীত উষ্ণতার বিকাশ হয় না ইহা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত।

হইতেছি যথা—জ্যোতি ও একার্ণবীভূত পদার্থ। বস্তুতঃ উহা দুইটী পদার্থ নহে, একই পদার্থের দেহ ও দেহিস্বভাব, দেহ ঐ একার্ণবীভূত পদার্থ এবং দেহী তদন্তর্নিহিত গুহ্য তড়িৎ বা তেজ, ঐ তেজের বিকাশই জ্যোতি। ঐ জ্যোতির মধ্যে যে তাপ অন্তর্নিহিত ছিল, ঐ (সর্ব্বত্র বিকীরিত) জ্যোতির ঐ অন্তর্নিহিত তেজ অর্ণবকেন্দ্র কর্তৃক আকর্ষিত হওয়ায় ঐ কেন্দ্রের সহিত ঐ তেজ মিলিত হইয়া উভয়ের মধ্যে ঘর্ষণ (Friction) হওয়ায় তাপের বিকাশ হয়। অতএব ঐ অর্ণবকেন্দ্রাকর্ষিত জ্যোতিঃ তাপের বীজ যথা ;—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্ব্বিবিধা প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥"

বঙ্গার্থ। স্বয়ম্ভূ স্বকীয় শরীর হইতে লোক সকল সৃষ্টির নিমিত্ত আদিতে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে আপন শক্তিবীজ অর্পণ করিলেন।

এস্থলে শরীর অর্থে—মহাভূত অর্থাৎ মহাকাশ।

জল অর্থে—পূর্ব্বোক্ত একার্ণবীভূত পদার্থ (কারণবারী) (Homogenious metter)।

বীজ অর্থে—পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির মধ্যে যে তাপ অন্তর্নিহিত——ছিল ঐ তাপ।

ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে শীতলতা হইতে আলোক ঘনীভূত হইয়া পূর্ব্বোক্ত একার্ণবীভূত পদার্থে মিশিয়া উষ্ণতার বীজরূপে পরিণত হয়। ঐ বীজ ক্রমে, অর্ণবকেন্দ্রে ঘনীভূত হইয়া তৈজসকেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া লয়, ঐ তৈজস বা তড়িৎকেন্দ্রই লোক পিতামহ ব্রহ্ম

"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশু সমপ্রভম্।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥"

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বোক্ত আপো জ্যোতি হৈম সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট একটী অণ্ডে পরিণত হইল, ঐ অণ্ডে স্বয়ং সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

ঐ "হৈম সহস্রাংশু সমপ্রভ" অণ্ডের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন ইহার তাৎপর্য্য এই যে ;—

সর্ব্বলোকানাং সর্ব্বভুবনানাং লোকানাং= পিতা=পালকঃ আ=সম্যক্ মহঃ তেজ যেন সঃ পিতামহঃ অর্থাৎ সম্যক্ তেজই হইয়াছে জগতের পালনকর্ত্তা যৎ কর্তৃক তিনিই পিতামহ ব্রহ্মা। এস্থলে পিতৃ ও মহস্ শব্দ পৃষোদরাদিত্ব প্রযুক্ত ঋ ভাগ ও অন্তস্থ স্ ভাগের লোপ হওয়ায় ও ক্রিয়া উহ্য থাকায় ঐ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে।

নিত্যতেজই পিতৃশক্তি, নিত্যজলই * মাতৃশক্তি, উভয় কেন্দ্রীভূত হইয়া মহত্তত্ত্বে পরিণত হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব হইতে জগৎ সৃষ্টিকারী তাপের বিকাশ হয় এবং ঐ তাপ হইতে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকাশ অবিকাশ ও সমস্ত কার্য্যকারণ ও প্রবৃত্তির বিকাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে উহাই বিশ্বব্যাপী সজীবতার মূল সূত্র এবং সমস্ত বাহ্যজ্ঞানের পিতামাতাস্বরূপ। ক্যাবেন্ডিসগণ বিশ্বের কেন্দ্রস্থ তেজোময় শক্তিকে বিশ্বধাতা কহিয়াছেন। কার্টার সাহেবের মতেও চন্দ্র সূর্য্য গ্রহবর্গ ও নক্ষত্রগণ প্রচুর পরিমাণে ঐ শক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু উহারা স্বতঃই ঐ শক্তিবিশিষ্ট নহে, উপরোক্ত তেজোময়িশক্তির অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ শক্তিবিশিষ্ট হয়। ঐ মহত্তত্ত্বই ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবস্থান করিয়া স্বীয় সর্ব্বশক্তিমত্তাদ্বারা সর্ব্ব আকারের বস্তু ও সর্ব্ব জন্তু

* নিত্যতেজ অর্থে পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকতেজ, নিত্যজল অর্থে পূর্ব্বোক্ত কারণবারি।

সৃষ্টি করিতেছে। ইহাই জীবনদাতা রক্ষা ও সংহার-কর্ত্তা ইহার আদি কারণ বা মূল হইতে ক্রমে ক্রমে সহস্র অদৃশ্য ও প্রত্যক্ষ জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। প্লেটোর মতে পরমেশ্বর ত্রিশক্তির এক শক্তি হইতে আলোক ঘনীভূত করিয়া একটী প্রজ্বলিত বিন্দুতে পরিণত করিয়াছেন। উহাই আমাদের সূর্য্য। ঐ মহত্তত্ত্বই জগতের জ্ঞানবিকাশক, প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপক এবং ভৌতিক আবরক; শাস্ত্রীয় ভাষায় ঐ তিনপ্রকার কার্য্য প্রবৃত্তিকে ত্রিবিধ অহঙ্কার কহে। বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে যে মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক অহঙ্কার তৈজস বা রাজসিক অহঙ্কার এবং ভৌতিক বা তামসিক অহঙ্কার (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রবৃত্তি) উৎপন্ন হয়। ঐ তামসিক অহঙ্কার হইতে ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও বুদ্ধির বিকাশ হইয়াছে। পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে যে চৈতন্যের ছায়ায় শক্তি চেতনবৎ হইয়া ত্রিগুণান্বিত হওয়ায় জগৎ কারণ বিকাশিত হয়। জগতের দুই প্রকার কারণ, যথা নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। তামসিক মায়া হইতে জগতের উপাদান কারণ ও শুদ্ধ সাত্ত্বিক মায়া হইতে নিমিত্তকারণের বিকাশ হয়। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ণিত কারণবারি অর্থাৎ একার্ণবীভূত পদার্থই উক্ত উপাদানের কারণ এবং আধ্যাত্মিক তেজই (ভর্গ) নিমিত্তকারণ। উক্ত শুদ্ধ তেজাভাসযুক্ত একার্ণবীভূত পদার্থের অন্তর্নিহিত সত্ত্বগুণ হইতে বিরাট মন বুদ্ধির, রজগুণ হইতে জাগতিক জীবনীশক্তির এবং তমগুণ হইতে পঞ্চভূতের বিকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মন বুদ্ধি প্রাণ সমন্বিত প্রধান পুরুষই * উল্লিখিত হিরণ্যগর্ভ। প্রকৃতপক্ষে হিরণ্যগর্ভই পূর্ব্বোক্ত সহস্রাংশু সমপ্রভ হৈম অণ্ডের আভ্যন্তরীণ কেন্দ্র, উহাই মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মা। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে জগতের দ্বিতীয় অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত তেজই পুরুষ, একার্ণবীভূত উপাদানকারণই প্রকৃতি এবং তাহার সন্তান স্থানীয় পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্ব, এস্থলেও আমরা ত্রিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইতেছি। পূর্ব্বোক্ত তেজই (Spirit) পিতা, উপাদান কারণস্বরূপ নিত্য আপই (Matter) মাতা, মহত্তত্ত্ব অর্থাৎ বিরাট মনরূপ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মাই পুত্র। এখানেও খৃষ্টানদিগের (Father, Holy ghost and son) আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। ব্রহ্মের পুত্রই ব্রহ্মা, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত অণ্ডে তিনি জন্মিয়াছিলেন; ঐ ব্রহ্মাই আমাদের পিতামহ এইজন্য ভগবদ্‌গীতায় উত্তম পুরুষস্বরূপ ঈশ্বর প্রপিতামহ বলিয়া বর্ণিত আছেন যথা—"প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ"। প্রকৃতপক্ষে মহৎ প্রকৃতি অর্থাৎ কৈন্দ্রিকশক্তিসমন্বিত পূর্ব্বোক্ত একার্ণবীভূত উপাদানকারণই মহদ্ব্রহ্ম, উহাই জগতের যোনি বা মাতাস্বরূপ এবং তৈজস চিদ্‌বীজপ্রদ শব্দ ব্রহ্মই পিতা।

যথা—মম যোনী মহৎ ব্রহ্ম। তস্মিনগর্ভং দধাম্যহং। সম্ভব সর্ব্বভূতানাং ততঃ ভবতি ভারত॥ ভগবদ্গীতা।

যেহেতু শব্দ হইতে জ্যোতি ও তেজের বিকাশ হয়, ঐ তৈজস চিদ্বীজ একার্ণব সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হইলে ঐ একার্ণব সমুদ্র হইতে জাগতিক পদার্থের বিকাশ হয় যথা—

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যাঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত ততো রাত্র জায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতোবশী সূর্য্যাচন্দ্রমসো ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়দ্দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥

* প্রধান অর্থে প্রকৃতি অতএব প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ ফলই হিরণ্যগর্ভ।

টীকা। তেনায়মর্থঃ। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ মহা-প্রলয় সময়ে পরব্রহ্ম মাত্র আসীৎ। ততো মহা-প্রলয়োবস্থায়ামেব রাত্রিসমুৎপন্না সকল অন্ধকার-ময় আসীদিত্যর্থঃ। ততঃ=সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে আভীদ্ধাৎ অভি সর্ব্বতোভাবেন ইদ্ধাৎ লব্ধবৃত্তেঃ (সৃষ্ট্যারম্ভ সময়ে) তপসোঽস্পষ্টবলাৎ তাপাৎ অর্ণবরাশিরুৎপন্নঃ। ততঃ অর্ণবাৎ ধাতা স্রষ্টা অধ্যজায়ত, কিম্ভূতধাতা মিষতঃ প্রকটীভবতো বিশ্বস্য বশী প্রভু স ধাতা যথা পূর্ব্বং যথাক্রমং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ কল্পিতবান্। কিম্ভূতৌ অহো রাত্রাণি বিদধৎ তদনন্তরং সম্বৎসরোঽজায়ত। অনন্তরং, দিবং, পৃথিবীং, অন্তরীক্ষঞ্চ স এব ধাতা অকল্পয়ৎ।

বঙ্গার্থ। মহাপ্রলয় সময়ে পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন এ অবস্থায় সমস্ত অন্ধকারময় হইয়াছিল। পরে লব্ধবৃত্ত হওয়ায় অস্পষ্ট বল বা তাপহেতু অর্ণবরাশি উৎপন্ন হয় ঐ অর্ণব (কারণবারি) হইতে ব্রহ্মার বিকাশ হয়। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চন্দ্র সূর্য্য দিবারাত্রি সর্প অন্তরীক্ষ পৃথিবী সৃষ্ট হয়।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত অর্ণব সমুদ্রে সৃষ্টিকারী শক্তির বিকাশ হওয়ায় ঐ অর্ণব সমুদ্র হইতে দিবারাত্র, সূর্য্য, চন্দ্র, স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ উৎপন্ন হই-য়াছে। মনুস্মৃতিতেও ঠিক্ ঐমত সমর্থিত হইয়াছে যথা ;—

"তস্মিন্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্দ্বিধা॥"
"তাভ্যাং স সকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোমদিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্॥"

বঙ্গার্থ। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্ম সম্বৎসর কাল বাস করিয়া পরিশেষে আত্মগত ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি নির্ম্মাণ করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ অষ্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র সকল স্থাপন করিলেন। ইহাই তৃতীয় অবস্থার অর্থাৎ স্থূল-ভৌতিক জগতের আদি উপাদান।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত কৈন্দ্রিক-তেজ (পূর্ব্বোক্ত) সম ও বিষম তড়িতের সংঘর্ষণ হইতে বিকাশিত ও বিকীরিত হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে ঐ সূক্ষ্ম জলীয়ভাগ কত-কাংশ শীতল ও কঠিন ক্ষিতিজাতীয় পদার্থে পরিণত হইয়া নিম্নগামী হয়, ঐরূপ হইলে মধ্য-ভাগ অবকাশ অর্থাৎ ফাক হইয়া পড়ে। ঐ আবাশই আকাশ। মধ্যে ঐ আকাশ ব্যবধান হওয়ায় দিক্ সকলের বিকাশ হয় এবং তাহাতে বায়ুপ্রবাহিত হয়। ঐ বায়ুর সহিত পূর্ব্ববর্ণিত নিত্য আপোমিলিত হওয়ায় বায়বীয় অর্ণবকণা প্রবাহিত হইতে থাকে, ইহার মধ্যে তৈজস-কণাও পতিত হয় এবং জলীয়বাষ্পে মিলিত হয় ঐ বাষ্প গতিদ্বারা প্রবাহিত হয়, তাহাই আমা-দের অনুভূত বায়ু। অতএব পূর্ব্বোক্ত দ্বিধা বিভক্ত হইতে পঞ্চভূত ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম বিকাশিত হইয়াছে, উহাই স্থূলজগতের উপাদান-রূপে পরিণত হইতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত একার্ণবই আমাদের পুরাণোক্ত কারণবারি এবং ঐ অনন্ত কারণবারি ব্যাপ্ত গুহ্য তড়িৎ বা তেজই বটপত্রশায়ী বিষ্ণু এবং তাহার কেন্দ্রস্থ ঘনীভূত তেজই নাভিপদ্মস্থিত ব্রহ্মা প্রতিপন্ন হইতেছে। উক্ত কারণবারি তৈজসবীজের আধার বা আশ্রয়হেতু জলকে নারায়ণ বলে যথা ;—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

বঙ্গার্থ। নরা অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া অপত্য প্রত্যয়ে জলকে নারারূপে অবস্থিত পরমাত্মার শর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মহাভূতস্থ গুহ্যতেজ বা তড়িতের আভ্যন্তরীণ তাপ হইতে ঐ মহাভূত (মহাকাশ) দ্রবত্বশক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ মহাভূতস্থ মহাদ্রাবক বা দ্রবত্বশক্তিই কারণবারি। উহা আভ্যন্তরীণ তেজ হইতে প্রসূত বলিয়া পরমাত্মার অপত্যস্থানীয় হইয়াছে। ঐ কারণবারি পূর্ব্বোক্ত তেজের আশ্রয় বলিয়াই উহা নারায়ণ পদবাচ্য। বট অর্থে সমুদ্র, পত্র অর্থে প্রবাহ অর্থাৎ ঐ কারণবারিরূপ সমুদ্র প্রবাহই (Ethereal fluid) পূর্ব্বোক্ত তেজের আধার বা আশ্রয়, এইজন্যই বটপত্রশায়ী বিষ্ণু বলিয়া কথিত আছে। ঐ অনন্তসমুদ্রের কেন্দ্রই তাঁহার নাভি, ঐ কেন্দ্রস্থ ঘনীভূত তেজই পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্ব বা ব্রহ্মা। অতএব বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার স্থিতিস্থান বলিয়া পুরাণে যে বর্ণিত আছে ইহা অতীব সত্য ও বিজ্ঞানমূলক। ঐ বিষ্ণুই পুরুষ, কারণবারি প্রকৃতি, মহত্তত্বই পুত্র; ইহাই দ্বিতীয় অবস্থার ত্রিমূর্ত্তি। উহাকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেব বলা যাইতে পারে যেহেতু মহত্তত্বই ব্রহ্মা তেজই বিষ্ণু সংকর্ষণই সংহাররূপ মহাদেব * উক্ত মহত্তত্বই চতুর্দ্দশভুবনের বীজস্বরূপ উহা হইতেই পরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে সূক্ষ্ম তৈজসতত্ব সূক্ষ্ম দ্রবীয়তত্ব ও সূক্ষ্ম পার্থিবতত্ব এই ত্রিতত্বই পরিদৃশ্যমান স্থূলজগতের মৌলিকতত্ব হইতেছে, মহাকালের দেহরূপ মহাকাশ এবং মহানিশ্বাসরূপ গতি পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম ত্রিতত্বের কারণস্বরূপ পূর্ব্বাহ্নিক অবস্থা। যেমন স্থূল পৃথিবী জল এবং অগ্নির পূর্ব্বাহ্নিক অবস্থাই বায়ু এবং আকাশ সেইরূপ সূক্ষ্ম মহৎ ত্রিতত্বের পূর্ব্বাহ্নিক অবস্থাই পূর্ব্বোক্ত মহাগতি এবং মহাকাশ। এতাবতায় মহাগতিবিশিষ্ট শব্দব্রহ্মই জগৎকারণ বা জগতের কারণ অবস্থা, সূক্ষ্ম দ্রবীভূত তৈজস মহদ্ব্রহ্মই জগতের সূক্ষ্ম অবস্থা। ঐ প্রত্যেক অবস্থায় ত্রিমূর্ত্তির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তবে এই স্থলে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে মহাশব্দই ব্রহ্ম, মহাগতিই তাঁহার শক্তি এবং জ্যোতিই তাঁহার পরমজ্ঞান বা আনন্দস্বরূপ ত্রিশক্তি এবং জ্ঞান হইতেই দ্বিতীয় অবস্থায় মহতত্ত্বের বিকাশ হয়। শক্তিই প্রকৃতি জ্ঞানই পুরুষ মহত্তত্বই পুত্রস্থানীয়। ঐ মহতত্ব হইতে বুদ্ধিতত্ব, জৈবতত্ব ও ভৌতিকতত্বের বিকাশ হয়; ঐ ত্রিবিধতত্বই পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিবিধ অহঙ্কারস্বরূপ। ঐ ত্রিবিধ অহঙ্কার হইতে কি প্রকারে জীবজন্তু সমন্বিত ত্রিজগৎ যে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা জগতের তৃতীয় অবস্থায় যথাক্রমে বিবৃত হইবে। ক্রমশঃ—

* মহাপ্রলয়কালে আকর্ষণী ও সংকর্ষণ উভয়শক্তি মিলিত হইয়া গেলে সমাবস্থা Neutral state হইয়া যায়। সৃষ্টির প্রাক্কালে গুহ্যতেজের অস্তিত্বহেতু সংকর্ষণের বিকাশ হইলে ঐ মিলিত অবস্থা অর্থাৎ মহাকালের সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায় এবং সম বিষম দুইটী শক্তির বিকাশ হয়, যখন সংকর্ষণ ঐ মিলিত অবস্থা পৃথক্ করিয়া ফেলে তখন ঐ পৃথক্ অবস্থাকে আকর্ষণ ও একাকারের ন্যায় অবস্থাপন্ন করিয়া স্বীয় কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়া লয়, উক্ত কেন্দ্রই মহত্তত্ব, মহত্তত্বই মহাকর্ষণ বা সৃষ্টিকারীশক্তি তেজই পালনশক্তি, সংকর্ষণই বিয়োগ বা সংহারশক্তি, কিন্তু সংকর্ষণ বিয়োগশক্তি হইলেও ঐ সংকর্ষণ সৃষ্টির সহায় যেমন ভূমিকর্ষণদ্বারা শ্লথ না হইলে ভূমির সহিত বীজের আকর্ষণ বা বীজ অঙ্কুরিত হয় না সেইরূপ মহাকাল সংকর্ষিত না হইলে মহত্তত্ত্বের বিকাশ হয় না।

তৃতীয় ত্রিমূর্ত্তি।

জগতের তৃতীয় অবস্থা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে একার্ণবীভূত কারণ-বারি হইতে যে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ নির্ম্মিত হয় ঐ সূক্ষ্ম আদর্শ অণ্ডের মধ্যে কেন্দ্রীভূত তাপের বিকাশ হইলে ঐ তাপহেতু অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হয় এবং মধ্য (ফাক) অবকাশ হইয়া পড়ে, তাহাতে গতির প্রসার হয়, ঐ গতি হইতে ঐ তাপ বাষ্পীভূত হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়। উক্ত তাপ সূক্ষ্ম বাষ্পীভূত হইয়া উর্দ্ধগামী হইলে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম অর্ণবসমুদ্রের নিম্নভাগ কিঞ্চিৎ শীতল ও তদ্ধেতু কথঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া পার্থিব বা ক্ষিতিজাতীয়তত্ত্বে পরিণত হয় এবং ঐ ক্ষিত জাতীয়তত্ত্ব অবনত হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্তমত মধ্যের অবকাশ অর্থাৎ যে ফাক হয় ঐ অবকাশই আকাশ অতএব স্থানের অবকাশ পাইলে গতিরও প্রসার হয়, ঐ গতি হইতে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম বাষ্পীভূত তেজ বিকাশিত হইয়া ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকে এবং মধ্যে পূর্ব্বোক্ত অর্ণবকণা গতিদ্বারা প্রবাহিত হয় এবং উহারই নিম্নাংশ কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতিতত্ত্বে পরিণত হইয়া নিত্য আপো সমুদ্রে স্তরবৎ উৎপন্ন হয়। এইরূপে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি উৎপন্ন হয় এবং ঐ পঞ্চভূত হইতে সূর্য্যগ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী চন্দ্র উৎপন্ন এবং দিবারাত্রির বিকাশ হয় এবং স্বর্গ, মর্ত্ত ও অন্তরীক্ষের সহিত চতুর্দ্দশভুবন সমন্বিত স্থূলজগৎ বিকাশিত হয়।

পূর্ব্বে মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে "ব্রহ্মা উক্ত অণ্ডে ব্রাহ্মবৎসরকাল বাস করিয়া স্বীয় ধ্যান (তাপ) হইতে ঐ অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত করেন তাহার একাংশ দিব (স্বর্গ) একাংশ ভূমি হয় এবং মধ্যে অবকাশ (ফাক্) রূপ ব্যোম (আকাশ) অষ্টদিগ্ ও শাশ্বত আপস্থান (চিরস্থায়ী জলের স্থান বা নিত্য আপ) বিকাশিত হয়। উপ-রোক্ত বর্ণনাদ্বারা স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ সৃষ্টির বিষয় কথিত হইয়াছে। দিব অর্থে—জ্যোতি তেজোময় স্থান (স্বর্গ) অন্তরীক্ষ অর্থে—আকাশ (শূন্য) ভূমি অর্থে—পৃথিবী। এখন দেখা যাউক পূর্ব্বোক্ত তেজ বাষ্পীভূত হইয়া যে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল উহাই আকাশের এক একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপর্য্যোপরি অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত বাষ্পময় জ্যোতি ও তেজমণ্ডলে পরিণত হইয়া সূর্য্য ও জ্যোতির্ম্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি লোকে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ জ্যোতির্ম্ময় দিব সপ্তম-ভাগে বিভক্ত উহার কেন্দ্রস্থান ধ্রুবলোক এবং পৃথিবীও সপ্তভাগে বিভক্ত, উহার কেন্দ্রস্থান সুমেরু। মধ্যে আকাশ বা অন্তরীক্ষ। এতাবতায় ত্রিলোক তন্মধ্যে (সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পৃথিবী) চতুর্দ্দশভুবন প্রতিপন্ন হইতেছে। ইহার মধ্যেও অনেক অবান্তর ভাগ আছে যথা—সপ্ত পৃথিবীর বিবরস্বরূপ সপ্তপাতাল এবং অন্তরীক্ষেও সূর্য্য ও পৃথিবী সেওয়ায় আরও উপগ্রহাদি আছে, উহার মধ্যেও অবান্তর ভাগ আছে। এই সুমেরু কেন্দ্রস্থিতা সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা ও সপ্ত-পাতালসমন্বিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী অবৈজ্ঞানিক বা ঋষিদিগের কল্পিত পদার্থ নহে এবং সপ্তস্বর্গও কল্পিত নহে উহা যে বিজ্ঞান ও জ্যোতিষসম্মত তাহা পরে যথাস্থানে প্রমাণিত হইবে এবং তৎসহ পৌরাণিক ভূগোল ও হিন্দুজ্যোতিষ্ক খগোলমণ্ডল সমস্তই প্রদ-র্শিত হইবে। আধুনিক ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্র-দায় বা তাঁহাদের উপদেষ্টা ইংরাজিজ্যোতিষী

ও ইংরাজিবিজ্ঞানবিদ্ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন প্রকৃতপক্ষে মহর্ষি গণের কোন উক্তিই কল্পিত বা মিথ্যা কিম্বা অসার নহে। যাহা হউক্ আমরা ত্রিতত্ত্ব মীমাংসা করিতে করিতে প্রসঙ্গত অনেক দূর গিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য বিষয় পুনরারম্ভ আবশ্যক। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে ব্রহ্মা মনের উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার) এবং পঞ্চতন্মাত্র এই ছয়টীর সূক্ষ্মতম অবয়বকে তাহাদিগের বিকার ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চভূতের সহিত যোজনা করিয়া সমস্ত জীবের সৃষ্টি করিলেন। উপরোক্ত সূক্ষ্মতম ছয়টী অবয়বই ব্রহ্মার শরীর। ঐ শরীর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ পুংতত্ত্বে ও অর্দ্ধাংশ নারীতত্ত্বে পরিণত হইয়া সেই নারীতে বিরাটপুরুষ সৃষ্টি করিলেন। এই বিরাটপুরুষ অর্থে—পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভের স্থূল অবস্থা। স্থূলদেহাভিমানী সমষ্টিশক্তি অর্থাৎ দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সমুদ্র, ভূমি প্রভৃতি সমগ্র স্থূল জাগতিকশক্তি বা পূর্ব্বোক্ত প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনের কেন্দ্র ঐ বিরাটপুরুষকে বৈশ্বানর বলে। উহা সূর্য্য এবং চন্দ্রজাতীয় চৌম্বকীশক্তি কিম্বা তেজ এবং জলজাতীয় চৌম্বকীশক্তি (Solar and Lunar magnet) সূর্য্য তেজজাতীয় পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে চন্দ্র জলজাতীয় হইতেছে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্র হইতে চন্দ্র উত্থিত হয় তদনুসারে চন্দ্র সমুদ্রের পুত্র বলিয়া গণনীয়। ইহার রূপকভেদ করিলে চন্দ্র যে অর্ণবকণা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইবে। হিরণ্যগর্ভ মধ্যে তৈজস এবং অর্ণব কৈন্দ্রিকাকর্ষণ ও বিকর্ষণ বা সম বিষম তাড়িতের সংঘর্ষণ (Friction) হইতে পূর্ব্বোক্ত একার্ণব সমুদ্র বিচলিত হওয়ায় উহার তৈজাংশ হইতে সূর্য্য ও জলীয়াংশ হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। এই জন্যই চন্দ্র ওষধীপতি। অর্থাৎ চান্দ্রিক তেজদ্বারা জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হয়। সৌরাভাসচন্দ্রের উপর পতিত হওয়ায় চন্দ্রে তৈজস এবং বারীয় ম্যাগ্নেট্ আছে এইজন্যই চন্দ্র উভয় শক্তিই আছে। ইংরাজিতে চন্দ্র কখন পুরুষ ও কখন নারীজাতি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যাহা হউক্ ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ নারী হইতে যথার্থই বিরাটপুরুষের বিকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বের বা ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গ পুরুষই তেজ বা অগ্নি, অর্দ্ধাঙ্গ নারীই জল, উহার ফলস্বরূপ পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশভুবন। ঐ চতুর্দ্দশভুবনই বিরাটপুরুষের দেহ এবং পূর্ব্বোক্ত ম্যাগ্নেট্ই দেহী; ঐ ম্যাগ্নেটই আমাদিগের পার্থিব কেন্দ্র বা সুমেরু পোল। এতাবতায় সাব্যস্ত হইল যে স্থূলজগতে সূর্য্য বা অগ্নিই পুরুষ, চন্দ্র বা অর্ণবই স্ত্রী, পার্থিব কেন্দ্রই বিরাট।

এস্থলে পার্থিব কেন্দ্র এবং চতুর্দ্দশভুবনের কেন্দ্র একই পদার্থ বা একই ম্যাগ্নেট্। অতএব অগ্নি, জল, ক্ষিতি কিম্বা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী পার্থিব কেন্দ্র স্থূলজগতের ত্রিমূর্ত্তি সাব্যস্ত হইতেছে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্ম অবয়বই ব্রহ্মার দেহ, তাহার অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারী হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। এস্থলে এই তর্ক উঠিতে পারে যে উপরোক্ত অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের অর্দ্ধেক পুরুষ ও অর্দ্ধেক নারী হইলে পুরুষ ত্রিতত্ত্ব ও নারীও ত্রিতত্ত্ব হইবে, কিন্তু তাহা না হইয়া কেবল তেজ পুরুষ এবং জল নারী হইল কেন? ইহার উত্তর অতি সহজ, অহঙ্কার হইতে শব্দতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু

উৎপন্ন হইয়াছে ঐ অহঙ্কার, আকাশ এবং বায়ু দৃশ্যপদার্থ নহে অর্থাৎ উহাদের কোনরূপ বা আকার নাই। রূপতন্মাত্র হইতে তেজ এবং রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে তেজ এবং জলের রূপ বা আকার আছে, ঐ তেজ এবং জলে পূর্ব্বোক্ত অহংতত্ত্ব ও আকাশ ও বায়বীয়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে এবং জল হইতে গন্ধতন্মাত্র ও তাহাহইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হইয়াছে অতএব উক্ত তেজ ও জলে পূর্ব্বোল্লিখিত ষট্‌তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে ঐ ষট্‌তত্ত্বের অর্দ্ধাঙ্গ তেজরূপ পুরুষ ও অর্দ্ধাঙ্গ জলরূপ স্ত্রী, উহাদের পুত্রস্থানীয় পার্থিব কেন্দ্র বা চতুর্দ্দশভুবন নির্ম্মাণকারী ম্যাগ্‌নেট্। উহার দেহই জীব-জন্তুসমন্বিত পৃথিব্যাদি চতুর্দ্দশভুবন। এতাবতায় প্রথম কারণ জগতের ত্রিমূর্ত্তি সৎ চিৎ আনন্দ * উহাই অ+উ+ম্=ওঁ শব্দ ব্রহ্ম। ঐ শব্দব্রহ্মই কারণাব্ধিশায়ী ঈশ্বর। ঐ কারণাব্ধিই মহাকাশ বা মহাশক্তি দ্বিতীয় স্থূক্ষ্ম জগতের ত্রিমূর্ত্তি প্রকৃতিপুরুষ ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির সূক্ষ্মদেহই কারণবারি বা নিত্য আপো পুরুষের সূক্ষ্মদেহই তৈজসতাপ মহত্তত্বের সূক্ষ্মদেহ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ইহাই মহদ্ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাই গর্ভোদকশায়ী হিরণ্যগর্ভ ঐ হিরণ্যগর্ভই তৈজসব্রহ্ম, গর্ভোদকই একার্ণবীভূত সূক্ষ্ম মহাদ্রাবক বা নিত্য আপো।

* সৎ হইতে শব্দের, চিৎ হইতে গতির এবং আনন্দ হইতে জ্যোতির বিকাশ হয়। অর্থাৎ সতের শরীর মহাকাশ ঐ মহাকাশের গুণই মহাশব্দ, চিৎশক্তির দেহই গতি, যেহেতু গতিকে আশ্রয় করিয়া চিৎশক্তির প্রথম বিকাশ হয় ঐ গতির অন্তর্গুণ স্পর্শ। আনন্দের দেহই জ্যোতির্ম্ময় যেহেতু স্ফূর্ত্তি এবং প্রফুল্লতাই আনন্দের বিকাশ জ্যোতির অন্তর্গুণ রূপ, আনন্দ ব্যতীত কোন রূপের বা কোন জীবজন্তুর উৎপত্তি হয় না, আনন্দই জীবের জন্মের সহায় এবং জ্যোতি ব্যতীত কোন আকারবিশিষ্ট পদার্থের বিকাশ হয় না।

তৃতীয় স্থূলজগতের ত্রিমূর্ত্তি তেজ জল ও পার্থিব কেন্দ্র তেজের শরীর সূর্য্য অগ্নি, জলের শরীর চন্দ্র ও সমুদ্র ও পার্থিব কেন্দ্রের শরীর পৃথিবী ও পার্থিব পদার্থ ঐ পার্থিব কেন্দ্র ও চতুর্দ্দশভুবনের কেন্দ্র একই পদার্থ ম্যাগ্‌নেট্। উহাই বিরাট বা বৈশ্বানর এই বৈশ্বানরই ক্ষিরোদকশায়ী। ক্ষিরোদক অর্থে জল ঐ জলস্থ ম্যাগ্‌নেটই বৈশ্বানর।

কারণজগতস্থ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের দেহ মহাশব্দ মহাগতি ও পরম জ্যোতির্ম্ময় মহাকাশ, সূক্ষ্ম জগতস্থ ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভের দেহ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রের অবয়বস্বরূপ তৈজস দ্রবীভূত মহা মানসতত্ত্ব; স্থূলজগতস্থ বিরাট বা বৈশ্বানরের দেহ সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিব্যাদি গ্রহনক্ষত্রসমন্বিত বিশ্ব কিম্বা উহাদের উপাদান অগ্নি জল ও ক্ষিতি উপরোক্ত ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে অনেক অবান্তর ভাগ আছে, তাহা মন্বাদির সৃষ্টিকালে বিবৃত হইবে। উক্ত মনুসংহিতায় বর্ণিত হইয়াছে যে উপরোক্ত বিরাটপুরুষ বহু তপদ্বারা আমাকে (প্রথম মনুকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং আমি ও (মনু) প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত দুষ্কর বহু তপদ্বারা মরিচ্যাদি দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি এবং সেই দশজন প্রজাপতি আবার মহা তেজস্বী সপ্ত মনু এবং যে সকল দেবগণকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন নাই সেই সকল দেবগণ এবং মনুষ্য, পশুপক্ষ্যাদি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। উপরোক্ত প্রথম মনু, দশ প্রজাপতি এবং সপ্ত মনু প্রকৃত-পক্ষেকে এবং কি পদার্থ তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুর সৃষ্টিতত্ত্বে বিবৃত হইবে অদ্য আমরা জগতের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রিমূর্ত্তি এবং সৃষ্টি-তত্ত্বের প্রথম পরিচ্ছেদ উপসংহার করিলাম অলমতিবিস্তরেণ। *

সৃষ্টিতত্ত্ব প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

---

* সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শব্দ হইতে গতি

এবং ঐ শব্দ ও গতি হইতে রূপ বা আকারের উৎপত্তি, মনু প্রজাপতি মরিচ্যাদির উৎপত্তি, মধুকৈটভে উৎপত্তি, যুদ্ধ ও তাহাদের মেদে মেদিনীর উৎপত্তি, পৃথিবীর আধার কূর্ম্ম, বাসুকী, মহাদেবের পত্নীদ্বয় গঙ্গা ও ভগবতী, বিষ্ণুর পত্নীদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী, উত্তানপাদ ও তৎপত্নীদ্বয় সুনীতি ও সুরুচি, পুত্র ধ্রুব ও উত্তম, হিমালয়ের কন্যা উমা, দেবাসুরের যুদ্ধ ও সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশ সম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা (অর্থাৎ উভয় প্রকারে) ব্যাখ্যাত হইবে। তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সপ্তস্বর্গ সপ্তগ্রহ এবং সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি। সুমেরু পর্ব্বত ঐ পর্ব্বতস্থিত সপ্ত বিবর বা সপ্তপাতালসংযুক্ত ও সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ঐ সপ্তদ্বীপ পর পর এক একটী সমুদ্রদ্বারা বলয়াকারে বেষ্টিত এবং এক একটী সমুদ্র ও এক একটী দ্বীপদ্বারা ঐরূপ মণ্ডলাকারে বেষ্টিত সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপ, তন্মধ্যে জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত থাকা তন্মধ্যে উত্তরে সুমেরু সন্নিহিত একটী বর্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি আবিষ্কৃত না হওয়া বক্রী আটটী বর্ষের মধ্যে কয়েকটী আট্‌লাণ্টিক ও প্রশান্তমহাসাগর ও দক্ষিণমহাসাগর গর্ভে লীন হওয়া এবং তদ্‌বক্রী কয়েকটী বর্ষের মধ্যেও সাগরে এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফেরিকাস্থিত থাকা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাযুগে লেমরিয়াও আট্‌লাণ্টিন্ মহাদেশের অস্তিত্ব ঐ দুইটী মহাদেশ আমাদের পৌরাণিক ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং রম্যক হিরণ্ময় ও কুরুবর্ষ থাকা ও ঐ সকল বর্ষ সমুদ্র গর্ভে লীন হইয়া শেষোক্ত ৩টী বর্ষের কথকাংশ স্থানে আমেরিকার উদ্ভব হওয়া; আর্য্যজাতির উৎপত্তি তাঁহাদের প্রথম বাসস্থান তাঁহাদের মধ্যে সুরাসুর দুই সম্প্রদায় হওয়া সুরদিগের হিমালয় বাস তৎসন্তানগণের ভারতাগমন, রাজ্যস্থাপন, রাম ও কৃষ্ণ অবতার প্রভৃতি ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

শ্রীমদ্ভাগবৎ।

শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ কিরূপে প্রণীত হইল তাহার শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থে ১ম স্কন্ধের ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বেদব্যাস লোকহিতার্থ মহাভারতাদিগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া সরস্বতীনদীতীরে উপবেশন করিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন :—

ধৃতব্রতেন হি ময়াচ্ছন্দাংসি গুরবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনম্॥
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতঃ।
দৃশ্যতে যত্র ধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত॥
তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবা ভাতি ব্রহ্মবর্চ্চস্য সত্তমঃ॥
কিম্ বা ভাগবতা ধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ
প্রিয়াঃ পরমহংসানাম্ তএব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ আমি ব্রতধারণ করিয়া বেদগুরু অগ্নিকে যথাযথভাবে পূজা করিয়াছি এবং তাহাদের অনুশাসনও পালন করিয়াছি। মহাভারতগ্রন্থ রচনাচ্ছলে আমি বেদের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছি। এবং বেদবর্জ্জিত স্ত্রীশূদ্রাদিও তাহা হইতে ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় আমার জীবাত্মা পরমাত্মায় পরিপূর্ণ হওয়াও ব্রহ্মতেজে অসম্পন্ন এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। তবে কি আমি পরমহংস এবং ভগবানের প্রিয় ভাগবতধর্ম্ম বিশেষরূপে নিরূপণ করি নাই বলিয়া কি আমার এরূপ হইতেছে।

যখন ব্যাস এইরূপ কাতরোক্তি করিতেছিলেন তখন নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বলিলেন আপনি সর্ব্ব ধর্ম্ম অবগত হইয়াও এরূপ খেদ করিতেছেন কেন? তৎপরে নারদ বলিলেন ;—

ভবতানুদিত প্রায়ম্ যশো ভগবতোঽমলম্।

যে নৈবাত্মৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনম্ খিলম্ ॥
যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমাহ্যনুবর্ণিতঃ ॥
ন যদ্বচশ্চিত্রপদম্ হরের্যশো।
জগৎ পবিত্রম্ প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্বায়সম্ তীর্থমুশন্তি মানসা।
ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যু শিকক্ষয়াঃ ॥
তদ্বাগ্বিসর্গো জনতানবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ ॥
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্
ন শোভতে জ্ঞানমলম্ নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতম্ কর্ম্ম যদপ্য কারণম্ ॥
অথো মহাভাগ ভবান মোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিল বন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥
ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্ দৃশস্তৎ কৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতিঃ
লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্ ॥

অর্থাৎ ভগবানের নির্ম্মল যশ সবিস্তর বর্ণন কর নাই। যে ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা ভগবানের তুষ্টি না হয় সে জ্ঞানকে আমি যথেষ্ট বিবেচনা করি না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তুমি ধর্ম্মার্থাদি যাহা কীর্ত্তন করিয়াছ তাহাতে বাসুদেবের মহিমা বর্ণিত হয় নাই। রাজহংসগণ যেরূপ মানসরোবরে বিহার করে সেইরূপ পরমহংসগণ ব্রহ্মবাদার্থে বিহার করিয়া থাকেন, তাহারা কখনও কাকতীর্থে আনন্দ পান না। যে বাক্যে হরির যশঃকীর্ত্তন হয় না তাহা মনোহর পদবিন্যাসযুক্ত হইলেও কাকতীর্থবৎ বলিয়া জানিবেন। উহাতে কেবল স্বকাম নীচাশয় ব্যক্তিরাও অনুরাগপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। যে গ্রন্থে প্রত্যেক শ্লোকই ভগবানের নাম কীর্ত্তন হইয়া থাকে তাহাতে উত্তম শব্দবিন্যাস না থাকিলেও তাহা জনগণের পাপ নাশ করিতে সমর্থ। সাধু ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা ভগবানের নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভগবান ভাববর্জ্জিত উপাধিশূন্য অভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, যখন শোভা পায় না তখন দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্ম কিম্বা অকাম্য কর্ম্ম, ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে কি প্রকারে শোভা পাইবে? হে মহাভাগ! তুমি যথার্থদর্শী, বিশুদ্ধ যশস্বী, সত্যরত এবং ব্রতসম্পন্ন, ভববন্ধন মুক্তির জন্যে সমাধিদ্বারা তুমি ভগবানের লীলা স্মরণ করিয়া বর্ণনা করণ যেরূপ বাতাহতনৌকা কখন স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ অন্য কোন বিষয় বর্ণনা করিতে গেলে তত্তৎ বিষয়ের দ্বারা তোমার বুদ্ধি কখন স্থির থাকিবে না।

নারদ ঋষি বিবিধ উপদেশ দিয়া গমন করিলে পর বেদব্যাস সরস্বতীর পশ্চিমতীরে শম্যাপ্রাসনামক আশ্রমে ভগবৎ চিন্তায় মগ্ন হইলেন :—

ব্রহ্মনদ্যাম্ সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষিণাম্ সত্রবর্দ্ধনঃ ॥
তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্ ॥
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্ মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানম্ ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে স্বসাত্বতসংহিতাম্ ॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥

স সংহিতাং ভাগবতীম্ কৃত্বানুক্রম্যচাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতম্ মুনিঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতটে ঋষি-দিগের যজ্ঞবর্দ্ধন সম্যাপ্রাস নামে আশ্রম ছিল। বদরীসমাকীর্ণ সেই আশ্রমে বেদব্যাস তথায় উপবেশন করিয়া আচমনপূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ভক্তিযোগদ্বারাতে তাহার অন্তঃকরণ নির্ম্মল হওয়াতে তিনি পূর্ণ পুরুষ এবং তদাশ্রিতা মায়াকেও দেখিতে পাইলেন। ঐ মায়াদ্বারাই মুগ্ধ হইয়া জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মকজ্ঞান করে এবং কর্ত্তৃত্বাদি অভি-মানে অভিমানী হয়। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে ভক্তিযোগদ্বারাই সাংসারিক অন-র্থের উপশান্তি হয়। তৎপরে তিনি অজ্ঞানী লোকের উপকারার্থ ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করি-লেন। এই ভাগবতগ্রন্থ শ্রবণ করিলে শ্রীকৃষ্ণে শোক মোহ এবং ভয়নাশিনীভক্তির উদয় হয়। তিনি ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া এবং শোধন করিয়া প্রথমতঃ নিবৃত্তিনিরত স্বীয় পুত্র শুকদেবকে পাঠ করাইয়াছিলেন।

এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ব্যাস মুমুক্ষ ব্যক্তির উপকারার্থই ভাগবতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন সুতরাং এরূপ গ্রন্থে যে তিনি কোন অশ্লীল ভাব নিবদ্ধ করিবেন এরূপ বিবেচনা করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ১ম অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥

অর্থাৎ যাহাকে মুমুক্ষ ব্যক্তিগণও কীর্ত্তন করিয়া থাকে, যিনি ভবব্যাধির ঔষধস্বরূপ, যিনি শ্রোত্র এবং মনের আনন্দদান করিয়া থাকেন, আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় ব্যক্তি ব্যতীত কে সেই পুণ্যশ্লোক হইতে বিরত হইতে পারে। সুতরাং ব্যাস তাঁহার আদর্শপুরুষকে যে কামুক বলিয়া বর্ণনা করিবেন কিম্বা নিজে সংসারের কোন বস্তুতে সুখ না পাইয়া সামান্য বিহারাদি বর্ণনে আনন্দ উপভোগ করিবেন ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবত একখানি যোগগ্রন্থ, ইহাতে কামের গন্ধমাত্র নাই। অধুনা স্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তিগণ নানাবিধ যুক্তি ও তর্কের দ্বারা কৃষ্ণচরিত্র সমর্থন করিয়া থাকেন, কিন্তু যদি তাহারা কৃষ্ণচরিত্রের মূলতত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়েন তাহাহইলে তাহাদের প্রথমতঃ যোগ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যাহারা ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ কৃষ্ণলীলার গূঢ়রহস্য অবগত হইতে পারেন নাই। অধুনা যোগাচার্য্য বিরল সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতাচার্য্যও বিরল। তাহা-হইলেও অধ্যবসায় থাকিলে এ বিষয়ে কাহার বিফলমনোরথ হইতে হয় না। আমি স্বীয় গুরুর নিকট কৃষ্ণলীলার যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি এস্থলে তাহা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু হিন্দু-পত্রিকার কলেবর ক্ষুদ্র বলিয়া ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবতের বিশদ্ ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে, এজন্য এই পত্রিকায় সংক্ষেপভাবে ভগবানের লীলা ব্যাখ্যা করিয়া সময়ান্তরে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ব্রহ্মের চারিটী অবস্থা যথা—তুরীয়, সুষুপ্ত স্বপ্ন ও জাগ্রত। তুরীয় অবস্থায় বাসুদেব আখ্য সুষুপ্ত অবস্থায় সংকর্ষণ আখ্য, স্বপ্ন অবস্থায় প্রদ্যুম্ন আখ্য, জাগ্রত অবস্থায় অনুরুদ্ধ আখ্য। রামায়ণের যেরূপ রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনুরুদ্ধ। মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই চারিটী অবস্থার যে ব্যাখ্যা আছে তাহা পাঠকের জান' উচিত।

ওমিত্যে তদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানম্ ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব॥ ১॥ সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্মসোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ॥ ২॥ জাগরিতস্থানো বহিঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ॥ ৩॥ স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥ ৪॥ যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞাঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়পাদঃ॥ ৫॥ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ ৬॥ নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞান ঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্ট ব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্য মেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ॥ ৭॥ সোঽয়মাত্মাধ্যক্ষরমোঙ্কারোঽধিমাত্রং পাদা মাত্রা মাত্রাশ্চ পাদা অকার উকারো মকার ইতি॥ ৮॥ জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোঽকারঃ প্রথমমাত্রাপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্বাপ্নোতি হ বৈ সর্ব্বান্ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ৯॥ স্বপ্নস্থানস্তৈজস উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্বোৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং বেদ॥ ১০॥ সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞা মকারস্তৃতীয়া মাত্রা মিতেরপীতের্ব্বামিনোতি হ বা ইদং সর্ব্বমপীতিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ১১॥ অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈবসংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ য এবং বেদ॥ ১২॥

উপনিষদুক্ত ব্যাখ্যাদ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে, ব্রহ্মে জাগ্রত অবস্থায় যাহাকে বৈশ্বানর বলে ঐ অবস্থায় বাহ্যবিষয়ের ভোগ হয়, দ্বিতীয় বা তৈজস বা স্বপ্ন অবস্থায় বাহ্যবস্তুর সহিত কোন সম্বন্ধ নাই কিন্তু পূর্ব্ব স্মৃতিহেতু বাহ্যবিষয় অন্তঃকরণের বিষয় হওয়ায় ভোগ হইয়া থাকে, তৃতীয় সুষুপ্ত বা প্রজ্ঞা অবস্থায় অন্তর্ব্বাহ্য কোন প্রকার ভোগ হয় না কিন্তু তখনও সুষুপ্তি অন্তে সুষুপ্তি যে হইয়াছিল এই জ্ঞান থাকে, চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাই ব্রহ্মের স্বরূপ অবস্থা এই অবস্থায় কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ থাকে না।

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্ম। ইহার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। গীতায় উক্ত হইয়াছে জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমিগং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্তা দেহম্ পুনর্জ্জন্মনৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যিনি অবগত হইয়াছেন তিনি দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না, আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরে বাসুদেব তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন:—যে আপনার আবার জন্ম কি? আপনি যখন অন্তর্যামীভাবে সকল বস্তুতেই আছেন তখন দেবকীগর্ভে আপনার প্রবেশ কিরূপ হইবে? দেবকী বলিতেছেন:—

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভ গোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ॥

অর্থাৎ প্রলয়ের অবসানে যখন আপনি স্বীয় দেহে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন, তখন তথায় কোন বস্তুরই স্থান সঙ্কোচ হয় না অর্থাৎ আপনি তাবৎ বিশ্বাপেক্ষাও বৃহত্তর সেই আপনি যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন মানুষে ইহা শুনিলে হাসিবে।

বস্তুতঃ ভগবানের লীলার গূঢ়মর্ম্ম অবগত না হইতে পারিলে কেবল সাংসারিকভাবে উহা দৃষ্টি করিলে হাস্য উদ্দীপন হওয়ারই সম্ভাবনা। বানরগণে জলে শিলা ভাসাইয়া সেতু বান্ধিয়াছিল। রামচন্দ্র দশমুখো কুড়ি চখো একটী রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি রামলীলার ঘটনা গুলিও যেরূপ হাস্য উদ্দীপক তদ্রূপ শিশু কৃষ্ণ ও পুতনাদি বধ করিয়াছিলেন বালক কৃষ্ণ অসংখ্য গোপিনীগণের সহিত রমণ করিয়াছিলেন, কৃষ্ণলীলার এই সব বৃত্তান্ত ও অজ্ঞানীর নিকট তদ্রূপ হাস্য উদ্দীপক। বস্তুতঃ আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে ব্যাস বাল্মিকী প্রভৃতি মহর্ষিগণ গঞ্জিকা সেবন করিতেন না, এবং তাহাদের লিখিত গ্রন্থসমূহের অধিকাংশ স্থানই যখন সংসারীর চক্ষুতেও রমণীয় ও যুক্তিকর তখন তাহারা গ্রন্থের কোন কোন স্থানে এইরূপ অযৌক্তিক অসম্ভব ঘটনাসমূহ কেন সন্নিবেশিত করিলেন ? বস্তুতঃ বুঝিতে পারিলে তাহাদের গ্রন্থের কোন অংশই অসম্ভব বা অযৌক্তিক নহে।

হৃদয়ের যে সাত্বিকভাব তাহাকে বসুদেব কহে। হৃদয়ের সাত্বিকভাব হইলেই তাহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয়। শ্রীমদ্ভাগবতেই মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

স্বত্তং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমান্ অপাবৃতঃ। সত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো, হৃধোক্ষ মে মনসা বিধীয়তে।

৪র্থ স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়।

বিশুদ্ধ সত্বগুণকে বসুদেব বলে, অপাবৃত পুরুষ তাহাতেই প্রকাশিত হয়েন। এই নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর স্বত্বগুণাধিষ্ঠিত সেই বাসুদেবকে আমি মনের দ্বারা সতত অর্চ্চনা করিয়া থাকি।

ক্রমশঃ—

উপায় কি নাই ?—আছে।

ব্রহ্মচারী আশ্রম।

হিন্দু-পত্রিকার গতসংখ্যায় "উপায় কি নাই ?—আছে" শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রহ্মচারী আশ্রমই ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুর্গতি বিমোচনের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঠকগণ ঐ প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তাহাদের স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় আমাকে জানাইলে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। হিন্দু-পত্রিকার প্রত্যেক পাঠককে স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া উক্ত প্রবন্ধের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ব্যয় ও পরিশ্রমসাধ্য, এজন্য পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের সকলের নিকট করপুটে প্রার্থনা করি যেন তাহারা প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বিস্মৃত হয়েন না। হিন্দু-পত্রিকার অনেক পাঠক প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারী আশ্রম সমর্থন করিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছেন, ঐ সমুদায় পত্র এবং ইতিমধ্যে অন্যান্য যে সমুদায় পত্র প্রাপ্ত হই তাহা হিন্দু-পত্রিকার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

চাই ব্রহ্মচারী আখ্যা দিউন বা অন্য নামদ্বারা অভিহিত করুন, দেশের মঙ্গলসাধনার্থে কতকগুলি সংসারমুক্ত স্বার্থশূন্য জ্ঞানবিজ্ঞানী বিভূষিত পরহিতরত সাধুপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি লোক চাই যাহারা বৈষয়িকব্যাপারে বিব্রত নহেন। যাহারা স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্র আত্মীয়-

স্বজনকে প্রতিপালন করিতেই ব্যতিব্যস্ত, যাহারা অদ্যকার বা আগামী কল্যের তণ্ডুল সংস্থানের জন্যই ব্যতিব্যস্ত এবং অনেক সময় ভয় ও চিন্তায় শিথিল হস্তপদ হইয়া নিরাশ-সাগরে মগ্ন, তাহারা পরের ভাবনা কিরূপে ভাবিবে? যাহার নিজের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই দিন যায়, সে পরের ভাবনা কিপ্রকারে ভাবিবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে এ সংসারে শতকরা নিরানব্বই জনই প্রাগুক্ত অবস্থাপন্ন। সকলেই দিনরাত্রি স্বীয় স্বীয় স্ত্রীপুত্র কন্যার ভরণপোষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত। সুতরাং তাহাদের দ্বারা সাধারণের বিশেষ হিতসাধন কখন সম্ভবপর নহে। এক-শতের মধ্যে একজনের হয় ত এরূপ চিন্তা নাই এবং তিনি ঈশ্বরানুগ্রহে সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিন্তু হয় তাহার পরোপকার করার প্রবৃত্তি নাই, কিম্বা যদি পরোপকার করার প্রবৃত্তিও থাকে, তাহাহইলে কি করিলে সাধারণের উপকার করিতে পারেন, তাহা তিনি জ্ঞাত নহেন। সমাজে সকলের দৃষ্টিই যদি কেবল স্বীয় স্বীয় হিতে নিবদ্ধ থাকে, তাহাহইলে সমাজ অধোপাতে যায়। গ্রামে কোন এক বাটিতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে, সকলেই নিজ নিজ বাটি রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে, অনেক সময় ঐরূপ না করিয়াও পারে না। প্রথম বাটির অগ্নিনির্ব্বাপিত না হওয়ায়, উহার স্ফুলিঙ্গ গ্রামস্থ তাবৎ বাটি দগ্ধ করিয়া ফেলে। এমত অবস্থায় যাহাদের নিজের গৃহ নাই, যদি এমন কতকগুলি লোক গ্রামে থাকেন, এবং যদি তাহারা পরোপকারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে গ্রামটি অনায়াসে রক্ষা পায়। অনেকসময় বেতনভোগী লোকদ্বারা এই সমুদায় কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু কার্য্য-বিশেষে বেতনভোগী লোকের দ্বারা সাধারণের অমঙ্গল নিবারিত বা মঙ্গলসাধিত হয় না, এবং অনন্তর সাধারণের অহিতে ব্যক্তিগত অহিতও সঙ্ঘটিত হয়।

দেশের মধ্যে যে স্বার্থত্যাগীলোকের বিশেষ প্রয়োজন, তাহা সকলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। গৃহস্থ যতই স্বার্থশূন্য হউন, না কেন, তিনি একেবারে স্বার্থত্যাগ করিতে পারেন না, শাস্ত্রও তাহাকে একেবারে স্বার্থত্যাগ করিতে বলে না। কিন্তু স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি সমাজে না থাকিলেও সমাজ চলে না। এইজন্যই ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক, ভিক্ষুআদি আশ্রমের ব্যবস্থা। আর্য্য-ঋষিগণ তাহাদের সমুদায় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরোপকার ব্রতে নিরত থাকিতেন। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানে তাহারা সমবেত হইয়া মানবের মঙ্গলচিন্তা করিতেন। এক আয়ুর্ব্বেদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখুন। সমগ্র ভারতবর্ষের ও মধ্য আসিয়ার তাবৎ বৃক্ষলতাদির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া মানবও পশ্বাদির রোগোপশমার্থে তাহারা সহস্র সহস্র ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সমুদায় ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপ

আমেরিকার চিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতগণ তাহা আজও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আয়ুর্ব্বেদের ইংরাজি অনুবাদ পাঠ করিয়া ;— Dr G. C. Castleman of Kansas city, Missouri, U. S. America, আমার পরম-বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নকে লিখিয়াছিলেন ;—"Inaddition to this, I wish to say that I was not only greatly pleased but greatly astonished, to find that the ancient Hindu physicians and authors were well acquainted with facts, scientific facts, medicines and theories, that we in the west have only just within the last fifty, forty, thirty, twenty or even ten years discovered." উহার মর্ম্ম এই যে আমরা যে সমুদায় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব ও ঔষধাদি গত ৫০ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছি, প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা উত্তমরূপে জানিতেন" কিন্তু ভারতবর্ষে মানব মঙ্গলদায়িনী চিকিৎসা-বিদ্যার যে এত উন্নতি হইয়াছিল, সে কেবল সেই আর্য্য-ঋষিগণের দৃঢ়লোকহিতব্রতের জন্য। তাহারা দেশদেশান্তর গমন করিয়া বিবিধরোগ উপশমার্থ নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তাহারা সকলেই যদি আধুনিক হিন্দু-চিকিৎসকদিগের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের পরিবার প্রতিপালন করাতেই বিব্রত থাকিতেন, তাহা হইলে কখন জগতের এত উপকার করিয়া যাইতে পারিতেন না, তাহা হইলে ভারতবর্ষ কখনও চিকিৎসাবিদ্যায় এতদূর খ্যাতিলাভ করিতে পারিত না। তাহারা স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই জাতীয় জীবন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাই রহিয়া গিয়াছে। তৎপরে আর উন্নতি হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে পরোপকার ব্রতের সহিত জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিও অন্তর্হিত হইয়াছে। ইদানীন্তন ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর মেডিকেল কলেজ হইতে অনেক চিকিৎসক বিনির্গত হয়েন, কিন্তু সকলেই সংসারের জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া উদারান্নের জন্যই ব্যস্ত, সুতরাং কেহই নূতন ঔষধাদি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সকলেই অর্থ অর্থ করিয়া উন্মত্ত, কাহারও বিজ্ঞানের উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই। ইহার মধ্যে যদি অল্পসংখ্যক লোকও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়া লোকহিতই জীবনের ব্রত করিতেন, তাহাহইলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইত। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে যে কথা, অন্যান্য শাস্ত্র-সম্বন্ধেও ঐ কথা। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়াছিল, তাহাই রহিয়াছে, কোন উন্নতি হয় নাই। সমাজের সকল লোকেই যে অকৃতদার অবস্থায় থাকিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিয়া লোকহিতে ব্রতী থাকিবেন, ইহা কখনও হইতে

পারে না। তবে এরূপ কতকগুলি লোক না থাকিলেও সমাজের কোনপ্রকার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে না, তাহাও নিশ্চয়। এখনও সাধু সন্ন্যাসী আছেন, কিন্তু এখনকার সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে প্রাচীনকালের সাধু সন্ন্যাসী-দিগের ন্যায় পরহিতে রত লোক অল্পই দেখা যায়। তাহারা দেহ ভস্মাবৃত করা, গঞ্জিকা সেবন করা, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করাই সাধু-জীবনের চরম উদ্দেশ্য বিবেচনা করেন। তবে যে এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে লোক-হিতরত লোক একেবারে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। সমাজে যাহাতে যথার্থ সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাহারা সর্ব্বভূতে আত্মা দৃষ্টি করেন, যাহারা বেদান্তশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া লোক-হিতই জীবনের ব্রত করিয়াছেন, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। নিষ্কামী অথচ কর্ম্মী সন্ন্যাসী চাই। সন্ন্যাসী, অথচ সদাসর্ব্বদাই কার্য্যে বিব্রত, এবং সেই কার্য্য কেবল লোকের উপকারের জন্য করিতেছেন, এমন কতকগুলি লোক চাই। তবেই ভারতের মঙ্গল, নতুবা কিছুতেই কিছু হইবে না।

আমেরিকা ও ইউরোপীয় জাতিসমূহ আজ কাল অনেক বিষয়ে আমাদের আদর্শস্থল হই-য়াছে। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের জীবনী পাঠ করুন, দেখিবেন যে তাহারা নামে না হউন, অনন্তঃ কার্য্যে, সন্ন্যাসী। তাহারা যদি ধনলালসায় সংসারের গণ্ডগোলের মধ্যে অবস্থিত থাকি-তেন, তাহাহইলে ইউরোপ ও আমেরিকা কখনও এত অভ্যুদয়ভাগী হইতে পারিত না। একজনে স্বীয় ভোগবিলাসের প্রতি উদাসীন হইয়া আজীবন চিন্তা করিয়া একটি নূতন কলের আবিষ্কার করিলেন, আর অমনি তাহার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীরা সেই নূতন আবিষ্কৃত কলের সাহায্যে দেশ ধনদ্বারা প্লাবিত করিয়া ফেলিল। একজনের ত্যাগ স্বীকার দশজনের উপকার হইল। একজন ঐ ত্যাগ স্বীকারে না করিলে চিরকালই দেশ অনু-ন্নত থাকিয়া যাইত। আজও সহস্র সহস্র Jesuit Fathers প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের ন্যায় স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের ভোগবিলাস পরি-ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, অসভ্য বর্ব্বরজাতিদিগের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন, আজও ইউরোপে ও আমেরিকার কতশত ধনী লোকের পুত্র কন্যাগণ অতুল বৈভব পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন, কিন্তু হায় ঋষি-নিকেতন ভারতবর্ষে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী ক্রমশঃ বিরল হইতেছে, আর যাহারা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী হইতেছেন, তাহারাও কুশিক্ষা, কুসঙ্গ এবং কু আদর্শে কেবল গঞ্জিকাসেবনই জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়া তুলিতেছেন। সুতরাং আমা-দের দেশের উদ্দেশ্যবিহীন সাধুদিগের জীবনকে পরোপকারের দিকে পরিচালিত করা এবং

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কর্ম্মীসন্ন্যাসী সৃজন করাই প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধপ্রদেশে প্রত্যেক গৃহস্থের এক একটি সন্তান সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বন করিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধনেই জীবন অতিবাহিত করেন। ভারতবর্ষেও ঐরূপ হওয়া আবশ্যক। উত্তর, পশ্চিম, পঞ্জাব, মান্দ্রাসাদিপ্রদেশে এইরূপ নিয়ম কতকপরিমাণে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের বা পরের কোনপ্রকার কোন উপকার না করিয়া গঞ্জিকা সেবন করিয়াই জীবন অতিবাহিত করেন। যাহাতে পরোপকারী সাধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপন করিতেও কতকগুলি নিঃস্বার্থ ব্যক্তির এই বিষয় লইয়া ভারতবর্ষের বিবিধ স্থানে আন্দোলন করা আবশ্যক; সাধারণকে ব্রহ্মচারী আশ্রমের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক করা চাই। দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কেহ কাহাকেও সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না, এবং হঠাৎ বিশ্বাস করাও উচিত নহে। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে থাকিলে যখন সাধারণে বুঝিতে পারিবে যে উদ্যোগকর্ত্তাদিগের উদ্দেশ্য সৎ, তখন ক্রমে ক্রমে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই কার্য্যে বিশেষ অধ্যবসায় চাই। উদ্যোগকর্ত্তাদিগেরও ব্রহ্মচারী হওয়া আবশ্যক। যাহারা নিজেরা সংসারের বিলাসের মধ্যে থাকিয়া অপরকে ব্রহ্মচারীর জীবন অনুসরণ করিতে বলিবেন, তাহাদের কথা হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইবে না। সুতরাং ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের জন্যই কতকগুলি ব্রহ্মচারীর আবশ্যক। বঙ্গদেশে কি এইরূপ একজন লোকও নাই, যিনি স্বীয় অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মচারী আশ্রম সংস্থাপনার্থেই স্বীয় মন প্রাণ উৎসর্গ করেন? নব্যশিক্ষিত গ্রাডুয়েট কিম্বা প্রাচীন শাস্ত্রাভিজ্ঞ এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কি আমরা এরূপ একজন লোকও পাইব না? অন্যে যে যাহাই বলুক্ আমার দৃঢ়বিশ্বাস আশ্রমের উদ্দেশ্য সর্ব্বত্র প্রচারিত করিতে পারিলেই আমরা এইরূপ অনেক স্বার্থত্যাগী লোক পাইব। ইতিমধ্যেই আমি এইরূপ ভাবের দুই একখানি পত্র পাইতেছি।

ক্রমশঃ—

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৮১৮, ১৩০৩।

হিন্দু-পত্রিকা।

হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

যশোহরের উকীল, শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,

কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও যশোহর নগর হইতে প্রকাশিত।



সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৫ নং শিমলাষ্ট্রীট, জ্যোতিষপ্রকাশ-যন্ত্রালয়ে

শ্রীশ্রীচরণ চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১৮।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য-সমেত ডাকমাশুল } ১।০ একটাকা চারি আনা। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।।০ আট আনা মাত্র।

☞ বর্ত্তমান সংখ্যায় চারিমাসের ৮০ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হইল। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সংখ্যা শ্রাবণ মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হইল।

☞ ১৩০১ সালের মূল্য যে সমুদায় গ্রাহকগণ দেন নাই, অনুগ্রহ করিয়া তাহারা স্বীয় দেয় মূল্য পাঠাইবেন।

☞ ১৩০১ ও ১৩০২ সালের হিন্দু পত্রিকা বিক্রয়ার্থ আছে।

হিন্দু-পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। যাহারা ১৩০১ সালের মধ্যে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ১৲ টাকায় পত্রিকা পাইবেন, তাহার পরের গ্রাহকদিগকে ১।০ দিতে হইবে। সম্বৎসরের মূল্য অগ্রে না পাঠাইলে, কেবল পত্র লিখিলে হিন্দু-পত্রিকা পাঠান যাইবে না। গ্রাহকগণ স্বীয় স্বীয় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ চারি আনা। ১৩০১ সালের পুনর্মুদ্রিত ও ১৩০২ সালের হিন্দু-পত্রিকার নগদ মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

২। হিন্দু-পত্রিকার আকার পূর্ব্বে রয়েল ৪ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা ছিল, গতবৎসর হইতে আকার রয়েল ৮ পেজি করিয়া ৪০ পৃষ্ঠা হইয়াছে, ফলতঃ আকার বৃদ্ধি হইয়াছে।

৩। হিন্দু-পত্রিকা দুই দুই মাসে এক এক সংখ্যা বাহির হইবে, বৎসরের শেষে ২৪০ পৃষ্ঠা হইবে।

৪। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য ও প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে তাহাদের নূতন ঠিকানা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী।

১৮১৫ শকাব্দা ২৯শে মাঘ।

উদ্দেশ্য।—যুক্তি এবং শাস্ত্রের নির্ম্মল সিদ্ধান্তানুযায়ী হিন্দু-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সমুদায় রীতিনীতিদ্বারা সমাজের অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে, যাহাতে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ সে সমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। প্রচলিত সুনীতি সমূহের স্থায়িত্ব এবং অধিকতর বিস্তারের জন্যও হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ যত্ন করিবেন। যে সমুদায় রীতিনীতির সহিত সমাজের হিতাহিতের সম্বন্ধ অতি সামান্য, সে সমুদায় বিষয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ উদাসীনভাব ধারণ করিবেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিবার প্রয়াস পাইবেন, সে সমুদায় বিষয়েই দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র এবং যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইবেন। আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত উপায়ানুসারে হিন্দু-সমাজের জনবল, ধনবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল যাহাতে বৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজ তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ কেবল রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে যোগ দান করিবেন না।

১লা আষাঢ়, }
১৮১৮ শকাব্দা। }

শ্রীযদুনাথ মজুমদার।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজষ্ট্রীকৃত ।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৩য়,৪র্থ,৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, } ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, } আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন ।

পঞ্চদশী ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের ২২২ পৃষ্ঠার পর ।)

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ ।
সোঽন্বয়ো ব্যতিরেকস্তস্তানেঽন্যানবভাসনম্ ॥৩৮॥

তাৎপর্য্যার্থ। এক্ষণে কি প্রকার অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক অনুমানদ্বারা পঞ্চকোষের বিচার করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে জানা যায়, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে। স্বপ্নাবস্থাতে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের সমষ্টিরূপ স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তৎকালে স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন। এস্থলে স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় এবং সেই স্বপ্নকালীন জ্ঞানদ্বারা যে আত্মার বিদ্যমানতার অনুমান হয় এস্থলে তাহাকেই অন্বয়মুখী অনুমান বলে এবং সেই স্বপ্নাবস্থায় আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত আত্মার সহিত স্থূলদেহের একতার অভাবের অনুমানকে এই স্থলে ব্যতিরেক মুখী অনুমান বলে। এইক্ষণ উক্তপ্রকার উভয় অনুমানদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাত্মক স্থূলশরীর হইতে আত্মা পৃথক্। আত্মার সহিত স্থূলশরীরের কোনরূপ ঐক্যভাব নাই ॥ ৩৮ ॥

লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনোঃ ভানমন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে ॥৩৯॥

তাৎপর্য্যার্থ। অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা স্থূলদেহের অনাত্মগতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তপ্রকারে লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। সুষুপ্তি অবস্থাতে লিঙ্গশরীর বিষয়জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির সাক্ষীস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মার বিদ্যমানতা থাকে, এইপ্রকার আত্মার বিদ্যমানতার জ্ঞানকে সুষুপ্তিকালীন অন্বয় বলে। এই অন্বয়ানুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব অনুমিত হইলে এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও লিঙ্গশরীরের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে, এই অভাবকে ব্যতিরেক বলা যায়। এই ব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতীয়মান হইল। অতএব এই উভয়প্রকার অনুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন পূর্ব্বে স্থূলশরীর হইতে আত্মার পার্থক্য প্রতীত হইয়াছে সেইপ্রকার সূক্ষ্মশরীর হইতেও আত্মা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ৩৯ ॥

তদ্বিবেকাদ্ বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোষাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ। তে হি যত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্ কৃতাঃ ॥ ৪০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পঞ্চকোষ বিচার আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গশরীর বিচারে যে প্রকরণ ভঙ্গদোষ হইল, এইক্ষণ সেই প্রকরণ ভঙ্গদোষের পরিহার কথিত হইতেছে। লিঙ্গশরীর বিচারেও পঞ্চকোষ বিচারের প্রসঙ্গ আছে। এই লিঙ্গশরীর

বিচারে লিঙ্গশরীরের অবয়বস্বরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোষত্রয়েরও বিচার সিদ্ধ হয়, যেহেতু লিঙ্গশরীর উক্ত ত্রিবিধ কোষ হইতে পৃথক্ নহে। কেবল নামমাত্রের বিভিন্নতা আছে, অতএব প্রকরণ ভঙ্গদোষ হইয়াছে বলিয়া যে সংশয় হইয়াছিল, সেই সংশয় এক্ষণে নিবারিত হইল ॥ ৪০ ॥

সুষুপ্ত্যভানে ভানস্তু সমাধা বাত্মনোঽম্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে সুষুপ্ত্য নবভাসনম্ ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। কি উপায়ে আনন্দময় কোষরূপ কারণ শরীরের বিচার করিতে হয়, এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইবে। যে সময়ে সমাধি হয়, সেই সময়ে আনন্দময় কোষস্বরূপ কারণ শরীরের জ্ঞান থাকে না, তথাপি সেই সমাধি অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা বিদ্যমান থাকেন। এই অবস্থার সমকালীন আত্মার বিদ্যমানতাই অন্বয় বলা যায়। এই সমাধি অবস্থায় আত্মার বিদ্যমানতাসত্বে অন্বয়ানুমান বলে কারণ শরীরের অনুমান হয়, আত্মার বিদ্যমানতাবস্থায় কারণ শরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবকে এই স্থলে ব্যতিরেকী অনুমান বলা যায়। উক্তরূপ ব্যতিরেকানুমানদ্বারা কারণ শরীরের অভাব জ্ঞানানুমান প্রতিপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

যথামুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মাযুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীর ত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরংব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ কৃত আত্মার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে কঠশ্রুতির মত ব্যক্ত হইতেছে। যেমন মুঞ্জানামক (শর) তৃণের মধ্যগত কোমলপত্র গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার আবরণপত্র হইতে পৃথক্ করিয়া সেই গর্ভস্থ মূল লইতে হয়, সেইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক আত্মার আবরকস্বরূপ পঞ্চকোষময় দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া উদ্ধৃত করিলে আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদরূপে সেই সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরংব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে। তখন আর শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং আত্মার আর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা থাকে না ॥ ৪২ ॥

পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।
তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈঃ সা ভাগস্ত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যে যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যে সেই যুক্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৎশব্দবাচ্য মায়াবিশিষ্ট পরংব্রহ্ম এবং ত্বংশব্দ প্রতিপাদ্য অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীব; এই উভয়ের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে, কেবল জীব ও ব্রহ্মের চৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট অংশ লক্ষিত হয়, তখন আর উভয়ের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৩ ॥

জগতো যদুপাদানাং মায়ামাদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্মতদ্গিরা ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যে সকল কারণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলের উপাদান কারণ তমোগুণ প্রধান এবং ঐ জগদুৎপত্তির নিমিত্ত কারণ যে মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান। সুতরাং মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট যে পরংব্রহ্ম তিনিই তৎশব্দের প্রতিপাদ্য। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অবয়বীভূত যে তৎপদ তাহাদ্বারাই সেই পরংব্রহ্মের অর্থবোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তৎ পরংব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যখন যে অবস্থাতে সেই পরংব্রহ্ম রজঃ ও তমোগুণমিশ্রণে মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান কামকর্ম্মাদিদ্বারা দূষিত মায়ারূপ উপা-

ধিকে আশ্রয় করেন, তখন পরংব্রহ্মকে তৎপদের বাচ্য বলা যায় না। মায়াবচ্ছিন্ন আত্মা যখন কামনার বশীভূত হইয়া নিয়ত কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন, তখনই সেই আত্মার প্রতি "ত্বং" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্তা পরস্পরবিরোধিনীম্।
অাদত্তে সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥৪৬॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে "তৎ ও ত্বং" শব্দের অর্থ, প্রতিপন্ন হইয়াছে এই শ্লোকে "তৎ, ত্বং ও অসি" এই পদত্রয় সমবেত হইয়া "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য হইয়াছে, এইক্ষণে এই মহাবাক্যের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। তমোগুণ প্রধান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রধান ও মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান, এই ত্রিনপ্রকার বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মায়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব পরংব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ অখণ্ড চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। অতএব, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরাৎপর পরংব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়। উপাধি ভাগত্যাগ লক্ষণদ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের উক্তরূপ অর্থ সঙ্গত হইল ॥ ৪৬ ॥

সোঽহমিত্যাদি বাক্যেষু বিরোধাৎ তদিদস্বয়োঃ। ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয় লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৭ ॥

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈব মুপধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরংব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। যেমন "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্যের অন্তর্গত "সেই" শব্দে পূর্ব্বকালে দৃষ্ট যে দেবদত্ত তাহাকে বুঝাইতেছে, "এই" শব্দ সাক্ষাৎ যাহাকে (দেবদত্তকে) দেখিতেছি তাহার প্রতিপাদক। এইস্থলে যেমন পূর্ব্বকাল বর্ত্তিত্ববোধক "সেই" ও এতৎকালবর্ত্তিত্বসূচক "এই" অংশ পরিত্যাগ করিলে কেবল দেবদত্ত মাত্র পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য বা অর্থবোধ হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ" শব্দের প্রতিপাদ্য মায়া উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবং "ত্বং" পদের বাচ্য অবিদ্যা উপাধি-বিশিষ্ট জীব, এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মায়া ও অবিদ্যা, এই বিশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিলে অপরিচ্ছন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দ-স্বরূপ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য হয়। মায়া ও অবিদ্যা, এই উভয়ই ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার অবসান হইলেই জীব ব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হয়। ইহাই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের মর্ম্ম। জীব ও ব্রহ্মের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয় বিহীন একীভাববিশিষ্ট অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য॥ ৪৭—৪৮ ॥

সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা।

উপরোক্ত অন্বয়ীমুখী অনুমানের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কোন একটী পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সহিত অন্য অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক ঐ অপ্রত্যক্ষ পদার্থের সত্তা অনুমানকে অন্বয়মুখী অনুমান কহে। আর কোন একটী পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত অনন্য পদার্থের অভাব অনুমানকে ব্যতিরেকমুখী অনুমান কহে। যথা স্বপ্নকালে আমি জাগরিত নহি, তৎকালে স্থূলদেহের সহিত আমার সম্বন্ধও নাই অর্থাৎ নিদ্রা বা স্বপ্নকালে বাহ্যজগতের সহিত আমার স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমার চক্ষু মুদ্রিত থাকে, বাস্তবিক আমি চক্ষুদ্বারা বাহ্যবস্তু কিছুই দেখিতে পাই না, আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া স্থগিত থাকে, যেহেতু আমার নিদ্রাকালে আমার সম্মুখে তোমরা কোন কথা কহিলে তাহা আমি শুনিতে পাই না। আমার নাসিকা গন্ধগ্রহণ, জিহ্বা স্বাদগ্রহণ, ত্বক্ কোন বস্তু বাস্ত-

বিক স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না। ফলিতার্থ স্থূলদেহেন্দ্রিয় কোন ক্রিয়াই করে না, অথচ আমরা স্বপ্নে মনোমধ্যে দর্শন, স্পর্শ, শ্রবণ, স্বাদ ও গন্ধ অনুভব করি অর্থাৎ স্বপ্নে আমরা নানাবিধ বস্তু যেন চক্ষুদ্বারা দেখিতেছি বর্ণদ্বারা শুনিতেছি, স্পর্শদ্বারা সুখদুঃখ অনুভব করিতেছি, জিহ্বাদ্বারা উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতেছি, নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছি এইরূপ জ্ঞান হয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারাও কত কার্য্য করিতেছি ও কত সুখাদি অনুভব করিতেছি বোধহয়। এস্থলে (স্বপ্নকালে) বাস্তবিক আমাদের শরীর বা ইন্দ্রিয় কোন কার্য্যই করে না, অথচ মন সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে ঐ সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞান উপভোগ করে। এতাবতায় স্বপ্নকালে স্থূলদেহের ক্রিয়ার অভাবপ্রযুক্ত স্থূলদেহেরও অভাব সাব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু স্থূলদেহের অভাব হইলেও স্বপ্নকালে মনের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অভাব না হওয়ায় আত্মার অভাব হয় না। অতএব স্থূলদেহের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা স্থূলদেহ নহে, ইহা ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। বুদ্ধি, মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় লিঙ্গদেহ হইতেছে, স্বপ্নকালে স্থূলদেহের ক্রিয়া ব্যতীতও বুদ্ধি মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও জ্ঞান আছে সুতরাং লিঙ্গদেহও আছে। জ্ঞানানন্দই আত্মা, অতএব স্বপ্নকালে লিঙ্গদেহে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও সুখ বিদ্যমান থাকায় লিঙ্গদেহই আত্মা, অন্বয়মুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে।

ঐরূপ সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ও জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির অজ্ঞানতাবোধক একটী অস্পষ্ট সুখানুভূতি থাকে তাহা ৫ম শ্লোক ব্যাখ্যাকালে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। এতাবতায় সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি, মন ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াদির অভাব হয় সুতরাং লিঙ্গদেহেরও অভাব হয়, লিঙ্গদেহের অভাব হইলেও সুষুপ্তিকালের জ্ঞানের অভাব বোধজনিত আশ্চর্য্য সুখানুভূতি থাকায় আত্মার অভাব হয় না। অতএব ঐ লিঙ্গদেহের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা যে লিঙ্গদেহ নহে ইহা ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে, কিন্তু অজ্ঞানতাবোধক অস্পষ্ট সুখানুভবই কারণশরীরের কার্য্য, যেহেতু অবিদ্যাশ্রিত মলিনত্ব সত্ত্বগুণই কারণশরীর। অবিদ্যার্থে অজ্ঞানতা, ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন সত্ত্বগুণই মলিন, এইজন্য সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানতাদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় সুখও অস্পষ্ট অনুভূত হয়। পক্ষান্তরে দুঃখের অভাবই সুখ, সুষুপ্তিকালে কোনপ্রকার দুঃখ না থাকায় আত্মা তৎকালে অবশ্যই সুখী মনে করিতে হইবে, তবে সেই বিমল সুখ, অজ্ঞান ও দুঃখের কারণস্বরূপ অবিদ্যা কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকায় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির স্মৃতিতে অস্পষ্ট (সুখ) অনুভূতমাত্র হয়, এতাবতায় কারণশরীরই যে আত্মা ইহা অন্বয়মুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মানসজ্ঞান না থাকায় ও অবিদ্যা দূরীভূত হওয়ায় মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় বিমল আত্মজ্ঞান জ্যোতি বিকাশিত হয় এবং বিমল আনন্দময় আত্মার স্বরূপ বিকাশ হয়, তৎকালে অবিদ্যাচ্ছন্ন কারণশরীরের অভাবপ্রযুক্ত আত্মা কারণ শরীর নহে, ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। কিন্তু সমাধিকালে বিমল জ্ঞানানন্দের উদয় হওয়ায় ঐ বিমল জ্ঞানানন্দই যে স্বরূপ আত্মা ইহা অন্বয়মুখী অনুমানদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে স্থূলদেহের জাগরণ অবস্থার নিকট সুষুপ্তি ও সমাধি উভয় তুল্য বর্ণিত হইয়াছে (১)। তবে ব্যক্তির সুষুপ্তিকালের অজ্ঞা-

(১) টীকা-বাহ্যবিষয় জ্ঞান সম্বন্ধে সুষুপ্তি ও সমাধি যে

নাচ্ছন্ন আত্মজ্ঞান স্মৃতিপটে উদিত না হওয়ায় ও সমাধিকালের অজ্ঞানানুযুক্ত আত্মজ্ঞান যোগীদিগের স্মৃতিপটে উদিত হওয়ার কারণ এই পত্রিকার ২য় খণ্ড ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, পাঠকগণ মিলাইয়া দেখিবেন। তদ্দ্বারা কারণশরীর হইতে আত্মা পৃথক্ অর্থাৎ কারণশরীর যে আত্মা নহে ইহা নির্ণীত হইবে।

যেমন মুঞ্জানামক তৃণের মধ্যগত মূল বাহির করিতে হইলে উহার এক একটী স্তর ক্রমে ভেদ করিয়া মূল বাহির করিতে হয় সেইরূপ পণ্ডিতগণ যুক্তিদ্বারা ত্রিবিধদেহ বা পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া আত্মাকে বাহির করেন। এই মুঞ্জতৃণের ক্রমিকস্তর ভেদসম্বন্ধে উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (২)। উপরোক্ত যুক্তিদ্বারা পঞ্চকোষ হইতে উদ্ধৃত আত্মজ্ঞানকে পরোক্ষ আত্মজ্ঞান কহে, ঐ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এক্ষণে আত্মাই যে পরব্রহ্ম তাহা তত্ত্বমসি মহাবাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইবে:—তৎ+ত্বম্+অসি= সেই এই তুমি। তৎশব্দ মায়াবিষ্ট ব্রহ্ম ও ত্বং শব্দ অবিদ্যাশ্রিত জীবকে বুঝায়। পরংব্রহ্ম মায়াবিষ্ট হইলে তৎশব্দ বাচক ঈশ্বর ও অবিদ্যাশ্রিত হইলে ত্বম্ শব্দ বাচক জীব প্রতিপাদ্য হয়েন, উক্ত মায়া ও অবিদ্যার ব্যাখ্যা এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে (৩)। মায়াই জগৎ কারণ, উহা দুইভাগে বিভক্ত যথা অধিষ্ঠান বা উপাদান কারণ এবং কর্ত্তৃ বা নিমিত্ত কারণ। এই গ্রন্থোক্ত ঐ দুইটী কারণীভূত মায়ার নাম যথাক্রমে তামসীমায়া ও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-মায়া। ব্রহ্ম, তামসী মায়াবিষ্ট হইয়া জগতের অধিষ্ঠানভূত উপাদান কারণে পরিণত হয়েন। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূত ক্ষিত্যপ্ তেজোমরুদ্ব্যোম উপাদান কারণোদ্ভূত; উহাই জগতের আধার বা অধিষ্ঠান। ঐ উপাদান কারণ হইতে যে দৃশ্য স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে উহা তাঁহার বিরাট দেহস্বরূপ। আর পরব্রহ্ম শুদ্ধ সাত্ত্বিক মায়াবিষ্ট হইয়া জ্ঞানময় জগৎকর্ত্তা স্বরূপ নিমিত্ত কারণে পরিণত হয়েন। শুদ্ধ সত্ত্বই যে চিদ্বিকাসিনীশক্তি তাহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (৪)। ঐ নিমিত্ত কারণই জগতের জীবনস্বরূপ; উক্ত উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপ তামসী ও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক মায়াবিষ্ট ব্রহ্মই তৎপদবাচক ঈশ্বর। উক্ত সাত্ত্বিক মায়া রজঃ ও তমঃ গুণাশ্রিত হইলে উহাকে মলিন সত্ত্ব কহে (৫) ঐ মলিন সত্ত্বগুণই অবিদ্যা, ঐ অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব, ঐ অবিদ্যার রজ, তম গুণ থাকায় কামনা ও কর্ম্ম প্রভৃতি দোষই উহার (অবিদ্যার) ধর্ম্ম, এইজন্য জীবও কামকর্ম্মাদিদোষিত, ঐ কামকর্ম্মাদিদোষিত মলিন সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্রহ্মই ত্বং শব্দবাচক জীব। উপরোক্ত তামসীমায়া, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকমায়া এবং মলিন সাত্ত্বিকমায়া পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী; যেহেতু তমগুণ চৈতন্যের আবরক, তন্নিমিত্ত তমগুণোদ্ভূত মৃত্তিকাদি পদার্থে দৃশ্যতঃ চৈতন্যের বিকাশ নাই। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ চৈতন্যের বিকাশক, তন্নিমিত্ত ঐ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকমায়া কর্ত্তৃক অনন্ত জগতের সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষিত ও নিয়মমত যেখানে যেরূপ আবশ্যক তথায় সেইরূপ সম্পা-

তুল্য তাহা হিন্দু-পত্রিকার আমার কৃত পঞ্চদশী ব্যাখ্যা বিগত বর্ষের ২য় খণ্ড ৪৩।৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) উক্ত মূলই আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানোক্ত প্রটোপ্লজম (Protoplusm) ২য় খণ্ড হিন্দুপত্রিকার ২১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) হিন্দু পত্রিকার ২য় খণ্ড ১২৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

(৪) ঐ পত্রিকার ১০১।১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) ঐ পত্রিকার ১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিত হইতেছে। এই অনন্ত জগতের মধ্যে নিয়মের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম বা ভ্রমপ্রমাদ নাই। যে অনন্ত শক্তিদ্বারা ন্যায়, যুক্তিপ্রসূত সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বমাঙ্গলিক অনন্ত নিয়ম সুরক্ষিত তদনুযায়ী ভ্রমপ্রমাদশূন্য জাগতিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় এবং যে শক্তি কাম কর্ম্ম বিপাক প্রভৃতির অধীন নহে তাহাই নিমিত্ত বা কর্ত্তৃকারণ। আর জীবের কার্য্য ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে এবং জীব কাম কর্ম্ম বিপাক আশ্য় প্রভৃতির অধীন, জীবের জ্ঞান মৃত্তিকা পর্ব্বতাদির ন্যায় একবারে আবরিত নহে এবং নিমিত্ত কারণরূপ ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞও নহে। এইজন্য উপরোক্ত বিশুদ্ধ সাত্বিকমায়া, তামসিকমায়া, মলিন সাত্বিকমায়া (অবিদ্যা) পরস্পর বিরোধী, এই ত্রিবিধ মায়া মুক্ত হইলে একই পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন; উহাই অনন্ত সচ্চিদানন্দ। মায়াবিষ্ট ঈশ্বর ও অবিদ্যাশ্রিত জীব এই দুইটী উপাধিমাত্র। উপাধি অন্তর্হিত হইলে প্রকৃত বস্তুমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন রামচন্দ্র একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তদধীনস্থ পূর্ত্তবিভাগের সভাপতি, ঐ দুইটী পদ হইতে মুক্ত হইলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটও নহেন, সভাপতিও নহেন, কেবল রামচন্দ্রমাত্র থাকেন। তৎ ত্বং অর্থে সেই এই দুইটী নির্দ্দিষ্ট উপাধিমাত্র, ঐ নির্দ্দিশের অভাব হইলে মূল ব্যক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকে ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত উপরোক্ত ৪৭।৪৮ শ্লোকের অনুবাদে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

এইস্থলে আমাদের ন্যায় বিষয় কীট তার্কিকগণ এই তর্ক তুলিতে পারেন যে, রামচন্দ্র যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন তখন সেই একই সময়ে পূর্ত্তবিভাগের সভাপতি কার্য্য কখনই করিতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর ও জীবের কার্য্য সেরূপ ভাবের নহে, জীবগণ যখন কার্য্য করে তখন ঈশ্বরের কার্য্য স্থগিত থাকে না সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক বিষয়ের সর্ব্বাবয়বে মিলন নাই, অতএব দৃষ্টান্ত দোষিত হইতেছে। ঐ আপত্তির খণ্ডনার্থে এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট হইবে যে অনন্ত বস্তুর সহিত সান্তবস্তুর তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বাবয়বের দৃষ্টান্ত তিনি ভিন্ন অন্য দৃষ্টান্ত নাই। তবে পার্থিব জীবের বুঝিবার জন্য নশ্বর পার্থিব বিষয়ের সহিত তুলনা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এইজন্য দৃষ্টান্ত একদেশব্যাপী হইবে। তবে এইরূপ বিবেচনা করিলে কথঞ্চিৎ মিল হইতে পারে যে ঈশ্বর কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, অনন্ত নিয়ামকই ঈশ্বর বা অনন্ত নিয়ামিকাশক্তি ঐশ্বরীশক্তি। এস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার শাসনাধীন বিভাগের মধ্যে যে সকল নিয়মাবধারণ করেন ঐ পূর্ত্ত বিভাগের সভাপতির কার্য্যও যদি সেই নিয়মাধীন হয় তবে ঐ পূর্ত্তবিভাগের সহিত তাঁহার সমস্ত নিয়মানুমোদিত কার্য্য আবশ্যকমত একই সময় নির্ব্বাহিত হইবার বাধা হয় না। এইস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেটের ও সভাপতির সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত দেহটী ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নিয়মানুমোদিত ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করিলে উপরোক্ত আপত্তি সহজেই খণ্ডিত হইতে পারে, যাহা হউক বাজে তর্ক করিয়া আর সময় হরণ করিবার আবশ্যক নাই। এক্ষেত্রে ঐ তত্ত্বমসি মহাবাক্যের লক্ষ্য কি তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকে কয়েকটী ব্যাখ্যা আবশ্যক।

সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা।
নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষত্বং ন দৃষ্টং নচ সম্ভবি ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। উপরোক্ত তত্ত্বমসি মহাবাক্য সগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য বা নির্গুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য? যদি সগুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য হয় তবে অসদ্বস্তুর উপর উহার লক্ষ্য হইতেছে যেহেতু নামরূপাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থ সৎ নহে। আর

যদি নির্গুণব্রহ্মের উপর লক্ষ্য হয় তাহাহইলে নিতান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে যেহেতু যে বস্তুর কোন গুণ নাই তাহার নামরূপাদির নির্দ্দেশ নাই, অতএব যে বস্তুর কোন নির্দ্দেশ নাই তাহার উপর কখন লক্ষ্য হইতে পারে না উহা অদৃষ্ট ও অসম্ভব ॥ ৪৯ ॥

বিকল্পে নির্ব্বিকল্পস্ত সবিকল্পস্ত বা ভবেৎ।
আদ্যে ব্যাহতিরন্যত্রা নবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥৫০॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইতেছে। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য পূর্ব্বোক্ত সোপাধি কি নিরুপাধিকপদার্থ কল্পিত হয়? যদি বল, নিরুপাধিকপদার্থে পূর্ব্বোক্ত উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাহইতে পারে না; যেহেতু নিরুপাধিকপদার্থে (পরব্রহ্মে) উপাধি কল্পনা করিলে তাহার নিরুপাধিত্ব থাকে না। আর যদি বল, সোপাধিকপদার্থে (জীবে) উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও অসম্ভব। কারণ, যে বস্তু স্বভাবতঃই সোপাধিক তাহার আর সোপাধিকত্ব কল্পনা কি? সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ও সিদ্ধান্তবাদী উভয়েরই তুল্য দোষ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৫০ ॥

ইদং গুণক্রিয়া জাতি দ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।
সমস্তেন স্বরূপস্ত সর্ব্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। পূর্ব্বে যে দোষের উল্লেখ হইল, এইরূপ দোষ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেও উক্ত দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ গুণ সগুণপদার্থে থাকে কি নির্গুণপদার্থে থাকে? যদি বল, নির্গুণপদার্থে থাকে, এই কথা অগ্রাহ্য। কারণ নির্গুণের যে গুণবত্তা, ইহা অসম্ভব এবং সগুণপদার্থে গুণের আরোপ করিলে পূর্ব্ববৎ অনবস্থা দোষ হইয়া থাকে, এইরূপ ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতে উভয়থাদোষ সঙ্ঘটন হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত-দোষের পরিহার দুর্ঘট হইয়া উঠিল। এইক্ষণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুর স্বরূপ বশতঃ গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে কিন্তু তাহাতে সগুণ, নির্গুণ, উপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয় না ॥ ৫১ ॥

বিকল্প তদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি।
বিকল্পিতত্ব লক্ষ্যত্ব সম্বন্ধাদ্যাস্ত কল্পিতাঃ ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ। নির্গুণ ও উপাধি সম্বন্ধরহিত পরমাত্মার যে সোপাধিকত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করা যায়, তাহা কেবল অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলীক কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় পরমাত্মার উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই, অবিদ্যার বশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সগুণ, নির্গুণ, সোপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

উপরোক্ত ৪৯ শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঐ তত্ত্বমসি মহাবাক্যের লক্ষ্য উপাধিবিশিষ্ট অথবা নিরুপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্ম! অর্থাৎ সগুণব্রহ্মই উহার লক্ষ্য কি নির্গুণব্রহ্মই উহার লক্ষ্য? তৎশব্দ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের ও "ত্বম্" শব্দ মলিন সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জীবের প্রতি লক্ষ্য হইতেছে; উভয়ই সগুণ ও উপাধিবিশিষ্ট, "অসি" অর্থে আছ বা হইতেছ উহাই অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। অস্তিত্বই সৎ উপাধি বা নামরূপাদি অসৎ, এই জন্য সেই, এই, উভয় নির্দ্দেশ ত্যাগ করিলে মূল অস্তিত্বমাত্র থাকে, এস্থলে অস্তিত্ব অর্থাৎ সৎপদার্থই লক্ষিত হইতেছে। সতের কোন উপাধি নাই, উপাধি কি কোনপ্রকার চিহ্ন বা নির্দ্দেশ না থাকিলে তৎপ্রতি লক্ষ্যও হইতে পারে না, সুতরাং নির্গুণ নিরুপাধি বস্তুর লক্ষ্য অসম্ভব, তাহাহইলে যাহা লক্ষিত হইতে পারে না তাহার অস্তিত্বও অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে উপাধি কৃত্রিম

পদার্থ, উহা কেবল নির্দ্দেশসূচকমাত্র, প্রকৃত-পক্ষে উপাধি সৎ নহে, অতএব অসৎপদার্থের উপর লক্ষ্য হইতে পারে না, তাহাহইলে ঐ মহাবাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয় দুই দিকেই শঙ্কট। ইহাই উপরোক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

তৎপরবর্ত্তী ৫০।৫১ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যখন মহাবাক্যদ্বারা সেই, তুমি নির্দ্দেশ করা হইতেছে তখন উপাধিই কল্পিত হইতেছে, উপাধি ভিন্ন কখনই কাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না। কিন্তু নিরুপাধি ব্রহ্মের উপাধি কল্পনা অসম্ভব, যাহার বাস্তবিক কোন উপাধি নাই তাহার কখন উপাধি কল্পনা হইতে পারে না; আবার উপাধিবিশিষ্ট পদার্থের উপাধি কল্পনাও অপ্রয়োজন, দুই পক্ষেই দোষ হয়। এস্থলে উপাধি নিরুপাধির বা সগুণ নির্গুণের উপর লক্ষ্য নহে, ঐরূপ লক্ষ্য হইলে অনবস্থা দোষ ঘটে অর্থাৎ তর্কের সীমা থাকে না এবং উহার মীমাংসাও হয় না।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা ৫২ শ্লোকে আছে, ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে এক অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম সদ্বস্তুর উপাধি নিরুপাধি কিছুই থাকিতে পারে না, উপাধি না থাকিলে নিরুপাধি ও কল্পিত হইতে পারে না; উহার একতর কল্পিত হইলেই সীমাবদ্ধ বা দ্বৈতজ্ঞান হইল, যেহেতু শীতের বিপরীত গ্রীষ্ম অনুভূত না হইলে কখনই শীতের অনুভব হইতে পারে না; গ্রীষ্মকালের বিপরীত শীতজ্ঞান, উষ্ণতার বিপরীত শৈত্য, তবেই উষ্ণতা ও গ্রীষ্মকালের সহিত শৈত্যের তুলনাই শীতবোধ। ঐরূপ উপাধির অভাবই নিরুপাধি তবেই উপাধির সহিত তুলনায় নিরুপাধি জ্ঞান হইল, তাহাহইলে ঐ উভয়ের সীমা নির্দ্দিষ্ট ও অদ্বিতীয় জ্ঞান হইল, অসীম অদ্বিতীয়ত্ব থাকিল না; এই সদ্বিতীয় জ্ঞানই অবিদ্যার কার্য্য।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, জীব অবিদ্যা-শ্রিত, অবিদ্যাই ব্যষ্টিকারণ শরীর, অর্থাৎ অনন্ত অদ্বিতীয় অখণ্ড সমষ্টি জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করার অর্থাৎ খণ্ড খণ্ড ব্যষ্টিজ্ঞানের মূলই অবিদ্যা। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে এক অদ্বিতীয় অনন্ত জ্ঞানের কখনই তুলনা হইতে পারে না, তুলনা হইলেই তাহা খণ্ডিত হইল। এক্ষণে ব্যষ্টি অদ্বিতীয় খণ্ড জ্ঞানের মূলই যখন অবিদ্যা তখন অবিদ্যাশ্রিত জীব অবিদ্যা মুক্ত না হইলে কখনই অদ্বিতীয় অনন্ত বস্তুর ধারণা করিতে পারে না। জীব যেরূপ ভাবেই ধারণা করুক্ তাহার নিকট সদ্বিতীয় সীমাবদ্ধভাব আসিয়া পড়িবে এবং ভাল মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান, উপাধি নিরুপাধি, ইত্যাদি তুলনাও তাহার মস্তিষ্কে প্রতিভাসিত হইবে, যেহেতু উহার একটী অন্যটীর সহিত সম্বদ্ধ। জ্ঞান বলিলেই তাহার বিপরীত অজ্ঞান, ভাল বলিলেই তাহার বিপরীত মন্দ, নিরুপাধি বলিলেই তাহার বিপরীত উপাধিবোধ বা ধারণা অবশ্যই হইবে। উহাই অবিদ্যাশ্রিত জীবের মৌলিকস্বভাব। এক্ষণে উপরোক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখী অনুমানদ্বারা পঞ্চকোষ বিচার এবং মহাবাক্যদ্বারা অবিদ্যা নাশের চেষ্টা হইতেছে। প্রশ্ন, ঐ মহাবাক্য কি উদ্দেশে কাহাকে বুঝাইতে হইতেছে? উত্তর, অবিদ্যাশ্রিত জীবকে অবিদ্যানাশ করিবার জন্য বুঝাইতে হইতেছে, কিন্তু অবিদ্যা নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কখনই অনন্ত অদ্বিতীয় অনন্ত অসীম সদ্বস্তু ধারণা করিতে পারে না, তাহাকে তুলনা ব্যতীত বুঝাইবার উপায় নাই এই জন্য উপাধিবিশিষ্ট বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া নিরুপাধি বুঝাইতে হয় এবং ঐ নিরুপাধি জ্ঞান তাহার প্রথমে ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়ে এইজন্য উপাধি নিরুপাধি কল্পিত হয়। ফলিতার্থে উপাধি কল্পিত না হইলে

কখনই নিরুপাধি কল্পিত হইতে পারে না, কিন্তু অনন্ত, অখণ্ড অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই এবং তাঁহার তুলনাও নাই. পরব্রহ্ম সদসদ্ জ্ঞান অজ্ঞানেরও উপাধি নিরুপাধি জ্ঞানের অতীত। কেবল জীবের বুঝিবার সুগমার্থে ঐ প্রকার আরোপমাত্র। প্রকৃত জ্ঞান হইলে দোষাদোষ কিছুই থাকে না।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুক্তি বা অমরত্ব।

মানব ঈশ্বরের অংশ বা সমগ্র সৌরজগতের আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সৌরজগৎস্থ সমস্ত পদার্থ ও শক্তি অংশত মানবে বিদ্যমান *। সৌরজগৎস্থ সপ্তগ্রহের অনুকরণে মানব দেহাভ্যন্তরে ষট্‌চক্র ও মস্তিষ্কে সহস্রদল পদ্ম আছে। স্বভাবতঃ মানব সপ্তগ্রহ + ভ্রমণানন্তর কোটী কোটী জন্মের পর (চতুর্দ্দশ মন্বন্তর গতে) নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম, তবে মানব স্বীয় যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা সপ্তগ্রহ ও চতুর্দ্দশভুবন ভ্রমণের পরিবর্ত্তে ইহজীবনেই অভ্যন্তরস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত অন্তর্মুখী করিয়া ষট্‌চক্রভেদকরণান্তর মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভিন্ন ইহজীবনে কর্ম্মফল সঞ্চয়দ্বারা ইহজীবনেই তদ্রূপ মুক্তিলাভে সক্ষম হইতে পারে না। যথা—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥
পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তেহ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতি বর্ত্ততে॥

(ভগবদ্গীতা ৬ষ্ঠ অঃ ৪৩।৪৪ শ্লোক।

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন॥ ৪৩॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকেন॥৪৪॥

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

প্রযত্নসহকারে উত্তর উত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সংবর্দ্ধিত যোগদ্বারা সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া অনন্তর পরমগতি প্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ অঃ ৪৫ শ্লোক।

সমগ্র জগতের ন্যায় মানবেও সুমেরু, কুমেরুরূপ আধ্যাত্মিক ও পাদার্থিক দুইটী কেন্দ্র আছে, মানবাত্মা * উহার মধ্যবর্ত্তী ইহার দুই দিকে দুইটী কৈন্দ্রিক আকর্ষণ। প্রথমোক্ত আকর্ষণই সঙ্কোচ, শেষোক্ত আকর্ষণের ফল বিস্তৃতি, প্রথমোক্ত কৈন্দ্রিক আকর্ষণ অর্থে সমস্ত জগতের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া সেই ব্রাহ্মাণ্ডিক পরমাত্মার অঙ্গীভূত হওন; ঐ অঙ্গীভূত বা নির্ব্বাণ অর্থে মানবাত্মার ধ্বংস বা বিলোপ নহে। কেহ কেহ এইরূপ উপমা দিয়া তর্ক

* মানবদেহে পঞ্চভূত দশ ইন্দ্রিয়ের দশটি অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বা আধ্যাত্মিক দশটি শক্তি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও বহুতর মনোবৃত্তি একএকটী দেবাংশ বিশেষ আছে।

+ পৌরাণিকভাষায় সপ্তমর্গ বর্ণিত আছে।

* এস্থলে মানবাত্মা অর্থে মনুষ্য মহৎসজ্ঞক জীবাত্মা বা বেদান্তোক্ত বিজ্ঞানময় কোষাবচ্ছিন্ন জীবাত্মা ও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত পঞ্চমতত্ত্ব।

করিতে পারেন যে, কর্দ্দমমিশ্রিত জলবিন্দু কর্দ্দম হইতে পৃথক্ হইয়া স্বজাতীয় নির্ম্মল জলময় মহাসমুদ্রে মিলিত হইলে ঐ জলবিন্দুর পৃথক্ অস্তিত্ব কখনই সম্ভবে না; তাহাহইলে মানবাত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইলে ঐ মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব কিপ্রকারে সম্ভবে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমতঃ ধ্বংস ও উপরোক্তমত অস্তিত্ব লোপ, এক নহে; দ্বিতীয়তঃ বহির্দৃষ্টিতে অস্তিত্ব লোপ হইলেও প্রকৃতপক্ষে উহার অস্তিত্ব লোপ হয় না। যেমন কর্দ্দমমিশ্রিত জলবিন্দুর অনুসকল কর্দ্দম হইতে বিশ্লেষ করিলে জলবিন্দু ধ্বংস ও তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না, কর্দ্দম হইতে জলবিন্দু পৃথক্ হইয়া নির্ম্মল জলরাশির সহিত একভাবাপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ আত্মা পার্থিব অহঙ্কার ও তৎসহচর ষড়্‌রিপু হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাত্মার সহিত একই ভাবাপন্ন হইতে পারে। কিন্তু পাদার্থিক কেন্দ্রাভিমুখী গতি হইলে * চরমে মানবাত্মার বিলোপ ও ঐ মানবাত্মার উপাদান সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া জড়ীয় উপাদানে পরিণত হয়, ইহারই নাম ধ্বংস বা অস্তিত্ব লোপ (Annihilation) যেমন জল কর্দ্দমমিশ্রিত হইলে ঐ কর্দ্দম, জলকে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং কর্দ্দম ক্রমে কঠিন হইতে থাকে, কর্দ্দম যতই কঠিন হয়, তদাশ্রিত জল ততই শুষ্ক হইতে থাকে এবং অনন্তবাষ্পে মিশিয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায় কেবল কর্দ্দমমাত্রাবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ পার্থিব আকর্ষণে আত্মারও সেই দশা হয় কিন্তু স্বয়ং ঐ জলবিন্দু ক্রমে নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত জলরাশিতে মিলিত হইলে ঐ জলবিন্দুর ধ্বংস বা অস্তিত্ব লোপ হয় না। ঐ জলবিন্দু অসীম জলরাশির সমাঙ্গীভূত হইয়া পৃথক্ জলবিন্দুর পরিবর্ত্তে স্বয়ং সমুদ্রত্বে পরিণত হয় অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সমুদ্রের শক্তি লাভ করে। মনে করুন্ যেন ঐ জলবিন্দুর জ্ঞানও অন্তরাত্মানুভূতি আছে, তাহাহইলে ঐ জলবিন্দু অনন্ত জলরাশির সহিত একীভূত হইলেও তাহার ঐ জ্ঞানও অন্তরানুভূতিতে বিলুপ্ত হইবে কেন? আরো যদি পূর্ব্বোক্ত অনন্ত সমুদ্র জ্ঞানের অনন্তভাণ্ডার হয় ও তদংশভূত জলবিন্দু অজ্ঞানরূপ কর্দ্দম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই জ্ঞানসমুদ্রের সহিত একীভূত হয়, তবে তাহার জ্ঞানও অসীম ও অনন্ত হইবে তাহার নিকট কোন বিষয় অবিদিত থাকিবে না, স্বীয় জ্ঞান অনন্তজ্ঞানের মধ্যেই থাকিবে*। যাহা হউক্ প্রকৃত ব্যাপারটী একবার পর্য্যালোচনা করা যাউক্। মানবাত্মার সৃষ্টি বা গঠন সম্বন্ধে আমার রচিত কল্পনামক মাসিকপত্রিকা-সপ্ততত্ত্ব শীর্ষকপ্রবন্ধে সবিস্তরে বর্ণিত হইয়াছে। মানবাত্মার চৈতন্য, বিবেক ও জ্ঞান সেই সগুণ ব্রাহ্মাণ্ডিক পরমাত্মার অনন্ত ভাণ্ডারস্থ মহাচৈতন্য ও অসীম অনন্ত অভ্রান্ত বিবেক ও জ্ঞানের অংশ বিশেষ; কিন্তু ঐ অংশ অবিদ্যা বা অবিবেক কর্ম্মরূপ অজ্ঞানাবরণে আবরিত আছে। ঐ অজ্ঞানাবরণের মধ্যদিয়া উহার যে সামান্য ক্ষীণ ও মলিন জ্যোতি প্রকাশ হয়, সেই সামান্য ক্ষীণ সমল জ্যোতিই

* পাদার্থিককেন্দ্রাভিমুখী গতি অর্থে পার্থিব বিষয়াকর্ষণ এবং লোভ, মোহ, কাম ক্রোধাদির আত্যন্তিক বশীভূত বা তাহাদের হস্তের ক্রিড়নক হওন। তদ্ভিন্ন এই জড়দেহ ভিন্ন আত্মা নাই, এবম্বিধ নাস্তিকতা ইহার অন্তর্গত।

* বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদসর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম হইয়াছে আমি সমুদায় জানি কিন্তু তুমি তাহা জান না ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনন্তজ্ঞানের মধ্যে নিজের জ্ঞান থাকা প্রমাণিত হইতেছে। ভগবদ্গীতা ৪অঃ ৫ শ্লোক।

মানবীয় চৈতন্য ও জ্ঞানানুভূতি। ঐ চৈতন্য ও জ্ঞানানুভূতি হইতে মানবের অস্তিত্ব উপলব্ধি ও বিবেকশক্তি উৎপন্ন হয়। অতএব ঐ অজ্ঞানাবরণ যদি তিরোহিত হয়, তবে সেই নির্ম্মল চৈতন্য ও অভ্রান্ত জ্ঞানের প্রকৃত বিকাশ হয়। ঐ চৈতন্য ও জ্ঞান, নির্ম্মল অসীম ও অভ্রান্ত হইলে সেই মহাচৈতন্য বা অনন্তজ্ঞান রাশির সহিত আর পার্থক্য থাকে না। অসীমজ্ঞান অসীমজ্ঞানে পরিণত হওয়ার ফল কি অস্তিত্ব লোপ? কথনই না। যাহা হউক্ সাধারণের বোধগম্য করার নিমিত্ত আর একটী ইহার লৌকিক দৃষ্টান্ত আবশ্যক। মনে করুন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থান কাল যাঁহার নখ দর্পণের ন্যায় এবং অসীম ব্রহ্মাণ্ডের স্থান কালের কোন সীমাবদ্ধ যাঁহার নিকট নাই, আত্মরক্ষা ও পোষণ ও অনন্ত জগৎ রক্ষা ও পোষণ যাঁহার নিকট সমান এবং এই অনন্ত জগৎ যাঁহার নিজের সহিত অভিন্ন, যিনি অনন্ত বিশ্বের মূর্ত্তিমান ন্যায় ও বিবেকস্বরূপ, যিনি জগতস্থ সমস্ত ব্যক্তির অন্তরে একই সময়ে প্রবিষ্ট হইয়া নিজের ন্যায় সর্ব্বলোকের হিতকর নৈতিক সামঞ্জস্য রক্ষাকর্ত্তা, ঐরূপ কোন জীবমুক্ত মহাত্মা যদি কেহ থাকেন, তবে কি সেই মহাত্মার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে বলিব? না তাঁহার অস্তিত্ব চির অমরত্বে পরিণত হইয়াছে বলিব? যথন তিনি সকলের হিতকর ন্যায়মূলক সামঞ্জস্য রক্ষাকর্ত্তা, তথন সাধারণের উপলব্ধির মধ্যে তাঁহার নিজের উপলব্ধি ও একাংশ, সুতরাং তাঁহার আত্ম উপলব্ধি ও বিনষ্ট হয় না, অতএব ক্ষয়শীল আবরণযুক্ত সমল সসীমজ্ঞান, অক্ষয় আবরণযুক্ত নির্ম্মল অসীমজ্ঞানে পরিণত হইলে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের বিলুপ্তি বলা যায় না বরং তাঁহার উন্নতি ও অমরত্ব প্রাপ্তি বলা যায়। ইহার নাম জীবন্মুক্তি। পরলোকগত দেহমুক্ত মানবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে কামলোকে সূক্ষ্মশরীর ও পরলোকে কারণ শরীররূপ আবরণ মুক্ত হয় বটে, কিন্তু স্বীয় স্বীয় আত্মার নির্ম্মল জ্ঞান ও চৈতন্য জাগতিক পরমাত্মার অনন্তজ্ঞান ও মহাচৈতন্যের অঙ্গীভূত হইয়া চির অস্তিত্ব ও চির অমরত্বলাভ করে, ইহারই নাম নির্ব্বাণ ও বিদেহমুক্তি।

আধুনিক জড়তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন যে, দেহশূন্য মানব চৈতন্যের অস্তিত্ব কোথায়? আমরা ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় সৃষ্টিতত্ত্ব, মানবতত্ত্ব, তড়িৎতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব মীমাংসাকালে নিরাকার অনন্তচৈতন্য এবং নিরাকারশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছি *।

যদি দেহশূন্য নিরাকার অসীম অনন্ত চৈতন্য ও অনন্তশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তবে দেহশূন্য মানবাত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবৈজ্ঞানিক নহে, যেহেতু অনন্ত আকাশ শক্তিময়। আকাশের প্রত্যেক পরমাণুতে শক্তি অন্তর্নিহিত আছে † ঐ শক্তি অভ্যন্তরে চৈতন্য গুহ্যভাবে আছে। যেমন আধুনিক জড় বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্বীকৃত ও প্রমাণিত হইয়াছে যে,

* বিগত ১৩০১ বঙ্গাব্দের হিন্দু-পত্রিকায় ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা মানবের স্বাধীনতা শীর্ষক ও বর্ত্তমান বর্ষের বিগত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসের জ্ঞান ইচ্ছাক্রিয়া ত্রিশক্তিসমন্বিত ঈশ্বর এবং সৃষ্টিতত্ত্ব ত্রিমূর্ত্তি ও ১৩০১।১৩০২ বঙ্গাব্দে কল্পপত্রিকায় সংস্কৃত কণাদের সপ্তপদার্থ ও তান্ত্বিকদিগের সপ্ততত্ত্ব শীর্ষক এবং ১২৯৯।১৩০০ বঙ্গাব্দের অনুসন্ধান পত্রিকায় আমার রচিত জ্ঞানযোগ অন্তর্জ্জগৎ, তড়িৎতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি শীর্ষকপ্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ঐ সকল প্রবন্ধে নিরাকার চৈতন্য ও শক্তি প্রমাণিত হইয়াছে পুনরুক্তি অনাবশ্যকবোধে ইহাতে বিশদ ব্যাখ্যা হইল না।

† শক্তি হইতে যে পরমাণু উৎপন্ন হইয়াছে এবং শক্তি আদি পরমাণু তাহার ক্রিয়া তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধ সমূহে প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্নিহিত তড়িৎশক্তি গুহ্যভাবে আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তু সংযোগ ব্যতীত ঐ তড়িতের বাহ্যবিকাশ হয় না; সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থ এমন কি সামান্য বালুকাকণার মধ্যেও অন্তর্নিহিত চৈতন্য গুহ্যভাবে আছে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের নিয়মানুযায়ী বস্তুর ক্রমিক সংস্কার ও বিশেষ বিশেষ সংযোগ ব্যতীত চৈতন্যের বিকাশ হয় না। জড়জগতে পরমাণু সংযোগে দৃশ্যবস্তু সংগঠিত হয় ও তদন্তর্নিহিত গতি, তাপ, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ প্রভৃতি বিকাশিত হয়, তদ্দ্বারা জড়জগতের ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ঐ গতি ও তাপ প্রভৃতির অন্তর্নিহিত চিচ্ছক্তি বা চিদগ্নি আছে, ঐ চিদগ্নি বিশেষ বিশেষ বস্তু সংযোগে প্রধূমিত হইতে থাকে; তদ্দ্বারা বস্তুর উষ্ণতার ন্যায় বাহ্যচেতনার ক্রমিক বিকাশ হয়, কিন্তু যেমন পূর্ব্বোক্ত বস্তু ভেদ করিয়া উষ্ণতা তদনন্তর ধূমের বিকাশ হয়, তদ্ভিন্ন হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিকাশ হয় না এবং অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, তদনন্তর যেমন ঐ বস্তু প্রধূমিত হইতে হইতে অভ্যন্তরস্থ অগ্নির তেজ যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই বস্তুভেদ করি৷ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিকাশ হয় সেইরূপ অগ্রে কীটপতঙ্গ পশ্বাদিতে চেতনা পরে মানবাত্মার বিকাশ হয়। ঐ প্রত্যেক স্ফুলিঙ্গ এক একটী পৃথক্ পৃথক্ মনবুদ্ধিযুক্ত জীবাত্মাস্বরূপ। আধুনিক প্রধান প্রধান জড়বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বস্তু কখনই ধ্বংস হয় না রূপান্তরমাত্র হয়, তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত অদৃশ্য এক একটী সূক্ষ্ম আদর্শ আছে, তাহা কিছুতেই ধ্বংস হয় না। স্থূলবস্তুর গঠন ভঙ্গ হইলে তাহার ঐ ঐ সূক্ষ্ম আদর্শ ইথারে অঙ্কিত থাকে, তাঁহাদের কথিত ইথার আর্য্যদিগের পরলোকের নিম্নতম স্থান ভূতলোক, তদুচ্চতর ও উচ্চতম ক্রমিক কামলোক, পিতৃলোক, দেবলোক, জন, মহ, তপ, সত্যলোক আছে। চৈতন্য বা শক্তি, দেহোৎপন্ন নহে, ভৌতিকদেহ শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। যখন শক্তি হইতে বস্তু উৎপন্ন হয়, তখন অবশ্য শক্তিই আদি। মানবাত্মা যে চৈতন্য ও প্রাকৃতিকশক্তির সংযুক্ত ফলস্বরূপ তাহা উল্লিখিত প্রবন্ধসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয়ের সর্ব্বাবয়বে পূর্ণ দৃষ্টান্ত এ জগতে নাই, তবে একদেশব্যাপী এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যথা মনে করুন্ যে অনন্তশক্তি যেন মহাগিরির স্বরূপ; ঐ অনন্তশক্তিরূপ অসংখ্য প্রস্তরযুক্ত মহাগিরির একাংশ যেন অসংখ্যভাগে বিভক্ত ও বিস্তৃত এবং পরমাণুরূপে অনন্তজগৎ ব্যাপ্ত হইল। যেন ঐ পরমাণুর সহিত বালুকণা পরস্পর সংযোগে বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন ও শ্লথ বস্তুত্বে পরিণত ও তাহা ক্রমে ক্রমে আকর্ষণীশক্তিদ্বারা কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া (মানবাত্মারূপ এক একখণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত হইল। তদনন্তর যদি রসায়নিকক্রিয়াদ্বারা * বালুকাবিশিষ্ট হইয়া ঐ মহাগিরিজাতীয় মৌলিক প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হয় এবং ঐ প্রস্তর সকল পুন আকর্ষণীশক্তি-প্রভাবে সেই অনন্তশক্তিরূপ মহাগিরি সংযুক্ত হইতে পারে, তবে মানবাত্মারূপ প্রস্তর যথাস্থানে নীত ও মৌলিকভাব প্রাপ্ত হইল। এই লৌকিক দৃষ্টান্তটী সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতবিষয়ের স্বরূপতার সর্ব্বাঙ্গীন সাদৃশ্য হইতে পারে না। ঐ তুলনাটী কেবল বিস্তৃত ও সঙ্কোচের দৃষ্টান্তমাত্র, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তমত শ্লথবস্তুরূপ পাদার্থিক ও জৈবীশক্তি ক্রমে

* উক্ত রাসায়নিকক্রিয়াই তাপ বা যোগ। ঐ যোগদ্বারা ভৌতিক ও কামিকপদার্থবিল্লিষ্ট হইয়া আত্মা নির্ম্মল ও মৌলিকভাবাপন্ন হয় উপরোক্ত দৃষ্টান্তের ইহাই উদ্দেশ্য।

সংযুক্ত ও পুষ্ট হইয়া প্রস্তরখণ্ডরূপ মানবাত্মায় সপরিণত ও মানবাত্মারূপ প্রস্তরখণ্ডের অসারাংশবিশিষ্ট ও সারাংশ মৌলিকপ্রস্তরে পরিণত হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ড প্রত্যেক তজ্জাতীয় প্রস্তরখণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়া ঐ মহাগিরিতে সম্মিলিত হয়। অতএব ঐ বিস্তৃতির নাম কেন্দ্রবহির্ম্মুখীগতি ও সঙ্কোচ বা সংযোজনার নাম কেন্দ্রাভিমুখীগতি।

উপরোক্ত আধ্যাত্মিক কেন্দ্রাভিমুখীগতির প্রথম সোপান স্বীয় স্বার্থত্যাগ ও সহানুভূতি ঐ স্বার্থ ত্যাগ ও সহানুভূতি স্বত্ত্বগুণমূলক। ঐ সত্ত্বগুণের পরিচালনে মানবের উচ্চবৃত্তির (সম দম তিতীক্ষা উপরতি প্রভৃতির) বিকাশ হয় ঐ উচ্চবৃত্তি সকলের সাহায্যে সমস্ত বৃত্তির উপর মানবাত্মার সম্পূর্ণ আধিপত্য হইলে সমস্ত বৃত্তিসহ মানবীয় বুদ্ধি দৈবী বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ দৈবী বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শাস্ত্রীয় ভাষায় স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, ঐ স্থিত-প্রজ্ঞ পুরুষ গুণাতীত। প্রজ্ঞা ব্রহ্মস্থিত হইলে সত্ত্বাদিগুণের প্রয়োজনাভাব হয়। ঐ স্থিতপ্রজ্ঞ গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ এই যথা— যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত, সত্ত্বাদিগুণ যাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, গুণপরম্পরা যোগেই সমস্ত কার্য্য হইতেছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যিনি ধীরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনিই গুণাতীত পুরুষ সুখ দুঃখ যাঁহার সমান স্বরূপাবস্থায় যাঁহার স্থিতি, লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য বুদ্ধি, প্রিয় ও অপ্রিয় এতদুভয়ই যাঁহার সমান এবং নিজ স্তুতি ও নিজ নিন্দাতে যাঁহার সমজ্ঞান, সেই ধীরপুরুষই গুণাতীত এবং স্থিত-প্রজ্ঞ। সত্ত্বগুণের পরিচালনদ্বারা পূর্ব্বোক্তমত প্রজ্ঞার উদয় হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে ঐ সত্ত্বগুণ মিশ্রিত হইয়া যায়, গুণের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। ফলকথা লৌকিক নীতির চরম উন্নতি পর্য্যন্ত মানবের সহানুভূতি ও প্রীতিবৃত্তির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তৎপর মানবাত্মা দৈবী বুদ্ধিতে সম্পূর্ণরূপে পরিণত হইলে পূর্ব্বোক্ত সহানুভূতি সমানুভূতিতে পরিণত হয়, জগৎ সমজ্ঞান হয় এবং সমানুভূতি ভিন্ন অন্য বৃত্তির অস্তিত্ব অভাব ও নির্ম্মল জ্ঞানের অঙ্গস্বরূপ ঐ সমানুভূতিই স্বভাব সিদ্ধ হয় তখন উহা গুণ বলিয়া আর উপলব্ধি হয় না। ভাষা কথায় বলে ; "সন্দেহ হইত কি না রাবণ ঘৃণিত রামের ছায়ায় যদি না হত পতিত" তুলনার বস্তু ভিন্ন তুলনা হইতে পারে না সুতরাং তখন আত্মিকভাব স্বভাবসিদ্ধ হয়। সত্ত্বগুণমূলক কর্ম্মফল মানব পূর্ণদেবত্বে পরিণত হইলে, সহানুভূতি নির্ম্মল জ্ঞানের অঙ্গীভূত ও একমাত্র সমানুভূতিতে পরিণত হয় জগতে নিজের কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা না থাকায় তখন আর তাহাকে স্বতন্ত্র গুণ বলা যাইতে পারে না ও কর্ম্মফলও সংযোজিত হয় না।

উপরোক্ত বিষয়টী আর একটু পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা আবশ্যক। জড়পদার্থে বা জড়ীয় উপাদানে যে প্রবৃত্তি ও উচ্ছ্বাস আছে, তাহাই চিচ্ছক্তিযোগে মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমে পরিণত হইয়াছে, অতএব উপরোক্ত দুইটী গতি শেওরায় মানবের স্বাভিমুখী যে একটী গতি আছে; ঐ গতিই প্রকৃতপক্ষে মানবীয় ধর্ম্ম উহারই নাম অহংবুদ্ধি বা অহঙ্কার। প্রকৃতপক্ষে এই অহঙ্কারই সৃষ্টিক্রিয়ার মূল, জগতের সমষ্টি বিরাট অহঙ্কারই ব্রহ্মার সৃষ্টাভিমান, উহাই প্রবৃত্তি ও ক্রিয়োদ্দীপনীশক্তি বা বিশুদ্ধ রজগুণ। উহা হইতেই আত্মাভিমান বা স্বাভিমুখীগতি উৎপন্ন হয়, উহা মানবীয় ধর্ম্ম। পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবহির্ম্মুখী উভয় গতিই দৃশ্যতঃ স্বাভিমুখী গতির বা মানবীয় ধর্ম্মের বিরোধী, সুতরাং সত্ত্বগুণ ও তমগুণ উভয়েই রজগুণের

বিরোধী। উভয়ই মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমের বিরোধী হইলেও ঐ উভয়ের প্রকৃতিগত গুরুতর পার্থক্য আছে। ঐ উভয় বিরোধী গুণের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহের অস্তিত্ব আছে, এমন কি তমোগুণের পরিণাম যে জড়ত্ব, সেই জড়ীয় উপাদানও একেবারে প্রবৃত্তি এবং উদ্যমশূন্য নহে। তবে উহা স্বভাবশক্তিদ্বারা পরিচালিত হয় উহাতে জ্ঞানের বিকাশ নাই। মানবের প্রবৃত্তি ও উদ্যম, জ্ঞানসংমিশ্রিত। পূর্ব্বোক্ত উভয় গতি দৃশ্যত মানবপ্রবৃত্তির প্রতিকূল হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে অধোগতিই সম্পূর্ণ প্রতিকূল, উর্দ্ধগতি প্রতিকূল নহে; কারণ উর্দ্ধগতিদ্বারা জ্ঞান, অনুভূতি, ধারণা, ইচ্ছা, চিন্তা, স্মৃতি, তুলনা, নির্ব্বাচন, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতির ক্রমোন্নতি হইতে থাকে; ঐ ক্রমোন্নতি হইতে ষড়্-শক্তির পূর্ণবিকাশ হয় * ঐ উর্দ্ধগতির শক্তি উদ্যমস্রোত, মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উদ্যমস্রোতের দৃশ্যতঃ প্রতিকূল বটে, কারণ মানবের প্রবৃত্তি, উদ্যমস্রোতের গতি স্বাভিমুখী অর্থাৎ স্বীয় স্বার্থাভিমুখী। দৈবীশক্তির স্রোত মহাচৈতন্যাভিমুখী অর্থাৎ পরমাত্মকেন্দ্রাভিমুখী, কিন্তু দৈবীশক্তি বা উর্দ্ধগতির স্রোতের বেগদ্বারা মানব কেন্দ্র শ্লথ বা বিনষ্ট হয় না; ঐ স্রোতে আমিত্ব জ্ঞানময় মানব কেন্দ্র + (অহংতত্ত্ব) ভাসমান হইয়া পরমাত্মকেন্দ্রাভিমুখী হয়। যখন মানবীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমস্রোত, দৈবীশক্তি ও পরমাত্মজ্ঞান স্রোতের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অক্ষম হয়, তখন পরমাত্ম জ্ঞানস্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। ফলিতার্থে ইহাদ্বারা মানবের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি ও আত্মিকবলের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, কিন্তু দৈবীশক্তি ও আত্ম-জ্ঞানস্রোত মানবপ্রবৃত্তির প্রতিকূল বিধায় ঐ দৈবীশক্তি ও আত্মজ্ঞানকে নিবৃত্তি বা নিরোধ বলে। একপক্ষ ঐ শক্তি ও জ্ঞানকে পরমাত্মাভিমুখী প্রবৃত্তি ও উদ্যম বলা যাইতে পারে; কিন্তু মানবপ্রবৃত্তি, ও উদ্যম, পরমাত্মজ্ঞানেও দৈবীশক্তিতে সম্যক্-রূপ সংমিশ্রিত হইলে উহা শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রবৃত্তি বা উদ্যম পদবাচ্য নহে। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক মহাচৈতন্য স্বয়ং কার্য্য-

---

* ষড়্‌শক্তি যথা পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকাশক্তি। প্রথমোক্ত পরাশক্তি বক্রী ৫টী শক্তির জননীস্বরূপা উহা আধ্যাত্মিক তেজ ও জ্যোতিস্বরূপা। কুণ্ডলিনীশক্তি বিশ্বব্যাপী গতির ও সজীবতার মূলসূত্র উহাই অনন্তব্যাপ্ত তড়িৎশক্তি। মাতৃকাশক্তি ভাষায় জননীস্বরূপা।

+ জড়ীয় প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক মানবপ্রবৃত্তি ও দৈবী-প্রবৃত্তির মধ্যে পার্থক্য এই,—জড়ীয় প্রবৃত্তি মানবের হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া পশুবৎ করিয়া তুলে, পরিণামে জড়ত্বে পরিণত করায়। দৈবীপ্রবৃত্তি মানবের সমস্ত স্বার্থত্যাগ করাইয়া দেব ভাবাপন্ন করে পরিণামে অনন্ত ঈশ্বরে সংযোজিত করিয়া দেয়। এই উভয়ের মধ্যে মানবের স্বাভাবিক মানবীয় প্রবৃত্তি উহা জড়ীয় প্রবৃত্তিকে দমন করে কেননা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যতা ও পশুবৎ ব্যবহার দ্বারা মানবের পার্থিব উন্নতি ও পার্থিব উচ্চ স্বার্থের হানি হয়, এইজন্য উহা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। মানব জনসমাজে ধনী, মানী, যশস্বী ও ক্ষমতাশালী হইতে ইচ্ছা করে উহাই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম উহাকেই আমরা স্বাভিমুখী বা মানব-কেন্দ্রাভিমুখী গতি বলিয়াছি। উহা যেমন জড়ীয় প্রবৃত্তির প্রতিকূল সেইরূপ দৈবীপ্রবৃত্তিরও প্রতিকূল যেহেতু দৈবীপ্রবৃত্তি মানবের স্বার্থত্যাগ করায় এবং অনন্তাভিমুখে লইয়া যায়। দৈবীশক্তি পার্থিব উন্নতি এবং পার্থিব সুখসচ্ছন্দতার বিরোধী। এইজন্য উহাকে উভয়ের মধ্য-বিন্দুস্বরূপ বলিয়াছি উহার উর্দ্ধ এবং অধ দুই দিগে দুইটী আকর্ষণ আছে এবং নিজেরও একটী স্বাভিমুখ আকর্ষণ আছে ঐ স্বাভিমুখী আকর্ষণই আমিত্ব বুদ্ধি বা পার্থিব আমি।

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে আর প্রবৃত্তি, উদ্যমের অস্তিত্ব থাকে না। যাঁহার জ্যোতিচ্ছায়াবলম্বনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহের জন্ম, স্বয়ং সেই জ্যোতিষ্মাণের জ্যোতিরভ্যুত্থানে প্রকৃতির অবিবেক বা মায়া দূরীভূত হইলে আর প্রবৃত্তি ও উদ্যমের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই অনন্ত চৈতন্য স্বয়ং মহাজ্ঞানময়, তাঁহার জ্যোতিই নির্ম্মল জ্ঞান, পক্ষান্তরে অধোগতি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদ্বারা মানবাত্মা বা মানবশক্তি এককালে বিনষ্ট হয়। প্রথমতঃ দৃশ্যতঃ অধোগতি, মানবপ্রবৃত্তি, উদ্যম ও উৎসাহের অনুকূল বলিয়া বোধহয়। উহাদ্বারা প্রথমতঃ মানবপ্রবৃত্তিস্রোত অতীব বেগবান্ হয় এবং চিচ্ছক্তির ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে; সুতরাং অভ্যন্তরীণ উত্তেজকশক্তির হ্রাস হইলে জ্ঞান, অনুভূতি, ধারণা প্রভৃতিরও হ্রাস হয় ও মানবীয় উদ্যমস্রোত (Energy) মন্দীভূত হইয়া পড়ে। কারণ ঊর্দ্ধগতির বেগ বা চিচ্ছক্তির আকর্ষণ না থাকিলে ক্রমেই মানব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহপ্রভৃতির আত্যান্তিক বশীভূত হইয়া পশুবৎ হয় এবং মানবীয়প্রবৃত্তি, জড়শক্তির আকর্ষণাধীন হয়। ক্রমে স্বীয় শক্তি উদ্যম ও উৎসাহ ব্যয়িত হইয়া গেলে তাহার জ্ঞানমূলক উত্তেজনার অভাবহেতু নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে ও তমোগুণাধিক্য হয়। কোন কোন স্থলে ঊর্দ্ধ ও অধোগতি বা সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়া অনুভব করা বড়ই কঠিন। কারণ মানবপ্রবৃত্তি উদ্যম হইতে আত্মাভিমানের উৎপত্তি। মনে করুন্ আপনাকে কেহ অপমান কি অবজ্ঞা করিয়া আপনার মর্ম্মাঘাত করিল, কি আপনাকে অন্যায়মতে সম্পত্তিচ্যুত করিল, কিন্তু এরূপ অবস্থা ঘটিলে যে, ঠিক্ ন্যায্যোপায়ে আপনি তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না, কিন্তু মানবের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি, উদ্যম ও আত্মাভিমান আপনার প্রতিহিংসা ও ক্রোধবৃত্তির সম্পূর্ণ অনুকূল। অতএব ঐ সকল শক্তির সাহায্যে অর্থাৎ রজগুণাধিক্যহেতু আপনার প্রতিহিংসা ও ক্রোধ নিশ্চয়ই প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং উদ্যম উৎসাহ আপনার তেজ বা ওজস্বীতার পরিণত হইবে। আত্মাভিমান হইতে আপনার অনুভূতি (Feeling) আপনার ক্লেশদায়ক ও ধারণা স্বার্থানুগামী হইবে। চিন্তা, মতলব, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত সমস্তই আপনার প্রতিহিংসা ও ওজস্বীতাগুণের আনুকূল্য করিবে। আপনার যুক্তি ও বিচার বলিবে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে অন্যায়পথ অবলম্বনে প্রতিশোধ দেওয়া অনুচিত নহে। আপনার ইচ্ছা চেষ্টা ক্রিয়া সকল, রজোগুণজনিত প্রবৃত্তি ও উৎসাহ হইতে ভয়ঙ্কর বেগবান্ হইবে, তখন ঐ অন্যায়কারী আপনার প্রতিহিংসারূপ অগ্নিতে ভস্মীভূত এবং ওজস্বীতাশক্তিতে চূর্ণ বিচূর্ণিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার ঊর্দ্ধ বা অধোগতি (সত্ত্ব বা তমোগুণ) উপরোক্ত কার্য্যের বিরোধী ঐ উভয়গুণই পূর্ব্বোক্তগত ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। প্রথমোক্ত কারণে অর্থাৎ সত্ত্বগুণের স্থলে আপনি ক্রোধ, প্রতিহিংসা প্রভৃতি কোন বৃত্তির নহেন, কিন্তু ন্যায় বিবেক এবং কর্ত্তব্যের অধীন। আপনি নিরপেক্ষ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিবেন "অপরাধী দণ্ডার্হ বটে এবং স্বীয় সম্পত্তি উদ্ধার বা স্বীয় সম্ভ্রমরক্ষা কর্ত্তব্য। অপরাধীর দণ্ড না হইলে সমাজের অমঙ্গল হয় এবং কাপুরুষের ন্যায় কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হওয়ায় উচিত নহে" আপনি মানব, আপনার আত্ম-সম্ভ্রমজ্ঞান, ন্যায়মূলক আত্মরক্ষাজনিত কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আত্মাভিমান একেবারে নষ্ট হয় নাই, সুতরাং ঐ ন্যায় বিচার আপনার আত্মাভিমান বা প্রতিহিংসার অনুকূল হইল, কিন্তু চিন্তাদ্বারা দেখিলেন

অন্যায্যোপায় অবলম্বন ভিন্ন প্রতিবিধান করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়বার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, অন্যায্যোপায় অবলম্বন করা ন্যায়বিরুদ্ধ ও আত্মাবনতির কারণ; সুতরাং একটি ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য করিলে ঐ কার্য্যের আনুসঙ্গিক অন্য বহুতর ন্যায়বিগর্হিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তখন উহা অনিবার্য্য হইবে; অতএব তৃতীয়বার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন প্রকাশ্যভাবে স্পষ্টরূপে আইন বা সমাজ উল্লঙ্ঘন করিয়া সৎ সাহসের সহিত ন্যায়োপায় প্রতিবিধানের চেষ্টা করিলে রাজদণ্ডে বা সমাজদণ্ডে গুরুতর দণ্ডিত হইতে হয় দেশের বা সমাজের অবস্থার উপর আইনদণ্ড, বিচার সুখ্যাতি, গ্লানি নির্ভর করে, সমাজ উন্নত না হওয়ায় তদ্রূপ সৎসাহসের সময় উপস্থিত হয় নাই সুতরাং অন্যায়পথ অবলম্বন ভিন্ন উপায় নাই কিন্তু ন্যায়বিগর্হিত আর্য্য কেবল প্রতিহিংসা ও স্বার্থচরিতার্থ ভিন্ন নহে। তখন আপনি ক্ষমা ও দমবৃত্তির সাহায্যে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি নিবারণ করিলেন। এবং অবস্থানুরূপ কর্ত্তব্যপালনে নিরত হইলেন এবং কর্ত্তব্যপালন জন্য বিশেষ ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক হইলে তাহাও করিলেন।

শেষোক্ত কারণ সংঘটিত হইলে অর্থাৎ তমোগুণের উদয় হইলে আপনার প্রবৃত্তি উদ্যম ও উৎসাহ মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং আত্মাভিমান ও আত্মমর্য্যাদাপেক্ষা ভীরুতার ভাগ অধিক হয়, অতএব ওজস্বীতাগুণের অভাবে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি থাকিলেও তাহা প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে না এবং প্রবৃত্তি ও উৎসাহের বেগের অভাবহেতু উদ্যম, চেষ্টা ও ক্রিয়াশক্তির অভাব হয়; সুতরাং অক্ষমতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতাহেতু আপনি নিরীহভাবে অত্যাচার সহ্য করিলেন, কি সম্পত্তি উদ্ধারে বা আত্মমর্য্যাদারক্ষণে সক্ষম হইলেন না; কিন্তু অনুভূতি আপনার ক্লেশপ্রদান করিল। ঐ অক্ষমতা, ভীরুতা হইলেও ওজস্বীতাগুণের অভাবহেতু, ধারণা, মতলব, যুক্তি, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি, মানবীয় প্রবৃত্তিও উৎসাহের অনুকূল হইল না; কারণ অক্ষমতা ভীরুতা ও কাপুরুষতার নিকট ধারণা, মতলব, বিচার প্রভৃতি স্থান পাইল না সুতরাং জড়তাই ইহার চরমফল। উপরোক্ত দুইটী ব্যাপারই মানব-প্রবৃত্তি, উদ্যম ও উৎসাহের বিরোধী, কিন্তু ঐ ব্যাপারটী বাস্তবিক উর্দ্ধ বা অধোগতিমূলক সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা কঠিন; ইহা আভ্যন্তরিক ব্যাপার ভিন্ন বাহ্যব্যাপার কিছুই নহে। অতএব স্থলবিশেষে সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রিয়ার নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। তবে অন্যান্য অবস্থা যথা ঐ ব্যক্তির প্রবৃত্তি, স্বার্থত্যাগ, আসক্তি, বাসনা, ধৃতি প্রীতি বিবেক চিন্তা ইত্যাদি ব্যাপারদ্বারা কথঞ্চিৎ অনুভব করা যাইতে পারে কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যাপারের গতি নির্ণয় ও উর্দ্ধ বা অধোগতির পার্থক্য পরিষ্কার ও নিসন্দিগ্ধভাবে অবধারণ করাও নিতান্ত সহজ নহে।

আর একটি তর্ক উঠিতে পারে যখন সহানুভূতিই পরমাত্মকেন্দ্রাভিমুখীগতি এবং তজ্জাত সদ্বৃত্তি সকল নিশ্চয়ই তজ্জাতীয় তখন সদ্বৃত্তি সকল সামঞ্জস্য করিয়া আয়ত্তাধীন করার তাৎপর্য্য কি? * ঐ সকল সদ্বৃত্তির প্রাবল্য মানবের ইহ পরলৌকিক উন্নতির সোপানস্বরূপ নহে কি? এই প্রশ্নসম্বন্ধে আমার সংকৃত

* প্রবন্ধলেখক অনুসন্ধান পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে মনোবৃত্তি অনুশীলন শীর্ষকপ্রবন্ধে মনের সমস্ত সদ্বৃত্তি লোপ সামঞ্জস্য আবশ্যক, কোন বৃত্তি অত্যুচ্ছ্বাস সমাজের মঙ্গলকর নহে লিখিয়াছিলেন ইহা তাঁহারই ক্রমিক আলোচনা।

শিক্ষাতত্ত্ব প্রথমভাগে বর্ণিত আছে যে "কোন সদ্বৃত্তির অত্যুচ্ছ্বাসও মানুষের মঙ্গলজনক নহে। কারণ অনেক সময়ে সদ্বৃত্তির প্রাবল্যহেতু ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিঘ্ন হয়, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। মনে করুন, অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইবেক এস্থলে দয়াবৃত্তির অত্যুচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই সমাজের অহিতকর, এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। স্থূলকথা, সহানুভূতি বৃত্তির (Sympathy) পুষ্টিতা ও পূর্ণতাই আপনার সহিত জগতের অভিন্ন দৃষ্টি; জগতস্থ সমস্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনই ঐ সহানুভূতির কার্য্য, যদি একের মঙ্গলে অনেকের অমঙ্গল সাধিত হয় তবে তাহা নিশ্চয়ই অহিতকর। আপনার একটী অঙ্গুলিতে ব্রণ হইয়া ক্রমে চাকলা ধরিয়াছে, তখন আপনার ঐ অঙ্গুলি ছেদন ব্যতীত আপনার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হওয়ার সম্ভব হইলে ঐ অঙ্গুলিটী ছেদন করা কি আপনার কর্ত্তব্য নহে? অতএব সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্যই ইহলোকের মঙ্গলজনক।

এক্ষণে বৃত্তিবিশেষের উচ্ছ্বাস হইতে পারলৌকিক অমঙ্গলের হেতু কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহলোক ও পরলোক একই নিয়মাধীন। আপনি অতি দয়ালু বা ক্ষমাশীল লোক। দয়া কিম্বা ক্ষমাবৃত্তির নিকট আপনার অন্য কোন সদ্বৃত্তি বা কর্ত্তব্য স্থান পায় না। ক্রমে দয়া ও ক্ষমাবৃত্তির প্রাবল্যহেতু অন্য সমস্ত বৃত্তি, ক্ষমা বা দয়াবৃত্তিতে সংমিশ্রিত হইয়া আপনি পূর্ণ ক্ষমা বা দয়াময় হইলেন। সমস্ত বৃত্তি সমষ্টির বিকাশ ও তাহার সামঞ্জস্যের ফলেই মানবাত্মার পূর্ণবিকাশ, ঐ সমস্ত বৃত্তি মানবাত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ, অতএব দয়া ভিন্ন অন্য সমস্ত বৃত্তির শক্তি লোপ হইলে মানবাত্মা নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়া ঐ মানবাত্মার অস্তিত্ব কেবল দয়াতেই পরিণত হইবে, সুতরাং দেহ অবসান হইলে ঐ মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া আত্মা দয়াবৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া ঐ দয়াবৃত্তির সহিত স্বর্গসুখ ভোগ করিবে, ঐ দয়াবৃত্তিজনিত যে সুখ তদ্ভিন্ন অন্য কোন সুখভোগ হইবে না তাহার অনুভূতি দয়াবৃত্তির সহিত এক হইয়া যাইবে, সমস্ত সদ্বৃত্তির সামঞ্জস্যের অভাবহেতু মানবাত্মা পূর্ব্বোক্তমত পরমাত্মাভিমুখী না হওয়ায় অঙ্গহানিপ্রযুক্ত কখনই মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে না * ঈশ্বর মহাচৈতন্য অনন্ত জ্ঞানময় ও সর্ব্বজ্ঞ। এক এক সদ্বৃত্তি কারণক্ষেত্রে চিচ্ছক্তির এক একটী তৈজস উপাদান বা দেবতাস্বরূপ বটে, এইজন্যই গীতাকার অন্য দেবোপাসনার পরিবর্ত্তে পরমাত্মোপাসনায় উপদেশ দিয়াছেন। ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায় ২৫ শ্লোক ও ৭ অধ্যায়ের ২১, ২২, ২৩ শ্লোক। যথা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাং॥

"যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং" ॥ ২১ ॥

"স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।

* ইহার বর্জ্জিত স্থল আছে। মানবের জন্মজন্মান্তরীণ কার্য্যহেতু সমস্ত বৃত্তির সামঞ্জস্য এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হইলে সমাজ সংস্কারের নিমিত্ত প্রজাগণের হিতার্থে সদ্বৃত্তি বিশেষের অত্যুচ্ছ্বাস ইহ পারলৌকিক মঙ্গলকর। সমস্ত বৃত্তির পরিতৃপ্তি ভিন্ন উহা সামঞ্জস্য হইতে পারে না এবং সামঞ্জস্য না হইলেও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ হয় না, ঐ আধ্যাত্মিক শক্তিবান ব্যক্তির নিকট সমস্ত বৃত্তিই তাঁহার অধীন। সুতরাং তাঁহার পারলৌকিক আশঙ্কা নাই। ইহলোকেও সমাজের অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই, যেহেতু বৃত্তিবিশেষের উচ্ছ্বাস দ্বারা তাঁহারা ঘোর পাপীকেও উদ্ধার করিতে পারেন বুদ্ধচৈতন্য তাহার প্রমাণ, জগাই মাধাই একটী দৃষ্টান্ত।

লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্” ॥২২॥

“অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাং। দেবান্ দেব যজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তিমামপি” ॥

বঙ্গানুবাদ। দেবোপাসক দেবতা পিতৃ উপাসক পিতৃগণ প্রাপ্ত হয় এবং ভূতোপাসকগণ ভৌতিকশক্তিতে মিশিয়া যায়। যে যে সকাম ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, আমিই অন্তর্যামীরূপে সেই সেই ব্যক্তির ভক্তি তত্ত মূর্ত্তিতে দৃঢ় করিয়া দিই। সেই সকাম ভক্ত পুরুষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে দেবমূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকে, আমিই তাহার পূর্ব্ব সংকল্পিতরূপ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি।

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের আরাধনা লব্ধফল নাশমান হইয়া থাকে, কেননা তাহারা দেবার্চ্চনাদ্বারা দেবলোকই ব্যাপ্ত হয়, আর আমার ভক্তগণ পরিণামে আমাকেই লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমিত্বের প্রসার।

(ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম)

পঞ্চম প্রবন্ধ।

এই অবনীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব যদি কখন শ্রেয়পথ অবলম্বন না করে, তাহা হইলে তাহার জীবন একবারেই নিষ্ফল হইল। অজ্ঞানবশতঃ মানব স্বীয় দেবত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রেয়মার্গে বিচরণ করিতে, করিতে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণের অধীন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ঋষিগণ মানব যে কি তাহা জানিতেন, এজন্য তাঁহারা কেবল আহারবিহারাদি দৈহিক-ক্রিয়াতে মানবকে নিরত দেখিলে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেন এবং যাহাতে মানব প্রেয়মার্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রেয়মার্গ অবলম্বন করিতে পারে, আমিত্বের সঙ্কোচ ধ্বংস করিয়া উহার প্রসার আয়ত্ত করিয়া বিশুদ্ধানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিতেন। আর্য্যাবর্ত্তের অতি প্রাচীন পরম ঋষিগণ আমিত্বের প্রসারের জন্য শত শত উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন এবং মানব স্বীয় স্বীয় অভিমতক্রমে উহার কোন একটী উপায় অবলম্বন করিয়াই স্বীয় অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিয়া কেহই তাঁহাদের প্রদর্শিত উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হন না। তিল যেরূপ নিপীড়িত না হইলে তিলমধ্যগত তৈল নির্গত হয় না, দধি যেরূপ মথিত না হইলে দধিমধ্যস্থিত ঘৃত বিনির্গত হয় না, ভূমি যেরূপ খনন না করিলে জল বিনির্গত হয় না, ঘর্ষণ না করিলে যেরূপ অরণি-নিহিত অগ্নিবিনির্গত হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশিত হয় না, 'আমিত্বের প্রসার হয় না।

“তিলেষু তৈলং দধিনীবসর্পিরাপঃ স্রোতঃ স্বরণীষু চাগ্নিঃ। এবমাত্মানি গৃহ্যতেঽসৌ সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥” শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

মানব যে ব্রহ্মের পুত্র তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন এবং তাই তাঁহারা মানবদিগকে ভূয়োভূয়ঃ পিতার অনুরূপ হইতে উৎসাহিত করি-

তেন। আমিত্বের সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মসদৃশ অসীম আমিত্বলাভে যত্নবান হইতে আদেশ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন ;—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যং পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

আমি সেই মহান্ পুরুষের বিষয় অবগত আছি, তিনি আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ, তাঁহাতে অজ্ঞানান্ধকার বিরাজ করে না, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই জীব মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির আর কোন উপায় নাই।

তাঁহারা বলিতেন, হে মানব! তোমার উৎপত্তি বিস্মৃত হইও না, তুমি যে সেই পরব্রহ্মের পুত্র, তুমি যে অমর, ইন্দ্রাদিদেবগণও যেরূপ ব্রহ্মের পুত্র, তুমিও সেইরূপ তাঁহারই পুত্র, তাঁহারা যেরূপ ব্রহ্মে চিত্তার্পণ করিয়া দিব্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও সেইরূপ তাঁহার শরণগ্রহণ করিয়া সেই দিব্যস্থানে গমন কর।

"যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভির্ব্বিশ্লোকা যন্তি পথ্যেব সুরাঃ।
শৃণ্বন্তি বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥"

শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি।

ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই আত্মার ইহ এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত মলিনতা দূর হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, সর্ব্বভূতে আত্মার উপলব্ধি হয় এবং আমিত্বের প্রসার হয়। ব্রহ্মচর্য্যই আমিত্বের প্রসারপ্রাপ্তির একমাত্র সোপান, বেদাদি তাবৎ শাস্ত্রেই ব্রহ্মচর্য্যের অসীম মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, ব্রহ্মচারীই প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের হৃদয়ের আদর্শমূর্ত্তি ছিলেন, সমিধপাণি কৃষ্ণাজিনাম্বর। দীর্ঘশ্মশ্রু জটাধারী ব্রহ্মচারী আর্য্যসমাজের মুকুটমণি স্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের সুখ দুঃখ বিস্মৃত হইয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অগ্রাহ্য করিয়া সাগরপর্ব্বতাদির প্রতিবন্ধকতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কেবল পরোপকারব্রত হৃদয়ের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া, দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধ মঙ্গলসাধনে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিতেন। ব্রহ্মচারীর আদর্শমূর্ত্তি হৃদয়ে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভূমণ্ডলে দেবসদৃশ সেই মহাত্মার গুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিতেন।

"ব্রহ্মচার্য্যেতি সমিধা সমিদ্ধঃ কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ। স সদ্য এতি পূর্ব্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং লোকান্ সংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ ॥ ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্মাপো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্ঠিনং বিরাজম্। গর্ভো ভূত্বা মৃতস্য যোনা বিন্দ্রো হ ভূত্বা সুরাংস্ততর্হ ॥ আচার্য্যস্ততক্ষ নভসী উভে ইমে উর্ব্বী গম্ভীরে পৃথিবীং দিবঞ্চ। তে রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী তস্মিন্ দেবাঃ সংমনসো ভবন্তি ॥ অথর্ব্ববেদ।

দীর্ঘশ্মশ্রু, দীক্ষিত, কৃষ্ণাজিনাবৃত ব্রহ্মচারী সমিধাগ্নির দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া পূর্ব্বসমুদ্র হইতে উত্তরসমুদ্র পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করেন এবং তাহারা ইচ্ছানুসারে দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধিও করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিদ্যা, কর্ম্ম, লোকসমূহ প্রজাপতি, পরমেষ্ঠি, বিরাট, সৃষ্টি করিয়া থাকেন তিনি অমৃতের যোনিতে গর্ভস্থ শিশুর রূপ

ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। আচার্য্য এই বিস্তীর্ণ পৃথিবী এবং অসীম আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী উহাদিগকে তপস্যার দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন, দেবতারা এই ব্রহ্মচারীতে আনন্দভোগ করিয়া থাকেন,

"আচার্য্যো ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ। প্রজাপতির্ব্বিরাজতি বিবাড়িন্দ্রোহ ভবদ্বশী॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি। আচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অনড্বান ব্রহ্মচর্য্যেণাশ্বো ঘাসং জিগীষতি॥ ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত। ইন্দ্রহ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরৎ॥ ওষধয়ো ভূতভব্য মহোরাত্রে বনস্পতিঃ। সম্বৎসরঃ সহ ঋতুভিস্তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ॥ পার্থিবা দিব্যাঃ পশবঃ আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চযে। অপক্ষাঃ পক্ষিণশ্চ যে তে জাতা ব্রহ্মচারিণ॥"

অথর্ব্ববেদ।

ব্রহ্মচারীই আচার্য্য, ব্রহ্মচারীই প্রজাপতি, প্রজাপতিই জগতে বিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকেন, তিনিই বিরাট, ঐ বিরাটই ব্রহ্মচারী, ইন্দ্র। ব্রহ্মচর্য্য ও তপস্যার দ্বারা রাজা রাজ্যরক্ষা করিয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্যহেতুই আচার্য্য ব্রহ্মচারী, প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারাই কন্যা যুবাপতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই গো, অশ্ব প্রভৃতি মানবের আহার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঘাসই প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্যার দ্বারা দেবতারা মৃত্যুকে সংহার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই ইন্দ্র দেবতাদের জন্য স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ওষধি, বনস্পতি, যাহা হইয়াছে এবং হইবে, দিন, রাত্রি, ঋতু, সকলেই সেই ব্রহ্মচারী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কি মনুষ্য, কি দেবতা, কি গ্রাম্য, কি আরণ্য পশু, কি পক্ষযুক্ত অথবা পক্ষশূন্য জীবসমূহ সকলেই সেই ব্রহ্মচারী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, আত্মসংযম, ক্লেশসহিষ্ণুতা এবং পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে জগতে ভগবানের বিধানে যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, কেহই কোন কার্য্য করিতে পারেন না। জ্বলন্ত পরোপকারবৃত্তি হৃদয় মধ্যে না থাকিলে কেহই স্বীয় অধিকৃত বিদ্যা অপরকে শিখাইতে পারেন না। আবার ঐ পরোপকারবৃত্তিই ভগবানের বিধান অনুসারে স্বীয় উন্নতির একমাত্র কারণ, যেহেতু যে মুহূর্ত্তে আচার্য্য অধ্যাপনা হইতে বিরত হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি আলোচনা অভাবে বহুশ্রমার্জ্জিত বিদ্যা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। সংযতেন্দ্রিয়, লোভবিরহিত এবং প্রকৃতিবর্গের কুশলকামী না হইলে রাজা কখন রাজ্যশাসন করিতে পারেন না, যদি কোন রাজা ব্রহ্মচারীর আদর্শমূর্ত্তি হৃদয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন, নিশ্চয়ই তাহার অনতিবিলম্বে রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। কুমারী যৌবনে পদার্পণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে যদি স্বীয় কৌমার্য্য রক্ষা না করেন, তাহাহইলে তাহার ভার্য্যাত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? সমাজের যে দিকে দৃষ্টিপাত করুন, সেই দিকেই দেখিতে পাইবেন যেখানে নিয়ম, যেখানে আত্মসংযম, যেখানে পরোপকারবৃত্তি, যেখানে আমিত্বের প্রসার, সেইখানেই মৃণাল-অরবিন্দ সুশোভিত, কেলিপর-

হংসরাজি-বিরাজিত, সুশীতল বারিপরিপূর্ণ মানস-সরোবর-রূপ কুশল বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যেখানে স্বেচ্ছাচার, অসংযম, স্বার্থপরতা, সেইখানেই মানবের যাবতীয় অনর্থের স্বরূপ বিস্তীর্ণ মরুপ্রদেশস্থ মরীচিকা বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ভিন্ন কেহই যে নিজের বা পরের কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারেন না, ইহা সকলেরই বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। ঋষি ভরদ্বাজ তিন জন্ম ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার তৃতীয় জন্মের শেষাবস্থায় যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন ইন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি আমি তোমাকে চতুর্থ জন্ম দি, তাহাহইলে তুমি উহা লইয়া কি করিবে। তিনি বলিলেন আমি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিব।

"ভরদ্বাজোহত্রিরায়ুর্ভির্ব্রহ্মচর্য্যমুবাস, তংহজীর্ণম্ স্থবিরম্ শয়ানমিন্দ্রঃ উপব্রজ্য উবাচ ভরদ্বাজ, যত্তে চতুর্থমায়ুর্দ্দদ্যাম কিমেতেন কুর্য্যাঃ ইতিঃ ব্রহ্মচর্য্যমেব ব্রতেন চরেয়ম্ ইতি হোবাচ।" তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন ঋষিগণ আমিত্বের ক্রমিক বিকাশের জন্য মানব জীবন চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমভাগে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরহিতসাধন সঙ্কল্প হইলে মানবের সর্ব্বপ্রথমেই স্বীয় শরীর, মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি ঐকান্তিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। দরিদ্র কুটীরেই হউক্ বা রাজপ্রাসাদেই হউক্, স্বীয় জ্ঞান ও কর্ম্মহেতু যে স্থলেই জন্মগ্রহণ কর, অবস্থানুসারে জগতের যেরূপ কার্য্যের ভারই, ক্ষুদ্রই হউক্ বা বৃহৎই হউক্, তোমার স্কন্ধে পতিত হউক্, তুমি সবল শরীর, দীর্ঘায়ু, সংযতমনা, ভগবদ্ভক্ত না হইলে কিছুতেই উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শরীর বলিষ্ঠ করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে পারিলে, মানসিকবৃত্তির উৎকর্ষসাধন করিতে পারিলে, প্রাণায়ামাদিদ্বারা জন্মজন্মার্জ্জিত পাপক্ষয় করিতে পারিলে এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি স্থাপন করিতে পারিলেই তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে, জীবন নিষ্ফল হইবে না, ভববারিধিবক্ষে জলবুদ্বুদের ন্যায় তোমার পুনঃ পুনঃ উদয় ও লয় হইতে হইবে না।

দুর্ব্বলকায় দুর্ব্বলচিত্ত কোন অবিশ্বাসী পুরুষ সংসারের কোন কাজ করিতেই সমর্থ হয় না, তাহার দ্বারা জগতে নিজের বা অন্যের কাহারও কোন মঙ্গলসাধিত হয় না। এইজন্যই আর্য্য-ঋষিগণ জীবনের প্রথম অংশেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন। আর্য্য-ঋষিগণ তাবৎ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত করিতেন। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চরম-অবস্থাই ব্রহ্মজ্ঞান। যে কিছু ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী তাহা অজ্ঞান বা অবিদ্যাবাচ্য। বস্তুতঃ সাধারণতঃ নানাবিধ ঐহিককার্য্যের সহিত যে আমরা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্রব নাই বলিয়া বোধ করি উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক মানবের জীবনের তাবৎ কার্য্যের সহিত তাহার নিজের এবং সমগ্র জগতের ইষ্টানিষ্টের ঘনিষ্টসম্বন্ধ রহিয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে আমাদের যে সমুদায় কার্য্যকলাপ অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহার সহিতও জগতের হিতাহিতের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে। কার্য্যের ফল অবশ্যম্ভাবী, ব্রহ্মের চিদাকাশে তোমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের কার্য্যকলাপ প্রতিবিম্বিত হইয়া পরিরক্ষিত হয় এবং তাহা বলিষ্ঠ

ও জীবন্ত এক মহতীশক্তিরূপে পরিণত হইয়া অদৃশ্যভাবে অদৃষ্টরূপে তোমার জীবন পরিচালিত করে। কেবল তোমার কার্য্য নহে, তোমার হৃদয়ের গুহ্য হইতে গুহ্যতম চিন্তাগুলিও অদৃষ্টরূপে পরিণত হইয়া তোমার জীবনের সুখ দুঃখের বিধান করিয়া থাকে; বিশ্বনাথের বিশ্বে কোন কার্য্যই ফলশূন্য হয় না। তোমার আহারবিহার বসনভূষণাদি, যাহার সহিত তুমি ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্রব আছে বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহ, বেশ চিন্তা করিয়া দেখ, উহার সকলের সহিতই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহার সকলের সহিতই আমিত্বের প্রসারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিশ্বের সহিত তোমার জীবন এতই সংসৃষ্ট যে তুমি কোনপ্রকারে নিজের অনিষ্ট করিলে তুমি বিশ্বেরও অনিষ্ট করিলে এবং বিশ্বের কাহারও অনিষ্ট করিলেই তোমার নিজের অনিষ্ট করিলে। আমি এই কার্য্য করিব ইহাতে যে ক্ষতি হয় আমারই হইবে তাহাতে অপরের কি এ কথা তোমার বলিবার অধিকার নাই কারণ তুমি সমাজের এক অঙ্গমাত্র, তোমার ক্ষতি হইলে সমাজের অন্যান্য লোকেরও ক্ষতি হইবে, সুতরাং সমাজ তোমাকে তোমার স্বীয় অনিষ্টসাধনের দ্বারা সমাজের অনিষ্টসাধন করিতে কেন দিবে? আর্য্যশাস্ত্রে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, বহুতরদেশে আত্মহত্যার চেষ্টা রাজদণ্ডের যোগ্য বলিয়া ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ইহার মূলতত্ত্ব অন্বেষণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে মনুষ্যজীবন পরস্পর সংসৃষ্ট বলিয়াই তোমাকে তোমার স্বীয় অহিতসাধন করিতে দিতেও সমাজ কুণ্ঠিত। তুমি অনিয়মিত মদ্যপান করিয়া কেবল যে নিজের সর্ব্বনাশ করিলে তাহা নহে, তোমার আত্মীয়বর্গের সর্ব্বনাশ করিলে, স্ত্রীপুত্রকন্যাকে নিঃস্বহায় অবস্থায় রাখিয়া গেলে, তাহারা সমাজের অন্যান্য লোকের গলগ্রহ হইল; তুমি সৎকার্য্যে নিরত থাকিলে তুমি দীর্ঘায়ু হইলে সমাজ তোমার দ্বারা কতশতপ্রকারে উপকৃত হইতে পারিত। কিন্তু তুমি নিজে নিজের অনিষ্ট করাতে সমাজেরও মহান্ অনিষ্ট হইল। এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যেই দৃষ্ট হইবে যে জগতের মঙ্গল এবং তোমার মঙ্গলে কোন বিরোধ নাই, দৃষ্ট হইবে যে যাহাতে তোমার মঙ্গল তাহাতেই সমাজের মঙ্গল, তাহাতেই তোমার আত্মার বিকাশ হইবে ও আমিত্বের প্রসার হইবে, তাহাতে তোমার ভেদজ্ঞান দূর হইবে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে। জগতের প্রায় তাবৎ কার্য্য ও জ্ঞান, হয় শ্রেয়ঃমুখী না হয় প্রেয়ঃমুখী। শ্রেয়ঃমুখী জ্ঞানও কার্য্যই যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ কার্য্য এবং প্রেয়ঃমুখী জ্ঞান ও কার্য্যই অজ্ঞান ও অকার্য্য। তাবৎ জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, এইজন্যই অভেদদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে হইত। যাহাদের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয় নাই, যাহাদের আমিত্বের প্রসার হয় নাই, যাহারা নিজেই অন্ধ তাহাদের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিতে ঋষিগণ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন।

ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষঃ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্য প্রোক্তে গতিরত্র নাস্ত্য
নীয়ান্ হ্যতর্কমনুপ্রমাণাৎ॥

কঠশ্রুতিঃ

কোন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের নিকট ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারীর সম্পূর্ণরূপে আচার্য্যের অধীন হইতে হইত।

আচার্য্যাধীন ভব। গোভিল

সর্ব্ববিষয়ে আচার্য্যের অধীন হও। যাহারা জীবনে কখনও কাহারও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া

চলে নাই, তাহারা কখনও উন্নতিসোপান আরোহণ করিতে পারে নাই। যে পর্য্যন্ত নিজের জ্ঞানের বিকাশ না হয়, যে পর্য্যন্ত নিজের সম্পূর্ণ হিতাহিত বোধ না হয়, যে পর্য্যন্ত নিজের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে গঠিত না হয়, সে পর্য্যন্ত আচার্য্যের অধীন না থাকিলে তুমি স্বেচ্ছাচার কীটদষ্ট হইয়া অসার জীবন লইয়া সংসারে পদার্পণ করিয়া সমগ্র জীবন নিরতিশয় দুঃখে যে অতিবাহিত করিবে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা কখন পদাতিকের ন্যায় বিনাতর্কে সেনাপতির আজ্ঞাপালন করিতে শিক্ষা করে নাই, তাহারা কখনও নেতৃত্বপদের পদপ্রাপ্তির আশা করিতে পারে না। কঠোর শাসনাধীনে থাকে বলিয়াই শাণিততরবারী এবং ভয়াবহ শতঘ্নীও যোদ্ধাদিগের হৃদয়ে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীতির সঞ্চার করিতে পারে না। শাসন ও নিয়মের মধ্যে থাকাতে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হয়, আমিত্বের ক্রমিক প্রসার হয়। এইজন্যই আর্য্য ঋষিরা ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে সুদৃঢ় শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সুদৃঢ় শাসনের ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আর্য্যাবর্ত্ত প্রাচীনকালে সর্ব্ববিষয়ে উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে পারিয়াছিল। ইদানীন্তন সেই কঠোর শাসন নাই বলিয়া আমরা জ্ঞানবিজ্ঞান-ভ্রষ্ট, অসংযতচরিত্র, দুর্ব্বলকায় এবং দুর্ব্বলচিত্ত হইয়া পরাধীন হইয়া রহিয়াছি। ইদানীন্তন ব্রহ্মচর্য্যা নাই বলিয়াই ভারতের এই দুর্দ্দশা।

আচার্য্যের প্রতি ব্রহ্মচারীর অত্যন্ত ভক্তিমান হইতে হইত। তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে প্রত্যহ অর্চ্চনা করিতে হইত। মনু বলিয়াছেন,—

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা-মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ। মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতাস্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ ॥

আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি; পিতা প্রজাপতির মূর্ত্তি; গর্ভধারিণী মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং সহোদর ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ। নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষ্যমাণো গুরোর্মুখম্ ॥ মনু

শরীর বাক্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় ও মনসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত রাখিয়া দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে।

নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচার সুসংযতঃ। যাস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ ॥ মনু

উত্তরীয় হইতে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া শোভনাচার ও বস্ত্রাবৃত দেহ হইয়া গুরু উপবেশন করিতে বলিলে তাঁহার অভিমুখে উপবেশন করিবে।

হীনান্ন বস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সম্বিশেৎ ॥ মনু

গুরুসন্নিধানে সর্ব্বদা গুরু অপেক্ষাহীনান্ন বস্ত্রবেশ হইতে হইবে, গুরু যখন উঠিবেন তাহার অগ্রে উত্থান ও গুরু যখন শয়ন করিবেন তাহার পরে শয়ন করিতে হইবে।

প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ। নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ ॥

শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া ভোজন করিতে করিতে কিম্বা দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া অথচ অন্যদিকে মুখ করিয়া গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ করিবে না, কিম্বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে না।

আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ। প্রত্যুদ্গম্য ত্বা ব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥ মনু

গুরু আসীন হইয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য উত্থিত হইয়া এবং গুরু উত্থিত হইয়া আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাঁহার অভিমুখে গমন করিয়াও গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার প্রত্যুদ্গমন করিয়াও গুরু গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে শিষ্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিবে।

পরাঙ্মুখস্যাভিমুখো দূরস্থস্যৈত্য চান্তিকম্। প্রণম্য তু শয়ানস্য নিদেশো চৈব তিষ্ঠতঃ॥ মনু

গুরু অন্যমুখ হইয়া থাকিলে শিষ্য তাঁহার সম্মুখীন হইবে, গুরু দূরস্থ থাকিলে শিষ্য তাঁহার নিকটস্থ হইয়া, গুরু শয়ান অথবা নিকট অবস্থান করিলে অবনত মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিগ্রহণ করিবে।

নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ। গুরোস্তু চক্ষুর্ব্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥ মনু

গুরুর নিকটে গুরুর আসন ও শয্যা অপেক্ষা শিষ্যের শয্যা আসন নিম্নে হওয়া উচিৎ, গুরু দেখিতে পান এমন স্থানে শিষ্যের যথেচ্ছা আসন হওয়া উচিত নহে।

মনুসংহিতা ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে গুরুর প্রতি ভক্তিমান হইবার জন্য ব্রহ্মচারীকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করা হইয়াছে। কালবিশেষে বা দেশবিশেষে ভক্তিপ্রদর্শনের উপায় বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু গুরুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি দেখান যে কর্ত্তব্য তাহাতে কোন মতভেদ নাই।

ব্রহ্মচারীর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য করিতে হইবে এবং সায়ংকালেও পুনর্ব্বার ঐরূপ করিতে হইবে।

গুরুসন্নিধানে বাস করিয়া ব্রহ্মচারীরা নানাবিধ হিতকর নিয়মপালন করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের আত্মার উৎকর্ষসাধন করিতেন। ইন্দ্রিয়সংযমসম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর পক্ষে অনেক কঠোর নিয়ম ছিল।

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রীয়ঃ। শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥ মনু।

ব্রহ্মচারী মধুমাংস গন্ধদ্রব্য মাল্য রস ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে, যে সমুদায় দ্রব্য মধুর হইয়াও কালবশে অম্ল হয় তাহা পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী প্রাণীহিংসা করিবে না।

অভ্যঙ্গমঞ্জনং চাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণম্। কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥ দ্যুতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথা নৃতম্। স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥ একঃ শায়ীত সর্ব্বত্র ন রেতং স্কন্দয়েৎ কচিৎ। কামাদ্ধিস্কন্দয়রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ স্বপ্নে সিক্তাঃ ব্রহ্মচারী দ্বিজাঃ শুক্রমকামতঃ। স্নাত্বার্কমর্চ্চয়িত্বা ত্রিপুনর্ম্মামিত্যৃচং জপেৎ॥ মনু

তৈলমর্দ্দন অঞ্জনদ্বারা চক্ষুরঞ্জন পাদুকা বা ছত্রধারণ নৃত্যগীতবাদন কাম ক্রোধ লোভ অক্ষক্রীড়া বৃথা কলহ পরনিন্দা মিথ্যাকথন, স্ত্রীলোকের প্রতি দোষজনক কটাক্ষ বা তাহাদের আলিঙ্গন ব্রহ্মচারী এ সকল পরিত্যাগ করিবে।

ব্রহ্মচারী একাকী শয়ন করিবেন এবং কখনও হস্তাদিদ্বারা রেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে ব্রহ্মচারীর ব্রত একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। যদি অকামবশতঃ স্বপ্নে রেতঃস্খলন হয় তাহাহইলে স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবে এবং আমার বীর্য্য পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করুক্ ইত্যাদি বেদমন্ত্র জপ করিবেন।

ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই মানব এই জীবনেই দেবত্ব অনুভব করিতে পারে ইহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য ঋষিগণ যে কতশত উপদেশ দিয়াছেন তাহার গীতাদি তাবৎ শাস্ত্র পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। ঋষিগণ জানিতেন যে মানব যেরূপ আপনাকে দেবত্বে পরিণত করিতে পারে সেইরূপ পশুত্বেও পরিণত করিতে পারে, তাঁহারা জানিতেন যে অতি চরিত্রবান্ লোকেরও সহসা পদস্খলন হয়, তাঁহারা জানিতেন যে কামই মানবের ঘোর শত্রু। এইজন্য তাঁহারা নির্জ্জনে অতি ঘনিষ্টসম্বন্ধীয় স্ত্রীলোকের সহিতও ব্রহ্মচারীকে একত্রে বাস করিতে নিষেধ করিতেন। কারণ—বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি অর্থাৎ বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

কামোপভোগের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে যে কতশত উপদেশ আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ ইন্দ্রিয়ানাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্। সংনিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি॥ মনুতেও যেরূপ এইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রেই কামোপভোগের বিরুদ্ধে ঋষিবর্গ খড়্গাহস্ত ছিলেন। কেবল বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে অপত্যোৎপাদনার্থ ঋতুকালে স্বীয় ভার্য্যাভিগমন ঋষিগণ অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তদতিরিক্ত স্থলে কামোপভোগ নিতান্তই গর্হিত বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুক্র পরিরক্ষণ করিতে না পারিলে মানবের মানবত্ব থাকে না, এই শুক্রক্ষয় হইতেই মানবের নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক ক্লেশ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই শুক্রক্ষয়ই ভারতবাসীদিগের এত দুর্গতির কারণ। প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই এ বিষয় প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করিয়া উহার প্রতীকারের চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। আমাদের সন্তানসন্ততিগণ অতি অল্পবয়সেই শুক্রক্ষয়ে দুর্ব্বলমনা দুর্ব্বলশরীর হইয়া পড়িতেছে, বিংশতিবৎসর না হইতে হইতেই মস্তিষ্কের পীড়া হইতেছে, চক্ষুরোগ উপস্থিত হইতেছে, যৌবন শেষ হইতে না হইতেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছে। হে ভারতবাসি! যদি আর্য্যবংশ রক্ষা করিতে চাহ, তাহাহইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদিগকে শুক্রক্ষয়রূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিতে কটিবদ্ধ হও, উহা না হইলে বিএ, এমএ পাশ করাইলে কিছুই হইবে না। ব্রহ্মচারীর উচ্চ আদর্শ প্রত্যেক বালকের হৃদয়ে অঙ্কিত কর, গৃহে গৃহে ব্রহ্মচারীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত ব্রহ্মচারীমূর্ত্তি পূজা কর। বৈদিক ঋষিগণ যে পবিত্র মূর্ত্তি পূজা করিতে কুণ্ঠিত হন্ নাই, সেই মূর্ত্তি তুমি তুচ্ছ করিও না। বাহিরে না কর, প্রত্যহ হৃদয়ে প্রেয়মূর্ত্তি শ্বেতাঙ্গদিগের উপাসনা করিয়া থাক, ঐ মূর্ত্তি হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত কর। সমগ্র জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করাইতে পার, অর্থাৎ যদি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী না করাইতে পার, তাহাহইলে অন্ততঃ চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমপর্য্যন্ত সন্তানদিগকে ব্রহ্মচারী ব্রতে রাখ। বীজ বপন না করিয়া কে কখন ফলভোগ করিয়াছে? কণ্টকবৃক্ষ রোপণ করিয়া

কে কখন অমৃতফল প্রাপ্ত হইয়াছে। সন্তান-দিগকে কু-শিক্ষা, কু-আদর্শের মধ্যে অবস্থিত রাখিয়া কিরূপে তাহাদিগকে ধর্ম্মনিরত দেখিতে আশা কর? যদি ভারতবর্ষের যথার্থ মঙ্গল চাও, ব্রহ্মচর্য্য বিধান প্রচলিত কর। ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির বিকাশ হইবে। ইহা মুখের কথা নয়, বিশ্বাস কর, ইহা প্রত্যক্ষ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেখ, তোমার শক্তির বিকাশ হয় কি না হয়। যদি না হয়, তবে উহা পরিত্যাগ করিও। কিন্তু প্রত্যক্ষ না করিয়া উহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিও না। প্রজাপতি সন্নিধানে যখন দেবতা মনুষ্য ও অসুর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন তিনি তিনটি "দ" দ্বারা ব্রহ্মচারীর, কেবল ব্রহ্মচারীর কেন, মানবমাত্রেরই, জীবনের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ত্রয়োঃ প্রাজাপত্যাঃ প্রজাপতৌ পিতরি ব্রহ্মচর্য্যমুষুর্দেবা মনুষ্যা অসুরা উষিত্বা ব্রহ্মচর্য্যং দেবা উচু ব্রবীতু নো ভবানিতি, তেভ্যো হৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা, ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দাম্যতেতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি ॥

অথ হৈনং মনুষ্যা উচু ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্টা ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দত্তেতি ন আত্মেত্যোমিতি ব্যজাসিষ্টেতি ॥

অথ হৈন মসুরা উচু ব্রবীতু নো ভবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি ব্যজাসিষ্মেতি হোচুর্দয়ধ্বমিতি ন আত্মেত্যোমিতি হোবাচ ব্যজাসিষ্টেতি ॥ বৃহদারণ্যকশ্রুতি।

অর্থাৎ দেব, মনুষ্য ও অসুর, প্রজাপতির এই তিন পুত্র প্রজাপতিসন্নিধানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি দেবতাদিগকে "দ" অক্ষর বলিয়া উপদেশ দিলেন, ঐরূপ মনুষ্য ও অসুরদিগকেও "দ" অক্ষরদ্বারা উপদেশ দিলেন। উহাদ্বারা তিনি তাহাদিগকে দাম্যত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সংযম কর, দত্ত অর্থাৎ দান কর এবং দয়ধ্বম অর্থাৎ দয়া কর এই উপদেশ দিলেন।

গীতাতেও ঐ উপদেশ আছে,

ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামং ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিনটী নরকের দ্বার তজ্জন্য এই তিনটি পরিত্যাগ করিবে। ইন্দ্রিয়সংযম কর, লোভ পরিত্যাগ কর এবং সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন কর, এই ব্রহ্মচারী জীবনের মূলমন্ত্র। যাহাদের এই তিনটি আয়ত্ত হইয়াছে, তাহারা মর্ত্ত্যভূমে দেবতুল্য। তাহাদের আমিত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্বভূতে আত্মার দর্শন হইয়াছে, তাহাদের আর জন্মমরণের অধীন হইতে হইবে না। হে ভারতবাসি! তোমরা স্বীয় গৃহে যেরূপ শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক, সেইরূপ ব্রহ্মচারীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কর। দেখিবে তোমার ক্ষুদ্রত্ব দূর হইয়া যাইবে, দেখিতে পারিবে যে যাহারা তোমাদিগকে জঘন্য বলিয়া পদদলিত করিতেছে, তাহারাও তোমাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া তোমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী হইবে। আর সময় নাই,

প্রত্যহ ব্রহ্মচারীর পূজা কর, প্রত্যহ ব্রহ্মচারীর গুণ কীর্ত্তন কর। আজও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র কুমারী পূজা হইয়া থাকে, তবে ব্রহ্মচারীর পূজা কেন হইবে না? ঋষিগণ ব্রহ্মচারীর পূজা করিতেন, তোমাদের লজ্জা কি? যদি নিজে ব্রহ্মচারী নাও হইতে পার, কিন্তু অন্ততঃ তাঁহার আদর্শমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিতে পার, তাহা হইলেও তোমার আমিত্বের প্রসার হইবে।

বেদ, উপনিষৎ, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই ব্রহ্মচারীর জীবনের নিয়ম নিবদ্ধ রহিয়াছে, উহা সমুদায় উদ্ধার করিতে গেলে প্রবন্ধের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া যায়, এজন্য ভক্তি ও যোগগ্রন্থ ভাগবতে ব্রহ্মচর্য্যের যে নিয়ম সংক্ষেপে নিবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:—

ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্ দান্তো গুরোর্হিতম্। আচরণ দাসবন্নীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ॥ সায়ং প্রাতরুপাসীতগুর্ব্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্। সন্ধ্যে উভে চ যতবাগ জপন্ ব্রহ্মসনাতনম্॥ ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহূতশ্চেৎ সুমন্ত্রিতঃ। উপক্রমেঽবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ॥ মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলূন্। বিভৃয়াদুপবীতঞ্চ দর্ভপাণির্যথোদিতম্॥ সায়ং প্রাতশ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ। ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ কচিৎ॥ সুশীলো মিতভুগ্দক্ষঃ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ। যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জ্জিতেষু চ॥ বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্ম্মনঃ॥ কেশপ্রসাধনোন্মর্দ্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্। গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা॥ নন্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্। সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ॥ কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ। দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেৎ ততোহস্য বিপর্য্যয়ঃ॥

নারদ কহিলেন, ব্রহ্মচারী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুকুলে বাস করত, গুরুতে সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ স্থাপনপূর্ব্বক নীচ দাসের ন্যায় গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে; গুরু, অগ্নি, সূর্য্য ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবে এবং গায়ত্রী জপ ও ত্রিকালে সন্ধ্যা করিবে। এবং সায়ংপ্রাতঃ উভয় সন্ধ্যাকালেই মৌনী হইয়া থাকিবে। গুরু যখন আহ্বান করিবেন, তখন মন ও দেহ উত্তমরূপে স্থির করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে। অধ্যয়নের আরম্ভে ও অবসানে মস্তকদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক গুরুচরণে প্রণাম করিতে হইবে। মেখলা, অজিন, বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু ও উপবীত ধারণ করা কর্ত্তব্য; এবং কুশহস্ত হইয়া থাকিবে। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালব্ধ বস্তু গুরুকে নিবেদন করিবে; পরে গুরুর নিকট অনুজ্ঞা পাইলে আপনি ভোজন করিবে; নচেৎ উপবাস করিয়া দিনপাত করা উচিত। ব্রহ্মচারী সুশীল, মিতভোজী, কার্য্যদক্ষ, শ্রদ্ধাশীল হইবে এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্ত্রীদিগের এবং স্ত্রীজিত ব্যক্তিগণের সহিত আপনার প্রয়োজনমত ব্যবহার করিবে। গৃহস্থ ব্যতীত ব্রহ্মচারীমাত্রেই নারীঘটিত কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিবে; কেননা প্রবল ইন্দ্র

সকল যতিরও মন হরণ করে। যুবা শিষ্য,—যুবতী গুরুপত্নীদ্বারা আপনার কেশপ্রসাধন, গাত্রমর্দ্দন, স্নপন ও অভ্যঞ্জনাদিকার্য্য করাইবে না। কারণ প্রমদা অগ্নিতুল্য, পুরুষ ঘৃতকুম্ভসদৃশ; নির্জ্জনে কন্যার সহিতও অবস্থিতি নিষিদ্ধ। অন্য সময়ে (কেশপ্রসাধনাদি ব্যতিরিক্ত সময়ে) প্রয়োজনমত ত্বদীয় কার্য্য করিবে। যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার-দ্বারা দেহাদিকে আভাসমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব স্বতন্ত্র হইতেছেন, ততদিন ভেদজ্ঞান থাকিবে। ভেদজ্ঞান হইতেই বিপর্য্যয়, ভোক্তা ও ভোগ্য এই ভেদজ্ঞান থাকেত, স্ত্রীসঙ্গ পরিহার কর্ত্তব্য।

হে ভারতবাসি! ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া হৃদয়ের তৃণাবর্ত্ত নাশ কর, প্রাণায়ামাদিদ্বারা জন্মজন্মার্জ্জিত অঘ ধ্বংস কর, কপটরূপ বকপুতনাদির বধসাধন কর, বংশীধারীর প্রণবরূপ বেণুবাদন শ্রবণে কর্ণ পবিত্র কর, ভগবানের নির্ম্মল উপাসনারূপ কালিন্দীবারিদ্বারা ভারতের পাপরাশি বিধৌত কর, তবেই ভারতের মঙ্গল।

ধর্ম্মে ভণ্ডাম পরিত্যাগ কর।

নাদৃষ্টং দ্রষ্টতো ব্রুবীতি, নাশ্রুতং শ্রুততঃ ন মনুষশ্য স্তুতিং প্রযুঞ্জীত।

গোভিল।

যাহা দেখ নাই, তাহা দেখার ন্যায় প্রতিপন্ন করিও না, যাহা শুন নাই, তাহা শুনার ন্যায় প্রতিপন্ন করিও না, কখন মনুষ্যের চাটুকারিতা করিও না।

সত্যং বদ, ধর্ম্মঞ্চর, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব। তৈত্তিরীয়শ্রুতি।

সত্য বল, ধর্ম্ম আচরণ কর, পিতা, মাতা, আচার্য্য, অতিথিকে দেবতার ন্যায় সেবা কর। দেখিবে ভারতের দুর্গতি দূরে যাইবে।

ভারতে একতা সংস্থাপন কর। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া একতা সংস্থাপন কর, ঐ দেখ তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন,—

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমিবঃ। অন্যো অন্যমভিহর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥ অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ। জায়াপত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবান্॥ মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসাবমুনস্বসা। সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচমবদত্তভদ্রয়া॥ অথর্ব্ববেদ।

আমি তোমাদিগকে বিদ্বেষশূন্য এবং ঐকান্তিক একতাপ্রদান করিতেছি, গাভী যেরূপ বৎস জন্মগ্রহণ করিলে হৃষ্ট হয়, তোমরাও সেইরূপ পরস্পরকে দেখিয়া হৃষ্ট হও। পুত্র পিতামাতার আজ্ঞাকারী হউক, পত্নী পতির সহিত শান্তিতে বাস করিয়া তাহাকে মধুময়বাক্য বলুক। ভ্রাতা যেন ভ্রাতাকে কিম্বা ভগিনী যেন ভগিনীকে ঘৃণা করে না, তাহারা সর্ব্ববিষয়ে ঐক্যসংস্থাপন করিয়া যেন পরস্পরের প্রতি সদয় ব্যবহার করে।

ঐ শুন আর্য্য-ঋষি কি বলিতেছেন;—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাং। দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥ সমানীব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

ঋগ্বেদ।

তোমরা মিলিত হও, তোমরা ঐক্যভাবে প্রস্তাব কর, তোমরা পরস্পরের মনের ভাব অবগত হও। দেবতারা যেরূপ একমত হইয়া হবিগ্রহণ করিতেন, তোমরাও তদ্রূপ একমত হও। তোমাদের সঙ্কল্প এক হউক্, হৃদয় এক হউক্, মন এক হউক্, যাহাতে তোমরা সুন্দররূপে সম্মিলিত হইতে পার। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

হস্তামলক।

"শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ"—সেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য দেশভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ঐকটী শিশু তাঁহার সম্মুখাসীন হইলেন। শঙ্কর তাহাকে বলিলেন,—

কস্ত্বং শিশো কস্য কুতোসি গন্তা কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি। এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং, মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥

অনুবাদ। হে শিশু! তুমি কে? কাহার (পুত্র)? তোমার নাম কি? কোথায় যাইতেছ? কোথা হইতে আসিতেছ? এই সকল আমার নিকট বলিলে আমি প্রীত হইব। তুমি আমার সেই প্রীতির বর্দ্ধক হও ॥ ১ ॥

বালক বলিল,—

নাহং মনুষ্যো নচ দেবযক্ষো ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ। ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ। আমি মনুষ্য নই, দেবতা বা যক্ষ নই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিম্বা শূদ্র নই। ব্রহ্মচারী নই, গৃহী নই, বানপ্রস্থ নই এবং ভিক্ষুক নই। আমি আত্মজ্ঞানস্বরূপ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য—বালক "কস্ত্বং"—এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রশ্নান্তরের উত্তর ঈঙ্গিতে দেওয়া হইয়াছে। বালকের ভাব—এই শরীর আমি নই। অতএব আমি মনুষ্যাদির মধ্যে নই, ব্রাহ্মণাদিজাত্যভিমানও আমার নাই, কারণ উহা কর্ম্মলব্ধ শরীরের ধর্ম্ম। আমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, আমি কোন আশ্রমী নই, যাতায়াত প্রভৃতি শরীরের ব্যাপার আমি যখন জ্ঞানময় আত্মা, তখন আমার সম্বন্ধে ঐ সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না।

নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ। রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথা যঃ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ মনপ্রভৃতি ও চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণে কার্য্যে। ২। নিরস্তাখিলোপাধিঃ—নিরস্ত হইয়াছে অখিল উপাধি (বিশেষণ) যাহার অর্থাৎ যিনি কোন বিশেষণে বিশেষিত নন। ৩। আকাশকল্পঃ—আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত বা নির্ম্মল। ৪। লোকচেষ্টানিমিত্তং—লৌকিক কার্য্যের হেতু। ৫। নিত্যোপলব্ধিস্বরূপঃ—নিত্য (প্রতিক্ষণ) উপলব্ধি (জ্ঞান) যাহার। তাদৃশ স্বরূপ যাহার। আমি যতক্ষণ আমার জ্ঞান ততক্ষণ, অতএব আমি আমাকে সর্ব্বদাই জানিতেছি। অথবা নিত্যজ্ঞানময়।

অনুবাদ। সূর্য্য যেরূপ লৌকিক কার্য্যের নিমিত্ত, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়কার্য্য দর্শনাদি

ব্যাপারের প্রবৃত্তির নিমিত্ত, বস্তুত যিনি সর্ব্ব উপাধিবর্জ্জিত' আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত নিত্য অনুভূয়মান সেই আত্মাই আমি ॥ ৩ ॥

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি। প্রবর্ত্তন্তে আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥

অন্বয়। অবোধাত্মকানি মনশ্চক্ষুরাদীনি অগ্ন্যুষ্ণবৎ নিজবোধস্বরূপং নিষ্কম্পমেকং যং আশ্রিত্য প্রবর্ত্তন্তে, অহং নিত্যবোধস্বরূপঃ স আত্মা।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অবোধাত্মকানি—চৈতন্য হীন অর্থাৎ জড়। ২। প্রবর্ত্তন্তে—আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ৩। নিষ্কম্প—নির্ব্বিকার। ৪। এক অদ্বিতীয় অথবা পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি সমস্ত দেহে সমান।

অনুবাদ। যেমন অগ্নি উষ্ণময়, তেমনি আত্মা নিত্য চৈতন্যময়। মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ চৈতন্যহীন (জড়) সেই অচেতন মন ও চক্ষু আদি সচেতন আত্মাকে আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অথচ আত্মা নির্ব্বিকার ও প্রতি প্রাণীতে সমান। আমি নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মা ॥ ৪ ॥

মুখাবভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুখত্বাৎ পৃথক্‌ত্বেনৈবাস্তি বস্তু। চিদাবভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ সনিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৫॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মুখাবভাসকঃ—মুখের প্রতিবিম্ব। ২। দর্পণে—আদর্শ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থে। ৩। চিদাবভাসকঃ—চিৎ-পরমাত্মা। তাঁহার আভাসক প্রতিবিম্ব। ৪। ধীষু—অন্তঃকরণে। ৫। জীবঃ—জীবাত্মা। ৬। তদ্বৎ—সেইরূপ।

অনুবাদ। দর্পণ প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব (বিম্বভূত) মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নয়। সেইরূপ জীবাত্মা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত পরমাত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, পৃথক্ বস্তু নয়। আমি নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মা ॥ ৫ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্। তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ স নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা ॥৬॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। আভাসহানৌ—প্রতিবিম্বের অভাব। ২। কল্পনাহীনং—প্রতিবিম্বশূন্য। ৩। ধীবিয়োগে—অন্তঃকরণের অভাবে। ৪। নিরাভাসক—প্রতিবিম্ব শূন্য।

অনুবাদ। যেমন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়। তখন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ থাকে, সেইরূপ যিনি অন্তঃকরণের বিয়োগে প্রতিবিম্বশূন্য (অর্থাৎ জীব এই উপাধিশূন্য) হন আমিই সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা।

মনশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ। মনশ্চক্ষুরাদেরগম্য স্বরূপঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৭ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মনশ্চক্ষুরাদেঃ—আদিপদে শরীরেরও পরিগ্রহ করিতে হইবে। ২। বিমুক্তঃ—পৃথগ্‌ভূত। ৩। মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ—অর্থাৎ মন, চক্ষু প্রভৃতি বাহ্যবস্তুর প্রকাশক আত্মা আমার সেই মন ও চক্ষু প্রভৃতির প্রকাশক। আত্মার অধিষ্ঠান ব্যতীত মন মনন করিতে পারে না, চক্ষু প্রভৃতি স্বকার্য্য-

সাধন করিতে পারে না। ৪। অগম্যস্বরূপঃ—অগম্য (দুর্ব্বোধ) স্বরূপ (স্বভাব) যাহার অগোচর ইতি যাবৎ।

অনুবাদ। যিনি স্বয়ং মন ও চক্ষু প্রভৃতি এবং শরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত। যিনি মনের মন, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি এবং যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতির অগোচর, নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি ॥ ৭ ॥

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু। শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। স্বতঃ—স্বভাবতঃ—আপনিই। ২। শুদ্ধচেতাঃ—নির্ম্মলচিত্তে প্রকাশমান। ৩। প্রকাশস্বরূপঃ—প্রকাশই যাহার স্বরূপ (স্বভাব)। ৪। শরাবোদকস্থোঃ—শরাব উদকে স্থিত (প্রতিবিম্বিত)। ৫। বুদ্ধি—অন্তঃকরণ।

অনুবাদ। যিনি এক (অর্থাৎ যাহার সদৃশ বস্তু নাই।) প্রকাশস্বরূপ হইলেও শুদ্ধচিত্তে স্বতঃ যাহার প্রকাশ। যেমন শরাবপ্রভৃতি বিবিধ পাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্য এক হইলেও (পাত্রভেদে) ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ যে আত্মা এক হইলেও নানা অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হওয়ায় নানা বলিয়া বোধহয়, সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য। তুমি আমি সব এক। তুমি যে ভেদ দেখিতেছ, তাহা শরীরের জন্য।

যথানেকচক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ন ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যং। অনেকাধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৯॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। প্রকাশঃ—প্রকাশ করে যে। প্রকাশক। ২। প্রকাশ্যঃ—যাহা প্রকাশিত হয়। ৩। প্রবোধঃ—আত্মা।

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া অনেক চক্ষুর প্রকাশ্য বিষয় যুগপৎ প্রকাশ করেন, ক্রমে নয়। সেইরূপ এক প্রবোধ (আত্মা) অনেক অন্তঃকরণ। (অর্থাৎ যিনি এক হইয়া অনেক অন্তঃকরণের বিষয়কে এককালে প্রকাশ করেন, ক্রমে নয়, সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি ॥৯॥

বিবস্বৎ প্রভাতং যথারূপমক্ষং প্রগৃহ্নাতি নাভাতমেব বিবস্বান্। তথাভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥১০॥

বিষমপদব্যাখ্যা।—প্রকাশিতং সূর্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২। অক্ষ—ইন্দ্রিয় এখানে চক্ষু। ৩। নাভাতং—নপ্রকাশিতং। ৪। বিবস্বান্—সূর্য্য। ৫। আভাসয়তি—প্রকাশ করে।

অনুবাদ। চক্ষু সূর্য্য (কিরণে) প্রকাশিতরূপ গ্রহণ করে, অপ্রকাশিতরূপ গ্রহণ করিতে পারে না। সেইরূপ এক সূর্য্য যাহার কিরণে প্রকাশিত হইয়া চক্ষু প্রকাশ করে (অর্থাৎ সূর্য্যের অধিষ্ঠাতা) নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি ॥ ১০ ॥

যথা সূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চলাসু স্থিরাস্বপ্যনন্বগ্বিভাব্যস্বরূপঃ। চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেব এবং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। অপ্সু—জলে। ২। স্থিরাসু—অচলে ৩। অনন্বগবিভাব্য

স্বরূপঃ—অপৃথগ্‌ভাবে বিভাব্য স্বরূপ যাহার অর্থাৎ একরূপ।

অনুবাদ। যেমন সূর্য্য এক হইয়া চল জলে অনেক এবং অচল জলে একরূপ বোধহয়। সেইরূপ যিনি স্বরূপতঃ এক হইয়া চঞ্চল নানা বুদ্ধিতে নানাপ্রকার প্রতিভাত হন। নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি॥ ১১॥

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা নিষ্প্রভং মন্যতে চাতি মূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥ ১২॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। ঘনচ্ছন্নদৃষ্টিঃ—ঘনে (মেঘে) ছন্না (ঢাকা) দৃষ্টি যাহার। ২। অর্ক—সূর্য্য। ৩। নিষ্প্রভং—প্রভাশূন্য অপ্রকাশস্বরূপ। ৪। বদ্ধবৎ—বদ্ধের ন্যায়। অপ্রকাশস্বরূপের ন্যায় ইত্যর্থ। ৫। মূঢ়দৃষ্টেঃ—মূঢ়দৃষ্টি (জ্ঞান) যাহার। যাহার জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত।

অনুবাদ। যেমন অতিমূঢ় ব্যক্তি নয়নমেঘে আবৃত হইলে সূর্য্যকে মেঘাবরণে অপ্রকাশস্বরূপ বিবেচনা করে, সেইরূপ অজ্ঞানে জ্ঞান আবৃত হইলে অতিমূঢ় স্বপ্রকাশস্বরূপ যে চৈতন্যকে অপ্রকাশস্বরূপের ন্যায় বিবেচনা করে, সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মাই আমি॥ ১২॥

সমস্তেষু বস্তুষ্বনুস্যূতমেকং সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি। বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা॥ ১৩॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অনুস্যূতং—অনুগত। ২। বিয়দ্বৎ—আকাশের ন্যায়। ৩। শুদ্ধ নির্লিপ্ত—বস্তুগত দোষশূন্য। ৪। অচ্ছস্বরূপং—নির্ম্মল স্বভাব। মূর্ত্তিরূপ অস্বচ্ছতাশূন্য ইত্যর্থ।

অনুবাদ। যিনি সমস্ত (নানা) বস্তুতে অন্তর্যামীরূপে অনুগত অথচ এক। সমস্ত বস্তু যাঁহাকে স্পৃষ্ট (লিপ্ত) করিতে পারে না এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত হইলেও যিনি শুদ্ধ (রাগাদিদোষশূন্য) এবং অমূর্ত্তস্বভাব, নিত্যজ্ঞানময় সেই আত্মাই আমি॥ ১৩॥

উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেষু। যথা চন্দ্রকানাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তথাপীহ বিষ্ণোঃ॥ ১৪॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। উপাধৌ—আগন্তুক নিমিত্ত। ২। ভেদতা—ভিন্ন বর্ণতা। ৩। সন্মণীনাং—নির্ম্মল স্ফটিকাদি মণির।

অনুবাদ। (জপাপুষ্পাদি) উপাধির সন্নিকটে অতি নির্ম্মল (স্ফটিকাদি) মণির ভেদ (বর্ণভেদ) হয় এবং যেমন চঞ্চল জলে এক চন্দ্র নানা হয়, সেইরূপ হে বিষ্ণো! নানা অন্তঃকরণে সংসর্গে তোমার ভেদও নানাত্ব॥ ১৪॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

আত্মনাত্মবিবেকঃ।

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাৎ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ।
আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ॥

বিবেকি লোকের ইন্দ্রিয়গোচর সমুদায় দৃশ্যপদার্থ অনাত্মা এবং সর্ব্বসাক্ষী ব্রহ্ম তিনিই আত্মা। এই আত্মনাত্মবিবেক কোটি কোটি গ্রন্থদ্বারা কথিত হইতেছে।

আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং?

আত্মার কি নিমিত্ত দুঃখ হয়?

শরীর পরিগ্রহনিমিত্তং।

শরীর পরিগ্রহনিমিত্ত।

নহি বৈ স শরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। (১)

শরীরের সহিত আত্মার প্রিয় ও অপ্রিয় দ্রব্যের নাশ হয় না।

শরীর পরিগ্রহঃ কেন ভবতি ?

শীরর গ্রহণ কেন হয় ?

কর্ম্মণা। (২)

কর্ম্মদ্বারা।

কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ ?

যদি বল কর্ম্ম কেন হয় ?

রাগাদিভ্যঃ।

রাগাদি হইতে হয়।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ।

যদি বল রাগাদি কেন হয় ?

অভিমানাৎ।

অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতি চেৎ।

যদি বল অভিমান কেন হয় ?

অবিবেকাৎ।

অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ।

যদি বল অবিবেক কি কারণে হয় ?

অজ্ঞানাৎ।

অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ।

যদি বল অজ্ঞান কেন হয় ?

ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং।

কাহা হইতেও হয় না। অজ্ঞান অনাদি ও অনির্ব্বচনীয়।

অজ্ঞানাদবিবেকো জায়তে।

অজ্ঞান হইতে অবিবেক জন্মে।

অবিবেকাদভিমানো জায়তে।

অবিবেক হইতে অভিমান জন্মে।

অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে।

অভিমান হইতে রাগাদি জন্মে।

রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। (৩)

রাগাদি হইতে কর্ম্ম সকল জন্মে।

কর্ম্মেভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। (৪)

কর্ম্ম সকল হইতে শরীর গ্রহণ হয়।

শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে। (৫)

---

(১) ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮ প্রপাঠকে ১২ খণ্ডে ১।

(২) কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দ্দানৈরতির্ন কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ১৩ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে ৬৭শ্লোক।

গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে কহিয়াছিলেন স্বকর্ম্মবশতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, মঙ্গলাচরণ ও দানদ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে রতি হউক্।

(৩) তজ্জন্য পরাশর মুনি কহিয়াছেন।
যদ্ যদ্ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তুমৈত্রেয় জায়তে।
তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি॥
সাংখ্যদর্শনে ৬ অধ্যায়ে ৮ সূত্রে ভাষ্যধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনং।

হে মৈত্রেয়! লোকের যে যে প্রীতিকর বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই দুঃখবৃক্ষের বীজস্বরূপ হইয়া থাকে (তজ্জন্য কোন দ্রব্যে মমতা করা কর্ত্তব্য নহে।

(৪) কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে॥
শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক।

কর্ম্মদ্বারা জন্তু জন্মগ্রহণ করে ও কর্ম্মদ্বারা লয়প্রাপ্ত হয়। সুখ, দুঃখ, ভয় ও কুশল কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২০৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোক।

(৫) প্রণীতং কর্ম্মণামার্গং নীয়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
প্রাপ্নোত্যয়ং কর্ম্মফলং প্রবৃত্তং ধর্ম্মমাত্মবিৎ॥
জীব স্বকৃত কর্ম্ম কর্তৃক নীয়মান হইয়া পুনঃ পুনঃ

শরীর গ্রহণ করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়।

দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ?

দুঃখের নিবৃত্তি কখন হয়?

সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। (৬)

সর্ব্বতোভাবে শরীরগ্রহণ নাশ হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং?

"সর্ব্বাত্ম" শব্দ প্রয়োগ কেন?

সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপদ্যমানত্বাৎ বাসনাস্থিতং ভবতি। (১)

শরীর ধারণ করিয়া থাকে ও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ জন্য প্রবৃত্তি প্রধান পুণ্য ও পাপের ফলপ্রাপ্ত হয়।

(৬) আমরা যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করি সেই ধ্যেয় বস্তু প্রাপ্ত হই। যথা—

"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তথৈবেতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥"

পঞ্চদশী ধ্যানদীপে—১৩৭ শ্লোকে।

এই কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ৮ম অ, ৬ শ্লোকে।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে সেই চিন্তা ন্যস্ত করিলে তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন যথা—

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্য সংশয়ম্॥

অন্যত্র উদ্ধবকে ঐ ঐ ৭ শ্লোকে।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ১৪ অ, ২৭ শ্লোকে।

বিষয় চিন্তা করিলে চিত্তবিষয়ে মগ্ন হয় ও চিত্ত আমাতে ন্যস্ত করিলে আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয় (সুতরাং আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ও তজ্জন্য দুঃখভোগও করিতে হয় না)।

(১) জাগরণ ও পুনর্জ্জন্মে ইহাই প্রভেদমাত্র। স্বপ্নের পর জাগরণে দেহীর পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ হয় কিন্তু মৃত্যুর পর জন্ম হইলে পূর্ব্বের ভাব মনে থাকে না তজ্জন্য

সুষুপ্ত্যবস্থাতে দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও পুনর্ব্বার উত্থান কালে মন বাসনাস্থ হয়।

অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং। সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। (২)

তজ্জন্য বাসনা নিবারণহেতু "সর্ব্বাত্ম" পদ প্রয়োগ হইয়াছে। সর্ব্বতোভাবে শরীরপরিগ্রহ নিবৃত্ত হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়।

শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?

শরীর গ্রহণ কখন নিবৃত্তি হয়?

সর্ব্বাত্মনা কর্ম্ম নিবৃত্তে সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তির্ভবতি।

কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? (৩)

শ্রীধরস্বামী ১০ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকের টীকাতে প্রমাণ করিয়াছেন, যে "জন্তোর্ব্বৈকস্য বিচ্ছেতোর্মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ"। শঙ্করাচার্য্য ও ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬ প্রপাঠকের ১১ খণ্ডে ৩ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন কার্য্যশেষে চ সুপ্তোহি তস্য মমেদং কার্য্যশেষমপরিসমাপ্তমিতি স্মৃত্বা সমাপনদর্শনাৎ"। অর্থাৎ যেরূপ কোন ব্যক্তির কার্য্য অসমাপ্ত করিয়া নিদ্রা গেলে তিনি জাগরিত হইয়া "আমার এই কার্য্য শেষ হয় নাই" মনে করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য সমাপন করে।

(২) বাসনাত্যাগ করা কর্ত্তব্য যথা—অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ। যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্য প্রকরণ ৩ সর্গে ৮।

(৩) ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ গোপিণীগণকে কহিয়াছিলেন যাঁহারা আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে আর ফলভোগ করিতে হয় না যেরূপ দগ্ধ ও পক্কযবাদি হইলে প্রায়ই অঙ্কুর হয় না। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়াং ৯ অধ্যায়ে ২৭।

কর্ম্মনিবৃত্তি কখন হয়?

সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। (১)

সর্ব্বতোভাবে রাগ নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম নিবৃত্তি হয়।

রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?

রাগাদি নিবৃত্তি কখন হয়?

সর্ব্বাত্মনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদিনিবৃত্তির্ভবতি।

সম্যক্প্রকারে অভিমান নিবৃত্তি হইলে রাগাদিনিবৃত্তি হয়।

কদা অভিমান নিবৃত্তিঃ।

কখন অভিমানের নিবৃত্তি হয়।

সর্ব্বাত্মনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ।

সর্ব্বতোভাবে অবিবেক নিবৃত্তি হইলে অভিমানের নিবৃত্তি হয়।

অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?

অবিবেকনিবৃত্তি কখন হয়?

সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞান (১) নিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ।

নিঃশেষরূপে অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে অবিবেক নিবৃত্তি হয়।

কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ?

কখন অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়?.

ব্রহ্মাত্মকত্ব জ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ। (২)

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাস যোগযুক্তাত্মা বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি॥ ঐ ঐ ২৮

হে অর্জ্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হরণ কর, যাহা দাও ও যাহা তপস্যা কর তাহা আমাতে অর্পণ করিবে। এরূপ করিলে কর্ম্মজনিত শুভাশুভ ফল হইতে বিমুক্ত হইবে এবং আমাতে সমর্পণরূপ যোগযুক্ত হইয়া বিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্ম অর্পণ করা বিধি আছে ২৭।২৮।

বৈরাগী চেৎ কর্ম্মফলে ন কিঞ্চিদপি কারয়েৎ।
অর্পয়েৎ স্বকৃতং কর্ম্ম প্রীয়তামিতি মে হরিঃ॥
বৃহন্নারদীয়পুরাণে।

যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥

অষ্টমবিলাসে ১০৩ শ্লোকে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত কূর্ম্মপুরাণীয় বচনম্॥

যদি বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করে তাহাহইলে কর্ম্মফলাশা পরিত্যাগ করিবে এবং "হে হরি! সন্তুষ্ট হউন" বলিয়া স্বকৃত কর্ম্ম অর্পণ করিবে কিম্বা পরমেশ্বরে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সমর্পণ করিবে তাহাহইলে তাহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ কহে।

(১) যথোত্তম শ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ। ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহেষ্বাসক্ত চিত্তস্য ন নাথ! ভূয়াৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ২৭।

বৃত্রাসুর কহিয়াছিলেন হে নাথ! নিজ কর্ম্মদ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে পবিত্র যশা তোমার লোকের সহিত যেন সখ্য হয় এবং তোমার মায়াবশে আমার মন, দেহ, পুত্র, স্ত্রী ও গৃহে আসক্ত রহিয়াছে। প্রার্থনা করি যেন এই সমুদায় বস্তুতে আমার প্রবৃত্তি না হয়।

(১) অজ্ঞানের লক্ষণ মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৫৯ অধ্যায়ে যথা—

রাগদ্বেষস্তথা মোহো হর্ষঃ শোকোঽভিমানিতা।
কামক্রোধশ্চ দর্পশ্চ তন্দ্রাচালস্যমেব চ॥ ৬॥
ইচ্ছাদ্বেষস্তথা তাপঃ পরবৃদ্ধ্যুপতাপিতা।
অজ্ঞানমেতন্নির্দ্দিষ্টং পাপানাঞ্চৈব যাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৭॥

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন, রাগ, দ্বেষ, মোহ, অসন্তোষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, বিষয়াভিলাষী, দ্বেষ, তাপ, পরবৃদ্ধিতে পরিতাপ ও পাপক্রিয়া সকল অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

(২) অবিদার কার্য্য যথা—অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানাবয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ। মুণ্ডকোপনিষদি ১ মুণ্ডকে ২ খণ্ডে ৯॥

অজ্ঞানী লোক সকল নানাপ্রকারে অবিদ্যাতে বর্ত্ত

ব্রহ্মেতে জীবের একত্বজ্ঞান হইলে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়।

নমু নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতাত্ত্বা (১) ন্নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মেভ্যোঽবিদ্যা নিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। (২)

নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান বেদে বিধান আছে যদি কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যা নাশ হয় তাহাহইলে জ্ঞানের আবশ্যক কি এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন যে কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় না।

তৎ কুত ইতি চেৎ।

কি হেতু হয় না যদি এমন আশঙ্কা হয়।

মান থাকিয়া "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি অর্থাৎ আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পূর্ণ হইয়াছে" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে।

অন্যত্র বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশ, ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোক

অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধির্যা অস্বে স্বমিতি যা মতিঃ।
অবিদ্যাতরুসম্ভূতেবীজমেতদ্ দ্বিধা স্থিতম্॥

অর্থাৎ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি ও অন্য ধনে নির্জীব জ্ঞান এই দুইটী অবিদ্যাতরুসঞ্জাত বীজরূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছে।

অন্যত্র "——
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ॥"
শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৭ অ, ২০।

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিয়াছিলেন যে দেহাদিতে "আমি" ও "আমার" এইরূপ মোহজনিত অসদ্ভাব অর্থাৎ মিথ্যাবুদ্ধি ত্যাগ করিবে।

(১) নমু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনং। অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৫ অ, ১১।

লক্ষ্মণ কহিয়াছিলেন যেরূপ ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষার্থসাধন বেদে লিখিয়াছেন সেইরূপ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াসকলও বেদে কথিত হইয়াছে।

(২) নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো ভবেৎ ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ। ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা—॥"ঐ.

ধর্ম্ম হইতে অবিদ্যা নাশ হয় না ও রাগও নাশ হয় না কিন্তু তাহাহইতে দোষযুক্ত এক কর্ম্ম জন্মে সেই দোষযুক্ত কর্ম্ম হইতে যে সংসারোপপত্তি তাহা নিবারণ করা যায় না।

কিন্তু কর্ম্মত্যাগ যুক্তি বলিয়া কি কর্ম্ম করিবে না? তাহা নহে। প্রথমে স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া করিয়া চিত্ত শুদ্ধি হইলে ঐ ক্রিয়া সমাপন করিয়া শমদমাদি সাধন লাভ হইলে আত্মজ্ঞানের জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবে। যথা—

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ। সমাপ্য তৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥ ঐ ঐ ঐ ৭।

তজ্জন্য ঐ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কহিয়াছেন যে যাবৎ মায়াবশে শরীরাদিতে আত্মা বলিয়া জ্ঞান থাকে তাবৎ বেদবোধিত কর্ম্মের বশবর্ত্তী থাকিবে পরে "তন্ন" "তন্ন" করিয়া বেদবাক্যে সমস্ত বস্তু নিষেধ করিয়া এ জগতের বস্তু হইতে ভিন্ন আত্মাকে অবগত হইয়া ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিবে। যথা—

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্ বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্। নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞাত্বা
যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধীস্তাবদ্ বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্। নেতীতি বাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ॥

তজ্জন্যই তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ভৃগুবল্লী বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৬ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে "তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তং ভবিষ্যতি" ইত্যাদি উপনিষদে প্রশস্ত কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু প্রথমে কর্ম্ম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞানীও কর্ম্ম করিবেন। প্রমাণ রামগীতা ১২ শ্লোক যথা—

"——তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা" উহার টীকা যথা—

ব্রহ্মবিদাপি কিং কর্ম্ম নাপেক্ষ্যতে অপি তু অপেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। কিন্তু এইক্ষণকার ব্রহ্মজ্ঞানীর রত রাগ জাতির উপর। জাতিবিচার নষ্ট করিলেই জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়া গেল। জাতি ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু শেষে। প্রথমে ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মানাদিত্যাগ করিয়া পরিশেষে জাতিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

"ঘৃণাং লজ্জা ভয়ং মানং জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন ভবেৎ।

তাহার উত্তর এই যে কর্ম্ম ও অজ্ঞানের কথন বিরোধ হয় না।

জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ভবেৎ। (১)

জ্ঞান ও অজ্ঞানে উভয়ের বিরোধ হয়।

অতোজ্ঞানেনৈব অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। (২)

এই হেতু জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়।

তজ্‌জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ।

যদি বল সেই জ্ঞান কোথা হইতে হয়?

বিচারাদেব ভবতি। আত্মনাত্মবিবেকবিষয় বিচারাদেব ভবতি।

বিচার হইতেই হয়। আত্ম ও অনাত্মবিবেক বিষয় বিচার হইতেই জ্ঞান হয়।

আত্মানাত্মবিবেকে কোবাধিকারী?

আত্মানাত্মবিবেকে কে অধিকারী?

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারী।

সাধনচতুষ্টয়ং নাম।

সাধনচতুষ্টয় কাহার নাম।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি।(১)

[এইক্ষণ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদির অর্থ ব্যক্ত করিতেছেন।]

ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। (২)

ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা এইপ্রকার যে নিশ্চয় তাহাই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক।

ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগো নাম।

ইহকাল ও পরকালের ফলভোগবিরাগ কাহাকে কহে?

ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনাদি (৩) বনিতাদিষু বান্তাশন মূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছা নাস্তি তথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহলোক ফলভোগবিরাগঃ। (১)

(১) "———দৃষ্টবিরোধ কারণাৎ। দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া বিদ্যাগতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিধ্যতি॥"

অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৫অ, ১৪ শ্লোক।

জ্ঞান ও অজ্ঞানে (কর্ম্মে) দৃষ্টবিরোধ আছে কারণ দেহাভিমান হইতে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় ও নিরহঙ্কারিপুরুষ হইতে বিদ্যার উৎপত্তি হয়।

(২) "বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী।" অধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৯।

বিদ্যাই অবিদ্যা নাশ করিতে সক্ষম হন।

অন্যত্র বায়ুপুরাণে পুর্ব্বভাগে ১৮ অধ্যায়ে ৫।

অবিদ্যাং বিদ্যয়াতীর্ত্ত্বা প্রাপ্যৈশ্বর্য্যমনুত্তমম্।

দৃষ্ট্বা পরাপরং ধীরাঃ পরং গচ্ছন্তি তৎপদং॥

ধীর ব্যক্তিগণ বিদ্যাদ্বারা অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইয়া উত্তম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার পদ প্রাপ্ত হন।

(১) বেদান্তসারে এইরূপ—"সাধনানি নিত্যানিত্য বস্তু বিবেকেহামূত্র ফলভোগবিরাগ শম দমাদি সম্পত্তি মুমুক্ষুত্বানি।

(২) নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকস্তাবৎ ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনং।

অন্যত্র "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তু বিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥
বিবেকচূড়ামণিঃ।

(৩) ঐহিকানাং স্রক্‌চন্দনাদিবিষয়ভোগানাং কর্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকানামপ্যমৃতাদিবিষয়ভোগামামনিত্যতয়া তেভ্যো নিতরাং বিরতিঃ ইহামুত্র ফলভোগবিরাগঃ।

(১) "নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্‌ভুজাং যে।" শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ৫অঃ১॥

ঋষভ কহিয়াছিলেন, হে পুত্রগণ! মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহারা মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ঐ দেহে দুঃখদায়ী বিষয় সকল ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ ঐ সকল বিষয়ভোগ বিষ্ঠাভোজী শূকর প্রভৃতিরও আছে।

ইহলোকে শরীরধারণ ব্যতিরিক্ত যে বিষয় মাল্যচন্দন স্ত্রীসম্ভোগাদিতে বমনান্ন মূত্রবিষ্ঠাদির ন্যায় যে ইচ্ছা না থাকা তাহাকে ইহকালের ফলভোগবিরাগ বলে।

অমূত্র স্বর্গলোকাদি ব্রহ্মলোকান্তর্ব্বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ।

পরলোকে স্বর্গলোকাদি ব্রহ্মলোক মধ্যে যে রম্ভা অপ্সরা সম্ভোগ প্রভৃতি বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় যে ইচ্ছাশূন্যতা তাহার নাম পরলোকের ফলভোগবিরাগ। (২)

শমদমাদিষট্কং নাম শমদমোপরতি তিতিক্ষা সমাধানশ্রদ্ধাঃ।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান শ্রদ্ধা ইহার নাম শমদমাদিষট্ক। (১)

[শমদমাদির লক্ষণ কহিতেছেন]

শমো নাম অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। (২)

শম কাহাকে কহে? অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহের নাম শম।

অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম মনস্তস্য নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

মন অন্তরিন্দ্রিয় তাহার নিগ্রহকে অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ বলে অর্থাৎ সংযম।

শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ।

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণমননাদি ব্যতিরিক্ত সাংসারিকবিষয় হইতে নিগ্রহ অতএব পরমাত্মবিষয় শ্রবণাদিতে যে প্রবৃত্তি তাহার নাম শম।

দমো নাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। (৩)

বাহ্যেন্দ্রিয় সংযমনের নাম দম।

বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি?

এবিষয়ে প্রহ্লাদও কহিয়াছিলেন।

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥

ঐ ৭ স্কন্ধে ৬ অঃ ৩।

হে দৈত্য বালকগণ! ইন্দ্রিয়জন্য যে সুখ তাহা দেহ যোগদ্বারা দুঃখের ন্যায় সর্ব্বত্র অর্থাৎ পশ্বাদিদেহেও পূর্ব্বজন্মের অদৃষ্টবশতঃ বিনা যত্নেই লভ্য হইয়া থাকে।

অন্যত্র একাদশ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে।

"———বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"

বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগ হয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ স্কন্ধে ৫ অঃ ২ শ্লোকে।

"———তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গি সঙ্গং॥

স্ত্রীলোকের সঙ্গিদিগের সঙ্গকে সংসারের কারণ বলিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে বৈরাগ্যপ্রকরণে ২১ স্বর্গে স্ত্রীজুগুপ্সাবর্ণন ও শান্তিশতকে অনেক প্রমাণ আছে।

(২) পরকালের স্বর্গাদিভোগ ও ক্ষয়িষ্ণুতাজন্য প্রহ্লাদ তাহা প্রার্থনা করেন নাই। যথা—

"তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোজ্ঞ আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মাবিরিঞ্চ্যাৎ। নেচ্ছামি তে বিলুলিতানুরুবিক্রমেণ কালাত্মনোপনয়মাং নিজভৃত্যপার্শ্বং॥" ৭ স্কন্ধে ৯ অঃ ২৩ শ্লোক।

অর্থ। তজ্জন্য শরীরিদিগের ঐ সকল ভোগের পরিণামে যাহা হয় তাহা আমি জানি। এইনিমিত্ত আয়ু, শ্রী কিম্বা বিভব কিম্বা ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ইচ্ছা করি না। অণিমাদি সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই, কারণ অত্যন্ত বিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্ত্তৃক ঐ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। আমি কেবল আপনার ভৃত্যের নিকট থাকিতে বাসনা করি।

(১) এইরূপ ও ইহাদের লক্ষণ বেদান্তসারে আছে।

(২) স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।

বিবেকচূড়ামণিঃ।

নিজের লক্ষ্য বিষয়ে সংযত হইয়া থাকাকে মনের "শম" কহে।

(৩) বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বস্ব গোলকে।
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং সদমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

বিষয় হইতে কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে নিজ গোলকে রাখার নাম দম।

কোনগুলি বাহ্যেন্দ্রিয় ?

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দমঃ।

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিব্যতিরিক্ত সাংসারিক-বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয় সকলকে সংযম করাকে দম কহে।

উপরতির্নাম বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা-ত্যাগঃ। (৪)

বিহিত কর্ম্মসকলের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগকে উপরতি বলে।

শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষ্বেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ।

অথবা শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মনকে প্রত্যাহার করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে রক্ষাকে উপরতি কহে।

তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং দেহ-বিচ্ছেদ ব্যতিরিক্তং।

শরীর বিচ্ছেদজনক ব্যতিরিক্ত শীতগ্রীষ্মাদি-দ্বন্দ্বের সহনকে তিতিক্ষা বলে। (৫)

সমাধানং (৬) নাম শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনোবাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি। যদা যদা তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং।

(৪) বাহ্যানালম্বনং বৃত্তে রেষোপরতিরুত্তমা॥ ঐ

বাহিরের ব্যাপারকে না করাকে উপরতি কহে।

(৫) সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।

চিন্তা বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥

বিবেকচূড়ামণিঃ।

কোন প্রতীকার না করিয়া সমুদায় দুঃখ সহ্য করাকে ও চিন্তা বিলাপশূন্যতাকে তিতিক্ষা বলে।

(৬) সমাধানের লক্ষণ গরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ৪৪ অধ্যায়ে।

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং।

তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদং।

অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে॥ ৪॥

ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান মন বাসনা-বশে বিষয়ে যখন যখন গমন করে তখন তখন বিষয়েতে (নশ্বরত্বাদি) দোষ দর্শন করিয়া পরমেশ্বরে যে মনের একাগ্রতা তাহার নাম সমাধান।

শ্রদ্ধা (৭) নাম গুরু বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ।

অন্যত্র বিবেকচূড়ামণৌ।

সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি সর্ব্বদা।

তৎসমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য লালনম্॥

সর্ব্বদা শুদ্ধব্রহ্মে বুদ্ধির স্থাপনাকে সমাধি বলে, কিন্তু চিত্তের লালনকে সমাধি বলে না।

(৭) শ্রদ্ধালক্ষণ যথা—

প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথাশ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।

নাস্ত্যশ্রদ্দধানস্য ধর্ম্মকৃত্যে প্রয়োজনম্॥

রঘুনন্দনকৃত স্মৃতৌ শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃতদেবলবচনং।

ধর্ম্মকার্য্যে যে প্রত্যয় তাহাকে শ্রদ্ধা কহে। যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার ধর্ম্মকার্য্যে প্রয়োজন নাই।

অন্যত্র বিবেকচূড়ামণৌ।

"শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যাবধারণং।

সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়াবস্তু ন লভ্যতে॥

শাস্ত্র ও গুরুবাক্যকে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান তাহাকে সাধু লোকে শ্রদ্ধা বলেন। সেই শ্রদ্ধাদ্বারা পরমপদার্থ লাভ করা যায়।

শাস্ত্রে বিশ্বাস না থাকিলে পরমেশ্বরকে জানা যায় না। তজ্জন্য ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থ ভগবান্ ব্যাসদেব বেদান্ত-দর্শনে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়সূত্রে লিখিয়াছেন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। ইহাতে রামানুজ তাঁহার কৃত শ্রীভাষ্যে লিখিয়াছেন "ব্রহ্মণোঽত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণা বিষয়া তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈক প্রমাণত্বাৎ।" ব্রহ্ম অত্যন্ত অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম), প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয় সেই ব্রহ্মের একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ।

গুরুবিষয়ে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ৪ অধ্যায়ে ২ শ্লোক।

"দুর্লভং মানুষং জন্ম প্রাপ্য যো গুরুদীপতঃ।

ন দৃষ্টবান্ পরং ব্রহ্ম ভুক্তং তেন বিষং স্বয়ম্॥"

দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যিনি গুরুরূপপ্রদীপে পরব্রহ্মকে না দেখেন তিনি স্বয়ং বিষ পান করেন।

গুরু ও বেদান্তবাক্যে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা।

ইদং তাবৎ শমাদিষট্‌কমুক্তং।

এই ষট্‌সমাধি উক্ত হইল।

মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেহতি তীব্রেচ্ছাবত্বং।

মুক্তিতে অতিশয় ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

এতৎ সাধনচতুষ্টয়ং সম্পত্তিঃ তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ।

এই সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তি এতদ্বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন। ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

এজন্য শুকদেব এরূপ ব্যক্তি আত্মঘাতী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥'

শ্রীমদ্ভাগবতে ১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন, মনুষ্যদেহরূপ সুলভ (কারণ আয়ত্বাধীন) ও দুর্লভ (কারণ অনেক তির্য্যকযোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্য দেহপ্রাপ্ত হওয়া যায়) নৌকা ইহার কর্ণধার গুরু। যে ব্যক্তি আমার অনুকূলরূপবায়ু ব্যতিরেকে সংসারসাগর হইতে এই নৌকা উত্তীর্ণ না করে সে আত্মঘাতী।

গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য তাহার প্রমাণ গুরুগীতা ও প্রায় প্রত্যেক স্মৃতি ও কুলার্ণব, মহানির্ব্বাণ প্রভৃতি বহুবিধ তন্ত্রে ও গুরুবাক্যেবিশ্বাসের প্রমাণ আছে। বলিবার কারণ যে অনেক মহাপুরুষ আছেন যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করেন না।

শমদমাদির লক্ষণ অপরোক্ষানুভূতিতে এইরূপ—

সদৈববাসনাত্যাগঃ শমোয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে॥ ৬॥
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভামতা॥ ৭॥
নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।
চিত্তৈকাগ্রস্ত সল্লক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতং॥ ৮॥

মুমুক্ষুর লক্ষণ বিবেকচূড়ামণিতে যথা—

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধান জ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥

অজ্ঞানকল্পিত দেহের বন্ধন ও দেহান্তকারী অহঙ্কারাদির নিজ নিজ অপরোক্ষানুভূতি এইরূপ—

সংসারবন্ধনিৰ্ম্মুক্তিঃ কথং মে স্যাৎ কদা বিধে!।
ইতি সা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্ব্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা॥ ৯॥

হে বিধি! কোন সময়ে ও কিপ্রকারে আমার সংসারবন্ধন মুক্ত হইবে এই দৃঢ়বুদ্ধিকে মুমুক্ষুতা বলে॥

ভাষাপরিচ্ছেদ।

সামান্য পরিহীনাস্তু সর্ব্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ॥

বিষমশব্দব্যাখ্যা—১। সামান্য পরিহীনাঃ—জাতিশূন্য। ২। তু কিন্তু। ৩। জাত্যাদয়ঃ—জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই চারিটি পদার্থ।

অনুবাদ। কিন্তু জাতি প্রভৃতি জাতি রহিত হয়। ইহা পণ্ডিতের মত অর্থাৎ জাত্যাদির সাধর্ম্ম্য জাতিশূন্যতা।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম—'এই তিনটী পদার্থ সাধারণের প্রতীতির বিষয়; কিন্তু সামান্য বিশেষ সমবায় ও অভাব—এই চারিটী পদার্থ সাধারণের অগোচর। এজন্য এচারিটীর নাম কল্পিতপদার্থ, কেননা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মরূপ ক্লৃপ্তপদার্থের স্বরূপ বুঝিবার জন্য সামান্যাদি পদার্থ চতুষ্টয় কল্পিত হইয়াছে। সোজা কথা—যাহার কল্পনা করিতে হয় না, তাহার নাম ক্লৃপ্তপদার্থ। আর যাহার কল্পনা করিতে হয় তাহার নাম কল্পিতপদার্থ। ক্লৃপ্তপদার্থের জাতি স্বীকৃত

হইয়াছে, কল্পিত পদার্থের জাতি স্বীকার করিতে হইলে অনেক দোষ ঘটে।

জাতি স্বীকার পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রতিবন্ধক হয়। যথা—

ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিমাত্রস্য বাধকঃ॥

অর্থাৎ ব্যক্তির অভেদ, ব্যক্তির তুল্যতা, সঙ্কর, অনবস্থিতি, রূপহানি, সমবায়সম্বন্ধাভাব—এই ছয়টী জাতির বাধক।

১। ব্যক্তির অভেদ যথা—আকাশত্ব জাতি হয় না; কেননা আকাশ ব্যক্তি এক। কেবল পৃথক্ পৃথক্ উপাধিতে পৃথক্ বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতএব ব্যক্তির অভেদহেতু আকাশত্ব জাতি হয় না।

২। ব্যক্তির তুল্যতা—ঘটত্ব ও কলসত্ব জাতি হয় না; কেননা ঘটত্ব ও কলসত্ব তুল্য ব্যক্তি।

৩। সঙ্করঃ—পরস্পরাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণয়োরেকত্র সমাবেশঃ সঙ্করঃ। পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণবস্তুদ্বয়ের একত্র অধিকরণে অবস্থান হইলে সাঙ্কর্য্য হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পাঁচটী ভূত, আর ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মন—এই পাঁচটী মূর্ত্ত পদার্থ। * আকাশে ভূতত্ব আছে, কিন্তু মূর্ত্তত্ব নাই এবং মনে মূর্ত্তত্ব আছে, কিন্তু ভূতত্ব নাই, সুতরাং স্থানবিশেষে ভূতত্ব যেখানে আছে, সেখানে মূর্ত্তত্ব নাই এবং মূর্ত্তত্ব যেখানে আছে, সেখানে ভূতত্ব নাই। অথচ এক ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে ভূতত্বও আছে, মূর্ত্তত্বও আছে; কেননা উহারা মূর্ত্ত ভূত। তবেই দেখুন,—ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ হইয়া এক ক্ষিত্যাদিতে সমাবিষ্ট হওয়ায় সাঙ্কর্য্যদোষ ঘটিয়াছে। প্রাচীনেরা সাঙ্কর্য্যদোষস্থলে জাতি স্বীকার করেন নাই, তাহার যুক্তিও আছে।

এক ধর্ম্মাক্রান্ত এক একটী শ্রেণীবিভাগ করিবার জন্য জাতি স্বীকার করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম কেবল একশ্রেণীতে থাকে, অন্য শ্রেণীতে থাকে না, তাহাই জাতিবিশেষের বাচক হয়। যে ধর্ম্ম বিভিন্ন শ্রেণীতে থাকে, সে ধর্ম্ম জাতির বাচক হয় না। কারণ তাহার দ্বারা শ্রেণীবিভাগ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। স্ত্রীত্ব জাতি হয় না; কেননা স্ত্রীত্বদ্বারা মনুষ্য বিভাগ করা যায় না। স্ত্রীত্ব মনুষ্যেও যেমন থাকে, গবাদিতেও সেইরূপ থাকে, অতএব স্ত্রীত্ব জাতি স্বীকার করিলে কতকগুলি মনুষ্য ও কতকগুলি পশু প্রভৃতি পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীয় কতকগুলি পাওয়া যায়। সুতরাং স্ত্রীত্বের দ্বারা মনুষ্যের বিভাগ করিতে গেলে কতকগুলি অন্যান্য প্রাণীরও বিভাগ হইয়া পড়ে। এইরূপ যেখানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কতকগুলি আসিয়া পড়ে, সেইখানে সঙ্করদোষ ঘটে। স্ত্রীত্ব সঙ্করদোষ দুষ্টতাবশতঃ জাতি হয় না। এইরূপ মূর্ত্তত্ব ও ভূতত্ব জাতি হয় না। মূর্ত্তত্ব ও ভূতত্ব জাতি বলিলে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আসিয়া পড়ে। বিভাগক্রিয়া সাধনের জন্যই জাতি স্বীকার। ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্বে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

৪। অনবস্থিতিঃ—অনবস্থা একটী তর্কদোষ। তর্কের বিশ্রান্তি না ঘটিলে অনবস্থাদোষ হয়। অনবস্থাদোষ ভয়ে জাতিত্ব জাতি হয় না। জাতি সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে যদি জাতিতে জাতি থাকে বল, তাহাহইলেও জাতিতে সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। আবার তাহার

* বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্বং ভূতত্বং। চক্ষুরাদি-বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপাদিগুণবিশিষ্টের নাম ভূত। মূর্ত্তত্বং অপকৃষ্টপরিমাণবত্বং। অর্থাৎ যাহার পরিমাণ অপকৃষ্ট তাহা মূর্ত্ত।

জাতিত্ব হয় না কেন? ইত্যাদি তর্কের অনবস্থা (অবিশ্রান্তি) হেতু জাতিত্ব জাতি হয় না।

৫। রূপহানিঃ—স্বরূপহানি। বিশেষ পদার্থ স্বতঃ ব্যাবৃত্ত। একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি উহার ব্যাবৃত্তির জন্য জাতি স্বীকার করিলে বিশেষ ক্ষয়স্বরূপ হানি হয়। অর্থাৎ বিশেষের বিশেষত্ব নষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, "রূপস্য অবস্থা-বিশেষস্য হানিঃ রূপহানিঃ। হানিত্বঞ্চ ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বম্। অবস্থাবিশেষের হানির নাম রূপহানি। হানিশব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রতিযোগী, যাহার ধ্বংস হয়, সেই ধ্বংসের প্রতিযোগী অর্থাৎ ধ্বংস হইতে পারে এমন অবস্থাবিশেষ। যেমন কৌমার ও যৌবনরূপ অবস্থাবিশেষের ধ্বংস হয় বলিয়া কৌমারত্ব প্রভৃতি জাতি হয় না। এক পুরুষেই কৌমারত্বাদির উৎপত্তি ও লয় হয়। জাতি নিত্য তাহার উৎপত্তি লয় নাই। যেমন নরত্ব, গোত্ব প্রভৃতি।

৬। অসম্বন্ধ—সমবায়সম্বন্ধাভাব। সমবায়ের সমবায় সম্বন্ধ না থাকায় সমবায় জাতি হয় না। অভাবেও সমবায়সম্বন্ধ না থাকায় অভাবের জাতিত্ব স্বীকৃত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত কারণবশতঃ মূলকার বলিয়াছেন "সামান্য পরিহীনাস্ত সর্ব্বে জাত্যাদয়োমতাঃ॥"

পারিমাণ্ডিল্যভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। পারিমাণ্ডিল্যভিন্নানাং—পারিমাণ্ডিল্য পরমাণুর পরিমাণ। তদ্ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর। ২। উদাহৃতং—বলিয়াছেন।

অনুবাদ। পরমাণুর পরিমাণ ভিন্ন যাবতীয় বস্তুর সাধর্ম্ম্য কারণতা বলিয়াছেন।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। যাবতীয় বস্তু কারণ হইতে পারে; কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ কারণ হয় না। পরিমাণ পদার্থ আপনার আশ্রয়ে আরব্ধ বস্তুর উৎকৃষ্ট পরিমাণ জন্মায়। যেমন কপালের পরিমাণ ঘটের পরিমাণের কারণ। কপালের পরিমাণের আশ্রয় কপাল। তাহার দ্বারা আরব্ধ (উৎপন্ন) ঘট। তাহার পরিমাণ কপালের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অতএব উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎকৃষ্টতর পরিমাণের কারণ ইহাই সিদ্ধান্তিত। পারিমাণ্ডিল্যের সম্বন্ধে এ নিয়ম অনুসরণ করিলে অনর্থ হয়। পরমাণুর পরিমাণ যদি দ্ব্যনুকের পরিমাণের কারণ স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে পরমাণুর পরিমাণ অপেক্ষা দ্ব্যনুকের পরিমাণ পরম অণু হয়। যেমন মহতে আরব্ধ বস্তুর পরিমাণ মহত্তর হয়। সেইরূপ পরমাণুর দ্বারা আরব্ধ দ্ব্যনুকের পরমাণ পরমাণু অপেক্ষা অনুতম হওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব দ্ব্যনুকের পরিমাণের কারণ পরমাণুর পরিমাণ নয়। পরমাণুগত দ্বিত্বসংখ্যাই উহার কারণ। সম্মিলিত দুটী পরমাণুকে দ্ব্যনুক বলে।

অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য নিয়তা পূর্ব্ববর্ত্তিতা। কারণত্বং ভবেত্তস্য ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বং। এবং ন্যায়নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বং॥ যৎ সমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ং তু সমবায়িকারণং তৎ। তত্রাসন্নং দ্বিতীয়ং জনকমাভ্যাং পরং তৃতীয়ং স্যাৎ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য—অন্যপ্রকারে যাহার সিদ্ধি হয় না। অন্যথাসিদ্ধির কথা পরে সুব্যক্ত হইবে। ২। নিয়তা—নিশ্চিতা অবশ্যম্ভাবী। ৩। পূর্ব্ববর্ত্তিতা—কার্য্যের পূর্ব্বে যে থাকে, তাহার নাম পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার ধর্ম্মের নাম পূর্ব্ববর্ত্তিতা। কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ কেবল বর্ত্তমান থাকে, অতএব পূর্ব্ববর্ত্তিতার অর্থ কারণতা। ৪। সমবেতং—সমবায়সম্বন্ধে বর্ত্তমান। অবয়বীর অবয়বস্থিত সম্বন্ধের নাম সমবায় ইত্যাদি পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। ৫। তত্র—সমবায়ীকারণে। ৬। আসন্নং—সম্বদ্ধ সমবায়সম্বন্ধে স্থিত। ৭। দ্বিতীয়ং—

অসমবায়ীকারণ। ৮। জনকং—কারণ। ৯। আভ্যাং পরং—এ দুটী ছাড়া, অর্থাৎ সমবায়ীকারণ ও অসমবায়ীকারণ ব্যতীত।১০। তৃতীয়ং—নিমিত্তকারণ।

অনুবাদ। যাহা অন্যথাসিদ্ধিশূন্য অথচ নিয়তই পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার নাম কারণ। ন্যায়জ্ঞেরা কারণ ত্রিবিধ বলিয়াছেন সমবায়ীকারণ, অসমবায়ীকারণ ও নিমিত্তকারণ। যাহাতে সমবেত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সমবায়ীকারণ। যাহা সমবায়ীকারণে (কপালদ্বয়ে) সমবায়সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়া কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম অসমবায়ীকারণ। সমবায়ীকারণ ও অসমবায়ীকারণ ভিন্ন যে কারণ, তাহাকে নিমিত্তকারণ বলে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য—এই ষষ্ঠীর অর্থ নিষ্ঠতা। অন্যথাসিদ্ধিশূন্যনিষ্ঠনিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতার নাম কারণতা। অন্যথাসিদ্ধবস্তুর কারণতার ব্যাবৃত্তির জন্য "অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্য" এই পদের উল্লেখ করিয়াছেন। কদাচিৎ ঘটাদিকার্য্যের পূর্ব্বে কার্য্যাধিকরণে যদি মক্ষিকাদি থাকে, তবে তাহার ব্যাবৃত্তির জন্য "নিয়তা" পদ দিয়াছেন; কেননা তাহা সমস্ত ঘটাদিকার্য্যের পূর্ব্বে থাকিলেই এমন নিয়ম নাই। যদি নিয়তই কার্য্যের পূর্ব্বে থাকে এবং অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়, তবে তাহাকে কারণ বলা যায়।

কেহ কেহ বলেন, কার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্ক্ষণাবচ্ছেদেন কার্য্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধর্ম্মবত্বং কারণত্বম্। অর্থাৎ কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে যে যে বস্তুর অত্যন্তাভাব থাকে, তদ্ব্যতীত বস্তু কারণ। ভিন্ন অধিকরণে কারণ থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না। অপিচ প্রতিবন্ধকাভাবসহকৃত কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে কার্য্যাধিকরণে উৎপত্তির বন্ধকসত্বে কার্য্য উৎপন্ন হয় না। অগ্নি দাহের প্রতিকারণ। একরূপ মণি আছে, যে তাহার সহবাসে অগ্নির দাহিকাশক্তি নষ্ট হয়। অতএব মণিরূপ প্রতিবন্ধকাভাবসহকৃত অগ্নি দাহের কারণ বুঝিতে হইবে।

প্রায়শঃ কার্য্যমাত্রের নিমিত্ত, সমবায়ী ও অসমবায়ী এই তিনরূপ কারণ থাকে। যেমন ঘট একটী কার্য্য। তাহার নিমিত্তকারণ দণ্ড, কুলালপ্রভৃতি। কপাল, কপালিকা সমবায়ীকারণ। কপাল কপালিকার সংযোগ অসমবায়ীকারণ। ঘটের সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থিত নীচের ও উপরের খণ্ডদ্বয়ের নাম কপাল কপালিকা।

কোন কোন স্থানে সমবায়ীকারণের নাশে কার্য্য নষ্ট হয়, যেমন কপালদ্বয়ের নাশে ঘটের নাশ হয়। অসমবায়ীকারণের নাশেও কোন কোন স্থানে কার্য্য নষ্ট হয়, যেমন পরমাণুদ্বয়ের সংযোগনাশে দ্ব্যণুকের নাশ। নিমিত্তকারণের বিপর্য্যয়ে কুত্রাপি কার্য্যবিপর্য্যস্ত হয় না।

সাধারণ ও অসাধারণরূপে উক্ত কারণ দ্বিবিধ হয়। কপাল তাহার সংযোগ ও কুলালাদি ঘটের অসাধারণ কারণ। ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন, কাল, দিক্, প্রাগ্ভাব ও অদৃষ্ট কার্য্যমাত্রের সাধারণ কারণ।

যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ কারণমাদায় বা যস্য।
অন্যং প্রতিপূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎ পূর্ব্বভাববিজ্ঞানম্।
জনকং প্রতিপূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে।
অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যকপূর্ব্বভাবিনঃ।
এতে পঞ্চান্যথাসিদ্ধা দণ্ডত্বাদিকমাদিমং।
ঘটাদৌ দণ্ডরূপাদিদ্বিতীয়মপি দর্শিতং।
তৃতীয়ং তু ভবেদ্ব্যোম কুলালজনকোঽপরঃ।
পঞ্চমো রাসভাদিঃ স্যাদেতেষ্বাবশ্যকস্ত্বসৌ॥

আভাষ। এই কয়েকটী কারিকার অর্থ একোপক্রমে করিলে অর্থবোধ কঠিন হইতে পারে বিবেচনায় পৃথক্ভাবে ইহার এক একটী

বাক্যের পুনরুল্লেখ করত তাহার নিম্নে পৃথক্‌রূপে অনুবাদাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যেন সহ পূর্ব্বভাবঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। যেন—তৃতীয়া অবচ্ছেদে যদবচ্ছিন্ন ইত্যর্থ। অবচ্ছিন্নবিশিষ্ট।

অনুবাদ। যদবচ্ছিন্ন হইয়া দণ্ডাদির পূর্ব্বভাব হয় (তাহা প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয়।)

কারণমাদায় বা যস্য।

অনুবাদ। কারণ ধরিয়া যাহার পূর্ব্বভাব হয় (তাহা দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ।)

অন্যং প্রতিপূর্ব্বভাবে জ্ঞাতে যৎপূর্ব্বভাববিজ্ঞানং।

অনুবাদ। অন্যের প্রতি পূর্ব্বভাব জ্ঞাত হইলে যাহাতে পূর্ব্বভাবের (কারণতার) জ্ঞান হয়, (তাহা তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ।)

জনকং প্রতিপূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে।

অনুবাদ। আপনার জনকের (কারণের) কারণ বলিয়া জ্ঞান না হইলে যাহাকে কারণ বলিয়া বুঝা যায় না, (তাহার নাম চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ।)

অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যকপূর্ব্বভাবিনঃ॥

অনুবাদ। নিয়ত আবশ্যকরূপে পূর্ব্ববর্ত্তীর অতিরিক্ত যাহা হইবে, (তাহার নাম পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ।)

এতে পঞ্চান্যথাসিদ্ধা দণ্ডত্বাদিকমাদিমম্॥

ঘটাদৌ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। আদিমং—প্রথম (অন্যথাসিদ্ধ। ২। ঘটাদৌ—সর্ব্বত্র অন্বিত হইবে।

অনুবাদ। এই (পূর্ব্বোক্ত) পাঁচটী অন্যথাসিদ্ধ। অর্থাৎ কারণতা স্বীকার না করিলে সিদ্ধ হয়। ঐ পাঁচটী অন্যথাসিদ্ধ মধ্যে দণ্ডত্ব প্রথম অন্যথাসিদ্ধ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। "যেন সহ-পূর্ব্বভাবঃ ইহার তাৎপর্য্য যদ্রূপে কারণ হয়, তদ্রূপ অন্যথাসিদ্ধ। ঘটকার্য্যের প্রতি দণ্ড কিরূপে কারণ হয়? পার্থিববস্তুরূপে হয় না অথবা অন্য কোনরূপে হয় না। দণ্ডত্বরূপেই দণ্ড কারণ হয়, অতএব দণ্ডত্ব অন্যথাসিদ্ধ বিধায় উহার কারণ তো স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

দণ্ডরূপাদিদ্বিতীয়মপি দর্শিতম্॥

অনুবাদ। ঘটাদিকার্য্যস্থলে দণ্ডের রূপ প্রভৃতি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ—"কারণমাদায় বা যস্য" কারণ ধরিয়া যাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা হয় অর্থাৎ কারণ ছাড়িয়া স্বাতন্ত্র্যরূপে পূর্ব্ববর্ত্তিতা হয় না। দণ্ডের রূপ দণ্ড ছাড়িয়া কখনই ঘটকার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয় না। দণ্ডরূপের কারণ দণ্ড। দণ্ড ধরিয়াই দণ্ডের রূপ ঘটকার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। অতএব দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয়ান্যথাসিদ্ধ। দণ্ড থাকিলেই দণ্ডের রূপ, গুণ থাকে, অতএব উহাদের কারণতা স্বীকার নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয়ন্তু ভবেদ্ ব্যোম্।

অনুবাদ। ব্যোম (আকাশ) তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ প্রতি পূর্ব্বভাবে ইত্যাদি। অর্থাৎ অন্যের প্রতি কারণতা জ্ঞান সাপেক্ষ যাহার কারণতা জ্ঞান হয়। আকাশত্ব জাতি হয় না, সুতরাং আকাশত্ব পুরস্কারে আকাশ উপস্থিত হইতে পারে না। শব্দসমবায়ী কারণরূপে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়, অতএব শব্দের কারণতা জ্ঞান সাপেক্ষ ঘটের প্রতি আকাশের কারণতা জ্ঞান হয় বলিয়া আকাশ অন্যথাসিদ্ধ।

কুলালজনকোঽপরঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। কুলালজনকঃ—কুম্ভকারের পিতা। ২। অপরঃ—চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ।

অনুবাদ। ঘটকার্য্যে কুলালজনক চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ—জনকং প্রতিপূর্ব্ববর্ত্তিতামপরিজ্ঞায় ন যস্য গৃহ্যতে ॥

অর্থাৎ আপনার কারণের কারণ বলিয়া না জানিলে যাহাকে কারণ বুঝা যায় না। কুলালের পিতা কুলালের কারণ, অতএব ঘটেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বিধায় কারণ। এইরূপ পরম্পরাকারণ চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ।

পঞ্চমোরাসভাদিঃ স্যাদেতেষ্বাবশ্যকস্ত্বসৌ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। রাসভাদিঃ—গর্দ্দভ প্রভৃতি। ২। এতেষু—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে। ৩। আদৌ—পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ।

অনুবাদ। রাসভ প্রভৃতি পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ। এই পাঁচপ্রকার অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ আবশ্যক।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের লক্ষণ—"অতিরিক্তমথাপি যদ্ভবেন্নিয়তাবশ্যক পূর্ব্বভাবিনঃ অর্থাৎ নিয়ত অবশ্যম্ভাবী পূর্ব্ববর্ত্তীর অতিরিক্ত যাহা। যাহার পূর্ব্ববর্ত্তিতা স্বীকার নিরাবশ্যক তাহা পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ। কেবল পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ স্বীকার করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। বুঝিবার সুবিধার জন্য এত প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা।

শ্রীমদ্ভাগবত—২য় প্রবন্ধ।

হৃদয় প্রশান্ত না হইলে উহাতে ভগবানের আবির্ভাব হয় না। সর্ব্বভূতে চৈতন্যশক্তি নিহিত থাকাসত্ত্বেও, উহার সর্ব্বত্র বিকাশ নাই। যেস্থলে হৃদয়ের মলিনতা দূর হইয়া উহা সাত্বিকভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই স্থলেই কেবল চৈতন্যের বিকাশ হয়, সেই স্থলেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। হে মহান্ধ জীব! তুমি আসুরিকভাব পরিত্যাগ করিয়া দেবভাবাপন্ন হও, বসুদেবের ন্যায় দেবকীর পাণিগ্রহণ কর, দেখিবে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তোমার হৃদয়সিংহাসনে বিরাজ করিবেন। যখন অন্তর্জ্জগৎ শান্তিময়, তখন বহির্জ্জগতেও শান্তি বিরাজ করে, তখন দিঙ্মণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠে, তারকারাজি নির্ম্মল সুধাবর্ষণ করে, নদীসকল নির্ম্মলভাব ধারণ করে, বৃক্ষসমূহ ফলফুলে সুশোভিত হয়, বিহঙ্গকুল আনন্দে গান করিতে থাকে, সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হয়।

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহীমঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজা করা ॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকাবলরাজয়ঃ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত; ১০ম অধ্যায়, ৩য় স্কন্ধ।

তখন দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, ওষধিমণ্ডল, বনস্পতি, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে শান্তি বিরাজ করে।

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয় শান্তিঃ। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বদেবাঃ শান্তি ব্রহ্মশান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ।

যজুর্ব্বেদ।

বস্তুতঃ ভগবানের আবির্ভাব কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারাই দৃষ্টি করা যায়, ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন;—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমার দিব্যজন্ম ও কর্ম্ম অবগত হয়, সে ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে না, আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থই ভগবানের অবতার, তবে কোনস্থানে তাহার অল্প বা অধিক বিকাশ দৃষ্ট হয়, কোনস্থানে যেরূপ জড়াদিতে তাহার, আদৌ কোন বিকাশ দৃষ্ট হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই তাহার যথার্থরূপ যাহাদিগের এই বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ লাভ হইয়াছে, তাহারাই সাধারণ অবতার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে:—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোক সিসৃক্ষয়া॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ।
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতঃ লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভাগবতো রূপং বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥
পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা
সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং
সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ॥

অর্থাৎ ভগবান লোকসৃষ্টির মানসে মহৎ, অহঙ্কারাদিনির্ম্মিত ষোলকলাবিশিষ্ট বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে তাঁহার নাভিহ্রদস্থিত পদ্মহইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের প্রতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার অবয়ব সংস্থানদ্বারা বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, রজস্তমঃ ভিন্ন নিরতিশয় সত্ত্বই তাঁহার রূপ। (১) যোগিগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা পুরুষের অসংখ্য হস্ত, পদ, মস্তক, কর্ণ ও নাসিকা এবং তাহাকে সহস্র মৌলি, অম্বর ও কুণ্ডলদ্বারা অলঙ্কৃত দেখিয়া থাকেন। ইহাই সকল অবতারের নিধান ও বীজস্বরূপ, ইহা অব্যয়। ইহার অংশদ্বারাই দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী নানাবিধ অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে।

তৎপরে দৃষ্ট হইবে যে কুমার, শুক, নারদ, নরনারায়ণ, কপিল, দত্তাত্রেয়, যজ্ঞ, ঋষভ, পৃথু, মৎস্য, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরী, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, ব্যাস, রাম, কৃষ্ণ ও রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতির অবতারের কথা বলিয়া সূত বলিতেছেন;—

অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ স রসঃ স্যুসহস্রশঃ॥
ঋষয়ঃ মনবো দেবা মনুপুত্রা মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব স প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

হে দ্বিজগণ! সত্ত্বনিধি ভগবানের অসংখ্য অবতার, যেরূপ কোন অক্ষয় সরোবর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তদ্রূপ ভগবান হইতে তাবৎ অবতারের উৎপত্তি হয়। প্রজাপতি, দেবতা, মনুষ্য, ঋষি, মহাতেজস্বী মনুর পুত্রগণ সকলেই হরির অংশ।

যতদিন অবিদ্যার নাশ না হয়, ততদিন মানবের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয় না। ভেদজ্ঞান নষ্ট হইলেই, জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহারা ভগবানের অবতারের সম্বন্ধে সন্দিহান, তাহারা আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টিত হউন, সন্দেহ থাকিবে না। বহুজন্মার্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবদেহধারী শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্যশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। স্বজাতীয় আকর্ষণহেতু

(১) এই স্থানে পুরুষসূক্তের—সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং। ইত্যাদি স্মরণ করুন। হিন্দু-পত্রিকা—১ম ও ২য় সংখ্যা ১৩০১।

তিনি ধার্ম্মিক-প্রবর বসুদেবের ঔরসে ও সাধ্বী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জড়দেহেই যাহারা চিত্ত নিবদ্ধ করেন, তাহারা তাহার লীলা আদৌ বুঝিতে সমর্থ হয়েন না, উহা বুঝিতে হইলে তাহার স্থূল ও সুক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যে মনসংযোগ আবশ্যক। যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গীতায় বলিয়াছেন, তাঁহার তাবৎ কার্য্য তত্বজ্ঞানের দ্বারা বুঝা আবশ্যক। যাহারা অবতারবাচ্য, তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্রে ও এই বিশ্বের মূলমন্ত্রে কোনরূপ বিরোধ নাই। তাহাদের কার্য্যকলাপের যেরূপ বিশেষ ভাব আছে, তদ্রূপ সাধারণ ভাবও আছে। বসুদেব নামক ব্যক্তির ঔরসে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল, ইহা বিশেষভাব, এবং প্রত্যেক সাত্বিকব্যক্তির নিকটেই ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে, ইহা সাধারণভাব। সাধারণ ভাবগুলি বিকাশিত করিবার জন্যই বিশেষ ভাবের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বিশেষত্বে যদি সাধারণত্ব নিহিত না থাকে, তাহাহইলে সেই বিশেষত্ব অকার্য্যকর। আমার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা যদি বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বংশাবলীর কোন উপকার সাধিত না হয়, উহা যদি কাহার জীবনের আদর্শস্বরূপ না হইতে পারে, তাহাহইলে আমার ক্রিয়াকলাপের সহিত অন্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাদের জীবন বিশ্বজীবনের সহিত একতানে তন্ত্রিত, তাহাদের জীবনই জগতের আলোচ্য হইয়া থাকে। কৃষ্ণলীলা এবম্বিধভাবে আলোচনা করিলে, উহা ভক্তের হৃদয়ে পরম আনন্দবর্দ্ধন করিবে। উহার আধ্যাত্মিকভাব পরিত্যাগ করিলে, উহার অধিকাংশ আষাঢ়ে গল্পের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া পারে না। সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন লালসায় ঐতিহাসিক গবেষণারূপ বঙ্কিম ছুরিকাদ্বারা শাখাপত্রাদি কর্ত্তন করিলে কৃষ্ণরূপ কল্পতরু ক্রমে একটি নীরস শুষ্ক পাদপে পরিণত হইবে এবং উহার অস্তিত্ব অপেক্ষা অস্তিত্বাভাবই ভাল। সরল কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় ঐতিহাসিক সত্য কতদূর আছে, তাহা বিচার দ্বারা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত অসম্ভব এবং ভক্তদিগের পক্ষে উহা নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়াও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কৃষ্ণলীলার ঐতিহাসিক সত্য যতদূর থাকুক্ বা নাই থাকুক্, উহার আধ্যাত্মিক সত্যের সহিতই ভক্তজীবনের সম্বন্ধ। কৃষ্ণ অঘাসুর বধ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা কি না, এ বিষয় লইয়া বিচার নিষ্প্রয়োজন। কৃষ্ণ অঘাসুর নামক দেহবিশিষ্ট কোন অসুরকে বধ করিয়াছিলেন ইহা স্বীকার বা অস্বীকারে তোমার আমার জীবনের সহিত সম্বন্ধ অত্যল্প, কিন্তু অঘাসুর বধদ্বারা তিনি হৃদয়ের অঘনাশ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীদিগকে বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সহিত তোমার আমার জীবনের যথেষ্ট সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিক সত্য বিরহিত হইলে, অলৌকিক ব্যাপার অকার্য্যকর, আধ্যাত্মিক সত্য সমম্বিত হইলে, ব্যাপার অলৌকিকই হউক্ বা স্বাভাবিক হউক্, উহাতে কিছু আসে যায় না; কারণ মূলবস্তু আমরা পাইলাম, আবরণ ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, রাখিলেও ক্ষতি নাই। যাহারা কৃষ্ণ বা অন্যান্য অবতারের লীলা আলোচনা করেন, তাহারা এ সমুদায় সুন্দররূপ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই আমার প্রার্থনা। সুক্ষ্মানুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে কৃষ্ণলীলা এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিবার জন্যই শাস্ত্রের সর্ব্বত্র আভাষ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব বলিতেছেন :—

বিদিতোঽস্মি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্॥

অর্থাৎ আপনি প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরমপুরুষ, আপনি নিরবচ্ছিন্ন অনুভব আনন্দস্বরূপ এবং সকল বুদ্ধি সাক্ষী।

তিনি আরও বলিতেছেন :—

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈর্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ। অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং নতে সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ॥

অর্থাৎ রূপাদি জ্ঞানদ্বারা যাহাদিগের স্বরূপ অনুমান করিতে হয় আপনি সেই সমুদায়ে বর্ত্তমান থাকাতেও আপনার প্রত্যক্ষ হয় না। আপনি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বাত্মা এবং সর্ব্বব্যাপক, আপনি পরমার্থ বস্তু অপরিচ্ছিন্ন, আপনার আবরণ না থাকাতে আপনার অন্তর্ব্বাহিঃ ভেদ নাই। আপনার অন্তর্য্যামীত্বরূপে প্রবেশই যখন মুখ্য নহে তখন দেবকীগর্ভে প্রবেশ কিরূপে হইবে ?

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর বসুদেব তাঁহাকে নন্দগোপ গৃহে যাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কংসরূপ বিষয়বাসনা যে স্থলের অধীশ্বর, সে স্থলে বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ পরিবর্দ্ধিত হইতে প্যারেন না, এই জন্য ধর্ম্মপরায়ণ নন্দগোপ এবং সর্ব্বধর্ম্মের আশ্রয়ভূতা যশোদাগৃহে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপালিত হয়েন। কংস এবং তাহার অনুচরবর্গের অত্যাচারে সেই সময় মথুরায় এক মহান্ অধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, গো, বিপ্র, বেদ, সত্য, তপ, শম, দম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ইত্যাদি বিষ্ণুর তাবৎ (১) মূর্ত্তিই মথুরা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সুতরাং এরূপ স্থলে বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ কৃষ্ণমূর্ত্তি কথনও নিরাপদে থাকিতে পারে না বলিয়াই উহা ধার্ম্মিকপ্রবর নন্দগৃহে নিহিত হইয়াছিল।

(১) বিপ্রাগাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূ॥
১০ম স্কন্ধঃ ৪র্থ অধ্যায়।

ধর্ম্মবিদ্বেষী কংস তাহার অনুচরবর্গের সহিত নানাবিধ অধর্ম্মাচরণ আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বিনাশার্থে নানাস্থানে অনুচর প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা আরম্ভ হইল।

প্রথমলীলা পূতনাবধ।

পূতনাবধসম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"পূতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তনপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন, যে পূতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজরূপ ধারণ করিয়া ছয়ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে পূতনা বধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল পূতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে গৃধ্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।"

"কিন্তু পূতনার আর এক অর্থ আছে। আমরা যাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পূতনাবধ।"

হিন্দু-পত্রিকার গোপালতাপনী ব্যাখ্যার সময় পূতনাসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা এই:—

"পূতনা বিষকুম্ভপয়োমুখ প্রেয়মূর্ত্তি। ভাগবতে পূতনার বর্ণনাস্থলে উল্লেখ আছে যে কোষনিহিত অসির ন্যায় পূতনার অন্তর তীক্ষ্ণ ছিল, কিন্তু তাহার বাহ্যব্যবহার জননীর ন্যায় স্নেহ-

ময় ছিল। পূতনাশব্দের অর্থ পবিত্র, কিন্তু এই পবিত্রতা, বাহ্যে, অন্তরে নহে। এইজন্য পূতনার আকৃতি উৎকৃষ্ট মহিলাদিগের আকৃতির ন্যায় ছিল। বাহ্য পবিত্রতা ও আভ্যন্তরিক অপবিত্রতাই পূতনা।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্॥

১০ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

পূতনা বকাসুরের ভগ্নী। বকশব্দে কৌটিল্য ও কপটাচার। ভ্রাতা ও ভগ্নীর স্বভাব একই রকম পূতনা কপটাচারের মূর্ত্তি। রামায়ণের সূর্পনখা ও ভাগবতের পূতনা একই জিনিষ। ধর্ম্মমার্গে যাওয়ার প্রথম উপায় কপটাচার বিনাশ। এইজন্য কৃষ্ণলীলায় ও রামলীলায় সূর্পনখা ও পূতনাই সর্ব্বপ্রথম বধ হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পূতনা দেহবিশিষ্ট রাক্ষসী ছিল না। হয় পূতনা একটা পাখী ছিল, বালক কৃষ্ণ তাহা বধ করিয়াছিলেন এবং ভাগবতপ্রণেতা ঐ সত্যঘটনার উপর একটা প্রকাণ্ড গল্প স্থাপন করিয়াছেন, নয় পূতনা শিশুরোগমাত্র, বালক কৃষ্ণবলের সহিত স্তন্যপান করিয়া উহা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎপর ভাগবতপ্রণেতা উহার অনুরূপ একটি গল্প স্থাপন করিয়াছেন।

এইক্ষণ বক্তব্য এই যে, ভাগবতপ্রণেতা স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসই হউন, বা অন্য কোন নামীয় ব্যাসই হউন, তিনি যে নিজে ও অন্যের ধর্ম্মপিপাসা দূর করিবার জন্য এই গ্রন্থপ্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সংশয় নাই। ভাগবতের ভাষা পাঠ করিলে উহা যে উপন্যাস গ্রন্থ নয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। ইহার পংক্তিতে পংক্তিতে যে আধ্যাত্মিক সত্যনিহিত রহিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এরূপ গ্রন্থে কোন গল্প নিবদ্ধ হওয়া বিবেচনা করা কতদূর সঙ্গত, তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখুন। কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাহাদ্বারা একটি রাক্ষসী বধ হইয়াছিল; ইহা বিশ্বাস করা অযৌক্তিক নহে, কিন্তু মানবদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের কোন অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদন করা অসঙ্গত মনে করিলে এবং পূতনা একটা হস্তপদবিশিষ্টা রাক্ষসী ছিল না একথা একবার স্বীকার করিলে, পূতনাকে পাখী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কিম্বা শিশুরোগ বলিয়া উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না। পূতনা বধ, ঠিক্ যেরূপ ভাগবতে বর্ণিত আছে, ঐতিহাসিক ঘটনা হইলে ক্ষতি নাই, উহা ঐতিহাসিক ঘটনা না হইয়াও যদি উহাতে কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশদ বিবৃতি নিবদ্ধ থাকে, তাহাহইলেই যথেষ্ট হইল, কারণ উহাদ্বারাই আদর্শ জীবন গঠিত হইতে পারে। ক্রমশঃ—

উপায় কি নাই?—আছে।

ব্রহ্মচারী আশ্রম ৩য় প্রবন্ধ।

হিন্দু-পত্রিকার গত দুই সংখ্যায় "উপায় কি নাই—আছে—" শীর্ষকপ্রবন্ধে আমরা ব্রহ্মচারী আশ্রম স্থাপনের বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু যাহা বলিয়াছি তাহা যথেষ্ট বিবেচনা করি না। এসম্বন্ধে বারংবার আলোচনা আবশ্যক। বহুকাল হইতে দাসত্বপাশে নিবদ্ধ থাকিয়া বঙ্গবাসী একবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন। কোন বিষয়েই সাহস বা উৎসাহ নাই। কেবল

বঙ্গদেশ কেন সমুদায় ভারতবর্ষই যেন নৈরাশ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে দিকেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ কর সেই দিকেই যেন ঘোর তমসাচ্ছন্ন। যাঁহারা অনন্ত উৎসাহ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন তাঁহারাও কিছুকাল পরে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন। নব্য ভারতবর্ষের বহুতর স্বদেশ বৎসল মহাশয় ব্যক্তিদিগের জীবনে দৃষ্ট হয় যে তাঁহারা স্বদেশবাসীদিগের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া যে সমুদায় অনুষ্ঠানের জন্য জীবনপর্য্যন্ত পন করিয়াছিলেন তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ ব্যবহার তাহাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতারই পরিচয় দেয়। কোন পতিত দেশেই কোন সদনুষ্ঠান সহজে সম্পন্ন হয় না। কোন একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই অমনি তাহা সুসিদ্ধ হইবে যাঁহারা এরূপ আশা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন তাঁহাদের বিফলমনোরথ হইতেই হইবে। যাঁহারা স্বদেশের যথার্থ উপকার করিতে চাহেন তাঁহারা যেন হৃদয়ে কোন সুমহতী আশা পোষণ না করেন। তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া তৎসাধনার্থে স্বীয় জীবন নিয়োজিত করেন। তাহাহইলে কোন না কোন সময় অভীষ্টসিদ্ধ হইবেই হইবে। যিনি বীজবপন করেন তিনিই যে ফলপুষ্প-সুশোভিত বৃক্ষ দেখিয়া যাইবেন এরূপ নাও হইতে পারে, কিংবা একবার বীজবপন করিলে তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম নাও হইতে পারে। মানব যদি ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিস্মৃত হইতে পারে, আমিত্বের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া উহাকে প্রসারিত করিতে পারে তাহাহইলে তাহার কখনও নৈরাশ্য যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হয় না। ব্যক্তিগত জীবন সমাজ জীবনের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহাহইলে কার্য্য ধ্বংসে উৎসাহবৃদ্ধি ভিন্ন ক্ষয় হইবে না। আমিই ইহা করিতে পারিলাম না, আমিই ইহা দেখিয়া যাইতে পারিলাম না ইত্যাকার অহংজ্ঞানই বহুতর স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের অশান্তির ও নিরাশার কারণ। তুমি তাবৎ বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ বংশাবলীর অস্তিত্বের সহিত স্বীয় অস্তিত্ব প্রভেদ করিয়া লও বলিয়াই মনের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য কর, কিন্তু তুমি যদি তোমার আমিত্ব বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমাজের সহিত মিশাইয়া ফেলিতে পার, তাহাহইলে তোমার অভীষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি-জনিত কোন দুঃখভোগ করিতে হইবে না। বীজবপন কর, উহার যদি অঙ্কুর উদ্গম না হয় কারণ অনুসন্ধান কর কেন উহার অঙ্কুর উদ্গম হইল না এবং ঐ কারণ নির্দ্ধারণ এবং নিরসন করিয়া পুনর্ব্বার বীজবপন কর অবশ্য অঙ্কুর উদ্গম হইবে এবং অঙ্কুর উদ্গম হইলে উহাতে ছায়া, তাপ, জল ইত্যাদি উহার বৃদ্ধির উপযোগী পদার্থ সকল উহা নির্ব্বিঘ্নে প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় অবলম্বন কর, কালে উহা বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া অবশ্য ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবেই হইবে, চাই তুমি ইহ জীবনে উহার ফলভোগ করিতে পার বা না পার। পিতার আরব্ধ কার্য্য পুত্রের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। গুরুর আরব্ধকার্য্য শিষ্যদ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই সংসারের রীতি। বংশপরম্পরার শোণিতদ্বারা বিধৌত না হইয়া কোন পতিত দেশ কবে সংস্কৃত হইয়াছে?

পৃথিবীর যে কোন জাতির ইতিহাস পাঠ কর জাতীয় জীবনের যে কোন বিভাগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে যে, সৎকার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠাতারা অধিকাংশস্থলে অসিদ্ধার্থ হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের জীবনত্যাগরূপ বীজ হইতে শত শতশক্তিসম্পন্ন পুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাদের আরব্ধ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়া

গিয়াছে। স্বদেশের উন্নতির জন্য যদি তুমি যথার্থই আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক, উহাকেই নিজের অভীষ্টদেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া শোণিতপাত করিতে প্রস্তুত হইয়া থাক তাহাহইলে নিশ্চয় জানিবে তোমার শোণিতের প্রত্যেক বিন্দু হইতে এক এক মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ উৎপন্ন হইয়া অচিরাৎ তোমার শত্রুদিগের বিনাশসাধন করিবে। হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে তুমি সাগরতলে পতিত হইয়াছ বলিয়া নিরাশ হইও না। আস্তে আস্তে একপায় দুপায় উঠিবার চেষ্টা কর, আবার সেই উন্নতস্থানে উঠিতে পারিবেই পারিবে। অকুল সাগরমধ্যে পতিত হইয়াছ বলিয়াই একেবারে নিরাশ হইয়া হস্ত পদের সঞ্চালন পরিত্যাগ করিও না। যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ আস্তে আস্তে সন্তরণ করিতে থাক ভবিষ্যৎ ভগবানের হস্তে ন্যস্ত কর। বেশ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফলের প্রতি অবিশ্বাস, ভগবানের অবিচলিত নিয়মের প্রতি অবিশ্বাসই আমাদের নিরাশার কারণ। আমাদিগের হৃদয়ে যদি অবিচলিত ধ্রুববিশ্বাস থাকে যে অমৃতফল রোপণ করিলে কখনও কণ্টকবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে না তাহাহইলে অমৃতফল রোপণ করিবার সময় আমাদিগের কোন সন্দেহ হইবার কোন কারণ নাই; কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে উহা অমৃতফল কি না তাহা রোপণ করিবার পূর্ব্বে সতর্কের সহিত দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। যদি উহা যথার্থ অমৃতফল হয় এবং তদুপযোগী মৃত্তিকায় উহা রোপণ করা যায় তুমি কি আমি উহার ফল দেখিয়া না যাইতে পারি কিন্তু উহা প্রযত্ন-সহকারে রক্ষিত হইলে কালে উহাতে নিশ্চয়ই অমৃতফল ফলিবে। অতএব কর্ম্মের ফলে বিশ্বাস স্থাপন কর। স্বীয় জীবন ও সমাজজীবন একসূত্রে গ্রথিত কর। তোমার স্বীয় আমিত্বের প্রসার করিয়া ভবিষ্যৎ বংশাবলীর আমিত্বের সহিত মিলাইয়া দেও; তাহাহইলে এই দিব্য চক্ষুদ্বারা দেখিতে পারিবে যে তোমার আরব্ধ অনুষ্ঠান বটবীজের ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও উহা কালে মহান্ বটবৃক্ষে পরিণত হইবে।

ব্রহ্মচারী আশ্রম ভাল কি মন্দ প্রথমে তাহাই দেখা উচিত, যদি ভাল হয় যাহাতে উহা সর্ব্বত্র সংস্থাপিত হয়, তৎপক্ষে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিঞ্চিন্মাত্রও কালবিলম্ব করা উচিত নহে। ভারতবাসীর মন ও শরীর যে দুর্ব্বল, সে কেবল ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে। দেশে কিয়ৎপরিমাণেও ব্রহ্মচর্য্য থাকিলে কখনও এদেশের এমন দুরবস্থা হইত না। আত্মদোষ গোপনে কোন লাভ হয় না, উহা সংশোধনেই ফল হয়। এই বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে গমন কর, দেখদেখি কোনস্থানে ব্রহ্মচর্য্য আছে কি না, দেখদেখি কোন গৃহে অনন্ত পরোপকারবৃত্তি আছে কি না, দেখদেখি কোন গৃহে অটল ধর্ম্মবিশ্বাস আছে কি না, একথা আমি বলিতে চাহি না, যে ইন্দ্রিয়সংযম কুত্রাপিও নাই, কিন্তু সত্য বলিতে হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, যে আজকাল উহা বড়ই বিরল হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যেই আমি এসম্বন্ধে অনেক পত্র পাইতেছি, তাহাতে হৃদয়ে আসার সঞ্চার হইতেছে, যে স্থির অধ্যবসায় থাকিলে, উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ক্রমশঃ—

মণিরত্নমালা।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-প্রণীত

(১)

সংসারভীতিতঃ কশ্চিৎ শিষ্যঃ কাতরবাক্ গুরুং।
প্রণম্যপ্রাঞ্জলিঃ প্রাহ মুক্তিহেতুং যথাবিধি॥

সংসারভয়ে ভীত কোন শিষ্য তদীয় গুরুকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরবাক্যে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

জীবের জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম—জন্মমৃত্যুর এই অবিশ্রান্ত প্রবাহই সংসার। জন্মমৃত্যুর অধীন জীব সংসারে বহুবিধ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখদ্বারা পরিক্লিষ্ট হইয়া থাকে। সংসার সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকর, সকল আপদের আস্পদ এবং সর্ব্বপ্রকার পাপের আলয়স্বরূপ। দুঃখমূল সংসারকে যিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই কেবল সুখী হইতে পারেন। ভগবৎপ্রসাদে যাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিই জন্মমৃত্যুরূপ সংসারের দোষসমূহ সন্দর্শন করিয়া শঙ্কিত হইয়া থাকেন এবং সেই ভয় হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলতা ও ইচ্ছা জন্মে। এই ইচ্ছাকেই মুমুক্ষুতা কহে।

পরমেশ্বরের সত্ত্বরজস্তমোময়ী স্বর্গস্থিত্যন্তকারিণী, অনির্ব্বচনীয়া পরাশক্তিকেই তত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ অনাদি অবিদ্যা বা মায়া কহিয়া থাকেন। "অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুঃ বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা" অবিদ্যা হইতে রাগদ্বেষাদিসঙ্কুল সংসারের উৎপত্তি এবং বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) প্রভাবে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে সংসারের নিবৃত্তি হয়। "তস্মাদ্ যত্নঃ সদা কার্য্যঃ বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ" অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির বিদ্যাভ্যাসে সর্ব্বদা যত্ন করা বিধেয়।

সদ্গুরুর অনুগ্রহ ও উপদেশ ব্যতিরেকে কেহ বিদ্যালাভ করিতে পারে না শ্রুতি বলিয়াছেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ আচার্য্যাদেব বিদ্যাবিদিতা তরতি শোকমাত্মবিৎ" যাঁহার গুরু আছেন তিনিই মুক্তিলাভ করিতে পারেন, গুরুর নিকট হইতে বিদ্যালাভ করিয়া আত্মবিৎ শোক হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ সংসারদুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করেন। "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং" ॥ সেইহেতু সুমঙ্গল জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্মপরাগত (সাঙ্গবেদবিশারদ) পরব্রহ্মে নিমগ্ন (ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন) এবং উপশমাবলম্বী গুরুর শরণাপন্ন হইবেন। (ভাগবত) তাই শিষ্য গুরুর শরণাপন্ন হইয়া কি উপায়ে সংসারভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

(২)

প্রীত্যা প্রত্যুত্তরং তত্র মূলমাশ্রিত্য সদ্গুরুঃ।
সম্যগ্জ্ঞানায় শিষ্যস্য দত্তবান্ সাধুসাধনম্॥

তাহাতে সদ্গুরু (সংসারভয়ভীত, শরণাগত মুমুক্ষু) শিষ্যের প্রকৃষ্ট জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত মূল প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া প্রীতির সহিত বিশিষ্ট উপায় সম্বলিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। কেননা "ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত" (ভাগবত) গুরুগণ প্রেমবান্ শিষ্যকে পরম গুহ্য বিষয়ের উপদেশ দিয়া থাকেন।

(৩)

অপারসংসারসমুদ্রমধ্যে সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি। গুরো কৃপালো কৃপয়াবদৈতৎ বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—(১)হে কৃপা-

ময় গুরুদেব! আমি অপার সংসারসাগরে নিমগ্ন হইতেছি কি অবলম্বন করিয়া পার হইব কৃপা করিয়া আমাকে তাহা বলুন। গুরু বলিলেন, বিশ্বপতি ভগবানের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকা। বৎস! সংসারসমুদ্র কিরূপে পার হইবে ইহা ভাবিয়া আকুল হইও না। দৃঢ়ভক্তিযোগসহকারে শরণাগতপালক, ভক্তিপ্রিয় ভক্তবৎসল ভগবানে চিত্তবুদ্ধি নিবেশিত করিয়া ভবভয়ার্ত্তিবিনাশক্ষম তদীয় চরণতরণী অবলম্বন কর, অনায়াসে ঘোর সংসারসাগর পার হইয়া যাইবে। ভক্তসখা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥
(গীতা)

হে পার্থ! যে সকল ব্যক্তি আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগদ্বারা কেবল আমারই চিন্তা ও উপাসনা করে, আমি সেই মদাবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

(৪)

বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরক্তঃ কো বা বিমুক্তো বিষয়ে বিরক্তঃ। কো বাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহঃ তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন (২) এসংসারে বদ্ধ কে? গুরু বলিলেন যে ব্যক্তি বিষয়াসক্ত। রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ এই পাঁচটী বিষয়। বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে সঙ্গ (আসক্তি) জন্মে সঙ্গ হইতে কাম (অভিলাষ) এবং কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে সংমোহ (কার্য্যাকার্য্য বিবেকাভাব) সংমোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম (আত্মবিস্মৃতি) জন্মিয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই মনুষ্য মৃততুল্য হয় অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অযোগ্য হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারপাশে আবদ্ধ থাকিতে হয়।

(৩) কোন ব্যক্তি বিমুক্ত? বিষয়ে যাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, যিনি বিষয়সমূহের দোষ ও অনর্থকারিতা দর্শন ও পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচন করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন, অচিরে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভক্তি ও জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাহইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। তাই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা বার বার বলিয়াছেন, "মুক্তিমিচ্ছসি চেৎ তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ" হে বৎস! যদি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে ইচ্ছা কর তাহাহইলে বিষয় সকলকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ কর। (জনকের প্রতি অষ্টাবক্র বাক্য।)

(৪) ঘোর নরক কি? নিজ দেহ। যে অনন্ত যন্ত্রণাপ্রদ অপবিত্র পদার্থ পরিপূরিত স্থানে পাপিগণ মরণান্তর স্বকৃত কর্ম্মের জন্য দণ্ডভোগ করে তাহাই নরক বলিয়া অভিহিত হয়। আত্মার ভোগায়তনস্বরূপ পঞ্চভূতাত্মক নবদ্বারবিশিষ্ট স্থূলশরীরও স্নায়ু, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা, রেতঃ, রক্তাদিসংযুত, দুর্গন্ধ চর্ম্মাচ্ছাদিত, মলমূত্র পরিপূর্ণ, কৃমিকুলসঙ্কুল এবং অপবিত্র। এই দেহ পরিগ্রহ নিবন্ধনই জীব আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তপ্ত হইয়া সংসারেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অতএব নরকে এবং দেহে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

(৫) স্বর্গপদ (নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগের স্থান) কি? তৃষ্ণাক্ষয়। তৃষ্ণাক্ষয় অর্থাৎ বিষয়বাসনার

বিরামকেই সন্তোষ কহে। "সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ" সন্তোষ সর্ব্বসুখের নিদান এবং অসন্তোষই সকল দুঃখের মূল। বিষয়তৃষ্ণা মনুষ্যের ধৈর্য্যনাশ করে। ধৈর্য্যহীন পুরুষ কদাচ সন্তোষলাভ করিতে পারে না। সুতরাং তৃষ্ণাভিভূত মনুষ্য সর্ব্বদুঃখ মূলীভূত অসন্তোষের বশবর্ত্তী হইয়া অনুক্ষণ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়াছে, যিনি সন্তোষরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন তিনিই কেবল নিরন্তর নিত্য সুখ ও নিত্যানন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। তাই সাধুগণ বলিয়াছেন "তৃষ্ণা মুক্তাস্তু যে কেচিৎ স্বর্গবাসং লভন্তি তে" যাঁহারা তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত তাঁহারাই স্বর্গবাস লাভ করেন।

(গরুড়পুরাণ)

(৫)

সংসারহৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ কো মোক্ষহেতুঃ প্রথিতঃ সএব। দ্বারং কিমেকং নরকস্য নারীকাস্বর্গদা প্রাণভৃতামহিংসা॥

(৬) সংসার বিনাশ করে কে? (৭) এবং মোক্ষের হেতু কি? বেদাদিশাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইলে যে আত্মজ্ঞান জন্মে তাহাদ্বারাই সংসার বিনষ্ট হয়। ভগবান শিব. পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন,—

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনং।

হে দেবি! এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র শ্রেষ্ঠ কারণ। যেহেতু "স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধ শরীরপরিগ্রহঃ সংসারঃ" স্বীয় প্রাক্তন কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ দেহধারণের নাম সংসার। দেহধারণের হেতুভূত প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবকে আর জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে হয় না। আত্মজ্ঞানদ্বারাই সমুদায় কর্ম্ম বিনষ্ট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

(গীতা)

হে অর্জ্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। হৃদয়াকাশে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে চিত্তজ্ঞেয় (ব্রহ্ম) পদার্থ জানিতে এবং তাঁহাতে পরিনিষ্ঠিত হইতে পারে। ইহাদ্বারা জীব পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে সুতরাং উহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই আত্মজ্ঞান লাভ করিবার সম্বন্ধেও ভগবান এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

(গীতা।)

হে পার্থ! প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা ও সেবাদ্বারা সেই জ্ঞান লাভ কর। ভক্তি ও শুশ্রূষাদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীগণ তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। যিনি শাস্ত্রে ও গুরূপদেশে দৃঢ়বিশ্বাসবান্, তদেকনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ করিয়া পরাশান্তি (মুক্তিপদ) প্রাপ্ত হন।

(৮) নরকের একমাত্র দ্বার কি? নারী।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

(ভাগবত।)

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী রমণীকে দর্শন করিয়া তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় নরকে পতিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ কামক্রোধের বশবর্ত্তী পুরুষগণ নারীরূপ বিষম বিষয়ভোগের তীব্র লালসাবশে বিবেকভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গে গমন

করে এবং পাপাসক্ত হইয়া নিরয়গামী হয়। মহর্ষি কপিল ও তদীয় জননী দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তি যোগের পরমপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কদাচ প্রমদার সাহচর্য্য করিবেন না। কারণ ব্রহ্মসিদ্ধ যোগীরা কহিয়া থাকেন যিনি আমার (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) সেবাদ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন নারী তাঁহার পক্ষে নরকের দ্বারস্বরূপ। দেবনির্ম্মিত স্ত্রীরূপা মায়া শুশ্রূষাদিদ্বারা অল্পে অল্পে আনুগত্য করিতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় তাহাকে আপনার মৃত্যুস্বরূপ অবলোকন করিবেন" (ভাগবত ৩।৩১। ৩৮।৩৯) অতএব সর্ব্বমায়ার করণ্ড, ধর্ম্মমার্গের অর্গল, অশেষ দোষের আকর এবং নরকের দ্বারস্বরূপ বিষরূপা নারী মুমুক্ষুগণের দর্শনীয়া ও বাঞ্ছনীয়া নহে। (ক)

(৯) জীবগণের স্বর্গপ্রদায়িনী কে? অহিংসা অর্থাৎ প্রাণিবধরূপ হিংসা পরিত্যাগ।

(ক) সংসারবিরাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও যতিগণ পাছে রমণীতে আসক্ত হইয়া পুরুষার্থ পরিভ্রষ্ট হন একারণে আচার্য্য তাঁহাদের আশ্রমোচিত উপদেশ দিতে গিয়া এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্ত্রীজাতির নিন্দা করিয়াছেন।

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণস্পর্শসংলাপক্ষেলনাদিকং।
প্রাণিনো মিথুনীভূতান্ অগৃহস্থোঽগ্রতস্ত্যজেৎ॥
(ভাগবত)

অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও পরিহাসাদি এবং মিথুনীভূত প্রাণিগণকে অগ্রে পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু উপকুর্ব্বান্ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ অনাসক্ত গৃহীর পক্ষে স্ত্রীপরিগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রয়োজকেরা বিধান দিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন,—সন্তান উৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রীগণ বহু কল্যাণপাত্রী ও আদরণীয়া, ইহারা গৃহকে উজ্জ্বল করেন, স্ত্রীতে ও শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। অপত্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সেবা শুশ্রূষা উত্তমারতি এবং পিতৃগণের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি সকলই স্ত্রী হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সর্ব্বহিংসা নিবৃত্তা যে নরাঃ সর্ব্বসহাশ্চ যে।
সর্ব্বস্যাশ্রয়ভূতাশ্চ তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ॥

যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্ত, ক্ষমাশীল এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ হন তাঁহারাই স্বর্গে গমন করেন। যোগাচার্য্যগণ অহিংসার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। "অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ" (পাতঞ্জলযোগসূত্র) যাঁহার অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহার নিকট হিংস্রপ্রাণিগণও অহিংস্র হয় এবং স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী জন্তু সকলও শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া সহজ সুহৃদের ন্যায় একত্র বিচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং অহিংসাসিদ্ধ ব্যক্তি সর্ব্বদা নিরুদ্বেগে ও নির্ভয়ে থাকিয়া ইহ জীবনেই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। "অহিংসা যোগবৃক্ষের ত্রিতাপনাশিনী ছায়া; যাহারা দুঃখত্রয়রূপ দিবাকরতাপে সন্তপ্ত যোগতরুর এই ছায়া তাহাদের শীতলতা সম্পাদন করে। তাহারা ইহার আশ্রয়ে নির্ব্বাণলাভ করিয়া পুনরায় দুঃখে অভিভূত হয় না"। (পদ্মপুরাণ)

(৬)

শেতে সুখং কস্তু সমাধিনিষ্ঠঃ জাগর্ত্তি কো বা সদসদ্বিবেকী। কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি তান্যেব মিত্রাণি জিতানি তানি॥

(১০) কোন্ ব্যক্তি সুখে শয়ন করিয়া থাকে? সমাধিস্থ পুরুষ।

অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষু ন তু পাতিনী।
প্রোক্তা সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরাস্থিতিঃ॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

অহঙ্কারশূন্য ক্ষোভশূন্য সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিত সুমেরু অপেক্ষা স্থিরতর যে স্থিতি তাহারই নাম সমাধি"। সুতরাং সমাধিস্থ ব্যক্তি জাগতী আস্থা পরিত্যাগকরতঃ ভয় শোক ও বাসনাশূন্য হন এবং আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া অব-

চ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বর প্রণিধানাৎ" (পাতঞ্জলযোগসূত্র) "আত্মবিস্মৃত হইয়া পরমেশ্বরে সমুদায় ভাবের সমর্পণের নাম ঈশ্বর প্রণিধান"। ঈশ্বর প্রণিধানদ্বারা সমাধিসিদ্ধ হয়।

(১১) কোন ব্যক্তি জাগিয়া থাকেন? যাঁহার সৎ ও অসৎ বস্তুর বিবেক জন্মিয়াছে।

ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা ইত্যেবং রূপনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা; কেননা আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সর্ব্বদাই তাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, এবং ভাবান্তর ঘটিতেছে; আর কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় আত্মাই সদ্রূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন এইরূপে বস্তুর যে স্বরূপ নিশ্চয় তাহাকে বিবেক কহে। বিবেকবান্ ব্যক্তির মোহনিদ্রার ঘোর কাটিয়া যায়। মোহনিদ্রাভিভূত অবিবেকীর ন্যায় তাঁহার অনিত্যসংসাররূপ স্বপ্নদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ বলিয়াছিলেন—

"ঘুমভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি, এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

(১২) কাহারা মনুষ্যের শত্রু? (১৩) এবং কাহারাই বা মিত্র? নিজের ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে না পারিলে তাহারাই প্রবল শত্রু হইয়া উঠে এবং সংযত ইন্দ্রিয়গণই মিত্র হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন,—

বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপঃ মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ।
(ভাগবত)

ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্যই জীবের বন্ধন এবং ইন্দ্রিয়গণের সংযমই মোক্ষ। (যাহা সংসারবন্ধনের কারণ তদপেক্ষা ঘোর শত্রু আর কি আছে) কারণ।

যাবদিন্দ্রিয়চাপল্যং তাবত্তত্ত্ব কথা কুতঃ।

যাবৎ ইন্দ্রিয়গণ চঞ্চল থাকে তাবৎ কেহই তত্ত্বকথার অবধারণে সমর্থ হয় না। "সরোবরাদির জল স্থিরভাবে থাকিলে তবে যেমন তাহাতে পতিত প্রতিবিম্ব সকল সুস্পষ্ট নয়নগোচর হয়, তদ্রূপ দুর্বৃত্ত ইন্দ্রিয়সকল স্থিরভাব ধারণ করিলে জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয়পদার্থকে স্থায়ীভাবে দর্শন করিতে পারা যায়"।

মনু বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ং।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়গণের আত্যন্তিক প্রসক্তিদ্বারা জীব দৃষ্টাদৃষ্ট দোষ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিলে মনুষ্য অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনকে লইয়া ইন্দ্রিয়ের একাদশ সংখ্যা পূর্ণ হয়। মন সঙ্কল্পসহকারে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের প্রবর্ত্তক। মনকে জয় করিতে পারিলেই উক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়। মনকে জয় করিবার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে॥
(গীতা)

হে মহাবাহো! মনদুর্নিগ্রহ ও চঞ্চল তাহিতে কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা উহা নিগৃহীত হইতে পারে। (ক্রমশঃ)

ধর্ম্ম এক বই দুই হইতে পারে না।

বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ভেদবিশিষ্ট বহু আকারের লাল, নীল, পীতাদি বহু বর্ণের কটু, কষায়, তিক্ত, মিষ্ট আদি বহু স্বাদের ও শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখদায়ক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বহু বিষয়ের উপলব্ধি হয়। অনন্ত মনে অধ্যবসায়ের সহিত চিন্তা করিলে দেখা যায় যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে দুইটীমাত্র ক্রিয়া রহিয়াছে একটী আকর্ষণ অন্যটি বিক্ষেপণ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে বিক্ষেপণকে গতি বলিয়া সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, বিক্ষেপণের মূলে আকর্ষণ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বিক্ষেপণ না থাকিলে আকর্ষণের উপলব্ধি হয় না, আর যদি কেবল আকর্ষণ থাকিত, তাহাহইলে সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি পরস্পরের ভেদ থাকিত না। এক খণ্ড রবারকে টানিয়া বা একখণ্ড ধাতুকে পিটিয়া যতদূর বাড়ান যায় ততদূর বাড়াইলেও দেখা যায় যে সেই বিক্ষেপণের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে; আকর্ষণ না থাকিলে রবার ও ধাতু ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইত। অতএব প্রমাণ হইতেছে যে বিক্ষেপণের মূলে আকর্ষণ সর্ব্বদাই অবস্থিতি করিতেছে, কোন অবস্থাতেই আকর্ষণ শূন্য অবস্থায় গতি বা বিক্ষেপণ হইতে পারে না। একটু নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে সমুদায় সৃষ্টপদার্থে এই দুইটী ক্রিয়াই হইতেছে; সমুদ্র, মরুভূমি, পর্ব্বত, হ্রদ, জল, বরফ, জলপ্রপাত, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি ঐ দুইটী ক্রিয়া মূলেই উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সমুদ্রের তরঙ্গ নদীর জোয়ার ভাটা, ভূমিকম্প প্রভৃতি সর্ব্বত্রই ঐ দুইটী শক্তিরই ক্রিয়াস্থল, নৌকাচালন, বেলুন উড়ান, লককমটিব ইঞ্জিনচালন তাড়িৎ বার্ত্তাবহন ঘড়িচালন প্রভৃতি আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শক্তি ভিন্ন হইতেই পারে না। বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম মূলের অধোগমন ও বৃক্ষের উর্দ্ধগমন ও বৃদ্ধি ও শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ফলে সুশোভিত হওন আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ এই দুইটী শক্তিপ্রভাবেই হইতেছে। আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ব্যতিরেকে জীবের সন্তান উৎপাদন জন্ম, বৃদ্ধি, আহার, বিহার, নিদ্রা, শ্বাস, প্রশ্বাস, মলমূত্রাদিত্যাগ ও মৃত্যু প্রভৃতি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। আবার দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসাস্বাদন ও স্পর্শানুভব এসকলও আকর্ষণ ও বিক্ষেপণমূলক। সেই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ শব্দের কারণ। দূরতা বা মৃদুতানিবন্ধন শব্দ অত্যন্ত ক্ষীণ হইলে কিম্বা আমাদের মন কোন বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে যদিও আমরা অনেক সময় শব্দ শুনিতে পাই না বটে, তথাপি যেখানে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ আছে সেইখানেই যে শব্দ আছে তাহা যুক্তিদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়: যেমন স্লেটের উপর পেন্সিলদ্বারা সজোরে একটী কসি টানিলে শব্দ শুনা যায়, কিন্তু আস্তে আস্তে টানিলে শব্দটী যদিও এত ক্ষীণ ও মৃদু হয় যে তাহা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না তথাপি শব্দ যে হয় তাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। সেইরূপ একটী টানাপাখার দড়ি ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ করিলে একটা শব্দ উৎপন্ন হয় ও তাহা শুনা যায়, কিন্তু দড়িটী ধরিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিলে কোন শব্দ শুনা না যাইলেও অতি মৃদুভাবে যে শব্দ হয় তাহা কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান থাকিলেই স্বীকার করিতে হইবে। কোন কোনও বৈজ্ঞানিক আপত্তি করিতে পারেন যে গতি বা বিক্ষেপণ বাধা না পাইলে শব্দ হয় না, তাহাদের জানা নাই যে গতি যাহাতে

বাধা পায় তাহাও একটা গতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং প্রমাণ হইল যে যেখানে গতি সেইখানেই শব্দ ও যেখানে শব্দ সেইখানেই গতি, অতএব গতি ও শব্দ অভেদ। এখন যুক্তি-দ্বারা অনায়াসে দেখা যাইতেছে যে জগতের যাবতীয় ক্রিয়াই গতি ও অগতি বা আকর্ষণ ও বিক্ষেপণের মূলে সম্পন্ন হইতেছে। আকর্ষণকে অগতি বলা যাইতেছে, কারণ আকর্ষণ গতির বিরোধী। স্বর্ণের পাত করিতে যে কষ্ট হয়, তাহার কারণ স্বর্ণের অণুসমূহের মধ্যে যে আকর্ষণ আছে, তাহা বিক্ষেপণ বা গতি বা প্রসারে বাধা জন্মায়। যে সমুদায় দ্রব্যে আকর্ষণ অধিক থাকে তাহাদের আদৌ পাত হয় না। এসমুদায় স্থলে বিকর্ষণ আছে, কিন্তু আকর্ষণ তদপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব আকর্ষণ যেরূপ বিক্ষেপণের কারণ, তদ্রূপ আকর্ষণ বিক্ষেপণের বিরোধী। ইহাও দেখা যায় যে একটী গতি-দ্বারা অন্য একটী গতির হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্ত্তন ও ইতরবিশেষ সর্ব্বদাই হইতেছে। সৃষ্ট প্রাণী-সমূহের মধ্যে মানব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানব স্বীয় বুদ্ধিবলে গতির সংযোগে গতির হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্ত্তন ও ইতরবিশেষ সংঘটন করিয়া নানাপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুতকরণে সক্ষম।

মনুষ্য বাষ্পের গতি নিজের ইচ্ছা ও আয়ত্তাধীন করিয়া কলের জাহাজ ও রেলগাড়ী চালাইতেছে, ধূমের গতি রোধ করিয়া বেলুন উড়াইতেছে, বিদ্যুতের গতিকে স্বেচ্ছাধীন রাখিয়া তারের সংবাদ দিতেছে ও তড়িতালোক জ্বালিতেছে সেইরূপ মানব একটা গতিদ্বারা আর পাঁচটা গতি জন্মাইয়া ব্যবহার্য্য থালা, ঘটি, বাটী, ঘর, দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেছে; সুতরাং আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই তাহার মধ্যে কতকগুলি স্বভাবসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক ও কতকগুলি মনুষ্যসৃষ্ট বা কৃত্রিম। পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে যেখানে গতি সেইখানেই শব্দ এবং গতি ও শব্দ অভেদ এবং ঐ গতির মূলে আবার অগতি রহিয়াছে। স্বাভাবিক গতি ও অগতির মূলে কতকগুলি স্বাভাবিক শব্দ আছে, সেই সকল স্বাভাবিক শব্দের ভিন্ন ভিন্নরূপ চালনাদ্বারা মনুষ্য কতকগুলি কৃত্রিম শব্দ প্রস্তুত করিয়া জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় সৃষ্টি করিয়াছে। এস্থলে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত মহাত্মাদিগের এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে মনুষ্য ভিন্ন অপরাপর প্রাণীরা ভাষা জানে না অথচ প্রাণী-ভেদে শব্দগত পার্থক্য দেখা যায় কেন? তদুত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে গতি ও অগতি এই দুইটী ক্রিয়াই জগতের সমষ্টি হইলেও মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, নদী ও পর্ব্বতাদি যেমন এই দুইটী ক্রিয়ার পার্থক্য পৃথক্ পৃথক্ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন এই দুইটী ক্রিয়ার পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন জীবের স্বর-যন্ত্রের পার্থক্য হওয়ায় প্রাণীভেদে শব্দভেদ হইয়াছে। যেমন একজন মনুষ্য শঙ্খ, বাঁশী, শিঙ্গা, ফ্লুট, ক্লারিয়নেট প্রভৃতিতে একপ্রকার গতিবিশিষ্ট একই প্রকার ফুৎকার দিলেও উক্ত বাদ্যযন্ত্র সকলের গঠনের তারতম্য ও স্থূল সূক্ষ্মতানুসারে বিভিন্নরূপ শব্দ হয়, তেমন মানব ব্যতীত অপরাপর প্রাণীবর্গের স্বর-যন্ত্রের পার্থক্য বশতঃ বিভিন্নপ্রকার শব্দ নিঃসৃত হয়। মানব-মণ্ডলীর মধ্যেও দেশকাল ও ব্যক্তিগত পার্থক্য বশত স্বর-যন্ত্রের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্যে শব্দের কিছু কিছু উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত মনুষ্য কল্পনাবলে স্বাভাবিক শব্দের সংযোগ বিয়োগে অনন্তভাষা সৃষ্টি করিয়াছে, সুতরাং ভাষা সকল কৃত্রিম বই স্বাভাবিক হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যেক ক্রিয়াই মস্তিষ্কে উপলব্ধি হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের যোগে দর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয়ের যোগে শ্রবণ,

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যোগে আঘ্রাণ, রসনেন্দ্রিয়ের যোগে আস্বাদন এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ের যোগে শীতোষ্ণাদি অনুভব হয়। মানব কৃত্রিম সভ্যতাদ্বারা বিকৃত না হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহদ্বারা একজনের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে, অপরের মনেও তদ্রূপ হইবে।

ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন, জার্ম্মাণ ও য়িহুদি সর্ব্বপ্রকার জাতীর মনেই একরূপ ভাবের উদয় হইবে,—যেমন রক্তের বর্ণ, বজ্রের শব্দ, পুষ্পের গন্ধ, মধুর স্বাদ ও অগ্নির উত্তাপ আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা প্রাণে যেরূপ উপলব্ধি ও মনে যেরূপ ভাব হইবে সকল দেশীয় সকল জাতীয় মানবের প্রাণে ঠিক্ সেইরূপই উপলব্ধি ও মনে সেইরূপই ভাব হইবে। কিন্তু কৃত্রিম কোন বস্তুই সকলের প্রাণে একরূপ ভাব উদয় করিতে পারে না। মধুর স্বাদ বাঙ্গালীরা যে শব্দদ্বারা প্রাণে উপলব্ধি করে ও উহাদ্বারা বাঙ্গালীর মনে যেরূপ ভাব হয়, বাঙ্গলাভাষা অনভিজ্ঞ একজন ইংরাজের কাছে সেই শব্দটী করিলে তাহার প্রাণে সেইরূপ উপলব্ধি হইবে না এবং মনেও সেইরূপ ভাবের উদয় হইবে না। Wifo শব্দ শুনিলে একজন ইংরাজের প্রাণে যাহা উপলব্ধি ও মনের যেরূপ ভাব হইবে একজন ইংরাজীভাষা অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর প্রাণে তাহা কখনই উপলব্ধি হইবে না ও মনেও সেরূপ ভাব হইতে পারে না। মনুষ্যেরা নিজ ব্যবহারের জন্য বা অপরের নিকট পরিচয়ের জন্য যে সকল নাম বা সংজ্ঞা দিয়াছে ঐ সকল নাম বা সংজ্ঞাই স্বাভাবিক নহে। প্রকৃত স্বাভাবিক ক্রিয়াতে কাহারও কোন ভেদ থাকে না, যথা—ক্ষুধা হইলে আহার করা, পিপাসা হইলে জলীয়দ্রব্য পান করা, ক্লান্ত হইলে নিদ্রা যাওয়া, মলমূত্রাদি ত্যাগের প্রবল বেগ হইলে মলমূত্রাদি ত্যাগ প্রভৃতি সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সকল লোকের একসমান কার্য্য হইয়া থাকে। আবার ইংরাজ ইহুদী, বাঙ্গালী প্রভৃতি সকল জাতিই কাশিতে বা হাঁচিতে একই রূপ শব্দ করে, মলমূত্রত্যাগ ও সন্তান প্রসব করিতে বেগ দিবার কালে যে যে প্রকার শব্দ হয় তাহাও সকল জাতির এক-প্রকার, কল্পনা করিয়া কেহ তাহা অন্যপ্রকার করিতে পারে না। শব্দের যদিও কিছু কিছু পার্থক্য শ্রুত হয় তাহা কেবল স্বাভাবিক যন্ত্রগত কিছু কিছু পার্থক্যবশতঃই হইয়া থাকে। স্বাভাবিক শব্দ মনুষ্যমাত্রকেই একরূপ উচ্চারণ করিতে হইবে। আবার যে ক্রিয়ামূলে যে শব্দটী উৎপন্ন হয় ঠিক্ সেই শব্দটী না করিলে সেইরূপ ক্রিয়া হইবে না। পূর্ব্বাপরই বলা গিয়াছে যে যন্ত্রগত পার্থক্যে শব্দের পার্থক্য হয়, আর সে পার্থক্য হওয়াও উচিত, কারণ যেরূপ যন্ত্র হইতে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ যন্ত্র না হইলে সেরূপ শব্দ হইতে পারে না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই স্বর-যন্ত্রের কিছু কিছু পার্থক্য আছে, যদি সেই পৃথক্ পৃথক্ স্বরযন্ত্রে একরূপ ক্রিয়া করান যায়, তাহাহইলে শব্দের কিছু কিছু পার্থক্য হইবে। এক্ষণে প্রমাণ হইল যে মনুষ্যের স্বাভাবিক গতি ক্রিয়া শব্দ ও ভাব এক বই দুই হইতে পারে না এবং মনুষ্যের স্বভাব বা প্রকৃতি এক, সুতরাং মনুষ্যের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ধর্ম্ম ও ভগবৎ সাধন এক বই দুই কখনই হইতে পারে না। শীত, গ্রীষ্মাদিঋতু ভেদে এবং রৌদ্র, জল, বায়ু আদি ভেদে পৃথিবীর সকলস্থানে একরূপ ফল শস্যাদি উৎপন্ন হয় না বলিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোকের খাদ্যগত ও ব্যবহারগত বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, সুতরাং যেদেশে যেরূপ আহার বা যেরূপ ব্যবহার না করিলে প্রাণহানি বা স্বাস্থ্য নষ্ট হয় সেই দেশে সেইরূপ আহার ও ব্যবহারই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া সুখস্পৃহায় বা বিলাসিতায় প্রবৃত্ত যে সকল আহার

ব্যবহার করা যায় তাহা কখনই স্বাভাবিক নহে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রাখা আবশ্যক—মৎস্যকে জলে, ভূচর প্রাণীকে স্থলে ও মনুষ্যকে শুষ্ক পরিষ্কার স্থানে রাখা আবশ্যক—তেমন নানাদেশবাসী ভিন্ন ভিন্ন লোককে হিমালয়ের কোন এক প্রদেশে এক অবস্থায় রাখিলে সকলে সুখে ও শান্তিতে কখনই থাকিতে পারে না। শীতপ্রধানদেশের শীতসহিষ্ণু লোকের যেরূপ বস্ত্রে চলিবে গ্রীষ্মপ্রধানদেশের লোকের সেইরূপ বস্ত্রে কখনই চলিবে না। যদি একজন মৎস্যান্নভোজী পেটুক বাঙ্গালি, একজন দাল-রুটীভোজী হিন্দুস্থানী, একজন ফলমূলাহারী যোগী এবং একজন বিলাত-ফেরত মাংসাসী বাঙ্গালি সাহেবকে একটী আশ্রমে রাখিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে সামান্য ফলমূলাহারের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাহইলে কি তাহাদের সকলের প্রাণে সমান সুখ ও শান্তি থাকিতে পারে? ভগবৎ সাধনের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই মানসিক সুখ ও শান্তি থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তির কোন চির অভ্যস্থ খাদ্য বা পরিধেয় বিশেষ হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে হইলে যদি তাহার মানসিক সুখ ও শান্তি নষ্ট হয় ও ভগবৎ সাধনের বাধা জন্মায় তাহাহইলে তাহার সেরূপ খাদ্য ও বস্ত্র হঠাৎ ত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ ত্যাগ করা শ্রেয়। যেহেতু কোন এক ব্যক্তির চির অভ্যস্থ কোন বিষয় স্বাভাবিক না হইলেও তাহার পক্ষে অভ্যাসজনিত স্বভাব বটে, অতএব দেশকাল ও পাত্রভেদে চির অভ্যস্থ কৃত্রিম ব্যবহারও স্বাভাবিক বলিয়া পরিগণিত হইলেও গতির মূলে যে শব্দ এবং অগতি অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য যে শব্দ তাহা যন্ত্রগত পার্থক্যবশতঃ কিছু কিছু প্রভেদ হইলেও গতির শব্দদ্বারা অগতির ক্রিয়া বা অগতির শব্দদ্বারা গতির ক্রিয়া কখনই হইবে না। যেমন তাপের দ্বারা যে বস্তু স্ফীত হয়, তাহা শৈত্যের দ্বারা কখনই স্ফীত হইবে না এবং শৈত্যের দ্বারা যে বস্তু সঙ্কোচিত হয় তাহা তাপের দ্বারা কখনই সঙ্কোচিত হইবে না, তেমনই আকর্ষণদ্বারা একত্রিত ও বিক্ষেপণদ্বারা বিস্তৃত হইবেই হইবে। আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ বা অগতি ও গতি এই দুইটী ক্রিয়া সমস্ত জড় জগতের ও দেহীমাত্রের সাধারণ স্বভাব, কিন্তু গতি অগতিকে দূরে নিক্ষেপ করে, সুতরাং অগতিতে যাইতে হইলে অর্থাৎ যে অগতি বা আকর্ষণ বা সৃষ্টির মূলকারণের কারণ, সুখ দুঃখ শোক তাপাদি অবস্থাবর্জ্জিত তরঙ্গরহিত মহাসমুদ্রের ন্যায় অগতি, তাহাতে যাইতে হইলে মনুষ্য মাত্রকেই গতির সঙ্কোচ করিতে হইবে, অতএব মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম্ম এক। মানুষ কেবল কল্পনার দাস হইয়া উত্তরোত্তর কল্পনাই বৃদ্ধি করিতেছে এবং কল্পনাদ্বারা গতি বৃদ্ধি করিয়া অগতি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, সুতরাং কল্পনাতীত প্রকৃত সত্য তাহাদের পক্ষে দূরবর্ত্তী। একটু মনোনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে গর্ভস্থ অবস্থায় আমি ছিলাম বটে, কিন্তু আমার আমি জ্ঞান ছিল না আমার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সকল ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন কার্য্য ছিল না। এখন দেখা যাউক ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য ছিল না বা কেন এবং কার্য্য হইলই বা কিরূপে? মৃত্যুর পরেও ত হস্তপদ এবং ইন্দ্রিয় সকল থাকে তবে তাহাদের কর্ম্ম হয় না কেন? যেমন হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সকল কর্ত্তা নহে, কর্ত্তা আমি, আমি না থাকিলে আমার যন্ত্র আপনা আপনি কার্য্য করিতে পারে না সুতরাং মৃত্যুর পরে আমি আর সেই মৃতদেহে থাকি না বলিয়া আমার সে দেহস্থ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সকলের

কার্য্য হয় না, তেমনই ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমার যন্ত্র সকল প্রস্তুত হইলেও তখন পর্য্যন্ত আমার আমি জ্ঞান হয় নাই বলিয়া আমার কোন যন্ত্রও কর্ম্মক্ষম হয় নাই। তবে ত আমি-জ্ঞানই আমার সর্ব্বনাশের মূল ও দুঃখের সৃষ্টি-কর্ত্তা। আমি জ্ঞান যদি আমার এত বিপদ ও সর্ব্বনাশের মূল হইল তাহাহইলে সেই আমি-জ্ঞানকে আমার হৃদয় হইতে দূর করা আবশ্যক। এইবারে দেখা যাউক আমার সেই আমি জ্ঞান কখনও কিরূপে হইল। গর্ভস্থ অবস্থায় সুখ, দুঃখাদি দ্বন্দবোধ থাকে না এবং শ্বাস, প্রশ্বাসও থাকে না. কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে শ্বাস, প্রশ্বাস আরম্ভ হইলেই সুখদুঃখাদি দ্বন্দবোধ আরম্ভ হয়; তখন স্বীকার্য্য যে শ্বাস প্রশ্বাসই অহংজ্ঞানের কারণ, যেহেতু শ্বাস প্রশ্বাসের পরেই শিশুর অহংজ্ঞান ও তৎসঙ্গে সঙ্গে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দবোধ হওয়াতেই কাঁদিয়া উঠে। এখন দেখা যাইতেছে যে অহংজ্ঞান বা আমি জ্ঞান শ্বাস প্রশ্বাসমূলক, সুতরাং সেই শ্বাস প্রশ্বাসই যত অনর্থের মূল। তবে ত শ্বাস প্রশ্বাসরোধ করিয়া মরিয়া গেলেই সকল লেঠা মিটিয়া যায়, স্থূলবুদ্ধিরা তাহাই মনে করিতে পারে, কারণ অন্যে পরে কা কথা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদের মধ্যেও অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস হয় বলিয়াই আমাদের ফুসফুস যন্ত্র ও বক্ষ প্রসারিত ও সঙ্কোচিত হয় এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আমরা মিশ্রবায়ুর মধ্য হইতে প্রাণবায়ু (Oxyzon) গ্রহণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকি, নতুবা আমাদের রক্তে অঙ্গারাধিক্য হইয়া আমাদের মৃত্যু হয় কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাস যে প্রসারণ ও সঙ্কোচনের বা বিক্ষেপণের কারণ নহে বরং কার্য্য এবং আমাদের শরীরে বিক্ষেপণ আছে বলিয়াই প্রাণবায়ুর প্রয়োজন হয় তাহা তাঁহারা জানেন না। গতি বা বিক্ষেপণ যাহা ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে আমাদের স্বতন্ত্ররূপে ছিল না, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই হইয়াছে সেই গতি বা বিক্ষেপণই আমার সকল কষ্টের মূলকারণ। আমার মধ্যে সেই বিক্ষেপণ কি, কোথা হইতে কিরূপে কোথায় আসে কোথায় যায় কিরূপে আমার উপর ক্রিয়া করে কিরূপেই বা আমাকে ভগবান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে, কেমন করিয়াই বা আমাকে ভবসাগরে ডুবায়, আর কি উপায়েই বা আমি সেই পরম শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে ও ভগবানের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইতে পারি তাহাই আর্য্য ঋষিদিগের গুহ্যাদপি গুহ্যবিষয়, জ্ঞানাতীত জ্ঞানযোগের শিক্ষার বিষয়। সাধারণের জ্ঞাতার্থে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন আমার অহংজ্ঞান ছিল না কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পরে আমার অহংজ্ঞান হইয়া আমি আমার অতীত যে জ্ঞানকে ভুলিয়াছি সেই ভুলজনক জ্ঞান যে গতির মূলে উৎপন্ন হইয়াছে সেই গতি স্থৈর্য্য বা অগতির অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে আমি আমার অতীত জ্ঞান কোনমতেই লাভ করিতে পারি না সুতরাং অগতির অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইলে গতিরোধ করিতেই হইবে। এখন বল দেখি ধর্ম্ম এক কি অনেক, মানবমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে মানবমাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্ত্রী পুরুষের যোগে সন্তান উৎপত্তি হইতেছে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই নির্দ্দিষ্ট স্থানে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল আছে সকলেই চক্ষু দিয়া দেখে, কর্ণ দিয়া শুনে, হাত দিয়া ধরে, পা দিয়া চলে। চক্ষু দিয়া শ্রবণ, কর্ণ দিয়া দর্শন বা হস্ত দিয়া গমন, পাদায়া ধারণ প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য

কখনই হয় না। দেশকাল ও পাত্রভেদে ইন্দ্রিয় সকলের কিছু কিছু আকারগত ও বর্ণগত পার্থক্য থাকিলেও স্বাভাবিক ক্রিয়াগত পার্থক্য কাহারও দৃষ্ট হয় না। তবে এস্থলে ধর্ম্মগত পার্থক্য কোন্ জ্ঞানে সপ্রমাণ হইতে পারে। কেবল কল্পনার দাস হইয়াই মানব শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া দিন দিন ধর্ম্মগত পার্থক্য বৃদ্ধি করিতেছে ও সংসারে বহুধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু মহাপুরুষগণ যিনি যে সম্প্রদায়েরই হউন না কেন উচ্চতম সীমায় সকলেরই মত এক। কেবল শ্রেষ্ঠতাভিমানী ভ্রমবুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক লোকেরা স্ব স্ব মতানুসারে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মবিপ্লব ঘটাইতেছে। বঙ্গদেশে আসিয়া আমার আরও একটা নূতন জ্ঞান জন্মিয়াছে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যত দ্রব্য দেখিতেছি সমস্তই অগ্রে মনুষ্যের মনে ভাব হইয়া পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। বল দেখি দালান, কোঠা, পীরন, চাপকান্, থালা, ঘটী ইহার মধ্যে কোন্টা অগ্রে ভাব না হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে? সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অগ্রে মনে ভাব না হইয়া কোন বস্তুই হয় নাই। যাহারা কলিকাতার প্রধান প্রধান বাজার সকল দেখিয়াছেন তাহারা একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে মানবহৃদয়ে প্রতিনিয়ত কত ভাব খেলিতেছে এবং কত ভাবে কত অসংখ্য বস্তুর সৃষ্টি হইতেছে। কেবল যে বহুবস্তু সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নহে, এক এক বস্তুর আবার কতপ্রকার নকল হইয়াছে। বল দেখি ভিতরে গিল্টি না হইয়া বাহিরে এত গিল্টিবস্তু কোথা হইতে আসিল? এত গিল্টির ভিতরে যথার্থ ভাব বাছিয়া লওয়া কি সহজ? মানুষের এরূপ শক্তি কখনও নাই এবং হইতেও পারে না যাহাতে মানুষ এত ভাবসত্বে অপরভাব ধারণা করিতে পারে বা ভেদজ্ঞানসত্বে অভেদজ্ঞান লাভ করিতে পারে। এখন বল দেখি ভেদজ্ঞানশূন্য ফলমূলাহারী আর্য্য ঋষিরাই ভগবৎ জ্ঞানের জ্ঞানী ছিলেন না এখনকার গিল্টিবিলাসি মৎস্য-মাংসাশী সভ্য সমাজের নব্যসম্প্রদায়ীরা ভগবৎ জ্ঞানের জ্ঞানী? বর্ত্তমান কোন কোন ধর্ম্মপ্রচারকদের মধ্যে কিন্তু একটা বড় মজার নূতন মত দেখিলাম। জগতের যাহা কিছু সকলই ভগবান সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য নরক স্বর্গ কিছুরই ভেদ নাই—সবই একাকার, ঈশ্বর ঈশ্বরই আছেন ছিলেন ও চিরকাল থাকিবেন, সুতরাং খাও দাও মজা কর, চুরি কর, ডাকাতি কর তাতে তোমার ভয় কি? তুমি ত ভগবান, তোমাকে নরকে দেয় কে? তোমাকে নরকে নিতে গেলে ভগবানেরই স্বয়ং নরকে যাইতে হইবে। ভগবানের কি বুদ্ধি নাই না ভয় নাই!!! দেখ দেখি সংসারী জীবের জন্য কেমন সুন্দর ধর্ম্ম! এক কথায় সকল পরিষ্কার, সকল লেঠা মিটিয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে জগৎময় ভগবান এই জ্ঞানে সিদ্ধ হইয়া ভগবানদিগকে ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জ্ঞান থাকে কিপ্রকারে? বিশ্বময় ভগবান জ্ঞান হইলে কি আর অন্যকে কোন শিক্ষা দিবার জ্ঞান থাকিতে পারে? এ সকল কথা বলিবার একান্তই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ঋষিগুলিকে লইয়া টানাটানি করায় মনে বড় বেদনা পাইয়াই দুই একটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। এরূপ শিক্ষায় আমাদের প্রাণ কিছুতেই স্থির থাকে না, বিষম আপত্তি উপস্থিত হয়, এক বস্তুতে ভিন্ন জ্ঞান কেন? বলাবলি, দেখাদেখি, কাটাকাটি, মারামারি, উপাস্য উপাসক এসব ভেদজ্ঞান কেন? আমিও বলিয়াছি আতি ভিন্ন গতি নাই, সুতরাং গতির

অগতি অবস্থা চাই। অগতিরও গতি অবস্থা আছে, সম্পূর্ণ অগতিতে না যাওয়া পর্য্যন্ত দুইয়ে এক ও একে দুই পর্য্যবসিত হইবে না। যে পর্য্যন্ত গতি সেই পর্য্যন্ত পার্থক্য, কারণ গতির মূলে গতির সামঞ্জস্য হইতে পারে না, অগতি বই গতির সামঞ্জস্যের উপায় নাই। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সৃষ্টিজ্ঞান সে পর্য্যন্ত স্রষ্টাজ্ঞান ভুল।

সর্ব্বদেশীয় বিজ্ঞানবিৎ এবং ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাদিগের নিকট আমার আর একটী প্রার্থনা এই যে দেশকাল ও আহার ব্যবহারাদির পার্থক্যবশত বর্ণগত ও গঠনগত কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মনুষ্যের হস্তপদ ও চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল হৃদ্‌পিণ্ড ও ফুস্‌ফুসাদি যন্ত্র সকল যেথানে যেথানে থাকা উচিত সকলেরই ঠিক্ সেই সেই স্থানে আছে এবং যে যে ইন্দ্রিয়ের ও যন্ত্রের যে যে কার্য্য সকল মনুষ্যেরই সেই সেই ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র সেই সেই কার্য্য করিতেছে, সুতরাং এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র একরূপ ক্রিয়া ব্যতীত বিভিন্নরূপ ক্রিয়ায় সকলের কি একরূপ হওয়া সম্ভব। কুম্ভকারের চক্রে কাঁচা মাটি দিয়া চক্র ঘুরাইবার সময়ে কুম্ভকার যদি হাতের ভিন্ন ভিন্নপ্রকার ভাব করে তাহাহইলে কি একপ্রকারের মৃৎপাত্র সকল গঠিত হইতে পারে? কখনই নহে। সুতরাং যে পাত্র যেরূপ ক্রিয়ায় উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রিয়া ভিন্ন তাহাকে পূর্ব্বাবস্থায় কখনই আনা যায় না।

মানবমাত্রেরই একপ্রকার গতিতে মনের গঠন ও প্রবৃত্তি সকল হইয়াছে, সুতরাং সেই গঠন ও প্রবৃত্তি সকলকে বিপরীতদিকে গতি করাইতে হইলে অর্থাৎ নিরোধ অবস্থা লাভ করিতে হইলে যে ক্রিয়ার আবশ্যক সে ক্রিয়াও সকলের একরূপ হওয়া উচিত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের ক্রিয়াও সকল মানবের একপ্রকার অবস্থাতেই উৎপন্ন হইতেছে, সুতরাং লোভের বিষয় দেখিয়া কাহারও ক্রোধ বা ক্রোধের বিষয় দেখিয়া কাহারও কামের উদ্রেক হয় না। স্বাভাবিক মানবদেহে বা মনে যখন কোন সময়ে কোনরূপ বিপরীত অবস্থা লক্ষিত হয় না, তখন কেবল ধর্ম্মের বেলায় কি বিপরীতভাব সম্ভবে? মানুষ কেবল কল্পনাদ্বারা স্বাভাবিক অবস্থা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের বেলা ক্রিয়াগত পার্থক্য ঘটাইয়াছে। তবে ধর্ম্ম কি কল্পনার সামগ্রী? ধর্ম্ম যদি কল্পনার সামগ্রী না হয় তাহাহইলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্ভব? আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি যে গতির মূলেই অনন্তসৃষ্টি অনন্তপথ ও অনন্তকল্পনা। অগতির অবস্থায় যাইতে না পারিলে সৃষ্টাতীত অবস্থা পাওয়া যাইবে না। যদি বল সৃষ্টিই ঈশ্বর, তবে ঈশ্বর অনিত্য ঈশ্বরের রূপান্তর আছে, ঈশ্বর জড়, ঈশ্বর চৈতন্য সুতরাং সকলই ঈশ্বর, অতএব উপাসককে উপাসনা এবং কেনই বা উপাসনা যদি সকলই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করি তবে দেখা যায় ঈশ্বরগণের মধ্যে ক্রিয়াগত পার্থক্য আছে এবং তদনুসারে কোনটা দীর্ঘকাল স্থায়ী, কোনটা অল্পকাল স্থায়ী, কোনটা সুখী কোনটা দুঃখী। তাহাহইলেও আমাদের ক্রিয়াগত পার্থক্যদ্বারা আমাদের স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব ও সুখদুঃখের হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারি। সেই ক্রিয়াগত পার্থক্যই হইতেছে গতি, সুতরাং মনুষ্যকে সর্ব্বাবস্থাতে এক অবস্থায় আনিতে হইবে, অতএব সকলের জন্যই একপ্রকার ক্রিয়া আবশ্যক। মানুষ কেবল কল্পনায় বিভিন্ন হইয়াছে, সুতরাং যেইখানে কল্পনা সেইখানেই বিভিন্নতা, কিন্তু ধর্ম্ম কল্পনার সামগ্রী নহে এবং মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম হইতে পারে না।

মানবহৃদয়ে প্রতিনিয়তই ভাবের উদয় হইতেছে এবং সেই ভাবের মূলেই ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার মূলে আবার ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে। মানুষ ভাবের দ্বারা বস্তুর বিদ্যমানে অবিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানে বিদ্যমানতা ঘটাইতে পারে এবং তাহাতেই শরীরে ও মনে তদনুরূপ ক্রিয়া হয়, কিন্তু সেই ভাবের অভাব করিতে পারিলে স্বভাবের স্বাভাবিক ক্রিয়াই স্বতঃ হইয়া থাকে। অন্ধকার রজনীতে মানুষ মনের ভাবের দ্বারা বস্ত্র বা গাছের শাখাকে ভূত কল্পনা করিয়া তাহাতে ভূতের মাথা, হাত, পা, নাক, মুখ সমস্তই দেখিতে পায় এবং একটা রজ্জু দেখিয়া কল্পনাতে তাহাকে সর্পভ্রম করিয়া তাহাকে সরিয়া যাইতে বা নিজের দিকে অগ্রসর হইতে দেখে এবং তাহাতেই ভয় পাইয়া কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা সঙ্কটাপন্ন রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে শুনা গিয়াছে। আবার ব্যাঘ্রকে কাষ্ঠের গুঁড়ী বা বল্মীক স্তূপ ও প্রকৃত সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিয়াও নির্ভয়ে চলিয়া যাইতে পারে, মনে অন্য কোন ভাবের প্রাবল্যবশতঃ রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন স্থান কাটীয়া বা পুড়িয়া গিয়াছে অথচ তখন কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক দেখা যায়, কিন্তু কল্পিতভাব অতিক্রম করিতে না পারিলে ও স্বাভাবিক ক্রিয়া না হইলে স্বভাবের অতীত ক্রিয়া সম্ভবে না। অতএব স্বাভাবিক গতিব্যতিরেকে মানুষ কল্পনাদ্বারা কখনই গতির অতীত অবস্থায় অর্থাৎ অগতির অবস্থায় যাইতে পারে না। এবং অগতির অবস্থায় আসিতে না পারিলে সেই গতির অতীত ভগবানের সহিত মিলন অসম্ভব, মানুষ যে পর্য্যন্ত গতির অতীত অবস্থায় আসিয়া স্বাভাবিক ধর্ম্মের অনুসরণপূর্ব্বক গতিনিরোধ করিতে পারিবে না ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল কল্পনাদ্বারা কাল্পনিক ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া প্রকৃত সত্যধর্ম্ম অবগত হইতে ও ভগবানকে পাইতে কোনমতেই পারিবে না। এই গতি নিরোধ করিয়া কিরূপে অগতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পুস্তকে শিখিবার জিনিষ নহে। রসায়নশাস্ত্রের গ্রন্থ পড়িয়া কেহ রাসায়নিক হইতে পারে না, এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য সংযোগে স্বতন্ত্র দ্রব্য হয়, ইহা বলিয়া দিলেই তৃতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় না, উহার প্রণালী দেখান চাই, তাহা না হইলে হয় না। অগতিরোধের ক্রিয়া সম্বন্ধেও ঐরূপ। সাধারণতঃ অগতিরোধের যে ক্রিয়া প্রচলিত, উহা অসম্পূর্ণ। উহাতে প্রকৃত অগতি হয় না। পূরক, কুম্ভক, রেচকদ্বারা শ্বাস রোধ করিলে অগতি হয় না। অগতির মধ্যে যে নিহিত গতি আছে, উহা রোধ করিয়াই অগতিতে যাওয়া চাই, ইহা অনেকেই জানেন না। ক্রমশঃ—

সিদ্ধাশ্রমী শ্রীপূর্ণানন্দস্বামী।

শাণ্ডিল্যশতসূত্র (১) বা ভক্তিমীমাংসা।

ওঁ অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১॥

পদপাঠঃ। অথ। অতঃ। ভক্তিজিজ্ঞাসা।

ব্যাখ্যা। অথ—অনন্তর, কিন্তু এস্থলে অথ শব্দ অনন্তরার্থে ব্যবহৃত হয় নাই। অথ শব্দ এস্থলে অধিকারার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অথেত্যধিকারার্থঃ (স্বপ্নেশ্বর) মুমুক্ষু ব্যক্তি-

(১) শাণ্ডিল্যশতসূত্র ভক্তিমার্গের একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ঈশ্বরের ভক্তি যে কি তাহা জানিতে হইলে শাণ্ডিল্যসূত্র পাঠ করা উচিত। শাণ্ডিল্যসূত্র শেষ হইলে ভক্তিমার্গের অপর অপূর্ব্বগ্রন্থ নারদসূত্র হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশ হইবে।

গণেরই ভক্তিবিষয়ক বিচার করা কর্ত্তব্য। অথ শব্দ মঙ্গলাচরণার্থেও ব্যবহৃত হয় নাই, কারণ তাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রেই মঙ্গল হইয়া থাকে।

অতঃ—ভক্তিবিষয়ে নানাবিধ কুতর্ক উপস্থিত হইয়া থাকে, ঐ কুতর্ক নিরাশ করা আবশ্যক।

বঙ্গার্থ। শাণ্ডিল্য ঋষি জীবের উপকারার্থে ভক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কুতর্ক নিরাশ করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জন্য ভক্তি মীমাংসার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিশদব্যাখ্যা। সাধনাঙ্গে কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানযোগদ্বারাও ভগবানের সন্নিধানে উপনীত হওয়া যায়, কিন্তু ঐ উভয়বিধ পথই সাধারণ জীবের পক্ষে বড়ই কষ্টকর। উহাতে শারীরিক ও মানসিক যে সমুদায় কৃচ্ছ্র সাধন করিতে হয় তাহা সকলে করিয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু ভক্তিমার্গ অতীব সুগম ও সুখকর। এইজন্য মহর্ষি শাণ্ডিল্য এই স্থলে ভক্তিমার্গ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। বিষ্ণুপুরাণে ভক্তির মাহাত্ম্য এইরূপ বলা হইয়াছে;—"নাথ যোনি সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেষ্বচলাভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্বয়িতি॥ অর্থাৎ সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না, হে নাথ! তোমাতে যেন অচলা ভক্তি থাকে। এইক্ষণ ভক্তি কি তাহা বলা হইতেছে।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। সা। পরা। অনুরক্তিঃ। ঈশ্বরে।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগের নাম ভক্তি।

বিশদব্যাখ্যা। বিষয়াদিতে অবিবেকীদিগের যে প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি ভগবদ্ ভক্তদিগের তদনুরূপ প্রীতি। বিষয়ী ব্যক্তি যেরূপ কোন কাম্যবস্তুর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখাইয়া থাকেন এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য অন্যান্য তাবৎ বস্তুর প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যভাব ধারণ করেন তদ্রূপ ঐ ভালবাসা যদি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে ধাবমান হয় তাহাহইলে সেই ভালবাসাকে ভক্তি বলা যায়। গীতায় আছে:—"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। তৎসংস্থস্য। অমৃতত্ব। উপদেশাৎ।

ব্যাখ্যা। তস্মিন্ ঈশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যস্য তস্য অমৃতত্বং ফলং উপদিশ্যতে, যথা ছান্দোগ্যে তস্থামৃতত্বং ফলমুপদিশ্যতে।

বঙ্গার্থ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইলে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। মহর্ষিগণ এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

জ্ঞানমিতি চেন্ন দ্বিষতোহপি জ্ঞানস্য তদসংস্থিতেঃ ॥ ৪ ॥

পদপাঠঃ। জ্ঞানম্। ইতি। চেৎ। ন। দ্বিষতঃ। অপি। জ্ঞানস্য। তৎ। অসংস্থিতেঃ।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে সংস্থা শব্দ ব্যবহার করা গিয়াছে, তাহাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় না, কিন্তু ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি বুঝায়। সংস্থা ভক্তিরেব ন জ্ঞানং। দ্বিষতস্তজজ্ঞানবতোহপি তৎসংস্থত্বব্যবহারাভাবাৎ॥ শত্রু কিংবা দ্বেষী ব্যক্তিও একজনকে জানিতে পারে, কিন্তু তাহাতেই সে তাঁহাকে ভালবাসে না, সুতরাং ঈশ্বরকে জানিলেই অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞান হইলেই যে তাঁহার প্রতি ভক্তি হইবে তাহা নহে।

বঙ্গার্থ। এই সংস্থা জ্ঞান নহে, যেহেতু দ্বেষী ব্যক্তিরও জ্ঞান হয়, কিন্তু প্রীতি হয় না।

বিশদব্যাখ্যা। অনেকে জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ইত্যাদি নানাবিধভাবে জানেন কিন্তু তাহাহইলেই ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রীতিসঞ্চার

হইবে তাহা বলা যায় না, যেমন একজন লোক নিজ শত্রুর সর্ব্ববিষয়ক অবস্থা জানিতে পারে কিন্তু সে তাহাকে যে ভালবাসিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই।

তয়োপক্ষয়াচ্চ ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। তয়া। উপক্ষয়াৎ। চ।

ব্যাখ্যা। তয়া ভক্ত্যা মুক্তিং প্রতিজ্ঞানমুপক্ষীণং ভবতি।

বঙ্গার্থ। ভক্তির দ্বারা জ্ঞানের নাশ হইয়া থাকে।

বিশদব্যাখ্যা। ভক্তির আধিক্য হইলে জ্ঞান থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ। ভালবাসার আধিক্য হইলে ভালবাসার বস্তুর সহিত তন্ময়ত্ব হয়, পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। গোপীগণ ও কৃষ্ণের যে প্রেম তাহাতে পরস্পরের পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। তোমাকে যদি আমি স্বতন্ত্রভাবে না জানিলাম, তাহাহইলে তোমার সম্বন্ধে আর আমার জ্ঞান থাকিল কোথায়? বিষ্ণুপুরাণে ভগবান প্রহ্লাদকে বলিতেছেন;—যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্। তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি যাস্যসি॥

দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাদ্রসশব্দাচ্চ রাগঃ॥৬॥

পদপাঠঃ। দ্বেষপ্রতিপক্ষভাবাৎ। রসশব্দাৎ। চ। রাগঃ।

ব্যাখ্যা। ভক্তিঃ খলু রাগএব ভবিতুমর্হতি কুতঃ দ্বেষবিরোধিত্বাৎ। লোকে হি দ্বেষ্টায়ং ভক্তোয়মিতি মিথো বিরুদ্ধধর্ম্মবতি ব্যবহ্রিয়তে তত্র দ্বেষবিরোধী চ রাগএব প্রসিদ্ধো ন জ্ঞানাদিঃ।

বঙ্গার্থ। দ্বেষের প্রতিপক্ষ এবং রস শব্দের প্রতিপাদ্য হওয়ায় ভক্তির নামই রাগ বা অনুরাগ।

বিশদব্যাখ্যা। ভক্তি দ্বেষের প্রতিকুল। যেখানে দ্বেষ সেখানে অনুরাগ নাই, দ্বেষী পুরুষেরও জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু অনুরাগ হইতে পারে না। অনুরাগ দ্বেষের বিরোধী। "রসং হেবায়ং লব্ধবান্ আনন্দী ভবতি" তৈত্তিরিয়শ্রুতি। ঈশ্বরে যে অনুরাগ তাহাকেই ভক্তি বলে।

ন ক্রিয়াকৃত্যনপেক্ষণাজ্জ্ঞানবৎ ॥৭॥

পদপাঠঃ। ন। ক্রিয়াকৃতি অনপেক্ষণাৎ। জ্ঞানবৎ।

ব্যাখ্যা। সা ভক্তির্ন ক্রিয়াত্মিকা ভবতি যথা জ্ঞানং।

বঙ্গার্থ। ভক্তি জ্ঞানের ন্যায় ক্রিয়াত্মিকা নহে।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি অভ্যাসায়ত্ত কিন্তু ভক্তি তাহা নহে, জীবের সুকৃতি থাকিলেই ভগবানের অনুগ্রহে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

অতএব ফলানন্ত্যম্ ॥ ৮ ॥

পদপাঠঃ। অতএব। ফলাননন্ত্যম্।

ব্যাখ্যা। যতঃ সা না ক্রিয়াত্মিকা অতএব তৎফলস্য নিঃশ্রেয়সস্যানন্তত্বমুপপদ্যতে।

বঙ্গার্থ। যেহেতু ভক্তি ক্রিয়াত্মিকা নহে, তদ্ধেতু উহার ফল অনন্ত।

বিশদব্যাখ্যা। মানুষ নিজে যাহা করে, তাহা অনন্ত হইতে পারে না। উহা সীমাবদ্ধ হইবেই হইবে, কিন্তু ভক্তি ভগবানের কৃপাবশতঃ হওয়ায় উহার সীমা নাই। যতই পুণ্যার্জ্জন কর না, উহার ক্ষয় আছে, কিন্তু ভক্তির ক্ষয় নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছেঃ—তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এব মেবামুত্রপুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।

তদ্বতঃ প্রপত্তিশব্দোচ্চ ন জ্ঞানমিতরপ্রপত্তিবৎ ॥ ৯ ॥

পদপাঠঃ। তদ্বতঃ। প্রপত্তিশব্দাৎ। চ। ন। জ্ঞানম্।

ব্যাখ্যা তদ্বতঃ—জ্ঞানবতঃ। প্রপত্তিঃ—শরণং, ভক্তিরিত্যর্থ। ভক্তের্জ্ঞানহেতুত্বে নেদমুপপদ্যতে ইতর প্রপত্তিবদিতি।

বঙ্গার্থ। স্থলবিশেষে জ্ঞান হইতে ভক্তি উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞান ভক্তির কারণ নহে, কারণ যে স্থলে জ্ঞান নাই, সে স্থলেও ভক্তি দেখা যায়, অর্থাৎ অজ্ঞানীকেও ভক্তিমান দেখা যায়।

বিশদব্যাখ্যা। কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে, দেখিতে হইবে যে স্থলে কারণ সে স্থলে কার্য্য আছে কি না, এবং কারণের অভাব হইলে কার্য্যের অভাব হয় কি না? যে স্থলে কারণ সেই স্থলেই কার্য্য পরিলক্ষিত হইলে, এবং কারণাভাবে কার্য্যের অভাব দৃষ্ট হইলে, একেকে অন্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন যেহেতু জ্ঞান স্থলে ভক্তিও দৃষ্ট হয়, তবে জ্ঞানই ভক্তির কারণ, তাহার উত্তরে বলা হইতেছে, এ যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ কারণরূপ জ্ঞানের অভাবেও ভক্তি দৃষ্ট হয়, অতএব জ্ঞান ভক্তির কারণ হইতে পারে না। ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে ব্যতিরেকান্বয়ী ন্যায় বলে।

ইংরাজি logic এ ইহাকে agreement and difference বলে।

দ্বিতীয় আহ্নিক

সা মুখ্যেতরা পেক্ষিতত্বাৎ ॥১০॥

পদপাঠঃ। সা। মুখ্যা। ইতর। অপেক্ষিতত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। সা পরাভক্তির্মুখ্যা প্রধানম্ ইতরৈঃ জ্ঞানযোগাদিভিস্মোপকার্য্যতয়া অপেক্ষিতত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। এই ভক্তি অন্যান্য সাধনমার্গ হইতে মুখ্য, কেননা জ্ঞানযোগাদিরও ইহার অপেক্ষা করিতে হয় অর্থাৎ সাহায্য লইতে হয়।

বিশদব্যাখ্যা। জ্ঞান ও যোগমার্গে ভক্তির সাহায্য লওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমাস্তি" ইত্যাদি স্থলে পরাভক্তিরই কথা বলা হইয়াছে। "স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবংবিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন" ইত্যাদি স্থলেও পরাভক্তির কথা বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা দৃষ্ট হইয়া থাকে যে শুষ্কজ্ঞানে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয় না। ভক্তি সর্ব্বপ্রকার সাধনের প্রাণস্বরূপ।

প্রকরণাচ্চ ॥ ১১ ॥

পদপাঠঃ। প্রকরণাৎ। চ।

বঙ্গার্থ। এই ভক্তিপ্রকরণ হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে, যেহেতু জ্ঞানাদি এই প্রকরণে ভক্তির অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে।

দর্শন ফলমিতি চেন্ন তেন ব্যবধানাৎ ॥ ১২ ॥

পদপাঠঃ। দর্শন ফলম্। ইতি। চেৎ। ন। তেন। ব্যবধানাৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্তির্দর্শনস্য ফলমিতি ন তেন দর্শনেন ভক্ত্যাঃ ব্যবধান বিদ্যমানাৎ।

বঙ্গার্থ। ভক্তি দর্শনের ফল নহে, কেননা তাহাদের মধ্যে ব্যবধান আছে।

বিশদব্যাখ্যা। শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্ট হয় যে

জ্ঞানের দ্বারাও ব্রহ্ম দর্শন হয়, কিন্তু আনন্দভোগ ভক্তি ভিন্ন হয় না।

দৃষ্টত্বাচ্চ ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। দৃষ্টত্বাৎ। চ।

ব্যাখ্যা। এতৎ দৃষ্টং হি লোকে চ।

বঙ্গার্থ। এরূপ দেখা গিয়াও থাকে।

বিশদব্যাখ্যা। কোন সুন্দর বস্তু দেখিলে প্রথমে ঐ সৌন্দর্য্যবোধক জ্ঞান হইল, এবং তৎপরে, তাহার প্রতি প্রীতি জন্মে অতএব জ্ঞানের ফলই প্রীতি, প্রীতির ফল জ্ঞান নহে।

অতএব তদভাবাদ্বল্লবীনাং ॥১৪॥

পদপাঠঃ। অতএব। তৎ। অভাবাৎ। বল্লবীনাং।

ব্যাখ্যা। জ্ঞানভাবাদপি বল্লবীনাং মুক্তিঃ স্মর্য্যতে।

বঙ্গার্থ। বল্লবী অর্থাৎ ব্রজগোপীগণের জ্ঞান ছিল না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমহেতু মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ভক্ত্যাজানাতীতি চেন্নাভিজ্ঞপ্তয়া সাহায্যাৎ ॥ ১৫ ॥

পদপাঠঃ। ভক্ত্যা। জানাতি। ইতি। চেৎ। ন। অভিজ্ঞপ্তয়া। সাহায্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্ত্যাজানাতীতি ন পরন্তু অভিজ্ঞপ্ত্যা জানাতি জ্ঞান সাহচর্য্যেন ভক্তিস্ত পরিবর্দ্ধতে।

বঙ্গার্থ। ভক্তি হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হয় না, কিন্তু জ্ঞান ভক্তির সহায়তা করিয়া থাকে।

বিশদব্যাখ্যা। কেবল ভক্তিদ্বারাও মুক্তিলাভ করা যায়, ভক্তের জ্ঞান থাকুক বা নাই থাকুক্,—যেমন ব্রজগোপীগণের হইয়াছিল। কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, উহার মাঝে ভক্তি চাই, কিন্তু কেবল ভক্তিদ্বারা মুক্তিলাভ হইলেও ভক্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ নহে। জ্ঞান ভিন্ন ভক্তি হইতে পারে, কিন্তু স্থলবিশেষে জ্ঞান ভক্তিরও সাহায্য করিয়া থাকে।

এস্থলে কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন যে যদি ভক্তিদ্বারা জ্ঞান না হয় তাহাহইলে "ভক্ত্যামামভিজানাতি" গীতায় এরূপ কেন উক্ত হইল, কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে "অভিজানাতি" পদ আছে "জানাতি" পদ নাই। এইক্ষণ দেখুন "অভিজ্ঞা" শব্দে অর্থ কি? অভিজ্ঞা শব্দের অর্থ পূর্ব্বজ্ঞাত বস্তুর পুনর্জ্ঞান। "অভিজ্ঞা পূর্ব্বজ্ঞাত জ্ঞানমুচ্যতে" সুতরাং ভক্তি-সাহায্যকারী জ্ঞানের ফলস্বরূপ ভক্তির কথা এস্থলে বলা হইতেছে। জ্ঞানের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইয়া ভক্তিদ্বারা উহার দৃঢ়জ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়। ব্রীহি আদি যেরূপ সুন্দররূপ চূর্ণ করিতে হইলে তাহার প্রতি প্রথমে একবার অবঘাত করিতে হয় এবং পুনর্ব্বার অবঘাত প্রয়োগে সুন্দররূপ চূর্ণ করিতে হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের অভিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহাকে প্রথমে মোটামুটী জ্ঞানের দ্বারা তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে হয় এবং তৎপরে ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে বিশেষরূপ অবগত হইতে হয়।

প্রাগুক্তং চ ॥ ১৬ ॥

পদপাঠঃ। প্রাক্। উক্তং। চ।

বঙ্গার্থ। এস্থলে যাহা বলা হইল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বিশদব্যাখ্যা। ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন।

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"। গীতা

অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া যিনি প্রসন্নাত্মা হয়েন, তিনি শোকও করেন না কামনাও করেন না এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আমার প্রতি পরাভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এতেন বিকল্পোঽপি প্রত্যুক্তঃ ॥১৭॥

পদপাঠঃ। এতেন। বিকল্পঃ। অপি। প্রত্যুক্তঃ।

ব্যাখ্যা। এতেন জ্ঞানস্যাঙ্গত্ব নির্ণয়েন জ্ঞান ভক্ত্যোরত্র বিকল্প পক্ষোঽপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃত ইতি মন্তব্যম্।

বঙ্গার্থ। জ্ঞান ভক্তির অঙ্গমাত্র সাব্যস্ত হওয়ায় জ্ঞানও ভক্তির মধ্যে যে বিকল্প বা ভ্রান্তি কল্পনা তাহা নিরাকৃত হইল।

দেবভক্তিরিতরস্মিন্ সাহচর্য্যাৎ ॥১৮॥

পদপাঠঃ। দেবভক্তিঃ। ইতরস্মিন্। সাহচর্য্যাৎ।

ব্যাখ্যা। শ্রুয়তে (শ্বেতাশ্বতর) যস্য দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ। অত্র দেব ভক্তিরীশ্বরেতরস্মিনদেবে মন্তব্যা, কুতঃ, গুরু-ভক্তি সাহচর্য্যাৎ।

বঙ্গার্থ। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে যে দেবভক্তি বলা হইয়াছে, উহা ঈশ্বর ভক্তি নহে, কারণ উহা গুরু ভক্তির সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা ঈশ্বর ভক্তির সমান নহে।

বিশদব্যাখ্যা। পিতৃমাতৃভক্তি গুরুভক্তি দেবভক্তি চিরপ্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু উহারা কেহই পরাভক্তির তুল্য নয়।

যোগস্তুভয়ার্থমপেক্ষণাৎ প্রযাজবৎ॥১৯

ব্যাখ্যা। যোগঃ পুনর্জ্ঞানার্থং ভক্ত্যর্থঞ্চ ভবতি। সমাহিতমনস্কতায়া উভাভ্যামপেক্ষণাৎ, যথা প্রযাজবাজপেয়াদ্যাঙ্গং তদীয় দীক্ষণীয়াদেরপ্যঙ্গং তদ্বৎ। কেবলং জ্ঞানার্থং যোগানুষ্ঠান-প্রসঙ্গেন ভক্তিমুপকরোতীতি।

বঙ্গার্থ। যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান এই উভয়ের সাহায্যকারী। কেবল জ্ঞানের জন্য যোগানুষ্ঠান করিলে, উহাতেও ভক্তির বিকাশ হয়। প্রযাজ বাজপেয়ের আদি অঙ্গ হইলেও দীক্ষণীয়াদি উহার যেরূপ অঙ্গ, তদ্রূপ জ্ঞানার্থে যোগ হইলেও, উহাতে ভক্তির উদ্রেক হয়। গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ স্যাৎ। পূর্ব্বমীমাংসা

গৌণ্যা তু সমাধিসিদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥

পদপাঠঃ। গৌণ্যা। তু। সমাধিসিদ্ধিঃ।

ব্যাখ্যা। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদিতি" পতঞ্জল স্মরণাৎ তত্র প্রণিধানং গৌণভক্তিরেব ন প্রধানং, তয়া সমাধিসিদ্ধিরিতি ন বিরোধঃ। ভবতি চ বাক্যশেষস্তত্রৈব। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তজ্জপস্তদর্থভাবনমিতি।

বঙ্গার্থ। পাতঞ্জলে যে ঈশ্বর প্রণিধান হইতে সমাধি হয় উক্ত আছে, ঐ প্রণিধান গৌণ্যা-ভক্তি, উহা পরাভক্তি নহে, কারণ ঐ পাতঞ্জলেই দৃষ্ট হয় যে ঈশ্বর প্রণিধানের উপায় কি তাহা বলিবার সময় বলা হইতেছে যে প্রণবই ঐ ঈশ্বরের বাচক, ঐ প্রণবের জপাদিই ঈশ্বর প্রণিধান। সুতরাং ইহা পরাভক্তি হইতে পারে না।

হেয়া রাগত্বাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ ॥ ২১ ॥

পদপাঠঃ। হেয়া। রাগত্বাৎ। ইতি। চেৎ। ন। উত্তমাস্পদত্বাৎ। সঙ্গবৎ।

ব্যাখ্যা। যোগশাস্ত্রোক্তরাগত্বাবিশেষাদ্ভক্তিরপি মুমুক্ষুণা হেয়ৈব। তথাচ সূত্রম্ (পাতঞ্জল) রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশা। নৈবং বাচ্যম্। উত্তমাস্পদত্বাৎ ভক্তেঃ পরমেশ্বরবিষয়ত্বাদিতি যাবৎ। ন হি রাগত্বমাত্রেণ হেয়ত্বং কিন্তু সংসারানুবন্ধিরাগত্বেনৈব। যথা সঙ্গত্বমাত্রেণ ন ত্যাজ্যতা কিন্তু অসৎসঙ্গত্বেন তদ্বৎ।

বঙ্গার্থ। যোগশাস্ত্রে রাগ অর্থাৎ অনুরাগাদিকে হেয় বলা হইয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে অনুরাগ হেয় হইতে পারে না। কারণ ইহার আশ্রয় উত্তম এবং ইহা সঙ্গের ন্যায়। সঙ্গ যেরূপ

অসৎ হইলে হেয় হয়, কিন্তু সৎ হইলে বাঞ্ছনীয়, তদ্রূপ অনুরাগ সংসারিকবিষয়ে হইলে উহা হেয়, কিন্তু ঈশ্বরবিষয়ে বাঞ্ছনীয়।

বিশদব্যাখ্যা। যে অনুরাগে বিয়োগ আছে, সেই অনুরাগই হেয়। জাগতিক সুখ হইলেই দুঃখ হইবে, অনুরাগ হইলেই বিয়োগ হইবে। কিন্তু ভগবানে একান্ত অনুরক্তি হইলে দুঃখের আশঙ্কা নাই।

তদেব কর্ম্মিজ্ঞানি যোগিভ্য আধিক্যশব্দাৎ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ। তৎ। এব। কর্ম্মিজ্ঞানি যোগিভ্য। আধিক্যশব্দাৎ।

ব্যাখ্যা। তদেব ভজনং মুখ্যং তস্যা ভক্তের্ব্বা মুখ্যত্বম্। এতৎ সর্ব্বথৈব নিশ্চিতং যস্মাদেবং শব্দতে।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকং যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ত তমোমতঃ॥ গীতা ৬। ৪৬। ৪৭।

বঙ্গার্থ। শাস্ত্রেও যথা গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে কর্ম্মজ্ঞান ও যোগ অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে।

প্রশ্ননিরুপণাভ্যামাধিক্যসিদ্ধেঃ ॥২৩

পদপাঠঃ। প্রশ্ননিরুপণাভ্যাম্। আধিক্যসিদ্ধেঃ।

ব্যাখ্যা। অত্র গীতায়াঃ দ্বাদশাধ্যায় উদাহরণম্।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥
ইতি প্রশ্নঃ।
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে যে যুক্ততমাঃ মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রমগচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংনস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
ইতি নিরূপণম্ গীতা ১২শ অধ্যায়।

বঙ্গার্থ। অর্জ্জুন ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্ন ও উত্তর (গীতা ১২শ অধ্যায়) দ্বারা ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সাব্যস্ত হইয়াছে।

নৈব শ্রদ্ধা সাধারণ্যাৎ ॥ ২৪ ॥

পদপাঠঃ। ন। এব। শ্রদ্ধা। সাধারণ্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্তির্ন সর্ব্বথা শ্রদ্ধাত্বেন শঙ্কনীয়া শ্রদ্ধায়াঃ কর্ম্মমাত্রাঙ্গত্বাৎ।

বঙ্গার্থ। শ্রদ্ধার সাধারণত্ব (যথা কর্ম্মে শ্রদ্ধা, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি) আছে বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি নহে, ভক্তি কেবল ভগবানের সম্বন্ধেই কথিত হইয়া থাকে।

তস্যাং তত্ত্বে চানবস্থানাৎ ॥ ২৫ ॥

পদপাঠঃ। তস্যাং। তত্ত্বে। চ। অনবস্থানাৎ।

বঙ্গার্থ। শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক হইতে পারে না, উহাদের একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থাদোষ ঘটে। গীতায় আছে—শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ। ইহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে শ্রদ্ধা ভজনার একটি অঙ্গমাত্র, কিন্তু ভক্তিসাধনের শেষ ফল।

ব্রহ্মকাণ্ডন্তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ ॥ ২৬ ॥

পদপাঠঃ। ব্রহ্মকাণ্ডং। তু। ভক্তৌ। তস্য অনুজ্ঞানায়। সামান্যাৎ।

বঙ্গার্থ। জ্ঞানকাণ্ডবিবৃতির পর ব্রহ্মকাণ্ডের বিবৃতি হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে দেখা যায় "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এস্থলে জ্ঞানকাণ্ডবিবৃতির পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ভক্তিমূলক। সুতরাং ভক্তি প্রতিপাদনার্থে ব্রহ্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের সামান্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম আহ্নিক।

বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ ॥ ২৭ ॥

পদপাঠঃ। বুদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিঃ। আবিশুদ্ধেঃ। অবঘাতবৎ।

ব্যাখ্যা। ভক্তিপরিশুদ্ধিপর্য্যন্তং তৎ প্রবৃত্তিরাবশ্যকী যথা ব্রীহিনবহন্তীত্যনেন বিহিত ব্রীহ্যবঘাতস্য যাবদ্বৈ তুষ্যমনুষ্ঠানং। বুদ্ধির্ব্রহ্ম-প্রমিতিঃ।

বঙ্গার্থ। যে পর্য্যন্ত ধান্য হইতে তুষ নির্গত হইয়া তণ্ডুল বাহির না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ধান্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ অবঘাতের আবশ্যক, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ভগবদ্বিষয়িনী বুদ্ধিতে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদিদ্বারা প্রবৃত্তি জন্মান আবশ্যক, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি হইলে আবশ্যক নাই।

তদঙ্গানাঞ্চ ॥ ২৮ ॥

পদপাঠঃ। তদঙ্গানাং। চ।

বঙ্গার্থ। যে পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয় ব্রহ্মবিষয়িনীবুদ্ধির অঙ্গসমূহের ও (যেমন গুরুসেবা শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি) অনুষ্ঠান আবশ্যক

তামৈশ্বর্য্য পরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ ॥ ২৯

পদপাঠঃ। তাম্। ঐশ্বর্য্যপরাং। কাশ্যপঃ। পরত্বাৎ।

ব্যাখ্যা। জীবাত্মভ্যঃ পরত্বাৎ কাশ্যপাচার্য্যস্তাং বুদ্ধিং পরমৈশ্বর্য্যপরাং মন্যতে।

বঙ্গার্থ। ঈশ্বর বিষয়িনী বুদ্ধি কিরূপে পরিশুদ্ধ করিতে হয় এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে। জীব এবং ব্রহ্মের ভিন্নতা স্বীকার করিয়া কাশ্যপাচার্য্য ঈশ্বরের সেবাদ্বারা বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন।

আত্মৈকপরাং বাদরায়ণঃ ॥ ৩০ ॥

পদপাঠঃ। আত্মৈকপরাং। বাদরায়ণঃ।

ব্যাখ্যা। জীবব্রহ্মত্ব কল্পনায়া মিথ্যাত্বাচ্ছুদ্ধচিদাত্মমাত্রবুদ্ধেস্তত্ত্বজ্ঞানত্বাৎ তদেব মুক্তিফলায়েতি।

বঙ্গার্থ। বাদরায়ণাচার্য্যের মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদহেতু আত্মজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান কল্পনামাত্র, এই মিথ্যা জ্ঞান নষ্ট হইয়া যখন বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখনই মুক্তি হয়।

উভয় পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

পদপাঠঃ। উভয়পরাং। শাণ্ডিল্যঃ। শব্দোপপত্তিভ্যাম্।

বঙ্গার্থ। শব্দ অর্থাৎ বেদ এবং উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা শাণ্ডিল্যাচার্য্য এই বুদ্ধিকে উভয় পরা বলিতেছেন, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইলে যেমন আত্মজ্ঞান আবশ্যক *সেইরূপ ঈশ্বরের উপাসনাও আবশ্যক।

*হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষ ১৪৮ পৃষ্ঠা শাণ্ডিল্য-বিদ্যা দৃষ্টি করুন।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীৎ। অর্থাৎ এই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের কারণ ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা পালিত হয় এবং তাহাতেই লীন হয়। রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া তাহার উপাসনা করিতে হয়।

তৎপরে ঐ প্রবন্ধে ইহাও বলা হইতেছে যে "এষ স আত্মান্তর্হৃদয়," অর্থাৎ তিনি হৃদয়ের অন্তরে বাস করিতেছেন, "প্রেত্যাভিসম্ভবিত্যাস্মি" দেহাবসানের পর ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইব।

ইহাদ্বারা কাশ্যপ ও বাদরায়ণ এই উভয়ের মতের সম্মিলন করা হইল। ক্রমশঃ—

ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্ত।

পরমাত্মা দেবতা—অংভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষি (১)

অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১ ॥

পদপাঠঃ। অহম্। রুদ্রেভিঃ। বসুভিঃ। চরামি। অহম্। আদিত্যৈঃ। উত। বিশ্বদেবৈঃ। অহম্। মিত্রাবরুণা। উভা। বিভর্ম্মি। অহম্। ইন্দ্রাগ্নী। অহম্। অশ্বিনা। উভা।

ব্যাখ্যা। অহং আমি অর্থাৎ অংভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ নাম্নী ঋষি। রুদ্রেভিঃ রুদ্রৈঃ রুদ্রগণের সহিত। (রুদ্রশব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা হিন্দু-পত্রিকার দ্বিতীয়বর্ষ ১৬৯ ও ৯৭ পৃষ্ঠার টীকায় দ্রষ্টব্য)। বসুভিঃ—বসুগণের সহিত। (হিন্দু-পত্রিকার ২য় বর্ষ ৯৭ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। চরামি—বিচরণ করি। আদিত্যৈঃ—আদিত্যগণের সহিত (পূর্ব্বোক্ত টীকায় দ্রষ্টব্য)। বিশ্বদেবৈঃ—সর্ব্বে দেবা ইতি নিরুক্তম্। সকল দেবতা। বিশ্বার দশপুত্রকে, বুঝায় যথা বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবা ও মাদ্রবা। অহং—আমি। মিত্রাবরুণা—মিত্র ও বরুণকে। (মিত্র ও বরুণশব্দের অর্থ গত দুই বর্ষের হিন্দু পত্রিকার বহুস্থানে ব্যক্ত হইয়াছে)। উভা—উভয়কে। বিভর্ম্মি—ধারণ করি। অহং—আমি। ইন্দ্রাগ্নী—ইন্দ্র ও অগ্নিকে। অশ্বিনা—অশ্বিনীদ্বয়কে। উভা—উভকে।

বঙ্গার্থ। আমি রুদ্র ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করিয়া থাকি, আমি বিশ্বদেব ও আদিত্যগণের সহিত বিচরণ করিয়া থাকি, আমি মিত্র বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করিয়া থাকি।

বিশদব্যাখ্যা। অংভৃণ ঋষির কন্যা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া "সোঽহং" জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় আত্মায় ও পরমাত্মায় একত্ব অনুভব করিয়া আপনাকেই পরব্রহ্ম জ্ঞান করিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, বসু আদি কারণাত্মক পরব্রহ্মের কার্য্যাত্মক বিভিন্ন শক্তি। পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তিই হিন্দুশাস্ত্রোল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতা। (হিন্দু-পত্রিকার ২য় বর্ষ আমিত্বের প্রসার ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ,

(১) পুরাকালে ললনাগণের যে কেবল বেদে অধিকার ছিল এমন নহে, তাহারা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিও ছিলেন। বাকপ্রভৃতি আর্য্য মহিলাগণের আদর্শ নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের মানসপটে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক। বেদ আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাব না হইলে ইহা বুঝা যায় না। যে ভাবে বাগ্দেবী আমি ব্রহ্ম এই উক্তি করিতেছেন, ঐ ভাবেই রাধা আমি কৃষ্ণ এইরূপ উক্তি করিতেন "মুহুরবলোকিত মণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।

অনল, অনিল, সলিল ইত্যাদি বসু আদি নামে খ্যাত। উহারা সকলেই ঐশীশক্তি। যে ব্যক্তি যে শক্তির কামনা করে সে সেই শক্তি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি সর্ব্বশক্তির আধার পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় সে নিজেও সর্ব্বশক্তিমান হয়।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং ত্বষ্টারমুত-পূষণং ভগং। অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। অহম্। সোমম্। আহনসম্। বিভর্ম্মি। অহম্। ত্বষ্টারম্। উত। পূষণম্। ভগম্। অহম্। দধামি। দ্রবিণম্। হবিষ্মতে। সুপ্রাব্যে। যজমানায়। সুন্বতে।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। সোমম্—সোমরস। আহনসম্—আহন্তব্যম্, নিপীড়িত। বিভর্ম্মি—ধারণ করি। ত্বষ্টারম্—বিশ্বকর্ম্মা। উত—ও। পূষণম্—পৃথিবী। ভগং—ভগদেবতা, আদিত্যের রূপবিশেষ। দধামি—ধারণকরি। দ্রবিণম্—ধন। হবিষ্মতে—হবিযুক্ত। সুপ্রাব্যে—উত্তম হবি প্রাপ্ত করায় যে তাহাকে। যজমানায়—যজমানের জন্য। সুন্বতে—সোমপ্রস্তুত-

বঙ্গার্থ। আমি নিপীড়িত সোমরস, ত্বষ্টৃ, পূষা ও ভগদেবতাকে ধারণ করিয়া থাকি, আমি হবিযুক্ত, দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে উত্তম হবির্দাতা সোমরস প্রস্তুতকারী যজমানের জন্য ধন ধারণ করিয়া থাকি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং। তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং ॥ ৩ ॥

পদপাঠঃ। অহং। রাষ্ট্রী। সংগমনী। বসূনাং। চিকিতুষী। প্রথমা। যজ্ঞিয়ানাং। তাং। মা। দেবা। বি। অদধুঃ। পুরুত্রা। ভূরিস্থাত্রাং। । আবেশয়ন্তীং।

ব্যাখ্যা রাষ্ট্রী—ঈশ্বরী। বসূনাং সংগমনী—ধনের প্রাপয়িত্রী। চিকিতুষী—পরব্রহ্মসাক্ষাৎ কৃতবতী। প্রথমা—মুখ্যা। যজ্ঞিয়ানাং—যজ্ঞে অর্চ্চিতদিগের। তাং মা—তদ্রূপ বা সেই আমাকে। দেবা—দেবতারা। ব্যদধুঃ—সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পুরুত্রা—বহুস্থানে। ভূরিস্থাত্রাং—বহুভাবে অবস্থিত। ভূরি—বহুপ্রাণীর মধ্যে। আবেশয়ন্তীং—প্রবিষ্ট।

বঙ্গার্থ। আমি জগতের অধীশ্বরী, আমি ধনের প্রাপয়িত্রী, আমি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকৃতবতী অতএব যজ্ঞার্হ দেবতাদিগের মধ্যে মুখ্যা, আমি বিশ্বে বহুভাবে অবস্থান করিয়া থাকি, আমি প্রাণীদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকি, দেবতারা আমাকে নানাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং। অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুতশ্রদ্ধবন্তে বাদামি ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। ময়া। সঃ। অন্নম্। অত্তি। যঃ। বিপশ্যতি। যঃ। প্রাণিতি। যঃ ঈং। শৃণোতি। উক্তম্। অমন্তবো। মাং। তে। উপক্ষিয়ন্তি। শ্রুধি। শ্রুত। শ্রদ্ধিবম্। তে বদামি।

ব্যাখ্যা। ময়া—আমাদ্বারা। সঃ—সেই। অন্নমত্তি—অন্নভোজন করা। যঃ—যে। বিপশ্যতি—দেখে। যঃ প্রাণিতি—যে নিশ্বাস প্রশ্বাস করে। যঃ—যে। ঈং—ঈদৃশীম্, ঈদৃক্। শৃণোতি উক্তম্—বাক্যশোনা। অমন্তবো—জ্ঞাত না হয়। মাং—আমাকে। তে উপক্ষিয়ন্তি—তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রুধি—শ্রবণ কর। শ্রুত—হে বিদ্বান্। শ্রদ্ধিবম্—শ্রদ্ধার উপযুক্ত যাহা তাহা। তে—তোমাকে। বদামি—বলিব।

বঙ্গার্থ। যিনি ভোজন করেন, দর্শন করেন, নিশ্বাসপ্রশ্বাস করেন কিম্বা বাক্য শ্রবণ করেন, তিনি আমার সাহায্যেই করিয়া থাকেন অর্থাৎ আমি সকলের মধ্যেই অন্তর্যামীরূপে অবস্থান

করি। যাহারা আমাকে এরূপ ভাবে না জানে তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে বিদ্বান্! আমি যাহা বলি শ্রবণ কর, উহা শ্রদ্ধার যোগ্য কথা।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমিতং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং ॥ ৫ ॥

পদপাঠঃ। অহং। এব। স্বয়ম্। ইদং। বদামি। জুষ্টং। দেবেভিঃ। উত। মানুষেভিঃ। যং। কাময়ে। তং তং। উগ্রং। কৃণোমি। তং। ব্রহ্মাণম্। তং। ঋষিং। তং। সুমেধাং।

ব্যাখ্যা। অহমেব স্বয়মিদং বদামি—আমিই স্বয়ং সেই পরব্রহ্মের কথা বলিতেছি। জুষ্টং দেবেভিঃ উত মানুষেভিঃ—যিনি দেবতা ও মানুষের দ্বারা সেবিত হইয়া থাকেন। যং কাময়ে তং তং উগ্রং কৃণোমি—আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে বলবান করিয়া থাকি। তং ব্রহ্মাণং—তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। তং ঋষিং—তাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তং সুমেধাং—শোভনপ্রজ্ঞ।

বঙ্গার্থ। দেবতা ও মনুষ্যেরা যে ব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই ব্রহ্মের কথা বলিতেছি, আমি যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, তাহাকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও সুমেধা করিয়া থাকি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ ॥

পদপাঠঃ। অহং। রুদ্রায়। ধনুঃ। আতনোমি। ব্রহ্মদ্বিষে। শরবে। হন্তবৈ। উ। অহং। জনায়। সমদং। কৃণোমি। অহং। দ্যাবা পৃথিবী। আবিবেশ।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। রুদ্রায়—রুদ্রের জন্যে। ধনুঃ আতনোমি—ধনু বিস্তার করি। হননকারী। উ—(পাদপূরণে)। অহং—আমি। জনায়—লোকের জন্য। সমদংকৃণোমি—সংগ্রাম করি। অহং—আমি। দ্যাবা পৃথিবী—দ্যুলোক ও ভূলোকে। আবিবেশ—প্রবিষ্ট থাকি।

বঙ্গার্থ। আমি ব্রহ্মদ্বেষী-শত্রুহননকারী রুদ্রের ধনু বিস্তার করি, আমি লোকের জন্য যুদ্ধ করি, আমি দ্যুলোক ও ভূলোকে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু-বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। অহং। সুবে। পিতরম্। অস্য। মূর্ধন্। মম। যোনি। অপ্সু। অন্তঃ। সমুদ্রে। ততঃ। বিতিষ্ঠে। ভুবনা। অনু। বিশ্বা। উত। অমূম্। দ্যাং। বর্ষ্মণ। উপস্পৃশামি।

ব্যাখ্যা। দৌঃ পিতেতি শ্রুতেঃ। পিতরং দিবং অহং সুবে, জনয়ামি আত্মন আকাশঃ-সম্ভূত ইতি শ্রুতেঃ। কুত্রেতি তদাহ অস্য পরমাত্মনঃ মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি উপরিকারণভূতে তস্মিন্ হি বিয়দাদিকার্য্যজাতং সর্ব্বং বর্ত্ততে। তন্তুষু পট ইব। মম চ যোনিঃ কারণং সমুদ্রে, সমুদ্দ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা, তস্মিন্ অপ্সু ব্যাপনশীলাসু ধীবৃত্তিষু অন্তর্মধ্যে যৎ ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। যত ইদৃগ্‌ভূতাহমস্মি ততো হেতোর্ব্বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি অনুপ্রবিশ্য বিতিষ্ঠে বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। উতাপি চ অমুং দ্যাং এতদুপলক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কারণভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেন উপস্পৃশামি। যদ্বা অস্য ভূলোকস্য মূর্দ্ধন মূর্দ্ধণি উপরি অহং পিতরমাকাশং সুবে। সমুদ্রে জলধৌ অপ্সু উদকেষু অন্তর্মধ্যে মম যোনিঃ কারণভতো বর্ত্ততে যদ্বা সমুদ্রে অন্তরিক্ষে অপ্সু

দেবশরীরেষু মম কারণভূতং ব্রহ্মচৈতন্যং বর্ত্ততে। ততোঽহং কারণাত্মিকা সতী সর্ব্বাণি ভুবনানি ব্যাপ্নোমি।

বঙ্গার্থ। আমি পিতৃরূপ আকাশকে প্রসব বা সৃষ্টি করিয়াছি, কোথায়? না—পরমাত্মার মূর্দ্ধাপ্রদেশে আমি আকাশকে সৃষ্টি করিয়াছি। অর্থাৎ আকাশ বিরাটপুরুষের মূর্দ্ধা বা মস্তকস্বরূপ। আমার যোনি বা কারণ সমুদ্রের মধ্যস্থিত ধীবৃত্তির অন্তর্গত চৈতন্যশক্তি। যাহা হইতে সমস্ত ভূতজাত দ্রবভাবে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমুদ্র বলে। সমুদ্র অর্থে এস্থলে পরিদৃশ্যমান সমুদ্র বুঝায় না। সমুদ্র অর্থে জগতের কারণবারি, সৃষ্টির দ্বিতীয় অবস্থায় মহাভূত দ্রবত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে একার্ণব বা Homogenious matter হয়, এ সমুদ্র তাহাই। অপশব্দে এস্থলে ধীবৃত্তি, ঐ ধীবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্মচৈতন্যশক্তি আছে, উহাই আমার কারণ। এইরূপ আমি বিশ্বভুবনে প্রবেশ করিয়া বিবিধভাবে অবস্থান করি। আমি আমার মায়াত্মকদেহদ্বারা স্বর্গলোকও স্পর্শ করিয়া থাকি।

২য় অর্থ। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে আমি আকাশ সৃষ্টি করিয়াছি। কারণবারিস্থিত ধীবৃত্তির মধ্যস্থিত চৈতন্যশক্তিই আমার যোনি, তৎপরে পূর্ব্ববৎ।

৩য় অর্থ। সমুদ্রে অর্থাৎ অন্তরিক্ষে অপ্সু জলে অর্থাৎ দেবশরীরে আমার কারণ ব্রহ্মচৈতন্য বর্ত্তমান আছে, অন্য অংশ পূর্ব্ববৎ।

এস্থলে বাক্‌ঋষির অভেদজ্ঞানহেতু অহং এবং ওঁ বা পরমাত্মার কোন ভেদ দেখিতেছেন না, এইজন্য কোন স্থানে অহং কোন স্থানে পরমাত্মা-প্রয়োগ হইয়াছে।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব॥ ৮॥

পদপাঠঃ। অহম্। এব। বাতঃ ইব। প্র। বামি। আরভমাণা। ভুবনানি। বিশ্বা। পরঃ। দিবা। পরঃ। এনা। পৃথিব্যা। এতাবতী। মহিনা। সম্। বভূব।

ব্যাখ্যা। অহং—আমি। বাত ইব—বায়ুর ন্যায়। প্রবামি—প্রবাহিত হই। আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা—এই বিশ্বভুবন উৎপাদন করিতে করিতে। পরো দিবা—দ্যুলোকের বাহিরে। এনা পৃথিব্যা পরঃ—এই পৃথিবীর বাহিরে। মহিনা—মহিমা। এতাবতী সংবভূব—এত অধিক হইয়াছে।

বঙ্গার্থ। আমি এই বিশ্বভুবন উৎপাদন করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই, আমার মহিমা এত অধিক যে উহা দ্যুলোকে ও ভূলোক অতিক্রম করিয়াছে।

সমাপ্ত।

ধর্ম্মরাজ্যে সাবধানতা।

সংসারে ধর্ম্মরাজ্যে যত প্রতারণা, এত বুঝি জগতে আর কোথায়ও নাই। কি ভারতবর্ষে, কি ভারতবর্ষেতর দেশসমূহে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মরাজ্যে ঘোর প্রতারণা দৃষ্ট হয়। এই প্রতারণার মূলে ধন, যশ বা আধিপত্যাদির প্রবল লিপ্সা। ধর্ম্মে প্রবল বিশ্বাস থাকাহেতুই সহজে লোকে ধর্ম্মবেশধারীদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া থাকে। যাহারা প্রতারিত হয়েন, তাহারা অনেকে শেষে উপন্যাসের লাঙ্গুলশূন্য শৃগালের ন্যায় প্রতারকের দলে মিশিয়া অন্যকেও প্রতারণা করিতে চেষ্টা করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকের আবার অন্ধবিশ্বাস প্রবল থাকাতে প্রতারিত

হইয়াও প্রতারিত হইয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং স্বীয় স্বীয় অন্ধবিশ্বাসে পরিচালিত হইয়া অন্যকেও প্রতারণা করেন। অনেকে আবার প্রতারিত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া পরিশেষে পরিতাপানলে দগ্ধ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম-পিপাসা অত্যন্ত বলবতী, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষেই ধর্ম্মরাজ্যে অধিক প্রতারণা দৃষ্ট হয়। পরিব্রাজক ভারতবর্ষের বহুস্থানে পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্মপিপাসু মহাত্মাদিগকে সাবধান করিতেছেন যে তাহারা যেন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক ইত্যাদি কোন শ্রেণীর লোকের উপরই সহসা বিশ্বাস স্থাপন না করেন। প্রথমে বিশ্বাস করিয়া পশ্চাতে পরিতাপ করা অপেক্ষা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বিশ্বাসস্থাপন করাই কর্ত্তব্য। সাংসারিক কার্য্যাদিতেও লোকে সহসা অপরিচিত ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয় না, সুতরাং যে বস্তু সাংসারিক তাবৎ বস্তু হইতে মূল্যবান্ সেই অমূল্য বস্তু সম্বন্ধে হঠাৎ কাহারও কথায় বিশ্বাসস্থাপন কতদূর সঙ্গত তাহা সকলেরই বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের এমনি দুর্দ্দশা হইয়াছে যে কতশত পাপাত্মা ধর্ম্মের বেশ ধারণ করিয়া বশীকরণাদি কতকগুলি জঘন্য উপায়ের সাহায্যে স্বীয় স্বীয় পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কোন ব্যক্তিকেই বৎসরাবধিকাল পরীক্ষা না করিয়া তাহার নিকট কোন নিকট সম্বন্ধদ্বারা আবদ্ধ হওয়া অকর্ত্তব্য এবং এরূপ যাহারাই করিয়াছেন তাহারাই পশ্চাতে বিশেষ পরিতাপ করিয়াছেন, ইহা পরিব্রাজক বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাহারা স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া নির্দ্দিষ্টভাবে কোন একস্থানে বাস করেন, অর্থাৎ যাহারা গৃহস্থ তাহারা তত প্রতারণা করিতে পারেন না, যত না কি দণ্ডী, সন্ন্যাসী নামধারী আদি গৃহশূন্য ব্যক্তিগণ। অনুপাত ধরিতে গেলে শেষোক্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা গৃহস্থেরা সহস্রাংশে অকপট ও সাধু। পরিব্রাজক বিবিধ শ্রেণীর সাধু সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, যে যদি ভারতবর্ষ কোন দিন সম্পূর্ণ অধোপাতে যায় তাহাহইলে এই শ্রেণীর লোকের পাপাচরণ এবং কর্ত্তব্যাবহেলতায়ই যাইবে এবং এই শ্রেণীর লোকে যথার্থ ধার্ম্মিক না হইলে ভারতবর্ষ কোন দিন উন্নতিসোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না। সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস অটল। গৈরিক-বসন পরিধান করিয়া, ওং ব্রহ্ম, নারায়ণাদি শব্দ উচ্চারণ করিয়া বাহির হইলেই একজন দুরন্ত পাষণ্ডও ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পূজিত হইতে পারে। অর্থোপার্জ্জন, ক্ষমতা বিস্তার বা পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার এ যেমন সহজ উপায়, এমন আর দুটি নাই। অনেকে শারীরিক কঠোরতা বা কোনরূপ ভেল্‌কি আদি দেখিয়াই একেবারে আত্মহারা হয়েন, কিন্তু তাহারা যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া কোন ব্যক্তিকে পরিদর্শন করেন, তাহাহইলে অন্যের উপদেশ ব্যতীতও কপটতা অকপটতা পৃথক্ করিয়া লইতে পারিবেন। ধর্ম্মরাজ্যে পরের কথায় সম্পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন ভয়ানক বিপদজনক। জগতে সকল লোকের নিকট হইতেই জ্ঞানীলোক যে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন সে কথায় ভুল নাই, কিন্তু একজনের নিকট হইতে কোন শিক্ষা লাভ করা এবং তাহাকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করা এই দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা। কোন ব্যক্তির প্রতিই তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের আবশ্যক নাই, যাহার নিকট যে ভালজিনিষটুকু প্রাপ্ত হয়েন, গ্রহণ করুন, কিন্তু বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কাহার সহিত গুরুশিষ্যসম্বন্ধ স্থাপন করিবেন না. করিলেই বিপদে

পড়িবেন এবং শত শত ধার্ম্মিক সরলচিত্ত লোকে এইরূপ বিপদে পড়িয়াছে। কাহারও কোন অমানুষিকী ক্ষমতার কথা শুনিয়া বা দেখিয়াও ফাঁদে পড়িবেন না, কারণ যে সমুদায় ব্যাপারকে সাধারণতঃ অমানুষিকী ব্যাপার বলা হয়, তাহা হঠযোগের কতকগুলি ক্রিয়া করিলেই যে সে করিতে পারে, এবং উহার সহিত নির্ম্মলচরিত্র বা ব্রহ্মজ্ঞানের কোন সম্বন্ধ নাই। যে ব্যক্তিতেই কাম, ক্রোধ, লোভাদির বিশেষ বিকাশ দেখিবেন, তিনি গৃহীই হউন্ বা সন্ন্যাসীই হউন্, তিনি মর্ত্ত্যবাসী হউন্ বা স্বর্গবাসীই হউন্, তাহাকে ধর্ম্মরাজ্যবাসী বলিয়া কখন গ্রহণ করিবেন না। যে স্থানে চিত্তের অস্থিরতা, যে স্থানে বাক্যের প্রবলতা, যে স্থানে তর্কের ঝটিকা, সে স্থান নিশ্চয়ই ধর্ম্মরাজ্যের বহির্ভাগে। যে স্থানে প্রত্যেক কথায় অর্দ্ধগোপন অর্দ্ধপ্রকাশভাব, যে স্থানে অজস্র আত্মপ্রশংসা বা যে স্থানে অজস্র আত্মপ্রশংসাবাচী আত্মনিন্দা, যে স্থানে বহু ইঙ্গিত, বহু সঙ্কেত, যে স্থানে অধর্ম্মের বহুনিন্দা, যে স্থানে পবিত্রার বহু স্তুতি, সে স্থান ধর্ম্মরাজ্যের বহির্ভাগে। ধর্ম্মরাজ্যের ভাব ভাষা সরল, সে স্থানে বাগবিতণ্ডা নাই, সে স্থানে মতলবি কথা নাই, সে স্থানে কিছুই গোপনীয় নাই। সাধারণতঃ শুনা যায়, যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে ধর্ম্মভাব অতি কম, কিন্তু পরিব্রাজক যতদূর দেখিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ধর্ম্মভাব অধিক। কিন্তু হে বঙ্গবাসি! তোমরা সাবধান, যেন ধর্ম্মপিপাসায় অমৃতবোধে গরল সেবন করিও না। নির্ব্বাণমুক্তি লইতে যাইয়া যেন সংসারবন্ধন দৃঢ় করিও না। অসদাচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া স্বীয় শরীর ও মন সংযত করিয়া, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন দীন দুঃখী প্রতিপালন করিয়া, সাধ্যানুসারে স্বদেশের মঙ্গলময় কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, ভগবানে দৃঢ়ভক্তি স্থাপন করিয়া সাধারণভাবে জীবন যাপন করাও ভাল, এবং তাহাতে যদি পুনঃ পুনঃ ইহসংসারে আসিতে হয় সেও ভাল, তথাপি সহসা নির্ব্বাণমুক্তির লালসায় অজ্ঞাত কুলশীল কোন ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যেন ইহকাল পরকাল দুইকালই হারাইও না। ধর্ম্মপিপাসা হয় বেদ-উপনিষদদর্শনাদি ঋষিগণের অক্ষয়ভাণ্ডার রহিয়াছে, যত ইচ্ছা তত পান কর, কেহ তোমাকে নিষেধ করিবে না। সে স্থানে প্রতরণার কোন আশঙ্কা নাই, সে স্থানে পরিণামে পরিতাপানলে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, ঋষিরা তাহাদের অক্ষয় অমৃতভাণ্ডার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখিয়াছেন, সে স্থানে কোন "প্রবেশ নিষেধ" নাই, যাহার ইচ্ছা হয়, তিনিই সেই অমৃত অজস্র পান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র, চণ্ডাল কেহই সেই অমৃতভাণ্ডার হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই, ঐ দেখ আর্য্য-ঋষি অমৃত হস্তে লইয়া সকলের নিকটই যাচমান হইতেছেন।

যথেমাং বাচং কল্যাণীমবদানি জনেভ্যঃ ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চরণায়। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং মে কামং সমৃধ্যতা মুখমাদো নম তু। যজুর্ব্বেদ ২৬শ অধ্যায়।

আমি তোমাদিগকে যেরূপ বেদরূপ কল্যাণী বাক্যের উপদেশ করিতেছি, তদ্রূপ তোমারও মনুষ্যমাত্রকেই এই বেদরূপ কল্যাণী বাক্যের উপদেশ করিবে। এই বেদরূপ কল্যাণীবাক্য তোমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, আর্য্য অর্থাৎ কৃষিব্যবসায়ী বৈশ্য, শূদ্র, ভৃত্য ও চণ্ডালাদিকেও

প্রদান করিবে। আমি যেরূপ বেদের উপদেশ করিয়া বিদ্বান, দাতা ও চরিত্রবান পুরুষের প্রিয় হইয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও নিরপক্ষভাবে বেদ শ্রবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে।

যাহার পিপাসা নাই সে অবশ্য পান করিবে না, কিন্তু ঋষিগণ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাহাদের কোন বিষয়েই গোপন বা আড়ম্বর ছিল না। যাহা সত্য তাহা সর্ব্বত্রই প্রচারিত হউক্, তাহা হইতে কেহই যেন বঞ্চিত হয় না,—যথার্থ ধার্ম্মিক ও হৃদয়বান ব্যক্তির জীবনের এই মূলমন্ত্র। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি সমভাবে সকলেরই সেবা করিতেছে, ভগবানের রাজ্যে পক্ষপাতীত্ব নাই, তবে মানব সত্য হইতে কেন বঞ্চিত রহিবে? ঋষিদিগের অক্ষয়ভাণ্ডারে স্বীয় স্বীয় অবস্থানুসারে যাহার যাহা আবশ্যক, সে তাহা পাইবে, কেহই বঞ্চিত হইবে না। মন্দাকিনীর পবিত্র সলিল থাকিতে কে কূপজল পান করে? তবে ঋষিদিগের এই অমৃতভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া কেন বিষভাণ্ড পান করিবে?

মানুষের কথায় ভুলিও না, মানুষের কার্য্য দেখিয়া বিচার কর। ফলের দ্বারাই বৃক্ষ পরিচিত হয়, কার্য্যদ্বারাই মানব পরিচিত হয়। আমি অমৃতবৃক্ষ, আমি অমৃতবৃক্ষ, ইত্যাদি বলিলেই কি তুমি আমাকে অমৃতবৃক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিবে না, না অমৃতফল দেখিতে চাহিবে?

কাহারও কথায় ভুলিও না। কেহ যদি আকাশের চাঁদও তোমার হাতে ধরিয়া দিতে চাহে, তাহাতেও মুগ্ধ হইও না। অনেক সময় বালকদিগকে যেরূপ মুকুরাদি দিয়া আকাশের চাঁদ দেওয়া হয় এবং বালকেরা ঐ মুকুরান্তর্গত চাঁদকেই আকাশের চাঁদ বলিয়া মনে করে, সাধনরাজ্যেও এরূপ বালকভুলান অনেক কাণ্ড আছে, সুতরাং সে বিষয়েও সকলের সাবধান হওয়া উচিত। মধুকর যেরূপ পুষ্পাদির বিচার না করিয়া মধু গ্রহণ করে, জ্ঞানীব্যক্তিও তদ্রূপ সর্ব্বাধার জ্ঞান গ্রহণ করিবে সত্য, কিন্তু সাবধান কেহ যেন মধুজ্ঞানে বিষপান না করেন।

কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ। ৭ম ও ৮ম সংখ্যা।

[illegible], ১৩০৩।

হিন্দু-পত্রিকা।

হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

যশোহরের উকীল শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্, এ, বি, এল্,
কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও যশোহর নগর হইতে প্রকাশিত।



সূচীপত্র।

কলিকাতা।

৫ নং শিমলাষ্ট্রীট, জ্যোতিষপ্রকাশ-যন্ত্রালয়ে

শ্রীশ্রীচরণ চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১৮।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য- সমেত ডাকমাশুল } ১।০ একটাকা চারি আনা। এই সংখ্যার নগদ মূল্য [illegible]

হিন্দু-পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। যাঁহারা ১৩০১ সালের মধ্যে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্ববৎ ১৲ টাকায় পত্রিকা পাইবেন, তাহার পরের গ্রাহকদিগকে ১।০ দিতে হইবে। সম্বৎসরের মূল্য অগ্রে না পাঠাইলে, কেবল পত্র লিখিলে হিন্দু-পত্রিকা পাঠান যাইবে না। গ্রাহকগণ স্বীয় স্বীয় নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ চারি আনা। ১৩০১ ও ১৩০২ সালের হিন্দু-পত্রিকার নগদ মূল্য ১।০ এক টাকা চার আনা, বিক্রয়ার্থ আছে।

২। হিন্দু পত্রিকার আকার পূর্ব্বে রয়েল ৪ পেজি ১৬ পৃষ্ঠা ছিল, গতবৎসর হইতে আকার রয়েল ৮ পেজি করিয়া ৪০ পৃষ্ঠা হইয়াছে, ফলতঃ আকার বৃদ্ধি হইয়াছে।

৩। হিন্দু-পত্রিকা দুই দুই মাসে এক এক সংখ্যা বাহির হইবে, বৎসরের শেষে ২৪০ পৃষ্ঠা হইবে।

৪। হিন্দু-পত্রিকার মূল্য ও প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। গ্রাহকগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিলে তাহাদের নূতন ঠিকানা আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

সনাতন-হিন্দুধর্ম্ম সমাজ, উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী।

১৮১৫ শকাব্দা ২৯শে মাঘ।

উদ্দেশ্য।—যুক্তি এবং শাস্ত্রের নির্ম্মল সিদ্ধান্তানুযায়ী হিন্দু-সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম-সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। যে সমুদায় রীতিনীতিদ্বারা সমাজের অমঙ্গল সংঘটিত হইতেছে বলিয়া প্রমাণিত হইবে, যাহাতে হিন্দু সমাজ ক্রমশঃ সে সমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন। প্রচলিত সুনীতি সমূহের স্থায়িত্ব এবং অধিকতর বিস্তারের জন্যও হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ যত্ন করিবেন। যে সমুদায় রীতিনীতির সহিত সমাজের হিতাহিতের সম্বন্ধ অতি সামান্য, সে সমুদায় বিষয়ে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ উদাসীনভাব ধারণ করিবেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য যাহা কিছু করিবার প্রয়াস পাইবেন, সে সমুদায় বিষয়েই দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া শাস্ত্র এবং যুক্তিদ্বারা পরিচালিত হইবেন। আর্য্য ঋষিগণের প্রদর্শিত উপায়ানুসারে হিন্দু সমাজের জনবল, ধনবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল যাহাতে বৃদ্ধি হয় এবং যাহাতে জাতীয় একতা সংস্থাপিত হয়, সনাতন হিন্দুধর্ম্মসমাজ তৎপক্ষে চেষ্টা করিবেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ কেবল রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে যোগ দান করিবেন না।

উপায়।—যথাযথ ব্যাখ্যাসহ আধুনিক এবং প্রাচীনশাস্ত্রাদি প্রকাশ, ধর্ম্ম, নীতি ও সমাজ নীতি বিষয়ক গ্রন্থপ্রণয়ন, স্থানে স্থানে ধর্ম্মসভা স্থাপন এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম প্রচারার্থ নে স্থানে ধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ এবং দেশস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীদ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসা করান ইত্যাদি উপায়দ্বারা সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-সমাজ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবার চেষ্টা করিবেন।

সভ্য।—হিন্দুমাত্রেই হিন্দু-সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। সভ্যগণের ইচ্ছানুসারে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সমাজের সাহায্যার্থে বার্ষিক বা মাসিক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁদা দিতে হইবে। অসমর্থ সভ্যদিগের চাঁদা দিতে হইবে না।

ধর্ম্ম-প্রচারক।—সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, বিদ্বান্, সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ এবং নিরামিষভোজী ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্ম-সমাজের ধর্ম্মপ্রচারক হইতে পারিবেন। দরিদ্র প্রচারকগণ আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন।

কার্য্য-প্রণালী।—সভ্যদিগের পরামর্শানুসারে সভার যাবৎ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

১লা অগ্রহায়ণ
১৮১৮ শকাব্দা।

শ্রীযদুনাথ মজুমদার

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজষ্টরীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, | ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

চণ্ডী বা ত্রিগুণময়ী ত্রিশক্তি।

বিশাল বিশ্বজগতের অন্তর্ব্বাহ্যব্যাপিনী নিত্য-বিরাজমানা মহাশক্তির ক্রিয়া জড়চৈতন্যরূপে নিয়ত দেদীপ্যমান। বিভিন্নকালে, স্বতন্ত্রভাবে ও বিবিধপ্রদেশে একই মূর্ত্তির অনন্তলীলা পৃথক্‌ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে। সাধনাপ্রাণ সাধকগণ, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিবর্গ এবং ভক্তিপ্লুত-হৃদয় ভক্তবৃন্দ সেই মহামোহকারী বিশ্ববিমোহিনীমায়ার অপরূপ মূর্ত্তির ধ্যানে বিমোহিত হইয়া আপামর সাধারণকে স্বীয় স্বীয় অনুভূত ও পরিজ্ঞাত ভাবসকলের মহিমাসুধা বিতরণ করিয়া তৃপ্ত, শান্ত, স্নিগ্ধ ও প্রবুদ্ধ করিতেছেন। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই সেবকরূপে এই মহাশক্তির নিত্যসত্বা অনুভব করিতেছেন। যাঁর শক্তিবলে দেবদেব সদাশিব শক্তিমান্, সেই মহাশক্তিকে সম্বোধন করিয়া বিশ্ববীজ ভূতভাবন মহাদেব বলিয়াছেন;—

"মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম্॥

* * * ।

সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ত্বং সর্ব্বদেবময়ী তনুঃ॥
ত্বমেব সূক্ষ্মা স্থূলা ত্বং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
নিরাকারাপি সাকারা কস্ত্বাং বেদিতুমর্হতি॥
উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥
ত্বমেব বিশ্বরক্ষার্থং নানাশস্ত্রাস্ত্রধারিণী।

ত্বং সর্ব্বরূপিণী দেবী সর্ব্বেষাং জননী পরা।
তুষ্টায়াং ত্বয়ি দেবেশি সর্ব্বেষাং তোষণং ভবেৎ॥
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা।
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

দ্বন্দ্বভাবাত্মক সংসারে সুখ, দুঃখ এবং সম্পদ্ বিপদ্ নিত্য সহচররূপে বিরাজমান। জীবসমূহ, এমন কি ভূতসকল, যে অবস্থায় অবস্থিত হউক্ না কেন, সেই অবস্থাতেই এই অদৃশ্যরূপা প্রত্যক্ষীভূতা চিন্ময়ীর মোহিনীমায়ায় সমাচ্ছন্ন। বিশেষতঃ সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখ যেন প্রবলপ্রতাপে বিদ্যমান্। পুণ্য অপেক্ষা পাপ যেন সমধিক শক্তিতে বিরাজমান। শান্তি-সুধা অপেক্ষা অশান্তিগরল যেন বিশ্ববাসী প্রাণী-গণের জীবনগ্রহণে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। এজন্য মনে হয় ত্রিতাপজনিত দুঃখ দূর করিবার জন্য, সর্ব্বসন্তাপ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সকলে যেরূপ ব্যস্ত, ব্যগ্র, উদ্যোগী ও সমুৎসুক, সুখসম্পদলাভের জন্য, শান্তিসুধা পানের নিমিত্ত কেহই সেরূপ অবহিত বা যত্নশীল নহে। যখন সুখ দেখিতে পাই, যখন সম্পদের মোহে বাহ্যজগতের সত্বা ভুলিয়া যাই, যখন শান্তির

শীতল সলিলে ডুবিয়া যাই, যখন কেবল সর্ব্বেন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর সুখসমৃদ্ধিপোষক ভোগবিলাসের দ্রব্যচয়, সর্ব্বদা, সর্ব্ববিষয়ে, সর্ব্বতোভাবে আমাদের তুষ্টিবিধানে ও তৃপ্তিপ্রদানে অবহিত ও নিয়োজিত বলিয়া বোধ হয়; তখন আমরা পরমশান্তিদায়িনী, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী মাতৃদেবীকে হয় ত ভুলিতে পারি, অথবা মনের বাহিরে রাখিতে সমর্থ হই; কিন্তু যখন কালচক্রের আবর্ত্তনে, অবস্থার পরিবর্ত্তনে এবং ঘটনার বিপর্য্যয়ে আমাদের সম্পদের স্থলে বিপদ্, সুখের বদলে দুঃখ, স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তে পীড়া আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমাদিগকে দুঃখ কষ্টের তাড়না ও যন্ত্রণায় তীব্রতাপ জ্বালাইয়া দেয়; যখন সুদীনহৃদয়ে ও কাতরকণ্ঠে 'মা' বলিয়া ডাকিতে নিতান্ত বাসনা হয়; তখন রোগশোকগ্রস্ত দুঃখদারিদ্রভারব্যথিত মনঃপ্রাণ, সেই প্রাণারাম মাতৃনাম সুধা ব্যতীত আর কিসে তৃপ্ত হইতে পারে? এই জন্যই আপদ্ বিপদসঙ্কুল-সংসারে সংসারী মানবের পক্ষে মাতৃস্মরণরূপ মহাশক্তির মহাস্তোত্র পাঠ ও মাহাত্ম্য শ্রবণ মহাফলপ্রদ ও মহোপকারী।

মহামায়ার এই মাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য', 'চণ্ডী' অথবা 'দুর্গাপাঠ' নামে সুপরিচিত। রোগ শোকের তাড়নায়, দুঃখদারিদ্র্যের প্রপীড়নে বা আধিব্যাধির অত্যাচারে মাতৃনাম স্মরণে "মধুময়ী মা" সম্বোধনে যেমন সর্ব্বসুখশান্তি ও অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ হয় এবং তীব্রতাপ ও জ্বালা যন্ত্রণা যেন কিয়ৎপরিমাণে বিদুরিত হইয়া যায়, তেমনই জীবগণের আপদ্ বিপদকালে দেবীমাহাত্ম্য স্মরণ, পঠন ও শ্রবণ সমুদায় উৎপাতের বিদ্রাবণমন্ত্র ও সকলপ্রকার অসাধ্য ব্যাধির একমাত্র মহৌষধ।

আমরা এই দেবীমাহাত্ম্যের সমালোচনায় যথাশক্তি মহাশক্তির বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা করিব। এখন চণ্ডীর আদর ততদূর না থাকিলেও পূর্ব্বকালে লোকের বিঘ্নবিপত্তি ঘটিলে বা সাংসারিক দুঃখ ও দৈহিকপীড়া জন্মিলে মহামায়ার শরণাগত হইয়া চণ্ডীর আশ্রয় গ্রহণ করিত। এবং গৃহে গৃহে শান্তিস্বস্ত্যয়নের অঙ্গীভূত চণ্ডীপাঠ হইত। আমাদের দেশে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও আপদ্ বিপদে চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা সুদীর্ঘকাল হইতে প্রচলিত। তত্ত্বানুসন্ধানে বুঝা যায় সাধারণতঃ মানবগণের পক্ষে গীতা ও চণ্ডীর তুল্য নিত্যপাঠ্য ও নিত্যালোচ্য গ্রন্থ আর নাই। পিতৃমাতৃবিয়োগজনিত গুরুতর শোকে যখন সংসার সহায়সম্বলবিহীন বলিয়া বোধ হয়, স্ত্রীপুত্রাদির প্রখর বিরহে মনঃপ্রাণ যখন অধীর হইয়া সংসারকে শূন্য ও তমোময় দেখিতে পায়, সেই অশৌচান্তসময়ে গীতার ন্যায় তত্ত্বকথার তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ উপদেশ ও সংসারের নিত্যানিত্য জ্ঞান অথবা প্রকৃত প্রবোধ আর কে দিতে পারে, এইজন্য শোকদুঃখবিমুগ্ধ সংসারবিরাগী লোকের পক্ষে শান্তনাশান্তি প্রদান জন্য শ্রাদ্ধকালে গীতাপাঠ ও গীতা শ্রবণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। পূর্ব্বকালের লোকসকল এখনকার লোকের ন্যায় সংস্কৃতানভিজ্ঞ না থাকায় তাহারা পাঠকালে আবৃত্তিমাত্রই গ্রন্থের অর্থবোধ করিতে পারিত। চণ্ডীপাঠসম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় লোকে আপদ্ বিপদে অভিভূত হইয়া হতাশ বা হীনসাহস হইত না এবং শান্তিময়ীর বরাভয়প্রদ অদ্ভুত হস্তপানে চাহিয়া বরাভয় প্রাপ্তির আশায় আশ্বস্ত হইত।

ত্রিগুণের ত্রিশক্তির এবং ত্রিমূর্ত্তির নিত্যবিকাশ ও কার্য্য আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ। তমোরূপিণী, রজোরূপিণী অথবা সত্ত্বরূপিণী দেবীর মূর্ত্তি সময়ভেদে অবস্থাভেদে এবং অধি-

কারভেদে, আমাদের সর্ব্বদাই সকল স্থানেই উপাস্য। প্রখরকর দিবাকরের কিরণরাজী যেমন প্রয়োজনীয়, শীতলকর সুধাকরের জ্যোৎস্নারাশিও তেমনই স্পৃহনীয়।

চণ্ডীতে বর্ণিত এই ত্রিমূর্ত্তি ত্রিভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে। প্রথমতঃ—মধুকৈটভ বধোপাখ্যানে তামসীমূর্ত্তি। দ্বিতীয়তঃ—মহিষাসুর বধোপাখ্যানে রাজসীমূর্ত্তি। তৃতীয়তঃ—শম্ভুবধোদ্দেশে সাত্ত্বিকীমূর্ত্তি॥ আমরা ক্রমশঃ এই মূর্ত্তিত্রয়ের কার্য্য ও বিকাশ চণ্ডীর মতানুসারে দেখিব। সংক্ষেপতঃ চণ্ডীর গল্পের সারমর্ম্ম এখানে বলা আবশ্যক। কিরূপে গল্পস্থলে মহামায়ার মাহাত্ম্য আলোচনায় তত্ত্বমসীর তত্ত্ববিকাশ হইয়াছে, তাহা এই গল্পের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা সংক্ষেপে এখানে তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

পুরাকালে চৈত্রবংশসমুদ্ভব সুরথ নামে এক প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। দুর্দ্দান্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম ঘটনায় তিনি পরাজিত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া একাকী অশ্বারোহণে বনগমন করেন। তথায় মেধামুনির প্রশান্ত আশ্রম দর্শনে, ততোধিক মুনির সৎকারে, পরিতৃপ্ত হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিলেন। গৃহত্যাগী রাজা আশ্রমবাসী হইয়াও নিজ গৃহপরিবার, লোকজন ও ধনদৌলতের ভাবনায় সর্ব্বদাই ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। একদা আশ্রমের নিকটে জনেক বৈশ্যের দর্শন পাইয়া ও তাহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া রাজা তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বৈশ্যের নাম সমাধি তিনিও রাজার মত বন্ধুজনবিরহিত ও ধনলোভী স্ত্রী পুত্রকর্তৃক গৃহবিতাড়িত। বৈশ্যের পরিচয়ে রাজার আত্মভাব মিলিয়া গেল। বৈশ্যও স্ত্রী পুত্রাদির জন্য নিয়ত ব্যাকুল, তাহাদের সুখদুঃখ চিন্তায় ও গৃহসামগ্রীর ভাবনায় উৎকণ্ঠিত ও ক্লিষ্ট। সমবেদনায় রাজার হৃদয় বৈশ্যদুঃখে দুঃখিত হইল। তিনিও বৈশ্যের ন্যায় নিজজনবিরহিত অথচ তদ্ভাবনায় কাতর, কিন্তু আত্মভাব গোপন করিয়া বৈশ্যকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। "যাহারা ধনলোভে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তোমাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছে, সেই সকল নির্দ্দয় হৃদয় স্ত্রী পুত্রাদির জন্য তোমার মন কেন স্নেহাকুল ও চিন্তাপূর্ণ?" বৈশ্য বলিলেন, "আপনি আমার মনের কথাই বলিলেন, কিন্তু কি জানি আমার মন কেন নিষ্ঠুর হয় না? আমার বিগুণ বন্ধুগণের প্রতিও চিত্ত প্রেমপ্রবণ রহিয়াছে। মন ত নিষ্ঠুর হইতেছে না। আমি কি করিব!" এইস্থলে অব্যক্তভাবে মহামায়ার মায়াবিকাশ বুঝিতে পারা যায়। সুরথরাজা ও সমাধিবৈশ্যের ন্যায় অনেক সময়ই আমরা আত্মকার্য্যের ও আত্মভাবনার মূলকারণ জানিতে পারি না। কার্য্যঘটনা ও ভাববিকাশ হইতেছে। কিন্তু কেন হইতেছে তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম। সুরথরাজার বাক্যে তাহা পরে আরও সুব্যক্ত। অনন্তর উভয়ে মেধামুনির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম বন্দনার পর কথাপ্রসঙ্গে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! এই বৈশ্য ও আমি উভয়েই সমাবস্থ। আমরা স্ব স্ব বিষয়সম্পত্তি হইতে আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। আত্মীয়বন্ধুগণ আমাদিগকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সুখে গৃহবাস ও ভোগবিলাসে রত। আমরা বনবাসী ও আপনারই আশ্রমচারী কিন্তু গৃহের পরিবারবর্গের ও ধনসম্পত্তির ভাবনায় নিরন্তর ব্যাকুল। বিষয়ের দোষ দেখিয়াও মন কেন মমত্বাকৃষ্ট হইতেছে? জ্ঞানীরও কেন মোহ জন্মিতেছে? এই বৈশ্যের ও আমার বিমূঢ়ভাবের কারণ কি?"

মুনির উত্তরে জ্ঞানের, বিষয়ভোগের ও পশুপক্ষী প্রাণীবর্গের জ্ঞানভেদের যে সূক্ষ্মতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে তাহা সুবিজ্ঞ দার্শনিক ও সুপটু বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরও আলোচ্য ও চিন্তনীয়। বাহুল্যবোধে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকগণ মূলগ্রন্থে পাঠ করিয়া মর্ম্মাবধারণ করিবেন। সংসার স্থিতির কারণ মায়ায় উল্লেখ করিয়া মহর্ষি বলিলেন ;—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহবর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণঃ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যোযোগ নিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃনাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সাবিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ *

রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ--ভগবন্! আপনি যাঁহাকে মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? তাঁহার স্বভাব, স্বরূপ, উদ্ভব ও কার্য্য জানিতে আমি উৎসুক। আপনি বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আমাকে এই মহত্তত্ত্ব বুঝাইয়া কৃতার্থ করুন।

মুনি বলিলেন :—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

এইখানে চণ্ডীর মূল কথার আরম্ভ আমরা সেই জন্য উপরে গ্রন্থের আভাসমাত্র প্রদান করিলাম।

* উদ্ধৃতাংশের সংস্কৃত সরল বলিয়া অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। অনায়াসে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ। তামসী মূর্ত্তি।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগদ্বিকাশের প্রাক্‌কালে কি অপরূপ অবস্থা পাঠক তাহা চিন্তা করুন। মনু এই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন :—

"আসীদিদণ্ডমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয় প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥"

এই জগৎ এপ্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণ সকলের বিষয় ছিল না, যেন সমস্ত জগৎ নিদ্রিতাবস্থায় ছিল। সেই সময় কল্পান্তকালী বিষ্ণু যোগনিদ্রায় অভিভূত। বিষ্ণুর নাভিকমলস্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা তামসীদেবীর স্তবে নিযুক্ত। এইখানি বড়ই আশ্চর্য্য রহস্যময় ভাব আছে। বিষ্ণুসম্ভূত দুই অসুর (মধু ও কৈটভ) ব্রহ্মাকে ভক্ষণোদ্যত। ব্রহ্মা তদ্ভয় ভীত। ব্যাপার ত এই। ব্রহ্মা একমাত্র বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে দেখিতেছেন, তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা ও আশ্রয়দাতা জানিয়া তাঁহারই জাগরণের জন্য ব্যস্ত, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে নিদ্রাতুর বিষ্ণুকে না জাগাইয়া না স্তব করিয়া তন্নয়নবাসিনী যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন। এই মূর্ত্তি তামসী। অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট এই মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাই না। এই মূর্ত্তির বিকাশ বা প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ইহার কার্য্যব্যাপার সন্দর্শনে নিত্যবিমোহিত, উৎপীড়িত এবং প্রবোধিত। অলক্ষ্যভাবে, অদৃশ্যরূপে বাক্‌মনের অনুসন্ধেয়া অনির্ব্বচনীয়া মহামায়া যেরূপে আমাদিগকে উত্তেজিত, উৎসাহিত বিমোহিত করিয়া আশা-শান্তি প্রদান করিতেছেন, তাহাই মধুকৈটভে, বিষ্ণুতে ও ব্রহ্মাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যে সম্মোহিনীশক্তিবলে বিষ্ণু উদ্বোধিত ও উত্তেজিত এবং যে শক্তিপ্রভাবে অসুরদ্বয় বিমোহিত, সেই শক্তির মহিমাগুণে ব্রহ্মা আশ্বস্ত সংরক্ষিত

ও প্রবোধপ্রাপ্ত। সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী তামসী দেবীকে ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছেন তাহা অতি সরল ও মধুর। পাঠকের তৃপ্তিজন্য নিম্নে আরম্ভমাত্র উদ্ধৃত হইল।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার স্বরাত্মিকা। সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥ অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ। ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা॥ ইত্যাদি

পাঠক সমস্ত স্তবটি পাঠ করিয়া মর্ম্মগ্রহণে দেখিবেন, ব্রহ্মা সর্ব্বস্বরূপিণী 'সদসদাখিলাত্মিকা' শক্তির অনন্তমহিমা চিন্তায় নিজের ও বিষ্ণু মহেশ্বরের অক্ষমতা জানাইয়া দেবীর নিকট বিষ্ণুর উদ্বোধন ও দৈত্যদ্বয়ের সম্মোহন ও বিষ্ণুহস্তে নিধন প্রার্থনা করিলেন। ধ্যানগম্যা তামসীদেবী স্তবে তুষ্ট হইয়া প্রার্থনা সকল সফল করিয়া দিলেন। জাগরিত বিষ্ণুর প্রভাবে দৈত্যদ্বয় নিহত হইল। এই মূর্ত্তির সঙ্গে পরালোচ্য রাজসীমূর্ত্তি ও সাত্ত্বিকীমূর্ত্তির তুলনায় আমরা ত্রিমূর্ত্তির রহস্য বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ—

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।
যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ॥ ৫৩॥
তাভ্যাংনির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥ ৫৪॥

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের সযুক্তিক বিচারদ্বারা তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্যের অনুসন্ধানকে পরব্রহ্ম বিষয়ক শ্রবণ বলে এবং উক্তরূপ বেদান্তের সযুক্তিক বিচারদ্বারা পরাৎপর পরব্রহ্মে সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্ণীত হইলে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সর্ব্বদা সেই পরম পিতা পরমব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগকে পরম ব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়। এইরূপ শ্রবণ ও মননদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণপূর্ব্বক জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য॥ ৫৩॥

পূর্ব্বকথিত শ্রবণ ও মননদ্বারা নিশ্চয়রূপে পরমপুরুষ পরংব্রহ্মকে জানিয়া সেই নিত্যানন্দ ও নিত্যজ্ঞানময় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণ স্থাপিত করিলে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল কেবল সেই ব্রহ্মবিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে। অন্য কোন বিষয়ে মনের প্রবেশ হয় না। ঐরূপ চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাকে নিদিধ্যাসন কহে॥৫৪॥

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥ ৫৫॥

বঙ্গার্থ। ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সবিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তির সবিশেষ লক্ষণ নির্ণয়দ্বারা সমাধি বিবৃত হইতেছে। নিদিধ্যাসনকালে এইরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমি ধ্যান করিতেছি এবং পরব্রহ্ম আমার ধ্যেয়; কিন্তু সে সময় ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়বস্তু এই উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই পরম চিন্তনীয় পরম ব্রহ্মতে মনোবৃত্তি সকল একাগ্র হইয়া নির্ব্বাতপ্রদীপের স্থিরশিখার ন্যায় স্থিরভাব অবলম্বন করে, অন্য কোন বিষয়ে ভাবনা বা চিত্তবৃত্তির আসক্তি থাকে না; কেবল সর্ব্বদা সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দময় পরমপুরুষ পরমব্রহ্মে নিযুক্ত। এইরূপ অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প-

সমাধি বলে। এই প্রকার সমাধিকালে অন্তঃকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও চাঞ্চল্য থাকে না ॥ ৫৫ ॥

বৃত্তযস্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ ॥ ৫৬ ॥
বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি।
অদৃষ্টা সকৃদভ্যাসসংস্কারঃ স চিরাদ্ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ। যে সময় সমাধি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে চিত্তবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না; কিন্তু চিত্তবৃত্তির অভাবও হয় না এবং মনোবৃত্তি সকলও বিদ্যমান থাকে। যেকালে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সমাধি হয়, সেই কালে চিত্তবৃত্তি সকল পরমব্রহ্মতে নিমগ্ন থাকে, কিন্তু পরমাত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি অনুভব হয় না। পরন্তু যখন কোন ব্যক্তি সমাধি ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করেন, তখন তাঁহার সেই সমাধি সময়ের মনোবৃত্তির স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সমাধিকালে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল পরমাত্মচিন্তায় তৎপর থাকিয়া গূঢ়ভাবে (অজ্ঞাতসারে) অবস্থিতি করে, একেবারে ঐ সকল বৃত্তির অভাব হয় না। কারণ যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তি সকল না থাকিত, তাহাহইলে সমাধি ভঙ্গকালে ঐ সকল বৃত্তির স্মরণ হইতে পারে না ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ। সবিশেষ প্রযত্নই অন্তঃকরণের বৃত্তিসকলের উৎপত্তির কারণ। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে সেই প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে না, তবে কিরূপে সেই সকল বৃত্তির সম্বন্ধ বা কারণ নিরূপিত হইতে পারে? এই বিষয়েই অদৃষ্টই কারণ, অদৃষ্টবশতঃ সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বকালীন প্রযত্নবলে নির্ব্বিকল্প সমাধিকালেও অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভকালে যে প্রযত্ন থাকে সেই প্রযত্নই মনোবৃত্তি নিচয়কে ব্রহ্মানুচিন্তনে নিয়োজিত করে, অনন্তর যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখনও সেই পূর্ব্বপ্রযত্নই মনোবৃত্তিগণকে তদবস্থায় নিযুক্ত রাখে। কিন্তু সেই সময় প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তির ব্যাঘাত হয় না ॥ ৫৭ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরণেকধা।
ভগবানিমমেবার্থ মর্জ্জুনীয় স্বরূপয়ৎ ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ। ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের উনবিংশতি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত অর্জ্জুনকে নির্ব্বিকল্প সমাধির লক্ষণের উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন যে যেমন একটী প্রদীপ কোন নির্ব্বাতস্থানে স্থাপিত করিলে সেই প্রদীপের শিখা স্থিরভাবে থাকে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও চাঞ্চল্যভাব লক্ষিত হয় না, সেই প্রকার যখন কোন ব্যক্তির নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল একাগ্রভাবে নিশ্চল হইয়া থাকে। তখন আর তাহার মনোবৃত্তি ব্রহ্মচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবান বাসুদেব উক্তপ্রকার বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমভক্ত অর্জ্জুনকে সমাধিলক্ষণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়।
অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে ॥৫৯॥
ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ। ইতিপূর্ব্বে সমাধিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই সমাধির ফল বর্ণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা নির্ব্বিকল্পকসমাধি আশ্রয় করিতে পারে, অনাদি অনির্ব্বচনীয় জন্মমরণপ্রবাহরূপ এই সংসারে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার আর পাপকর্ম্মের পরিণামফলস্বরূপ নরকভোগাদি নানাপ্রকার যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না। এবং

পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গাদিভোগও হয় না। সেই নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই ধর্ম্মবলে তাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাবে সর্ব্বদা পরমানন্দভোগ হয়॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ। যাহারা নিয়ত যোগসমাধি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, সেই সকল যোগীবর পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পসমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বলিয়া থাকেন কারণ ঐ সমাধিরূপ ধর্ম্মমেঘ সহস্র সহস্র ধর্ম্মস্বরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করে। পরন্তু যোগাবলম্বনদ্বারা নির্ব্বিকল্পসমাধি হইলে পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া অনন্তকাল পরম সুখভোগ হইতে থাকে॥ ৬০ ॥

অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমুলোন্মূলিতে পুণ্য পাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে।
বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্ পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্ বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে॥ ৬১ ॥

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পসমাধি হইলে শুভাশুভ বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহার আর সৎকর্ম্মেও ইচ্ছা হয় না এবং অসৎ কর্ম্মেও প্রবৃত্তি জন্মে না। সমাধিবলে পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত পাপপুণ্য সকল সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতিবলে স্বর্গাদিসুখভোগ ও দুষ্কৃতিফলে নরকাদি ক্লেশভোগও হয় না। পরন্তু প্রথমতঃ অপ্রত্যক্ষরূপে পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অনন্তর সেই পরমতত্ত্ববিষয়ে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া করস্থ বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষরূপে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করে॥ ৬১ ॥ *

পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ॥৬২॥

অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
সংসার কারণাজ্ঞান তমসশ্চণ্ডভাস্কর॥ ৬৩॥

বঙ্গার্থ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কিরূপ সমাধিদ্বারা পরমতত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই পরমতত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে কি ফল হয় তাহাই বর্ণিত হইতেছে। যেমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তৃণকাষ্ঠাদি নিখিলবস্তু ক্ষণকালমধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশদ্বারা প্রাপ্ত এবং "তত্ত্বমসি", প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা অপ্রত্যক্ষ পরমতত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানকৃত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে। যৎকালে মানবের হৃদয়াকাশে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইতে থাকে। তখন তাহার কোনপ্রকার পাপকার্য্যে আশক্তি ও ভয় কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপর্য্যন্তও থাকে না। তখন তাহার সর্ব্বদা পরমানন্দভোগ হইতে থাকে॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্লোকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে। যেমন

* আমরা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগী দেখিতে বা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ জানিতে পারি না, সুতরাং উহা ধারণা করিতেও পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই কলিযুগে ভারতবর্ষে দুইজন মহাত্মার বিষয় প্রামাণিক গ্রন্থে অবগত হই। উহার মধ্যে একজন জ্ঞানযোগী (বুদ্ধ) ও একজন পরমভক্ত (চৈতন্য) (যাঁহারা অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন) তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার যোগী যে কি বস্তু তাহার আভাস কতকটা বুঝিতে পারি। যদি কখন পারি তবে বুদ্ধ এবং চৈতন্যচরিত সমালোচনা করিয়া দেখিব যে বুদ্ধ এবং চৈতন্য কি বস্তু ছিলেন তদ্দারা অবতারের গূঢ়রহস্যও প্রকাশিত এবং আমার রচিত কৃষ্ণচরিত সমালোচনায় (যাহা কল্পনামক মাসিকপত্রিকায় কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে ও অবশিষ্টাংশ সত্বর বাহির হইবে) অধিকতর স্পষ্টীকৃত হইবে।

জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব উদিত হইয়া অখিল-ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার রাশি বিকাশ করিয়া, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশদ্বারা লব্ধ ও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরমতত্ত্ব-জ্ঞান অনাদি অপরিসীম দুঃখের আকরস্বরূপ সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাকে নিবারিত করে, তখন আর সেই মানবের দেহে অবিদ্যার অধিকার থাকে না, সর্ব্বদা সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া পরমজ্যোতিঃ পুঞ্জময় আত্মস্বরূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রদান করিতে থাকেন, তখন আর কদাচ সেই পরমানন্দভোগের হ্রাস হয় না ॥ ৬৩ ॥

ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায়। বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো ন চিরাৎ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ। সংসারাসক্ত মানবগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তত্ত্ববিচার করিয়া অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের ঐক্য নির্ণয়পূর্ব্বক পঞ্চকোষময় শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা স্বীয় মনকে নিশ্চয় করিতে পারিলেই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অচিরে নিত্যানন্দময় সেই পরমপদ লাভ করিতে পারে। পরন্তু তাহাদিগকে আর সংসারমায়া আবদ্ধ করিয়া দুঃখাকর অপার সংসারে নিপতিত করিতে পারে না ॥ ৬৪ ॥ ক্রমশঃ—

পঞ্চদশী-সরলব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

উপরোক্ত ৫৩ শ্লোক হইতে ৫৮ শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ও সমাধির প্রকৃত অর্থ ও তাহার লক্ষণ বর্ণিত আছে এবং ঐ সমাধিকালে মনোবৃত্তি সকল কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহাও বর্ণিত আছে। তৎপরে ৫৯ শ্লোক হইতে ৬৪ শ্লোক পর্য্যন্ত উক্ত সমাধিদ্বারা কিরূপ শুভফল লাভ হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে এই গ্রন্থের তত্ত্ববিবেক নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমরা প্রথমে উপরোক্ত ৫৩ হইতে ৫৮ শ্লোকের অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি ও তদনুসঙ্গিক যোগসম্বন্ধীয় ব্যাপার এবং তাহার প্রকৃত সরল তাৎপর্য্য যতদূর সম্ভব বিশদভাবে ব্যাখা করিয়া তদনন্তর ৫৯ শ্লোক হইতে ৬৪ শ্লোকোক্ত সমাধির ফল এবং তাহার বৈজ্ঞানিকহেতু সকলের সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিব।

প্রথমতঃ উপরোক্ত ৫৩ শ্লোকার্দ্ধে "ইত্থং বাক্যৈস্তদার্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।" ইত্থং অনেন প্রকারেণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্যদ্বারা (তৎ) অর্থাৎ তাহার অর্থানুসন্ধানকে শ্রবণ বলে। এস্থলে পূর্ব্বোক্তপ্রকার বাক্য অর্থে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের (অর্থাৎ জগতো যদুপাদানং ইত্যাদি ৪৪ শ্লোক হইতে ৫২ শ্লোক পর্য্যন্ত) যে ব্যাখ্যা আছে ঐ ব্যাখ্যার সহিত ঐক্যতায় তৎ (অর্থাৎ ঐ মহাবাক্যের) প্রকৃত অর্থানুসন্ধান করিতে হইবে। ঐ অর্থানুসন্ধানের নামই শ্রবণ। ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান কিপ্রকারে এবং কতদূর করিলে ঐ অর্থানুসন্ধান শেষ হইয়া অনুসন্ধানকারী ঐ অর্থের উপর মনন করিতে শক্তি হইতে পারে। তাহা মননের সংজ্ঞা ও লক্ষণদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়। যেহেতু যুক্তিদ্বারা ঐ মহাবাক্যের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগকে মনন কহে। ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে প্রাকৃতিক মূলতত্ত্ব

পঞ্চভূত যথা • ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম্। পঞ্চতন্মাত্র, যথা গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্তপ্রভৃতির অর্থানুসন্ধান ব্যতীত তদতিরিক্ত তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থানুসন্ধান এবং ঐ মহাবাক্যের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগ অসম্ভব। যেহেতু প্রথমতঃ ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান করিতে হইবে। তদনন্তর ঐ অর্থানুসন্ধান শেষ হইলে উহার তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগ করিতে হইবে। এক্ষণে তত্ত্বমসি অর্থাৎ এই জীবাত্মাই সেই পরমাত্মা ইহার অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে আত্মার বিশেষণই যে জীব ইহার তাৎপর্য্যানুসন্ধান আবশ্যক। ঐ বিশেষণ গুণবাচক যেহেতু জীব সত্ত্ব, রজ, তম এই ত্রিগুণাত্মক। আত্মা গুণাতীত, অতএব জীব আত্মার গুণপ্রকাশক। ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব, সিংহ; ব্যাঘ্র শৃগাল, কুক্কুর, মেষ প্রভৃতি পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ ইত্যাদি বহু নামে বিভক্ত, ঐ সকল উপাধি জীবের জাতিবাচক বিশেষণ, অতএব ঐ জাতিবাচক ও গুণবাচক বিশেষণ গুণীর প্রকৃত অর্থ না বুঝিলে জীবের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইতে পারে না। এবং জীবের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোধগম্য না হইলে গুণাতিরিক্ত আত্মার অর্থ কখনই ধারণা হইতে পারে না। এইজন্য ঐ জাতি এবং গুণের অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্য্য কি, ঐ সকল মনুষ্য গো প্রভৃতি জাতি এবং তাহার গুণ কিপ্রকারে সৃষ্ট ও উৎপন্ন হইল বুঝিতে হইলে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব ও জীবের পঞ্চকোষের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ বোধ এবং তাহার বিচার আবশ্যক, ঐ সৃষ্টিক্রম ও পঞ্চকোষের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূত এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃত অর্থানুসন্ধান আবশ্যক। যেহেতু ঐ পঞ্চভূত এবং তাহার সত্ত্ব রজ ও তমগুণ হইতে ক্রমান্বয়ে জড়, উদ্ভিদ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং ক্রমিক পঞ্চকোষের বিকাশ হইয়াছে; অতএব কি প্রণালীতে জড়, উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র হইতে কিপ্রকারে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়কোষ অর্থাৎ স্থূলদেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থানুসন্ধান আবশ্যক। এবং উহার এক একটী কোষের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে তদন্তর্গত প্রত্যেক তত্ত্ব যথা অন্নময়কোষস্থ চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, শিরা, ধমনি, অন্ত্র, নাড়ি, রক্তাশয়, পাকাশয় প্রভৃতি দ্রব্যগুলি কি কি পদার্থে ও কি কিপ্রকারে নির্ম্মিত বা উৎপন্ন হইল, এবং পঞ্চপ্রাণ নিশ্বাস, প্রশ্বাস, পাকক্রিয়া, মলমূত্রাদিনির্গমক্রিয়া, উদ্গারক্রিয়া, সর্ব্বশরীরে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু, জননেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, একাদশ ইন্দ্রিয় মন এবং মনের সদসদ্বৃত্তি অর্থাৎ ১। জ্ঞানাঙ্গীবৃত্তি, যথা ভাবগ্রহণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, মানসানুভূতি, স্মৃতি, ধৃতি, চিন্তা, ইচ্ছা প্রভৃতি, ২। কামাঙ্গীবৃত্তি যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি, ৩। মোহাঙ্গীবৃত্তি—যথা ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি, ৪। বেদনাঙ্গীবৃত্তি—যথা সুখ, দুঃখ, শোক, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি, ৫। সহানুভূতিকবৃত্তি—দয়া, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি, ৬। নিরোধবৃত্তি—যথা সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি প্রভৃতি, ৭। বুদ্ধি—যথা যুক্তি, বিবেক, বিচার, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি, প্রত্যেকের কার্য্য কি তদ্দ্বারা কি ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয় এবং উহা কিপ্রকারে উৎপন্ন হইল তাহার

অর্থানুসন্ধান আবশ্যক। ঐ সকল গুরুতর বিষয়ের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে সত্ব, রজ, তম ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে কিপ্রকারে স্বষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হইল এবং কারণ সূক্ষ্ম, স্থূল, ত্রিবিধ স্বষ্টির পর্য্যায়ক্রম এবং তাহার কার্য্যপদ্ধতি জানা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ঐ মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধান করিতে হইলে সমগ্র তত্বশাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ্, বেদান্ত প্রভৃতি ষড়দর্শন স্মৃতি, জ্যোতিস, গণিত, ভূতত্ব, দেহতত্ব, প্রাকৃতিকবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সমগ্রতন্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি শিক্ষা এবং তাহার সম্যক্‌রূপ অর্থগ্রহণ ও তাৎপর্য্য বোধ আবশ্যক। উপরোক্ত সমগ্র বিষয় সম্যক্‌রূপ হৃদয়ঙ্গম হইলে তদতিরিক্ত সৎপদার্থ উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু আত্মসংযমব্যতীত কোন ব্যক্তি কখনই উপরোক্ত মত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। ঐ আত্মসংযমের নাম সম, দম, তিতীক্ষা উপরতি বিবিধ বৈরাগ্য। সম অর্থে মনোবৃত্তি সংযম বা মনের শান্তি, দম অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযম, তিতীক্ষা অর্থে শীত, উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দসহিষ্ণুতা উপরতি অর্থে ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষম হইতে নিবৃত্তি বা বৃত্তিনিরোধ। বিবেক অর্থে জ্ঞানের সহিত সদসদ্বিবেচনা, বৈরাগ্য অর্থে ত্যাগ স্বীকার। বেদান্তদর্শন শারীরিক ভাষ্যের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম সূত্র। "অথাথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রের ভাষ্যকার শ্রীমৎশঙ্করস্বামী যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অথ অনন্তর ব্রহ্মতত্ব জিজ্ঞাসু এই অনন্তরার্থে অগ্রে সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি, বিবেক, বৈরাগ্যসাধনান্তে, ব্রহ্মতত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইবে। অর্থাৎ উপরোক্ত সম দম ইত্যাদি সাধনাব্যতীত কেহই ব্রহ্মতত্বানুসন্ধানের যোগ্য হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আত্মসংযমব্যতীত পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, তদনন্তর সমাধির অধিকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে চিত্তসংযমব্যতীত একাগ্রতা কখনই হইতে পারে না। একাগ্রতাব্যতীত পূর্ব্বোক্ত কঠিনতত্বে মনোনিবেশ কখনই সম্ভবপর নহে। একদিকে কামনার অধীন থাকিয়া বিষয়ানুসন্ধান, অন্যদিকে নিষ্কামভাবে ব্রহ্মানুসন্ধান, কখনই হইতে পারে না একজন ইংরাজকবি কহিয়াছেন The mirror of the soul cannot reflect both earth and heaven, and the one vanishes from the surface as the other is glassed upon its deep * মানবের অন্তঃকরণের পবিত্রতা মনের বল ও আত্মসংযমব্যতীত, তত্বজ্ঞান কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। পাতঞ্জলযোগ দর্শনানুসারে ধ্যান, ধারণা, সমাধির পূর্ব্বে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার আবশ্যক এই পঞ্চাঙ্গযোগব্যতীত ধ্যানের অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ব চিন্তার অধিকার জন্মে না। এবং ধ্যানব্যতীত ধারণা হইতে পারে না। ধারণা না হইলে সমাধি হয় না। পাতঞ্জলোক্ত ধ্যান, ধারণা ও আমাদিগের বর্ণিত মনন ও নিদিধ্যাসন উভয় একই পদার্থ। পাতঞ্জলোক্ত যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের সহিত বেদান্তোক্ত সম দম তিতীক্ষা উপরতি বিবেক বৈরাগ্যের অনেকাংশ সাদৃশ্য আছে, যদিও পাতঞ্জলযোগে স্পষ্টভাবে শ্রবণের কোন প্রসঙ্গ নাই এবং আমাদিগের উল্লিখিত সম দমপ্রভৃতি আত্মসংযমে ও শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন প্রভৃতির মধ্যে আসন ও প্রাণায়ামের স্পষ্ট উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ নিয়মের মধ্যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের

* মৎকৃত দার্শনিক মীমাংসা শিক্ষাতত্ব ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্যবস্থা আছে ঐ বেদাধ্যয়ন অর্থে বেদ উপনিষদ্ দর্শন সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্র বুঝাইবে। * আসন এবং প্রাণায়ামের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে নিরবচ্ছিন্ন একতানমনে তত্ত্বচিন্তা করিতে হইলে স্থিরাসনে বসিয়া ক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাসরোধ আবশ্যক। বায়ু-কর্ত্তৃক মনের চঞ্চলতা জন্মে বায়ুর নিরোধব্যতীত মনোবৃত্তির নিরোধ অসম্ভব। গতি (motion) হইতেই বায়ুর উৎপত্তি † মনের নানাপ্রকার ক্রিয়া ঐ বায়ুর ভিন্ন ভিন্ন গতি হইতে উৎপন্ন হয়। বায়ুর গতিরোধব্যতীত মনের গতি বা মনপ্রবাহ কখনই নিরুদ্ধ হইতে পারে না, মনের প্রবাহও নানাপ্রকার গতি নিরুদ্ধ না হইলে এক বিষয়ে মন কখনই অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং নিদিধ্যাসন ও সমাধির নিমিত্ত আসন ও প্রাণায়াম আবশ্যক। ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তার নিমিত্ত আসন ও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে।

যথা—

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মন।
নাত্যচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চৈলাজিন কুশোত্তরম্।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥

ভগবদ্গীতা ৬ষ্ঠ অধ্যায় ১১।১২ শ্লোক।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধার্ধায়াত্মনঃ প্রাণ মা স্থিত যোগধারণাম্।
প্রাণাপানসমারুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণ।

ভগবদ্গীতা ৮ম অধ্যায় ১২ শ্লোক।

ললিত বিস্তরগ্রন্থেও প্রকাশ আছে যে গৌতমবুদ্ধ বোধিবৃক্ষতলে যখন তত্ত্বজ্ঞানলাভের নিমিত্ত ধ্যানপরায়ণ বা চিন্তামগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার আসন স্থির ও বায়ুর গতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ বোধিবৃক্ষতলে তত্ত্বচিন্তার পূর্ব্বে তিনি পিতৃগৃহে তত্ত্বশাস্ত্রাদি অনেক পাঠ করিয়াছিলেন। পরে সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণ করিয়াও বৈশালিনগরে আরাড়কালাম ঋষির শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া বেদবেদান্ত ষড়্দর্শনাদিপাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ দর্শনাদিপাঠের পূর্ব্বে যে তিনি সমদম প্রভৃতি সম্পন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার বাল্যকালে কৃষিগ্রামের জম্বুবৃক্ষতলে একদিবস অনাহারে তত্ত্বচিন্তাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। * যাহা হউক্ সমদম প্রভৃতি বা যমনিয়ম প্রভৃতি সাধন ও সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ ব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্বচিন্তা ও সমাধির অধিকার হয় না পাতঞ্জলীদর্শনোক্ত যম বা সংযমার্থে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (পরদ্রব্যগ্রহণানিচ্ছা) ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ (অর্থাৎ বাসনাত্যাগ)। নিয়মার্থে, শৌচ সন্তোষতপস্যা অধ্যয়ন ও প্রণিধান উহার মধ্যে তপস্যা তিনপ্রকার—শারী-

* মৎপ্রণীত দার্শনিক মীমাংসা শিক্ষাতত্ত্ব ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের হিন্দুপত্রিকার সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ২৫।৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* চৈতন্য ও বেদবেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়া প্রথম যৌবনে স্বগৃহে আচার্য্যস্বরূপ অধ্যাপনার কার্য্য করিতেন এবং সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া নীলাচলে মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌমিককে বেদান্তবিচারে ও বারাণসীতে প্রবোধানন্দ সরস্বতিকেও বিচারে পরাভূত করিয়াছিলেন। তিনি যে সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযমী ছিলেন তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে চৈতন্যদেব কখন যোগ অভ্যাস করেন নাই তবে কিপ্রকারে তিনি যোগসিদ্ধ হইলেন ইহার উত্তর মৎকৃত কৃষ্ণচরিত সমালোচনায় আছে যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে ১৩০২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় শ্রাবণ মাসের কল্পপত্রিকার কৃষ্ণচরিত সমালোচনা দেখিবেন। আর যদি ঈশ্বর ইচ্ছায় চৈতন্যচরিত সমালোচনা করিতে পারি তবে উহার উত্তর বিশদভাবে দিব।

রিক, বাচিক, মানসিক তপ। শারীরিক তপার্থে দেবদ্বিজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মাননা। শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা। বাচিক তপার্থে সত্য, প্রিয়, হিতকর ও উদ্বেগরহিত বাক্য প্রয়োগ ও বেদাদি অধ্যয়ন অভ্যাস ও আলোচনা। মানসিক তপার্থে মনের প্রসন্নতা, সৌম্য ভাব, বাক্যাদিবৃত্তিসংযম, মনভাব সংশুদ্ধিকে বুঝায়। আসন অর্থে স্থিরভাবে অবস্থান। আসন অনেকপ্রকার আছে, প্রাণায়াম অর্থে বায়ুর রেচক, পূরক, কুম্ভক, অর্থাৎ বায়ু ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না করা গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না করা এবং শরীর মধ্যে বায়ুস্তম্ভন, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য শরীরস্থ বায়ুর গতিক্রিয়ার রোধকরণ। প্রত্যাহার অর্থে চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় অর্থাৎ রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া, অর্থাৎ রূপ, রস, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে আসক্ত না হওয়া। ইহাদ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভাদি ষড়রিপু পরিত্যক্ত হয়। এইক্ষণ পাঠকগণ! বুঝিলেন যে বেদান্তোক্ত সমদম তিতীক্ষা উপরতি ও পাতঞ্জলোক্ত যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতির একই উদ্দেশ্য ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে গুরুর আলয়ে পূর্ব্বোক্ত শ্রবণ অর্থাৎ বেদবেদান্তাদি বিদ্যাশিক্ষার সহিত সম, দম, তিতীক্ষা, উপরতি বিবেকবৈরাগ্য বা যমনিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি শিক্ষা ও তাহার অভ্যাস আবশ্যক। ঐরূপ সমদমাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বোক্ত বেদবেদান্তদর্শনাদি তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষাদ্বারা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থানুসন্ধান হইলে মনন ও নিদিধ্যাসন কিম্বা ধ্যানধারণার অধিকার জন্মে। অতি পূর্ব্বকালে মানবের আধ্যাত্মিকশক্তি প্রবল ছিল। ক্রমে বিষয়ের নানাপ্রকার জটিলতা অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিষমসংঘর্ষণে আধ্যাত্মিক শক্তির হ্রাস হইয়া গিয়াছে। তৎকালে মানবের আধ্যাত্মিকশক্তি প্রবল থাকায় স্মৃতিশক্তিও অধিকতর তীক্ষ্ণ ছিল। এইজন্য তৎকালে লিপির অধিক প্রয়োজন ছিল না। মানবের যতই স্বভাবিক শক্তির হ্রাস হয়, ততই অভাব পূরণের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হয়। যদি মানসশক্তিদ্বারা অন্তরে অন্যের সমস্ত মনোভাব বোধগম্য হইতে পারে। অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষে সমস্তই দৃষ্ট হইতে পারে, তবে বাক্য ও ভাষার প্রয়োজনাভাব হয়। পরস্পরের মনোভাব বিনিময়ের নিমিত্তই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ ভাষা এক একটী মনোভাব প্রকাশের সাঙ্কেতিক শব্দমাত্র। যোগীদিগের আধ্যাত্মিকশক্তি অতীব প্রবলবিধায় অন্যের অন্তরের ভাব তাঁহাদিগের নিকট অবিদিত নহে। অর্থাৎ অন্তরস্থ শক্তিসাধন হইতে অন্যের মনোভাব বিশ্বব্যাপী অদৃশ্য তাড়িৎশক্তিদ্বারা তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে প্রতিভাত ও স্পষ্টীকৃত হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষে প্রতিভাসিত হয়। এইজন্য তাঁহারা প্রায় মৌনব্রতাবলম্বী। অতএব মানসক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্তভাব বিনিময়সূচক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকশক্তির হ্রাস হইলেই ভাষার প্রয়োজন হয় ও তৎসহ লিপিরও প্রয়োজন হয় বটে। কিন্তু স্মৃতিশক্তির হ্রাস না হইলে বেদাদিশিক্ষার নিমিত্ত গ্রন্থ বা পুস্তকাদিলিপির প্রয়োজন হয় না। যদি বালকেরা গুরুমুখ লভ্যবিষয় শ্রবণমাত্রই স্মৃতিপটে চিরঅঙ্কিত রাখিতে পারে, তবে লিপিপাঠ বা আবৃত্তির আবশ্যক হয় না। এইজন্যই পূর্ব্বকালে লিপির অধিকতর প্রচলন না থাকায় শিষ্য গুরুর নিকট বেদাদিশ্রুত হইয়া শিক্ষিত হইত। তদ্ধেতু বেদকে শ্রুতি বলে এবং উহার শিক্ষা ও অর্থানুসন্ধানকে শ্রবণ বলে। স্বভাবশক্তির হ্রাসহেতু কৃত্রিম উপায় অবলম্বন আবশ্যক বটে, কিন্তু স্বভাবশক্তির সাহার্য্যার্থে অল্প আর্য্য,

অল্প যত্ন; সহজ ও সুগমতার নিমিত্ত কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইলে ঐ কৃত্রিম উপায়হেতু স্বভাবশক্তির হ্রাস হয়। ইহার দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বের ও এইক্ষণকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র। যেমন এইক্ষণ পাঠ্যপুস্তকের বহুল ব্যাখ্যা এবং অর্থপুস্তক প্রণীত হওয়ায় বালকদিগের আয়াস শ্রম ও যত্নব্যতীত উহারা অর্থপুস্তকের সাহায্যে সহজেই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারে; কিন্তু স্বভাবশক্তির অনুশীলনাভাবে ঐ সকল পুস্তকের প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ ও সম্যক্ রূপ অর্থবোধ হয় না, বাহ্যবিষয় মানসক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানানুশীলনরূপ রঙ্গে রঞ্জিত না হইলে বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হয় না এবং তাহা স্মৃতিপটে অধিককাল অঙ্কিত থাকে না। তদ্রূপ পূর্ব্বকালে গুরুর আশ্রমে থাকিয়া গুরুমুখে শাস্ত্রাদিশ্রবণদ্বারা তাহার প্রকৃতভাব অন্তরে সম্যক্‌রূপ গ্রহণ ও তাহার অর্থানুসন্ধান হইত। তদনন্তর ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্ত আশ্রমের অভাব এবং তৎস্থানে অধ্যাপকদিগের চতুষ্পাটী স্থাপন ও চতুষ্পাটীতে ছাত্রদিগের অবস্থান এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রবণের পরিবর্ত্তে গ্রন্থাদিপাঠদ্বারা তদ্রূপ চরিত্রগঠন শিক্ষা ও তাহার ফল হয় নাই। তদনন্তর ঐ চতুষ্পাটীতেও অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত সংসর্গ ও শিক্ষাদ্বারা যেরূপ চরিত্র গঠন শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ হইত, বর্ত্তমানকালে বিজাতীয় সংসর্গ শিক্ষা ও অর্থপুস্তকাদির সাহায্যে তদ্রূপ চরিত্র গঠন ও জ্ঞানলাভ কদাচ হইতে পারে না। * যাহা হউক্ আমরা শ্রবণ মনন ইত্যাদির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বক্তব্য বিষয়ের অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার বক্তব্য বিষয় আরম্ভ আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্তমত শ্রবণ অর্থাৎ বেদদর্শনাদি শিক্ষাদ্বারা উপরোক্ত জাগতিকতত্ত্ব এবং তদতিরিক্ত আত্মতত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্যানুসন্ধানদ্বারা উহা বুঝিতে সক্ষম হইলে ঐ শ্রবণ বা পাঠ সমাপ্ত হয় এবং ঐ অধীতবিষয়ের সমগ্র অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইলে যুক্তিদ্বারা উহার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানে অন্তরের নিয়োগ আবশ্যক হয়। তৎকালে আর পাঠের বা গুরুমুখে শ্রবণের কিম্বা তাহার অর্থানুসন্ধানের আবশ্যক থাকে না। কেবল ঐ মৌলিকতত্ত্ব হইতে এই মায়াময় জগতের বিস্তৃতি এবং পুনর্ব্বার তাহাতে সঙ্কোচ ও সম্মিলন যে প্রকারে হইতে পারে তাহার কার্য্যপ্রণালী প্রথম বুদ্ধি বা যুক্তিদ্বারা স্বীয়জ্ঞানের আয়ত্বাধীন করিয়া জীবব্রহ্মের ঐক্য সাধন করিবার নিমিত্ত প্রকৃততত্ত্বানুসন্ধানের আবশ্যক হয়; প্রকৃতপক্ষে কারণ হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে স্থূলজগতের বিবর্ত্তন এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম হইতে কারণে পুনঃ সম্মিলনের শক্তি এবং জ্ঞান আয়ত্বাধীনের নিমিত্ত যে প্রকার চিন্তা তাহাকেই মনন বা ধ্যান ও নিদিধ্যাসন বলে। শ্রবণদ্বারা যে বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হয়; তাহাই যুক্তিদ্বারা কার্য্যে খাটাইবার নিমিত্ত তত্ত্বানুসন্ধানে অন্তঃকরণের নিয়োগই ঐ মনন। ইহার দৃষ্টান্ত এইভাবে দেওয়া যাইতে পারে যেমন তুমি কলেজে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া গতি (motion) তড়িৎ, তাপ, জ্যোতি, আকর্ষণ, বিক্ষেপণ, রাসায়নিক, সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, বিস্তৃতি, সংকোচন প্রভৃতির অর্থানুসন্ধান করণান্তর ঐ অর্থ তোমার বোধগম্য, হইলে তুমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পাঠ সমাপ্ত করিলে। উহাই

* কেহ আধুনিক টোলের ভট্টাচার্য্যদিগের সহিত কলেজের অধ্যাপকের তুলনা দিয়া উপরোক্ত মত খণ্ডনের চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্বের রঘুনন্দন, রঘুনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি এবং তৎপূর্ব্বে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতিকে একবার স্মরণ করিবেন তাহা হইলে উক্ত মতের সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

তোমার শ্রবণের কার্য্য শেষ হইল। তদনন্তর তুমি ঐ সকল তত্ত্বচিন্তনদ্বারা উহা কার্য্যে খাটাবার অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ, টেলিগ্রাফ, ফণগ্রাফ প্রভৃতির ন্যায় নূতন নূতন কঠিন সূক্ষ্মভৌতিক তত্ত্বাবিষ্কার করিবার নিমিত্ত অন্তর নিয়োগ করিলে ঐ নিয়োগকে ঐ সকল পার্থিবতত্ত্বের মনন বলা যাইতে পারে। ঐ অন্তঃকরণ ঐ গুরুতর তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োগ করিয়া তৎবিষয় বিগতসন্দেহ (অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্বদ্বারা টেলিগ্রাফ, ফনগ্রাফপ্রভৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল আবিষ্কার হইতে পারে, তদ্‌বিষয় স্থির নিশ্চয়) হইয়া মনের অন্য বৃত্তি ও ক্রিয়ার নিরোধপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন একতানমনে স্বীয় অন্তঃকরণ অবিশ্রান্ত ঐ তত্ত্বচিন্তায় নিয়োগ করিলে অতএব ঐপ্রকার অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্যমনা হইয়া একান্ত মনন বা ধ্যান করাকে নিদিধ্যাসন কহে। প্রকৃতপক্ষে আত্মব্রহ্মতত্ত্বে ঐ প্রকার অবিশ্রান্ত চিন্তাকে মনন ও নিদিধ্যাসন বলে। ঐ নিদিধ্যাসনদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বে অন্তর অবিশ্রান্ত হইয়া বায়ুশূন্যদীপ বৎনিশ্চল হইলে তথন স্বীয় অন্তরাত্মা মন ও বুদ্ধিসহ ধ্যেয়ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া যায়। তথন ধ্যানকর্ত্তা এবং ধ্যানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া কেবল ধ্যেয়ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ আমি ধ্যানকর্ত্তা এবং বা চিন্তা করিতেছি এই বোধ রহিত হইয়া কেবল ধ্যেয় অর্থাৎ চিন্তনীয় বস্তুতে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ অবস্থাকে সমাধি কহে। সমাধি মূলতঃ দুই প্রকার সবিকল্পসমাধি, নির্ব্বিকল্পসমাধি। কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয় তাহাকে সবিকল্পসমাধি কহে। পাতঞ্জল যোগদর্শনে ঐ সবিকল্পসমাধির মধ্যে কয়েকটী অবান্তর ভাগ আছে। যথা সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার সানন্দ ও সস্মিত সমাধি, ঐসমাধির প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যোগদর্শনে বিশদরূপে আছে। তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই, যথা; যে সমাধিদ্বারা ধ্যেয়বিষয়ের সম্যক্‌রূপ পরিজ্ঞান হয়, কোনরূপ সংশয় বা বিপর্য্যয় থাকে না তাহার নাম সম্প্রজ্ঞাতসমাধি, চিত্ত হইতে বিষয়ান্তরের সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্ততে পুনঃ পুনঃ ধ্যেয়বস্তুর অভিনিবেশের নাম ভাবনা। সেই ধ্যেয়বস্তু আবার দ্বিবিধ ঈশ্বর ও তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব আবার দ্বিবিধ দৃষ্ট হয় জড় ও অজড়। স্থূল মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম্) সকলকে ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া তত্ত্বসকলের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানপূর্ব্বক শব্দ ও অর্থের উল্লেখ সম্ভাবনা সংকারে যে ভাবনা তাহার নাম সবিতর্ক, উহার নাম শব্দসংকীর্ণ অর্থাৎ প্রথমতঃ কোন একটী শব্দের উপর লক্ষ্য করিয়া ঐ শব্দতে যথা গো প্রভৃতি শব্দেতে একাগ্রতা হয়। দ্বিতীয়া অবস্থাতে ঐ ধ্যেয়পদার্থের জাতিবিষয়ে চিত্ত একান্ত অনুরক্ত থাকে, তৃতীয় অবস্থাতে ধ্যেয়বিষয়ের অর্থে অনুরাগ অচলভাবে থাকে চতুর্থাবস্থায় ঐ অবস্থাত্রয় পরস্পর অধ্যাসরূপে প্রকাশিত হয়। এই সমাধিতে পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান ও শব্দার্থ উল্লেখ ব্যতিরেকে ধ্যেয় বিষয়ে যে ভাবনা প্রবৃত্ত হয় তাহাকে নির্ব্বিতর্কসমাধি বলে। প্রকৃতপক্ষে সবিতর্কসমাধির বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত চিত্তসমাপত্তিকে নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি বলা যায় অর্থাৎ যখন ধ্যেয়বস্তুর শব্দও অর্থের স্মৃতিমাত্র থাকে না অর্থাৎ উহার পূর্ব্বাপর সংস্রব ও তাহার তর্কবিতর্ক বিনা কেবল সুস্পষ্টরূপে সেই ধ্যেয়বস্তুমাত্র চিত্তক্ষেত্রে উদিত হয়, তথনই নির্ব্বিতর্কসমাপত্তি হইয়া থাকে। উক্ত সবিতর্ক সমাপত্তিদ্বারা সবিচারা ও নির্ব্বিচারাসমাধি নির্ণীত হয়। সবিচারা ও নির্ব্বিচারা উভয় সমাধিসূক্ষ্মবিষয়া এই সমাধির মধ্যে যাহাতে দেশ কাল ও ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম অর্থ প্রতিভাত হয়; তাহাকে সবিচার এবং যাহাতে দেশ,

কাল ও ধর্ম্মাদিরহিত কেবল সূক্ষ্ম তন্মাত্র-রূপে প্রতিভাত হয় তাহাকে নির্ব্বিচার বলে। সূক্ষ্ম তন্মাত্র অর্থে রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, শব্দ বুঝায়। একটি সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্র যথা সূক্ষ্ম লোহিতবর্ণমাত্র, ভাবনার সময় ঐ সূক্ষ্ম লোহিত-বর্ণের স্থান কাল যথা—ঐ বর্ণ স্বীয় হৃদয়মধ্যে বা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আছে এবং ভাবনা সময়টীও তাহার সহিত সংসৃষ্ট আছে। ঐ স্থান কালসংসৃষ্ট সূক্ষ্ম লোহিতবর্ণের উপরই নিরন্তর চিত্তসংযোগই সবিচার সমাধি এবং উহারই স্থান কালব্যতিরেকে কেবল ঐ সূক্ষ্মরূপ তন্মাত্রেরই একান্ত ভাবনাই নির্ব্বিচার সমাধি। সবিতর্ক ও সবিচারের মধ্যে প্রভেদ এই যে সবিতর্ককালে কোন একটী স্থূলবিষয় অবলম্বনে যথা গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেব প্রভৃতি স্থূলপদার্থ এবং সবিচার-কালে কোন একটী স্থূলভূত বা ভৌতিক স্থূল-পদার্থ অবলম্বন বিনা কেবলমাত্র সূক্ষ্মরূপ রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, তন্মাত্র ভাবনা বুঝায়। সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি কেবল স্থান কালের অব-লম্বনের ও নিরবলম্বনের উপর নির্ভর করে। ঐ সমাধিকালে সত্ত্বগুণের অত্যন্ত আধিক্য-বশতঃ অন্তঃকরণ আনন্দময় হইয়া উঠে। উহা-কেই সানন্দসমাধি। ঐ সানন্দসমাধিকালে কেবলমাত্র তত্ত্ব ভিন্ন কোন মূর্ত্তি ভাবনা না থাকে তাহাকে বিদেহ বলা যায়। ঐ সানন্দ-সমাধিতে নিজের অস্তিত্ব অর্থাৎ আমিত্ব এক-কালে বিলুপ্ত ও প্রকৃতিতে লীন হইয়া কেবল বিবেক সত্ত্বামাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে সস্মিত-সমাধি কহে।

যখন কোন তত্ত্ব বা অন্য কোন সত্ত্বা চিত্ত হইতে বিদূরিত হইয়া চিত্তের ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তখন নির্ব্বিকল্পসমাধির উদয় হয়, নির্ব্বিকল্পসমাধি-কালে মনে কোন বৃত্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। মন সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হইয়া একাকার ব্রহ্মময় হইয়া যায়। ঐ অবস্থাটী ভাষাদ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে না। যেহেতু অবাঙ্-মনসগোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত। যে মহাত্মার নির্ব্বিকল্পসমাধি হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই ঐ অবস্থা অনুভব করিতে পারেন না এবং ঐ সমাধিবান্ মহাপুরুষ স্বয়ং বুঝিতে পারেন ভিন্ন ভাষাদ্বারাও উহার ঠিক্ অবস্থাও প্রকাশ করিতে পারেন না *। ইহার কারণ, জগতে এইরূপ ভাষা নাই, যদ্দ্বারা উহা যাইতে পারে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ও সবিতর্ক সবিচার প্রীতিসুখ ও বিবেক এই চারিপ্রকার সমাধির উল্লেখ আছে। তবে শেষোক্ত দুইপ্রকার সমাধি ভিন্ন নামে অভিহিত বটে ; ঐ প্রীতিসুখ ও বিবেকজসমাধিই পাত-ঞ্জলোক্ত সানন্দ ও সস্মিতসমাধির নামান্তর মাত্র। ঐ সবিতর্ক ও সবিচার সমাধি অবস্থায় গৌতম বুদ্ধের নির্ব্বিতর্ক ও নির্ব্বিচার সমাধি হইয়াছিল †। পাতঞ্জলী বলিয়াছেন "তাএব সবীজ সমাধিঃ নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্ম-

* গৌরাঙ্গের সপ্তপ্রহরি মহাপ্রকাশের পর যখন তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার ব্যুত্থানকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন গৌরাঙ্গ বলিয়াছিলেন যে উহার কারণ আমি বাক্যদ্বারা বলিতে অশক্ত। বুদ্ধের নিকট শিষ্য কর্ত্তৃক ঈশ্বরতত্ত্ব জিজ্ঞাসিত হইলে তিনিও তাঁহার উত্তর দেন নাই।

† স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপ শূন্যেবার্থমাত্র নির্ভাসা নির্ব্বিতর্ক। অতএব নির্ব্বিচারা সূক্ষ্মবিষয়াব্যাখ্যাতা। সবিতর্কং সবিচারং প্রীতিসুখং তু বিবেকজং প্রথমধ্যানং উপসম্পাদ্য বিহরতিস্ম। আত্মপ্রসাদাৎ চেতসং কেতি ভাবাৎ।০ সবিতর্কং সবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ধ্যানমিত্যাদি। উপেক্ষকস্মৃতিমানসুখবিহারী। নিষ্প্রতীকং তৃতীয়ং ধ্যানমুপসম্পাদ্যবিহরতিস্ম। ললিত-বিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা” অর্থাৎ ঐ সকল সমাধি সবীজ ও নির্ব্বিচার সমাধি হইলে আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়। তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তি-নিরোধাৎ নির্বীজ সমাধি” তৎপরে সম্প্রজ্ঞাতাঙ্গ সে বৃত্তিটীও লুপ্ত হয় সুতরাং তখন সর্ব্ববৃত্তিনিরোধহেতু প্রকৃত নির্বীজ বা নিষ্প্রতীক সমাধি জন্মে। চিত্ত তখন নিরাবলম্ব, স্বরূপ শূন্যের ন্যায় (না থাকার মত) হয়, তৎকারণে তখন সুখদুঃখ উপেক্ষা স্মৃতি প্রভৃতি মনোবৃত্তি আদৌ অনুভূত হয় না। ইহাই সর্ব্বযোগের শেষপ্রাপ্ত, ইহারই নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি *।

প্রকৃতপক্ষে এ সমাধিকালেও মনোবৃত্তি একেবারে ধ্বংস হয় না। তবে তৎকালে চিত্তবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞান থাকে না। তাহার কারণ চিত্তবৃত্তি সকল পরব্রহ্মতে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পরমাত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তি অনুভব হয় না। কিন্তু যখন সমাধিভঙ্গ হয়, তখন সমাধিকালে মনোবৃত্তি যে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন ছিল ইহা স্মৃতিপথে উদিত হয়। † ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তি না থাকিত তাহাহইলে সমাধিভঙ্গকালে ঐ ব্রহ্মানন্দ উপভোগ স্মরণ হইত না।

প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম এবং প্রযত্নদ্বারাই মনোবৃত্তির উৎপত্তি হয়। কর্ম্ম এবং যত্ন না থাকিলে মনোবৃত্তি থাকে না। সুষুপ্তিকালে কর্ম্ম প্রকৃতিতে (অবিদ্যায়) মগ্ন হওয়ায় ও তৎকালে যত্ন না থাকায় মনোবৃত্তিও অবিকাশিত হয়। নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ায় এবং তৎকালে প্রযত্ন না থাকায় মনোবৃত্তির ক্রিয়া থাকে না বটে; কিন্তু সমাধির প্রারম্ভে অন্তঃকরণের যে যত্ন থাকে, সেই যত্নই মনোবৃত্তিসমূহকে পরব্রহ্মে সংযোজিত করিয়া দেয়। তৎকালে প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তির ব্যাঘাত হয় না।

সমাধি প্রারম্ভে বারম্বার প্রযত্নহেতু অভ্যাসপটুতাজনিত একটী সংস্কার উৎপন্ন হয় ঐ সংস্কার সমাধিকালেও বিলুপ্ত হয় না। এইজন্য সমাধিকালে মন যে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়, তাহা ব্যুত্থিত অর্থাৎ সমাধিভঙ্গকালে স্মরণপথে উদিত হয়। সুষুপ্তির ন্যায় সমাধিকালে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকে না। তবে বিষয়জ্ঞানের ও ইন্দ্রিয়ের অতীত ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন থাকায় ব্যুত্থানকালে ঐ জ্ঞানামৃতের আস্বাদ স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্বোক্ত সংস্কারই সমাধি ও ব্যুত্থানের মধ্যে সংগ্রবসূত্রস্বরূপ থাকে।

দর্শনাদি সম্যক্‌রূপে পাঠ এবং অর্থের বোধ হইলেও পরমাত্মার ও জীবাত্মার একত্ব ও পৃথকত্ব সম্বন্ধে যে একটী আশ্চর্য্যজনক সূক্ষ্মভাব আছে তাহা হঠাৎ ধারণা হয় না “দ্বৌ সুপর্ণৌ ভবতো ব্রাহ্মণোঽংশভূতস্তথেতর ভোক্তা ভবতি অন্যো হি সাক্ষী ভবতীতি” “বৃক্ষধর্ম্মে তৌ তিষ্ঠতঃ অতো ভোক্তাঽভোক্তারৌ” “দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষ স্বজাতে। তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যানশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।”

অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই ব্রহ্মের

* প্রেমভক্তিদ্বারা ও সমাধি হইতে পারে বৈষ্ণবগণ উহাকে দশা কহেন কিন্তু গৌরাঙ্গদেব শিষ্যগণকে সবিকল্পব্যতীত নির্ব্বিকল্পসমাধি শিক্ষা দেন নাই। যেহেতু ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য জীব ব্রহ্মে পৃথকজ্ঞান, তাহা না হইলে উপাস্যের উপাসনা হয় না। তাঁহার ভক্তিযোগের দশা আমাদের উল্লিখিত সানন্দসমাধির তুল্য। ইহা ক্রমে ব্যাখ্যাত হইবে।

† বিগত বর্ষের হিন্দু-পত্রিকায় ৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে নিদ্রাকালে মনোবৃত্তি অজ্ঞান তমোময়ে আচ্ছন্ন থাকা অর্থাৎ অচেতন থাকা এবং সমাধিকালে জ্ঞানময় ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকা উভয়ই জাগরণকালে স্মরণ হয়, ইহাদ্বারা সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থায় পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

অংশ উহার মধ্যে ইতর জীবভোক্তা হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বর অভোক্তা এবং সাক্ষীমাত্র থাকেন। এই বিনাশ ধর্ম্মশীল দেহরূপ বৃক্ষে তাঁহারা দুইটী পক্ষীস্বরূপে অবস্থান করেন এবং ভোক্তা এবং অভোক্তা হয়েন। এই দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই ব্রহ্মাংশ। অথচ জীবাত্মা ভোক্তা পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপ। এই সূক্ষ্মভাব বেদবেদান্তাদিশ্রবণান্তেও হৃদয়ঙ্গম করা যে অতীব কঠিন, তাহা ভগবদ্গীতাকার গীতায় স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদন চৈব কশ্চিৎ॥

বঙ্গার্থ। কেহ আত্মাকে আশ্চর্য্যবৎ দেখেন, সেইরূপ কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন। অন্য কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনেন। কেহ ইহাঁকে শ্রবণ করিয়াও জানেন না।

গীতা ২য় অধ্যায় ২৯ শ্লোক।

উপরোক্ত দুইটী পক্ষীই ঈশ্বর এবং জীব ইহাই ব্রহ্মাংশ এবং এক অদ্বিতীয়। ঐ ভাবটী হৃদয়ঙ্গম হইলে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যও হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্তমত বেদবেদান্তাদি সমস্ত দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি পাঠ-দ্বারা হঠাৎ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তবে পাতঞ্জলোক্ত চারিপ্রকার সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্পসমাধির প্রকৃত মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে বেদোক্ত তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সূক্ষ্মভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ঐ হৃদয়ঙ্গমের নিমিত্ত চিন্তার নামই মনন। ঐ মনন নিদিধ্যাসন এবং সমাধিদ্বারা পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্ম-কীটের ধ্বংস হয় ও শুদ্ধ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধিত হয় বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহারও প্রকৃত তাৎপর্য্য নিম্নোক্ত বর্ণনাদ্বারা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

উক্ত তত্ত্বমসীবাক্যের বা জীবাত্মা পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় বিচারের পূর্ব্বে ভগবৎগীতার কয়েকটী শ্লোকের উপর লক্ষ্য করা আবশ্যক। ঐ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আত্মা, অক্ষয়, অনশ্বর, অপরিবর্ত্তনীয়, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত শাশ্বতঃ ইত্যাদি উপদেশ দিয়া, আবার সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার নিজের আত্মা ও অর্জ্জুনের আত্মার জ্ঞানসম্বন্ধে পার্থক্য দেখাইয়াছেন ও আত্মার জন্ম স্বীকার করিয়াছেন। যথা "হে অর্জ্জুন! তোমার এবং আমার অনেক জন্ম হইয়াছে; কিন্তু তুমি তোমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় কিছুই জান না। আমার পূর্ব্বজন্মের বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি" এস্থলে দেহের পুনঃজন্ম কখনই হয় না। কৃষ্ণ এবং অর্জ্জুনের আত্মার পুনঃজন্মের কথাই হইতেছে। আর কৃষ্ণের আত্মা যে অর্জ্জুনের আত্মাপেক্ষা উন্নত তাহাও প্রকাশ হইতেছে। আত্মার উন্নতি স্বীকৃত হওয়ায় পরিবর্ত্তনও স্বীকৃত হইতেছে। এই দুইটী বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, দেহরূপ বৃক্ষের দুইটী পক্ষীর মধ্যে একটী ভোক্তা অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করেন অন্যটী সাক্ষীদর্শক-মাত্র, কিছুই ভোগ করেন না। এই দুইটী পক্ষীর প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের প্রথমোক্ত অক্ষর অনশ্বর, অপরিবর্ত্ত-নীয়, অজ, শাশ্বত, আত্মাই অভোক্তাদর্শক। আর শেষোক্ত আত্মাই (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের পৃথক্ পরিবর্ত্তনশীল আত্মা) ভোক্তা জীবাত্মা।

এইক্ষণে এই তর্ক উত্থিত হইতে পারে যখন উভয়ই ব্রহ্মাংশ এবং তৎ+ত্বং+অসি=সেইই তুমি অর্থাৎ উভয়ই এক। তখন পরমাত্মা অজ শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনীয়দর্শক কেন? এবং জীবাত্মাই বা জন্মশীল ও অপরিবর্ত্তনশীলও ভোক্তা কেন? এবং উভয় এক হইয়াই বা পৃথকের ন্যায় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা

যদিও বিগত বর্ষের পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র-মাসের হিন্দু পত্রিকায় আমার কৃত এই গ্রন্থের কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ ব্যাখ্যা ও অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিচারের মধ্যেই বিশদভাবে আছে তথাচ পাঠকগণের বুঝিবার অপেক্ষাকৃত সহজোপায়ের নিমিত্ত সংক্ষেপে ও সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান বর্ষের বিগত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসের হিন্দু পত্রিকায় আমার রচিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে আভ্যন্তরীণ তেজ হইতে বস্তুদ্রবকারী বা দ্রাবক-শক্তির বিকাশ হইয়া জলের সৃষ্টি হয় এবং জল ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়; তেজ, জল ও মৃত্তিকা হইতে জড়, উদ্ভিদ, জীব, জন্তু সমস্তই উৎপন্ন হয়, এবং ঐ তেজের জ্যোতি (আলো) হইতে সমস্ত পদার্থ বিকাশিত হয়। তেজই জগতের মৌলিক পদার্থ। তেজই সর্ব্বত্র বিরাজমান উহার তাপ ও জ্যোতি হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন ও বিকাশিত হয়। মনে করুন্ যেন তেজই ব্রহ্ম জলই তাহার প্রকৃতি এবং পৃথিবীই যেন মহত্তত্ত্ব বা মহৎব্রহ্ম যথা—

মমযোনী মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারতঃ॥

পৃথিবী মাতার গর্ভে জলরূপ শোণিতে ও তেজরূপ শুক্রদ্বারা সমস্ত জড় ও চেতনপদার্থ উৎপন্ন হয় এবং আলোকদ্বারা বিকাশিত হইতেছে। ঐ তাপ এবং জ্যোতিই ব্রহ্মাংশ। উহাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের শক্তি। মৌলিক আধ্যাত্মিক তেজের হ্রাসবৃদ্ধি বা ক্ষয় নাই সয়ম্ভুত। ঐ সর্ব্বব্যাপী তেজই যেন পরমাত্মা। ঐ তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় অতএব ঐ জল পৃথিবী এবং পার্থিব সমস্ত পদার্থই তেজের বিকার। পূর্ব্বোক্ত জলীয় ও পার্থিব অণুস্থিত যে অন্তর্নিহিত গুহ্যতেজ আছে ঐ তেজের প্রতিবিম্বনে ঐ জল ও মৃত্তিকা পার্থিব পদার্থে পরিণত হয়। জ্যোতিও ঐ পদার্থাকারে বিকাশিত হয় এবং ঐ পদার্থে যে সকল গুণ আছে সেই সকল গুণাক্রান্তও হয়। বিশ্বস্থ যে প্রত্যেক পদার্থ দৃষ্ট হয় ঐ দৃষ্টির কারণ এই যে ঐ পদার্থাস্থিত জ্যোতি বা আলোক ঐ পদার্থাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া চক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় ঐ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঐ পদার্থমিশ্রিত আনবিককিরণ ঐ পদার্থময় হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক-তেজ বা জ্যোতি বিকৃত হয় না। ঐ পদার্থে তাহার প্রতিবিম্বনই বিকৃত হয়। ঐ তেজের প্রতিবিম্বে তাপের আনবিক অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব আছে বলিয়াই চক্ষে প্রতিভাত হয়। ঐ মৌলিক অবিকৃতজ্যোতিই যেন পরমাত্মা এবং উহার পদার্থাকারে প্রতিবিম্বনই যেন জীবাত্মা। পাশ্চাত্য কোন কোন প্রধানবৈজ্ঞানিক স্বীকার করেন যে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে (অতি সূক্ষ্ম ক্রিয়াপ্রবাহরূপ) আভ্যন্তরিক একটী সূক্ষ্ম আদর্শ আছে তাহাই প্রকৃতমূর্ত্তি, বাহ্যমূর্ত্তি বা আকার তাহার স্থূলাবরণমাত্র * ঐ বাহ্যবস্তুর ক্রিয়ার রোধ হইলে (অর্থাৎ মৃত্যু হইলে) ঐ আভ্যন্তরীণ আদর্শ অর্থাৎ সূক্ষ্ম (ছায়ার ন্যায়) মূর্ত্তির ধ্বংস হয় না উহা ইথারে থাকে †। যদি শুদ্ধতৈজস-অবিকৃত জ্যোতির সহিত পরমাত্মার তুলনা হয় তবে বস্তুবিশেষের সূক্ষ্ম আদর্শ জ্যোতি বা সূক্ষ্মপদার্থাকারে জ্যোতির প্রতিবিম্বকে জীবাত্মার সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে

* বিগত বর্ষের পৌষ হইতে চৈত্রমাসের হিন্দু-পত্রিকায় (আমার কৃত পঞ্চদশী ব্যাখ্যায়) ২১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে উক্ত আদর্শবা সূক্ষ্মমূর্ত্তি অবৈজ্ঞানিক নহে, উহাই বেদান্তোক্ত লিঙ্গদেহ ও মনুস্মৃতির মহৎ সঞ্জক (আত্মার) সহকারী জীব।

† ইথার, আকাশের একটি অবস্থামাত্র আকাশ শূন্য কিন্তু ইথার দৃষ্টির অতীত সূক্ষ্ম হইলেও শূন্য নহে।

পারে। ঐ পদার্থের গুণ ও ধর্ম্মানুসারে জ্যোতির বিকাশ অবিকাশ (উন্নতি অবনতি) নির্ভর করে। ঐ জ্যোতিই যখন চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ তখন পার্থিব পদার্থে (জীবে) উহার যতই বিকাশ হইবে ঐ পদার্থের অর্থাৎ জীবের ততই উন্নতি বলা যাইতে পারে। অতএব গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উভয় উক্তির সামঞ্জস্য ও তত্ত্বমসি মহাবাক্যের কথঞ্চিৎভাব প্রদর্শিত হইল। এইরূপ উদাহরণ ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক্। ইতিপূর্ব্বে কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহ এবং পঞ্চকোষ বিচারকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আত্মা যখন কেবল আনন্দময়কোষ সংস্পৃষ্ট থাকেন তখন আত্মা কেবল আনন্দময়, যখন আত্মা কেবল বিজ্ঞানময়কোষ সংস্পৃষ্ট থাকেন, তখন আত্মা বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিময়) যখন মনোময়সংস্পৃষ্ট থাকেন তখন মনোময়, প্রাণময়কোষ সংস্পৃষ্টকালে প্রাণময়, যখন অন্নময়দেহের সংস্পৃষ্ট হন, তখন এই শরীরময় হন। এই জাগরণকালে আত্মা যখন শরীরময় থাকেন, অর্থাৎ এই শরীরই আমি বা আত্মা, এই শরীরের সুখ দুঃখ আমার সুখ দুঃখ এইরূপ বোধ থাকে, তখন পরম্পর আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, (বুদ্ধি) মনময়, প্রাণময়কোষের ছায়া ঐ অন্নময়কোষে অর্থাৎ শরীরে পতিত হওয়ায় যথাক্রমে সুখ, বুদ্ধি, চিন্তা ও কামক্রোধাদি * মনোবৃত্তি সমস্তই এই শরীরের ধর্ম্ম প্রতীয়মান হয়। এই পঞ্চকোষের অভিমানত্যাগ অর্থাৎ পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্নতাই আত্মার মুক্তি। উহাই আত্মার সুদ্ধ ধর্ম্ম, যেহেতু তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মই তাঁহার স্বীয় স্বভাব। আর দেহাভিমানই তাঁহার বিকৃত স্বভাব। এইস্থানে একটী তর্ক উঠিতে পারে যে পঞ্চকোষ মুক্ত হইলে আর জীবভাব থাকে না। তখন ঈশ্বর ও জীবে পার্থক্য থাকে না, তখন একই ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে, পাপপুণ্য কিছুই থাকে না, তবে আত্মার আবার বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম কি? ইহার উত্তর আমার কৃত মুক্তি বা অমরত্ব নামক (বিগতমাসের) প্রবন্ধে, বিশদরূপে আছে এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দে হিন্দু-পত্রিকায় ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবের স্বাধীনতাপ্রবন্ধেও আলোচিত হইয়াছে। জীবের অহংভাব বিনষ্ট ও জীব পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মময় হইলেও সেই অনন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞানের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় না। নির্ম্মল জলবিন্দুসমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও সেই নির্ম্মল জলবিন্দু বা ঐ জলবিন্দুর সেই নির্ম্মলত্ব বিলুপ্ত হয় না। ঐ নির্ম্মলত্বই স্বভাব ও সুদ্ধ ধর্ম্ম। ঐ পঞ্চকোষ হইতে মুক্তির নিমিত্ত দেহের অভিমানত্যাগের কার্য্যপ্রণালীই পূর্ব্বোক্তযোগ। অর্থাৎ যোগদ্বারা দেহাভিমান প্রভৃতি দূরীভূত হয় এইজন্য যোগই মুক্তির কার্য্যপদ্ধতিস্বরূপ। প্রথমত গুরুর নিকট উপদেশ বা গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা শ্রবণ বা পাঠ শেষ হইলে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যের অর্থ বোধগম্য হয়। উহার নাম পরোক্ষজ্ঞান। ইহাদ্বারা সমস্তই পরোক্ষভাবে বোধগম্য হয় বটে, কিন্তু আত্মজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চকোষ হইতে বিচ্ছিন্ন ও প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয় না। তবে প্রবৃত্তি তদভিমুখী হয় তদনন্তর মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা মন অধিকতর ব্রহ্মাভিমুখী হইতে থাকে। যখন উহার প্রতিবন্ধকস্বরূপ অজ্ঞানতা ক্রমে দূরীভূত ও পূর্ব্বকৃত পাপ সকল জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত

* প্রকৃতপক্ষে সুখ আনন্দময়কোষের, বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষের, চিন্তা ও কামক্রোধাদিমনময়কোষের, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি প্রাণময় ও অন্নময়কোষের ধর্ম্ম। স্থূলদেহাভিমান বা দেহের আকর্ষণ ব্যতীত পার্থিব বিষয় বুদ্ধি চিন্তা কামক্রোধাদির বাহ্যবিকাশ হইতে পারে না।

হইতে থাকে তখন আত্মা সমাধিদ্বারা পঞ্চকোষ হইতে বিমুক্ত হন্ ও আত্ম-ব্রহ্ম জ্ঞানকরা মলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়। পূর্ব্বোক্ত সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ বা প্রীতিসুখ স্মস্মিত বা বিবেকজসমাধিদ্বারা কোষ-চতুষ্টয় হইতে আত্মা বিমুক্ত হইয়া নির্ম্মল সত্ত্বগুণজনিত প্রীতিসুখ অনুভব করেন (ইহাই বুদ্ধিগ্রাহ্য মতীন্দ্রিয় সুখ) তদন্তর নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা শেষ আনন্দময়কোষ হইতেও বিচ্ছিন্ন হন ও স্বয়ং ব্রহ্মময় হইয়া যান। ঐ ব্রহ্মানন্দবাক্যও মনবুদ্ধির অতীত। প্রথমতঃ সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক সমাধিদ্বারা (অর্থাৎ স্থূলভূতের চিন্তনদ্বারা) স্থূলভৌতিকদেহেরও স্থূলজগতের উপর যখন আধিপত্য জন্মে তখন দেহাত্মজ্ঞানর হিত হয় অর্থাৎ অন্নময়দেহের উপর এবং স্ত্রীপুত্রাদির ও ধনসম্পত্তির উপর অহং মমত্ব জ্ঞান থাকে না। তদনন্তর সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধিদ্বারা যখন রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য জন্মে তখন ইন্দ্রিয়াত্ম জ্ঞান তিরোহিত হয়। এই সমাধির সময়ই বড়ই ভয়ঙ্কর সময়, যখন সূক্ষ্মজগতের রূপরসাদি তন্মাত্রের সহিত সংঘর্ষণ হয়। তখন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিদ্বারা সৃষ্ট রূপবতী কামিনী উৎকৃষ্ট সুস্বাদ ও গন্ধদ্রব্য সুখস্পর্শ ও স্বর্গীয় সঙ্গীত অনুভূত, দৃষ্ট বা অন্তরে উপভোগ করা যাইতে পারে। এই সময় ইচ্ছার গতি ভিন্ন পথাবলম্বী হইতে পারে অর্থাৎ অনেক যোগিগণ সমাধির এই পর্য্যন্ত উঠিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। যাঁহারা যোগের এই পর্য্যন্ত উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন সেই সকল যোগিগণও অনেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শাইতে এবং সূক্ষ্মজগতের উপর আধিপত্য করিতে ও মনাস্বাদিত রসসকল উপভোগ করিতে পারেন। বুদ্ধদেবের সমাধিকালে যে মারবিজয়ের (অর্থাৎ কামনীজয়ের) প্রসঙ্গ এবং মারের (মদনের) সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের যে প্রসঙ্গ আছে। তাহা তাঁহার এই সবিচার সমাধিকালে সংঘটিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বিষয় এবং মারবিজয় সম্বন্ধে ললিতবিস্তরগ্রন্থে বহুল বর্ণনা আছে। মহাদেবের মদনভস্মও ঐ মারবিজয় ভিন্ন কিছুই নহে। এই সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি সমাপ্ত ও ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞান তিরোহিত হইলে, বিজ্ঞানময় আত্মার প্রীতিসুখ অনুভব হয় ও বুদ্ধি তখন আত্মার সম্পূর্ণ বশীভূত হয় এবং পার্থিব আমিত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়া প্রকৃত বিবেকের উদয় হয়, তখন স্বতন্তরানামক প্রজ্ঞালোকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নখদর্পণের ন্যায় হয়। বুদ্ধদেবের তাহাই হইয়াছিল, ইহারই নাম যথাক্রমে পাতঞ্জলোক্ত সানন্দ ও সস্মিতসমাধিও বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত প্রীতিসুখ ও বিবেকজসমাধি। এই সমাধি শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা বা বিবেক পরব্রহ্মে মিশিয়া, সেই পরব্রহ্ম জ্ঞান বিকাশিত হয়। প্রজ্ঞারূপ দীপালোক উজ্জ্বল না হইলে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার পথ অতিক্রম করা যায় না অর্থাৎ অন্ধকারে দীপালোকের প্রয়োজন বটে, কিন্তু স্বয়ং সূর্য্যের প্রখর কিরণে উজ্জ্বল দীপালোক মন্দীভূত হইয়া সেই সৌরকরে মিশিয়া যায় ও সমস্ত তম বিদূরিত হয় এবং জীব পরমপদ প্রাপ্ত হয়, ইহারই নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি। পঞ্চদশীগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তত্ত্ববিবেক বর্ষাধিক পরে সমাপ্ত হইল। আগামী পত্রিকায় ২য় অধ্যায়ের ভূতবিবেক ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল। অলমতিবিস্তরেণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মনাত্মবিবেক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তস্যাত্মানাত্মবিবেকবিচারেঽধিকারো নান্যস্য

তাহারই আত্মনাত্মবিবেকবিচারে অধিকার আছে, অন্যের নাই। (১)

তস্যাত্মনাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি।

তাহারই কেবল আত্মনাত্মবিচার কর্ত্তব্য।

যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি তথান্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি।

যেরূপ ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্যান্তর নাই সেইরূপ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্যান্তর নাই।

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মনাত্মবিচারে ক্রিয়মানে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি কিন্ত্বতীব শ্রেয়ো ভবতি।

সাধন-চতুষ্টয়সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থদিগের আত্মনাত্মবিচার কৃত হইলেও তাহাদ্বারা প্রত্যবায় নাই, কিন্তু অতিশয় মঙ্গল হয়। (২)

দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাৎ ভক্তিসংযুতাদ্ গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং।

প্রতিদিন গুরুসেবাদ্বারা লব্ধ (১) ভক্তি-

---

(১) সমদম সাধনান্তর ব্রহ্মবিচার করা কর্ত্তব্য এবিষয়ে ভগবান্ বাদরায়ণি ও বেদান্তদর্শনে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদে প্রথমসূত্রে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই "অথ" শব্দদ্বারা অবতারণ করিয়াছেন এবং ঐ সূত্রভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "অথ" শব্দের বহুব্যাবৃত্তি করিয়াছেন। বিস্তৃতবশতঃ আর পুনরুক্তি করিলাম না। উপসংহারকালে শারীরকভাষ্যে লিখিয়াছেন যে—

"তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।"

এবিষয়ে বেদান্তসারেও স্মৃতি প্রমাণ বচনোদ্ধৃত করিয়াছেন যে ;

"প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্ব্বা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে।

অর্থাৎ শান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, দোষরহিত, আজ্ঞাবহ, গুণান্বিত ও সর্ব্বদা অনুগত এরূপ শিষ্যকে এই সকল উপদেশ দিবে।

(২) এবিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮ প্রপাঠকে ৭ খণ্ডে ১ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "সসর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্।" সেই আত্মা জ্ঞাত হইলে সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাম প্রাপ্তি হয়।

(১) গুরুসেবা ব্যতিরেকে জ্ঞান হয় না এবিষয়ে ছান্দোগ্যপনিষদে ৭প্রপাঠকে একটী আখ্যায়িকা আছে যে নারদঋষি সমুদায় বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াও সনৎকুমার ঋষির নিকট গিয়া কহিতেছেন ;—

"সোঽহং ভগবোমন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিদিতি সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মা ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়ত্বিতি"।

অর্থ। ভগবন্! আমি নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মন্ত্রবিৎ হইয়াছি কিন্তু আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। আমি ভবাদৃশ আচার্য্যের নিকট শুনিয়াছি যাহারা আত্মজ্ঞানী তাহারা শোক হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। ভগবন্! আমি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া শোকে সন্তপ্ত হইতেছি। ভগবন্! আমাকে শোকসাগর হইতে পার করুন্।

এবিষয়ে ঐ উপনিষদে ৮ প্রপাঠকে ৭ খণ্ডে ৩ মন্ত্রে আরও একটী আখ্যান আছে যে "তৌহদ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুস্তৌ"— ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "তৌ ইন্দ্রবিরোচনৌ হ গত্বা দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি শুশ্রূষা পরৌ ভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যমূষতুরুষিত বন্তৌ। অর্থাৎ ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়ই গুরুসমীপে গমনপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎবর্ষ গুরুশুশ্রূষা তৎপর হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এবিষয়ে বেদান্তসারেও লিখিত আছে যে যথা ;— শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্যাতমনুসরতি"। অর্থাৎ বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিবেন। এই বিষয়ে বেদান্তসারে শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছেন যে "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ সমিৎ-

যুক্ত বেদান্তবিচার করিলে অশীতিকৃচ্ছ্র ব্রতের ফললাভ হয়। (অতএব পূর্ব্বোক্ত বচনদ্বারা প্রমাণিত হইল যে আত্মনাত্মবিচার করিবে।)

আত্মানামস্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষ (১) বিলক্ষণোঽবস্থাত্রয় সাক্ষীসচ্চিদানন্দস্বরূপঃ।

স্থূল সূক্ষ্মকারণরূপ যে শরীরত্রয় তাহা হইতে ভিন্ন এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপকে আত্মা কহে। (১)

অনাত্মানামানিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্টাত্মকং (২) শরীরত্রয়মনাত্মা।

অনিত্য জড়দুঃখাত্মক এবং সমষ্টিব্যষ্টিরূপ যে শরীরত্রয় তাহার নাম অনাত্মা।

শরীরত্রয়ং নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণ শরীরত্রয়ং। (১)

পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং"। সমিৎ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত শিষ্য বেদাধ্যায়ী ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন।

পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেকেও এইরূপ দেখা যায় যে ;

উপদেশমবাপ্যৈব মাচার্য্যাৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।

পঞ্চকোষবিবেকেন লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্। ৩২॥

অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট উপদেশ লাভ করিয়া পঞ্চকোষবিবেকদ্বারা মোক্ষসুখ লাভ করে।

(১) স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের লক্ষণ পরে বিবৃত হইবে এক্ষণ পঞ্চকোষের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।

কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ৩৩।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বুদ্ধিময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষ আত্মার আবরণস্বরূপ। আত্মা পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্ব স্ব রূপতত্ত্ব পরমতত্ত্ব বিস্মরণপূর্ব্বক সংসারে অশেষক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।

স্যাৎ পঞ্চীকৃত ভূতোত্থোদেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।

লিঙ্গেতু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥ ৩৪॥

সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।

তৈরেব সার্দ্ধং বিজ্ঞানময়োধীর্নিশ্চয়াত্মিকা॥ ৩৫॥

কারণে সত্ত্বমানন্দময়োমোদাদিবৃত্তিভিঃ। ৩৬। ঐ ঐ

পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় তাহাকে অন্নময়কোষ বলে।

লিঙ্গশরীরস্থিত রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়সমন্বিত যে পঞ্চ প্রাণ আছে তাহাকে প্রাণময়কোষ বলে।

প্রত্যেক পঞ্চভূতের সত্ত্বগুণের কার্য্যস্বরূপ চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়সমন্বিত যে সংশয়াত্মক মনঃ তাহাকে মনোময়কোষ বলে।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি তাহাকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে।

কারণ শরীরভূতা অবিদ্যাতে যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে তাহার অবিদ্যার কার্য্যস্বরূপ আমোদাদিবৃত্তির সহিত সম্মিলনকে আনন্দময়কোষ বলে।

(১) কোষান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্ব্বস্তুদৃষ্টির্বিচারণা॥ ৫৪॥

জাগরস্বপ্নসুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনম্।

যতো ভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশচিদাত্মিকা॥ ৫৫॥

পঞ্চদশী—ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিবেচনা করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্‌ভাবে যে অন্তর্ব্বস্তু দৃষ্টি অর্থাৎ আত্মার অনুভব তাহাকে বিচার বলে।

যাহা হইতে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা সকল পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থার নিবৃত্তির পর অবস্থার প্রকাশ হয় তিনি আত্মা। ঐ আত্মা স্বপ্রকাশমান, চৈতন্যস্বরূপ ও সর্ব্বসাক্ষী।

এতদ্ভিন্ন তৈত্তিরীয়োপনিষদে ও পঞ্চদশী চিত্রদীপে ৭২ হইতে ১০১ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মার বিবৃতি আছে।

(২) একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলাশয়বৎ বা সমষ্টিঃ অনেক বুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষবৎ জলবদ্বাব্যষ্টিশ্চ ভবতি।

বেদান্তসারে।

একরূপে বন বা জলাশয়ের ন্যায় সমষ্টি ও অনেকরূপে বৃক্ষ বা জলের ব্যষ্টি হয়।

(১) স্থূলং সূক্ষ্মং কারণঞ্চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥২২॥

পঞ্চদশী তৃপ্তিদীপঃ

স্থূলশরীর সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর এই তিনপ্রকার শরীর।

স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামে তিন শরীর।

স্থূলশরীরং নাম পঞ্চীকৃত মহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড়্ভাববিকারং।

পঞ্চীকৃত (২) পঞ্চমহাভূতের কার্য্য শুভাশুভ কর্ম্মজন্য (৩) জন্মাদিষড়্বিকার (৪) বিশিষ্ট তাহার নাম স্থূলশরীর। (৫)

তথাচোক্তং পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।

শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতসম্ভব শুভাশুভ কর্ম্মাধীন সুখদুঃখভোগের স্থানকে শরীর কহে। (৬)

(২) পঞ্চীকরণের লক্ষণ কথিত হইতেছে। যথা—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।

স্বস্বেতর দ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥

ঐ তত্ত্ববিবেক ২৭

প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে দুই অংশে সমান বিভক্ত করিয়া পরে ঐ প্রত্যেক অংশকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া সেই চারি অংশের প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশের সহিত এই চারিভাগের এক এক অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করা হইল।

উহাই বেদান্তসারে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে—আকাশাদি পঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য তেষাং চতুর্নাং ভাগানাং স্বস্ব দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং॥

(৩) কর্ম্মজন্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয় এ বিষয়ে পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ৩০ শ্লোকে প্রমাণ যথা—

নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশুতে।

ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিম্॥

যেরূপ কীট সকল নদীতে এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয় ও কখন নির্বৃতিরূপ সুখলাভ করিতে পারে না সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত জীবগণ কর্ম্ম অতিক্রম করিয়া সংসার হইতে নির্বৃতিলাভ করিতে পারে না।

(৪) ষড়বিকারলক্ষণ যথা—

শোকমোহজরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসা ষড়ূর্ম্ময়ঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

(৫) তৈরণ্ডস্ত্র ভুবনং ভোগ্য ভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ২৮॥

সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল ও সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোকাদি সপ্তলোক ও পাতাললোকাদি সপ্তলোক এই চতুর্দ্দশ ভুবন উৎপন্ন হইয়াছিল সেই সকল ভুবনে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যপদার্থ সমুদায় সেই সেই ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী জরায়ুজাদি শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল।

"মাতাপিতৃজং স্থূলং প্রায়শইতরন্ন তথা॥ সাংখ্যদর্শনে ৩ অধ্যায়ে ৭ সূত্রং। প্রিয় মাতা ও পিতার সংযোগে যে শরীর উৎপন্ন হয় তাহাকে স্থূলশরীর কহে (যেহেতু স্থূলশরীর যোনিজ) অন্য সূক্ষ্মশরীর অথবা লিঙ্গশরীর সেরূপ নহে।

(৬) যদ্ যচ্ছরীরেণ করোতি কর্ম্ম শরীরঃ যুক্তঃ সমুপাশ্নুতে তৎ। শরীরমেবায়তং সুখস্য দুঃখস্য চাপ্যায়তনং শরীরম্॥ ২২॥

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্নিমোক্ষধর্ম্মে—২০১ অধ্যায়।

জীব শরীরদ্বারা যে যে কর্ম্ম করে শরীরযুক্ত হইয়া সেই কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে যেহেতু একমাত্র শরীরই সুখের আয়তন ও একমাত্র শরীরই দুঃখের আয়তন।

যেন যেন শরীরেণ যৎ যদ্‌কর্ম্ম করোতি যঃ।

তেন তেন শরীরেণ তৎ তৎ কর্ম্মমুপাশ্নুতে॥ ২॥

ঐ অনুশাসনপর্ব্বাণি ৭ অধ্যায়ে।

যে ব্যক্তি যে যে শরীরে যে কর্ম্ম করে সেই সেই শরীরে তৎকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ মনের দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল স্বপ্নকালে মনেই ভোগ হয় ও শরীর দ্বারা কৃতকর্ম্মের ফল জাগ্রদবস্থায় শরীরেই ভোগ হইয়া থাকে।

যস্যাং যস্যামবস্থায়াং যৎ করোতি শুভাশুভম্।

তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি॥৩॥ ঐ ঐ

ন নশ্যতি কৃতং কর্ম্ম সদা পঞ্চেন্দ্রিয়ৈরিহ।

তেহস্য সাক্ষিণো নিত্যং ষষ্ঠ আত্মা তথৈব চ॥৫॥ ঐ ঐ

শীর্য্যতে বয়োভির্ব্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরং।

বাল্য কৌমার যৌবন বার্দ্ধক্যাদিবয়োদ্বারা শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীর শব্দবাচ্য হইয়া থাকে।

দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

দহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ এই ব্যুৎপত্তিদ্বারাও দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয়।

নন্থ কেচিদ্দেহাভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি কথমুচ্যতে সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি(৭)

জীব যে যে অবস্থাতে অর্থাৎ বাল্যযৌবনাদি আপদ বা অনাপদ অবস্থায় যে শুভাশুভ কর্ম্ম করা যায়সেই সেই অবস্থাতে জন্ম জন্ম সেই কর্ম্মের ফলভোগ করে। ৪।

ইহজন্মে পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা সতত কৃতকর্ম্মের ফল কখন বিফল হয় না। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠ আত্মা সর্ব্বদা সেই কর্ম্মকর্ত্তার সাক্ষী হইয়া থাকেন।

(৭) কোন কোন দেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত হয় ও কোন দেহকে অগ্নিসংস্কার করা হয় এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনু কহিয়াছেন।

ঊনদ্বিবার্ষিকং প্রেতং নিদধ্যুর্ব্বান্ধবাবহিঃ।
অলঙ্কৃত্য শুচৌ ভূমৌ বস্থিসঞ্চয়নাদৃতে॥ ৫ অধ্যায়ে ৬৮

দুই বৎসর পূর্ণ না হইয়া বালক মৃত হইলে বন্ধুবান্ধবেরা মৃতশব গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া মাল্যচন্দনাদিদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন ব্যতিরেকে পরিস্কৃত ভূমিতে পুতিয়া রাখিবে।

ঊনদ্বিবর্ষং নিখনেন্ন কুর্য্যাদুদকং ততঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ ৩ অধ্যায়ে ১।

এবিষয়ে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও ঐরূপ লিখিয়াছেন যে দুইবর্ষের ন্যূন বয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে। তাহার উদ্দেশে উদকাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে না।

মহর্ষি পরাশরও কহিয়াছেন যে—

অজাতদন্তা যে বালা যে গর্ভাদ্বিনিঃসৃতাঃ।
ন তেষামগ্নি সংস্কারো ন শৌচং নোদকক্রিয়া॥ ৩অধ্যায়ে

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন যে কতকগুলি দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় ও কতকগুলি খননাদি প্রাপ্ত হয় তাহাহইলে কিপ্রকারে কহিতেছ যে সকল স্থূলদেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয়?

যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনাদাহত্বং সম্ভবতীত্যত আহ।

যদিও সকল দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় না তথাপি কোনও অগ্নিদ্বারা দাহত্ব সম্ভাবিত হয় তজ্জন্য কহিতেছেন।

৮ সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানমাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়া (৮) গ্নিনাদহত্বং সম্ভবতীতার্থঃ।

এবিষয়ে মহামহোপধ্যায় স্মার্ত্তরঘুনন্দনও বলিয়াছেন—

অজাতদন্তো মাসৈর্ব্বামৃতঃ ষড়্ভির্গতৈর্ব্বাহিঃ।
বস্ত্রাদ্যৈভূষিতং কৃত্বা নিঃক্ষিপেৎ তত্ত্ব কাষ্ঠবৎ।
খনিত্বা শনকৈভূমৌ সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥
শুদ্ধিতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণীয় বচনং।

পতিত ও মহাপাতক ব্যক্তির দেহও অগ্নিসংস্কৃত হয় না,—

পতিতান্নদাহঃ স্যান্নান্ত্যেষ্টির্ণাস্থিসঞ্চয়ঃ।

* * •

ব্যাপ্যাদয়েৎ তথাত্মানং স্বয়ং যোগ্নিবিষাদিভিঃ।
বিহিতং তস্য না শৌচং নাগ্নির্ণাপ্যুদকাদিকং॥
কূর্ম্মপুরাণে ২৩ অধ্যায়ে।

পতিত ব্যক্তির দাহ হয় না অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় না ও অস্থিসঞ্চয়ও হয় না। যে ব্যক্তি আপনাকে অগ্নি ও বিষ পানাদিদ্বারা নষ্ট করে তাহার অশৌচ নাই অগ্নিসংস্কার ও উদকক্রিয়াও নাই। এবিষয়ে স্মার্ত্তরঘুনন্দন গোস্বামীও শুদ্ধিতত্ত্বপ্রবন্ধে অনেক বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন।

(৮) তাপত্রয়ে প্রমাণ যথা—

অধ্যাত্মমধিভূতমধিদৈবঞ্চ॥ কাপিলসূত্রম্ ৭॥

ইহার ভাষ্য এইরূপ—

আত্মনি শরীরচিত্তে বা অবিব্যাপ্য বর্ত্ততে ইতি অধ্যাত্মং তচ্চ শারীরং মানসঞ্চেতি দ্বিবিধং বায়ুপিত্ত

সকল স্থূলাদিদেহসম্বন্ধে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক আধিদৈবিকরূপ যে তাপত্রয় সেই অগ্নিদ্বারা দাহত্ব সম্ভব হয়।

আধ্যাত্মিকং নাম আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি তদ্দুঃখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি।

আত্মশব্দবাচ্য দেহকে আশ্রয় করিয়া যে শিরোরোগাদি দুঃখ হয় তাহার নাম আধ্যাত্মিক দুঃখ।

আধিভৌতিকং নাম ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদিজন্যং দুঃখং।

ব্যাঘ্রতস্করাদিভয়ঙ্কর প্রাণীকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে দুঃখ তাহার নাম আধিভৌতিক।

আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্ত্ততইত্যধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদিজন্যং।

দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে বজ্রপাতাদিজনিত দুঃখ তাহার নাম আধিদৈবিক।

সূক্ষ্মশরীরং নাম অপঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং।

অপকৃত ভূতের কার্য্য সপ্তদশবিশিষ্ট যে লিঙ্গ দেহ তাহার নাম সূক্ষ্মশরীর। (৯)

কফানাং বৈষম্যাৎ শারীরং কাম ক্রোধ লোভ মোহভীতি বিষাদৈর্ম্মনোরথা নাম প্রাপ্তি নিমিত্তং মানসং। এতৎ সর্ব্বমেবাধ্যাত্মদুঃখং জ্ঞাতব্যং আন্তরিকত্বাৎ। ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তমানং যত্তদধিভূতং তচ্চ পশুপক্ষিসর্পাদি স্থাবরনিমিত্তং।

দৈবং লক্ষ্যীকৃত্য অধিদৈবং তদেব বিনায়ক গ্রহরাক্ষস যক্ষাদ্যাবেশনিমিত্তং এবাম্বধৈস্ত্রিবিধৈর্দুঃখৈঃ প্রকৃতের্ব্বিকারাণাঞ্চ তদাত্মামিতি ভাবঃ।

শরীর অথবা চিত্ত অধিকার করিয়া যে দুঃখ হয় তাহার নাম অধ্যাত্ম। এই অধ্যাত্মদুঃখ দ্বিবিধ, শারীরিক ও মানসিক। বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্যহেতু শারিরীক দুঃখ জন্মে ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভীতি ও বিষাদবশতঃ মনোরথসিদ্ধির অপ্রাপ্তিনিমিত্ত মানসদুঃখ হইয়া থাকে। এই সমুদায়কে অধ্যাত্মদুঃখ জানিবে কারণ উহারা অন্তর হইতে উৎপন্ন হয়। ভূত সমুদায়কে আশ্রয় করিয়া যে দুঃখ হয় তাহাকে অধিভূত দুঃখ বলা যায়। তাহা পশু পক্ষি সর্পাদি স্থাবর নিমিত্ত দুঃখ হইয়া থাকে। আর দৈবসম্বন্ধীয় দুঃখের নাম অধিদৈব দুঃখ। তাহা বিনায়ক, গ্রহ, রাক্ষস, যক্ষাদি আবেশ নিমিত্ত হয় এবম্বিধ ত্রিবিধ দুঃখে প্রাণিমাত্রেই অভিভূত থাকে।

মহর্ষি ব্যাসদেবও শ্রীমদ্ভাগবতে ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে এই ত্রিতাপের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—

"——————তাপত্রয়োন্মূলনম্।———"।

পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামীও টীকাতে লিখিয়াছেন যে—

কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ৮ অধ্যায়ে ১ শ্লোকের টীকাতে আধ্যাত্মাদি শব্দে আনন্দগিরি এইরূপ লিখিয়াছেন—

অধ্যাত্মমিতি তত্রাত্মানং দেহমধিকৃত্য তস্মিন্নধিষ্ঠানে তিষ্ঠতীত্যাত্মশব্দেন শ্রোত্রাদিকরণ গ্রামো বা।

অধিভূতশব্দেন পৃথিব্যাদিষু ভূতেষু বর্ত্তমানং।

অধিদৈবমিতি চ দৈবতবিষয়মনুধ্যানং বা দৈবতেষাদিত্যমণ্ডলাদিষু বর্ত্তমানং। এতদ্ভিন্ন সাংখ্যকারিকাতেও ত্রিতাপলক্ষণ বর্ণিত আছে।

(৯) সূক্ষ্মশরীরের লক্ষণ যথা—

শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে। ২৩।

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক।

সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্মশরীর হয় যাহাকে বেদান্তে লিঙ্গশরীর বলে।

এবিষয়ে সাংখ্যদর্শনে ৩ অধ্যায়ে ৯ সূত্রে প্রমাণ সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্।

শ্রীমদ্বিজ্ঞানভিক্ষু উহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন।

একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চতন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। একাদশ ইন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন) পঞ্চতন্মাত্র ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়ব মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর হইয়াছে।

কর্ম্মাত্মা পুরুষো যোঽসৌ বন্ধমোক্ষৈঃ প্রযুজ্যতে।
স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে চ সঃ।"

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি মোক্ষধর্ম্মে অধ্যায়ে।

সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চপ্রাণাদি পঞ্চবায়বো বুদ্ধিমনশ্চেতি। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু বুদ্ধি মন এই সপ্তদশ। ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যিনি কর্ম্মাত্মা পুরুষ তাঁহারই বন্ধমোক্ষ হইয়া থাকে ও ঐ কর্ম্মাত্মা পুরুষই সপ্তদশ অবয়বের সহিত যুক্ত হইয়া আছেন ইহাতেও লিঙ্গশরীরের সপ্তদশ অবয়ব প্রমাণিত আছে।

স্বারাজ্য-সিদ্ধিঃ।

"স্বারাজ্যসিদ্ধি" একখানি বৈদান্তিক গ্রন্থ, ইহা, বেদান্তরসলোলুপমনা মহাত্মবৃন্দের নিরতিশয় প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া, আমি ইহার অনুবাদ করিতে বসিয়াছি কিন্তু এতাদৃশ দুরধিগম দর্শনের অনুবাদ মাদৃশ অজ্ঞলোকের অসাধ্য। তবে পূজ্যপাদ জীবন্মুক্ত স্বামীজী শ্রীভাস্করানন্দ সরস্বতী ইহার একখানি সারগর্ভ টীকা করিয়াছেন। আমি অনেক স্থলে সেই টীকার অনুসরণ করিয়া অনুবাদ সম্পাদিত করিয়াছি টীকা খানির নাম "কৈবল্য কল্পদ্রুম"।

প্রথম প্রকরণম্।

ব্যুৎপত্তিঃ। স্বেন স্বয়মেব রাজতে প্রকাশতে ইতি স্বরাট্। স্বপ্রকাশস্বরূপ, পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। (যিনি নিজেই সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ পান অর্থাৎ পরমাত্মা।) তস্য ভাবঃ স্বরূপং স্বারাজ্যং পরমাত্মতত্ত্বং। (পরমাত্মার তত্ত্ব) তস্য সিদ্ধিঃ সাধনং স্বারাজ্যসিদ্ধিঃ। (পরমাত্মতত্ত্ব সাধন) (এই গ্রন্থে পরমাত্ম-তত্ত্ব-সাধন বর্ণিত হইতেছে) অথবা স্বর ত্রিদিবঃ। তদ্রূপং রাজ্যং স্বারাজ্যং, (স্বর্গরূপ রাজ্য) তস্য সিদ্ধিঃ (তাহার সাধন) (স্বর্গরূপরাজ্য পাইবার উপায়) (যে উপায়ে স্বর্গসুখের অধিকারী হওয়া যায়, তাহাই এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে)।

গঙ্গাপূর-প্রচলিত-জটা-স্রস্ত-ভোগীন্দ্রভীতা
মালিঙ্গন্তীমচলতনয়াং সস্মিতং বীক্ষমাণঃ।
লীলাপাঙ্গৈঃ প্রণত-জনতাং নন্দয়ংশ্চন্দ্রমৌলি-
র্মোহধ্বান্তং হরতু পরমানন্দমূর্ত্তিঃ শিবো নঃ।

অন্বয়ঃ। পরমানন্দমূর্ত্তিঃ, চন্দ্রমৌলিঃ গঙ্গাপূরপ্রচলিত জটাস্রস্ত ভোগীন্দ্রভীতাং (অতএব) আলিঙ্গন্তীং অচলতনয়াং সস্মিতং বীক্ষমাণঃ। প্রণতজনতাং লীলাপাঙ্গৈঃ নন্দয়ন্ (স্থিতঃ) শিবঃ নঃ মোহধ্বান্তং হরতু।

পদপরিবর্ত্তনং। নিরতিশয়ানন্দস্বরূপঃ। শশীশেখরঃ, জাহ্নবীপ্রবাহ প্রকম্পিত জটা নিপতিত ফণীন্দ্র চকিতাম্ আশ্লিষ্যন্তীং নগেন্দ্রনন্দিনীং সমৃদুহাসং অবলোকমানঃ। প্রণতীভূতজনসমূহং অকৃত্রিম প্রেমাস্পদকটাক্ষৈঃ প্রমোদয়ন্ স্থিতঃ শঙ্করঃ অস্মাকম্ অজ্ঞানতিমিরং দূরীকরোতু।

বিষমপদব্যাখ্যা। "গঙ্গায়াঃ" "পূরেণ" প্রবাহেন "প্রচলিতাভ্যঃ" প্রকম্পিতাভ্যঃ জটাভ্যঃ "স্রস্তাৎ" বিগলিতাৎ "ভোগীন্দ্রাৎ" শেষাৎ "ভীতাম্" সভয় চকিতাম্॥

বঙ্গানুবাদঃ। যাঁহার মূর্ত্তি নিয়ত আনন্দময়ী, অর্থাৎ যিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ, যিনি শিরঃস্থিত

ভাগীরথীর, জলধারা বিকম্পিত জটানিকর হইতে বিগলিত শেষনাগ দর্শনে সভয়চিত্তে আশ্লেষ-কারিণী নগেন্দ্র-তনয়াকে সহাস্যবদনে অবলোকন করিতেছেন এবং যিনি প্রণতজন-সমূহকে প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ-বীক্ষণে পুলকিত করিতেছেন। সেই নিয়ত মঙ্গলময় চন্দ্রশেখর শঙ্কর আমাদের অজ্ঞানরূপ তিমির অপনয়ন করুন্।

২

স্মারং স্মারং জনিমৃতিভয়ং জাতনির্ব্বেদবৃত্তি-
র্ধ্যায়ং ধ্যায়ং পশুপতিমুমাকান্তমন্তর্নিষণ্ণম্।
পায়ং পায়ং সপদি পরমানন্দ পীযূষধারাং
ভূয়ো ভূয়ো নিজ-গুরুপদাম্ভোজ-যুগ্মং নমামি।

অন্বয়ঃ। জনিমৃতিভয়ং স্মারং স্মারং জাত-নির্ব্বেদবৃত্তিঃ (সন্) অন্তর্নিষণ্ণম্ উমাকান্তং পশুপতিং ধ্যায়ং ধ্যায়ং সপদি পরমানন্দ পীযূষ-ধারাং পায়ং পায়ং নিজ-গুরুপদাম্ভোজ-যুগ্মং ভূয়ো ভূয়ো নমামি। (অহমিতি শেষঃ)

পদপরিবর্ত্তনং। উৎপত্তি-বিনাশভীতিং পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা সম্ভূত-বিষয়বৈরাগ্যঃ সন্, মনসি বিবর্ত্তমানং তারা মনোরমং হরম্ পুনঃ পুনঃ ধ্যাত্বা (পশ্চাৎ) প্রাক্ অমৃতধারাং ভূয়ো ভূয়ো পীত্বা স্বীয় গুরুপদ-কোকনদযুগলং বারম্ বারম্-প্রণমামি।

বিষমপদব্যাখ্যা। "স্মারং স্মারং" পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া, এইরূপ "ধ্যায়ং ধ্যায়ং" "পায়ং পায়ং"।

বঙ্গানুবাদ। আমি নিয়ত দুঃখাত্মক জন্ম এবং মৃত্যুর চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ভোগ সুখে বীতস্পৃহ হইয়াছি, তাই অন্তরের অন্তস্তলে সতত বিরাজমান পার্ব্বতীরমণ আশুতোষকে ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ পুনঃ পুনঃ স্বর্গীয় অমৃতধারা পান করিয়া আমার গুরুদেবের পাদ-পদ্মযুগলে বার বার নমস্কার করিতেছি। অধুনা গ্রন্থকার প্রণতিচ্ছলে বস্তুনির্দ্দেশাত্মক মঙ্গলাচরণ করিতেছেন

৩

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র নিবসত্যন্তে সমপ্যেতি যৎ সত্যজ্ঞান-সুখ-স্বরূপ মবধিদ্বৈতপ্রণাশোজ্ঝিতং। যজ্জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তিষু বিভাত্যেক বিশোকং পরং প্রত্যগ্ব্রহ্ম তদস্মি যস্য কৃপয়া, তং দেশিকেন্দ্রং ভজে॥

অন্বয়ঃ। যস্মাদ্ বিশ্বমুদেতি, যত্র নিবসতি, অন্তে (অপি) যৎ অপ্যেতি, যৎ সত্যজ্ঞানসুখ-স্বরূপং। অবধিদ্বৈতপ্রণাশোজ্ঝিতং, যৎ জাগৎ-স্বপ্নপ্রসুপ্তিষু বিভাতি, যস্য কৃপয়া তৎ প্রত্যগ্-ব্রহ্ম (অহম্) অস্মি, তম্ একং বিশোকং পরং দেশিকেন্দ্রং ভজে (অহমিতি শেষঃ)

পদপরিবর্ত্তনং। যস্মাদ্ জগৎ উৎপদ্যতে, যস্মিন্ নিষীদতি, প্রলয়কালে চ যৎ স্বারূপ্যং অধিগচ্ছতি, (অপিচ) যৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপং অসীমাদ্বৈতাপ্রণাশং। যৎ নিদ্রা বিরহ স্বপ্ন-প্রসুপ্তিষু ত্রিবিধাসু অবস্থাসু বিভাতো ভবতি। যস্য করুণয়া (অহং) সর্ব্বব্যাপ্তং ব্রহ্ম অস্মি। তম্ অদ্বিতীয়ং শোকবিরহিতং পরমোৎকর্ষভাজং সর্ব্বোপদেষ্টৃপ্রবরং সেবে (অহমিতি শেষঃ)

বিষমপদব্যাখ্যা। "অবধিদ্বৈত-প্রণাশোজ্-ঝিতং"—অবধিঃ সীমা। দ্বৈতং দ্বিপ্রকারতা। প্রণাশঃ বিনাশঃ। তৈরুজ্ঝিতং পরিত্যক্তং। (অর্থাৎ অসীম, অদ্বিতীয়, এবং অবিনশ্বর)।

বঙ্গানুবাদ। যাঁহা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয় এবং যাঁহাতে নিষণ্ণ থাকে ও প্রলয়কালেও যাঁহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় এবং অদ্বিতীয় আনন্দ, যাঁহার অবধি নাই, যিনি দ্বৈত-বিহীন এবং অবিনশ্বর, কি জাগ্রতে কি স্বপ্নে, কি সুষুপ্তিতে, সর্ব্বদাই যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ভব-সম্বন্ধজনিত শোকাদিতে যাঁহাকে স্পর্শ করিতে

অক্ষম, যাঁহার করুণায় আমি সর্ব্বব্যাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি, (অর্থাৎ সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম-বিভূতি দেখিতে পাইতেছি।) (এস্থলে "আমি" পদে গ্রন্থকারকে বুঝিতে হইবে।) সেই পরমানন্দময় পরাৎপর গুরুশ্রেষ্ঠকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভজনা করি।

৪

অধীতেজ্যা-দান-ব্রত-জপ-সমাধান-নিয়মৈর্ব্বিশুদ্ধস্বান্তানাং জগদিদমসারং বিমৃশতাম্। অরাগদ্বেষাণামভয়চরিতানাং হিতমিদম্ মুমুক্ষূণাং হৃদ্যং কিমপি নিগদামঃ সুমধুরম্॥

অন্বয়ং। অধীতেজ্যাদানব্রতজপ-সমাধান-নিয়মৈঃ বিশুদ্ধস্বান্তানাং (অতএব) ইদং জগৎ অসারং বিমৃশতাম্ অরাগদ্বেষাণাম্ অভয়চরিতানাম্ মুমুক্ষূণাম্ হিতং হৃদ্যং (চ) তথা সুমধুরং কিমপি ইদং নিগদামঃ (বয়মিতি শেষঃ)

পদপরিবর্ত্তনং। অধ্যয়ন-যজ্ঞ-দান-ব্রত-জপোপাসনাকরণনিয়মনৈঃ বিমল-চেতসাং (অতএব) ইদং (নিয়ত নশ্বরতয়া প্রতীয়মানং) জগৎ অসত্যতয়া অবদধতাং স্থিরীকুর্ব্বতাম্ বা, বিষয়ানুরক্তি পরানিষ্টচিকীর্ষা বিরহবতাম্, হিংসাদ্বেষবিরহিতয়া পরেষাং ভীতিম্ অনুৎপাদয়তাম্ মোক্তুমিচ্ছূনাং সুপথ্যং হৃদয়পরিতৃপ্তিজনকঞ্চ, নিরতিশয়মাধুর্য্যময়ং অদৃষ্টচরং অশ্রুতপূর্ব্বঞ্চ যদ্বা অনির্ব্বচনীয়ং, 'ইদং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমত্রয়ী পর্য্যালোচনা-ফলসমন্বিতং প্রকরণম্ কথয়ামঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। "অধীতং" অধ্যয়নং "দানং" সৎপাত্রে বিনিয়োগঃ। "ব্রতং" বিধিবিহিত সৎকর্ম্ম পরাক সান্তপনাদি, "জপঃ" স্বাভীষ্টমন্ত্রানুশীলনা, "সমাধানং" উপাসনা, "নিয়ম" ইন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতৈঃ (এই সকলের দ্বারা) "বিশুদ্ধং" (বিমল) "স্বান্তং" (অন্তঃকরণ) যেষাং (যাহাদের) তেষাং (তাঁহাদের, বিমল চিত্ত ব্যক্তিসমূহের) "জগৎ" গচ্ছতীতি জগৎ (যাহা প্রতিনিয়ত গমন করে, অর্থাৎ অনিত্য (সুচতুর দার্শনিক গ্রন্থকার এস্থলে ভুবন প্রভৃতি পৃথিবীপর্য্যায়ক শব্দান্তরের ব্যবহার না করিয়া, "জগৎ" এই জাজ্জ্বল্যমান নশ্বরতা প্রতিপাদক শব্দটীর প্রয়োগকরতঃ, ইন্দ্রজালবৎ ভ্রান্তি-বিধায়ক ভঙ্গুর "জগতের" স্থায়িত্ব বিরহ দৃঢ়রূপে প্রতিপাদন করিতেছেন।

বঙ্গানুবাদ। অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, জপ, উপাসনা এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের নিগ্রহের দ্বারা যাঁহারা হৃদয়ের বিমলতা-বিধান করিয়াছেন, অতএব এই বিনশ্বর জগৎ "অসত্যতাময়" স্থির করতঃ ভোগ সুখে অনুরাগ বিধুর, এবং অপরের অনিষ্ট-চিকির্ষা হইতে বিরত হইয়াছেন, যাঁহাদের চরিত্র কোন প্রাণিবিশেষের ভীতির সঞ্চার করে না, অর্থাৎ যাঁহারা হিংসা দ্বেষপ্রভৃতি কলুষিত প্রবৃত্তি নিকরের পরিহার-বিধান করিয়া সকল জীবেরই অভয় সম্পাদন করেন, সেই মুক্তিলিপ্সু মহাত্মাবৃন্দের পরমোপকারক হৃদয়ের পরিতৃপ্তি বিধায়ক এবং নিরতিশয় মাধুর্য্যাত্মক ও গুপ্ততম-বেদানুশীলনাফলসমন্বিত এই বক্ষমাণ বিষয়-নিচয় ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

৫

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানি
র্নান্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ
জ্ঞপ্তেঃ সাক্ষাৎ মুক্তিহেতুত্বসিদ্ধৌ
অধ্যাসত্বং বন্ধনস্যার্থসিদ্ধম্।

অন্বয়ঃ। "দেবং জ্ঞাত্বা সর্ব্বপাশাপহানিঃ (ভবতি), অন্যঃ পন্থাশ্চ ন (বিদ্যতে)" ইতি ভূয়ো বচোভিঃ জ্ঞপ্তেঃ সাক্ষাৎ মুক্তি-হেতুত্বসিদ্ধৌ (সত্যাম্) বন্ধনস্য অধ্যাসত্বং অর্থসিদ্ধম্।

পদপরিবর্ত্তনং। "দেবং প্রকাশং চৈতন্যং জ্ঞাত্বা-অপৃথকৃতয়া জ্ঞানদৃষ্টিবিষয়ীভূতং কৃত্বেতি যাবৎ, সর্ব্বেষাং বন্ধনানাং নিরসনং ভবতি।

তথা জ্ঞানাদন্যঃ মোক্ষাধিগতিপ্রদায়কো মার্গঃ ন বিদ্যতে” ইত্যর্থফলক-“জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্ব-পাশাপহানির্নান্যঃ পন্থাশ্চেতি ভূয়ো বচোভিঃ উক্তশ্লোকার্দ্ধস্থিত বহুভিঃ বাক্যৈঃ (হেতুভূতৈরিতি জ্ঞেয়ং) “জ্ঞপ্তে” রাত্মজ্ঞানস্য অব্যবধানেন বন্ধ নিরসন হেতুতা সিদ্ধৌ সত্যাম্ দুঃখৈককারণতয়া বন্ধনকল্পস্য অর্থাৎ বন্ধনবৎ যন্ত্রণা-প্রদস্য সংসারস্য। শুক্তিরজ্জ্বাদিষু রজত-সর্পাদিকয়োর্ভ্রান্তিবৎ আরোপিতত্বং (অলীকত্বমিতিভাবঃ) “অর্থসিদ্ধম্” পূর্ব্বোক্ত “জ্ঞাত্বদেবং” আদি শ্রুতিমূলক বাক্যার্থপর্য্যালোচনাবসাদ্ আগতং নিশ্চিতয়া প্রতীতং ইতি তাৎপর্য্যম্।

বিষমপদব্যাখ্যা। “জ্ঞপ্তে সাক্ষাৎ মুক্তি হেতুত্ব সিদ্ধৌ” “জ্ঞপ্তেঃ” আত্মজ্ঞানস্য “সাক্ষাৎ” অব্যবধানেন “মুক্তেঃ” মোক্ষস্য যৎ হেতুত্বং” কারণত্বম্, তস্য “সিদ্ধৌ” সম্পাদনে সতি, (আত্মজ্ঞানের অব্যবধানরূপে মোক্ষের কারণতা সিদ্ধ হইতেছে বলিয়া) “অধ্যাসত্বং” আরোপিতত্বং, “অতথাভূতে তথাভূত প্রকল্পনম্ অধ্যাসঃ” ইতি প্রাঞ্চঃ। (যে বস্তু যাহা নয় তাহাতে তাহার বা তৎসদৃশ পদার্থান্তরের আরোপণকে “অধ্যাস” কহে, যেমন রজ্জুতে সর্পের আরোপ, শুক্তিতে রজতারোপ, সেই প্রকার জগতের আরোপ)

বঙ্গানুবাদ। “স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় পরাৎপরকে অভিন্ন রূপে জানিতে পারিলে, অর্থাৎ তাঁহার সহিত একাত্মক হইয়া মিলিতে পারিলে সমস্ত বন্ধনের বিনাশ হয়, নিখিলমোহশৃঙ্খল কাটিয়া যায়। তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষাধিগমের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই” এই অর্থবিশিষ্ট শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধস্থিত “জ্ঞাত্বাদেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ, নান্যঃ পন্থাশ্চ” এই শ্রুতিমূলক বাক্যনিচয়ের দ্বারাই যখন আত্মার অব্যবধানে মুক্তির কারণতা সিদ্ধ হইতেছে, তখন এই বাক্যনিরচয়ের অর্থদ্বারাই বন্ধনস্বরূপ ভ্রমাত্মক দুঃখহেতুভূতজগতের আরোপিত্ব স্পষ্টই প্রমাণিত হইল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ক্রমশঃ।

সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা।

প্রাতঃস্নানকালে “আপোহিষ্ঠা” মন্ত্রের দ্বারা মার্জ্জন অর্থাৎ কুশাগ্রদ্বারা মস্তকে জল প্রক্ষেপ করিতে হয়। যোগী যাজ্ঞবল্ক বলেন “আপোহিষ্ঠেতিমার্জ্জয়েৎ”। স্নানদ্বারা যেমন বাহ্যশুদ্ধি সম্পাদিত হয়, তদ্রূপ মার্জ্জনদ্বারা আভ্যন্তরিক শুদ্ধি সম্পাদিত হয়। আপোহিষ্ঠামন্ত্র তিনটির অর্থ ১ম বর্ষ হিন্দুপত্রিকার শান্তিপ্রকরণ প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। পাঠকের পাঠ সৌকর্য্যার্থ মাত্র তিনটী এবং উহার অর্থ পুনর্ব্বার এস্থানে দেওয়া গেল। যাহারা সংস্কৃত ব্যাখ্যা দেখিতে চাহেন, তাহারা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন এই তিনটী মন্ত্রের ঋষি সিন্ধুদ্বীপ, ছন্দগায়ত্রী, আপদেবতা, মন্ত্র তিনটি এই :—

(১) আপোহিষ্ঠা ময়োভুবস্তান উর্জ্জেদধাতন। মহেরণায় চক্ষসে।

(২) যো বঃ শিবতমোরসস্তস্য ভাজয়তেহনঃ। উশতীরিব মাতরঃ।

(৩) তস্মা অরং গমাবো যস্যক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চনঃ॥

(১) হে জলসমূহ, তোমরা যেরূপ স্নান পানাদি বিষয়ে আমাদের কল্যাণকারিণী হইয়া থাক, সেইরূপ রস আস্বাদনের জন্য আমা-

দিগকে সমর্থ করিয়া থাক। (তোমাদের কৃপায় আমরা যে কেবল ঐহিক সুখভোগ করি এমন নহে) তোমরা রমণীয় দর্শনবিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন বিষয়ও সাহায্য করিয়া থাক।

(২) হে জলসমূহ, প্রীতিযুক্তা মাতা যেরূপ সন্তানকে স্তন্যরস পান করাইয়া থাকেন, সেইরূপ তোমরা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর রস পান করাও।

(৩) হে জলসমূহ, যে রসের নিবাসহেতু তোমরা প্রীতিপ্রদ হইয়া থাক, সেই রসপ্রাপ্তির জন্য যেন আমরা তোমাদিগকে অধিক সেবা করি তোমরা আমাদিগকে সেই রস ভোগের জন্য সমর্থ কর।

যে শব্দ যেরূপ উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা না করিলে অন্তঃকরণের উপর উহার ক্রিয়া হয় না। আপনি যদি একজনকে হাসাইতে চাহেন, তাহাহইলে একভাবে কথা বলিবেন, কাঁদাইতে চাহিলে অন্যভাবে বলিবেন। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা চিত্তবৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হইয়া থাকে। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এবং ছন্দাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং উহার অর্থ উপলব্ধি করিয়া বেদ উপনিষদাদি পাঠ করিলে যে ফল হয়, কেবল অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে সে ফল হয় না। আমাদের দেশে সন্ধ্যামন্ত্রের যথাযথ পাঠও হয় না এবং অর্থও অতি অল্প লোকে জানেন।

মার্জ্জনের পরে আচমন করিতে হয়।

আচমনের মন্ত্রঃ—

(১) সমুদ্রেতে হৃদয়মপ্সন্তঃ সন্ত্বাবিশন্তো-ষধীরুতাপঃ। যজ্ঞস্যত্বা যজ্ঞপতে সূক্তোক্তৌ নমবাকেবিধেম স্বাহা॥

অর্থাৎ হে যজ্ঞপতি সোম তোমার হৃদয়-সমুদ্র জলমধ্যে অবস্থিত, ওষধি এবং জলসমূহ তোমাতে প্রবেশ করুক। যজ্ঞের সূক্তোক্ত নমস্কার বাক্যের দ্বারা তোমার স্তুতি করিব।

এইমাত্র পাঠ করিয়া জলপানান্তর স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।

পদপাঠঃ। সমুদ্রে। তে। হৃদয়ম্। অপ্সু। অন্তঃ। সং। ত্বা। বিশন্তু। ওষধিঃ। উত। আপঃ। যজ্ঞস্য। ত্বা। যজ্ঞপতে। সূক্তোক্তৌ। নমোবাকে। বিধেম।

ব্যাখা। সমুদ্রে তে হৃদয়ম্ অপসু অন্তঃ— তোমার হৃদয় সমুদ্র জলমধ্যে অবস্থিত। সংবি-শন্তু—প্রবেশ করুক। ত্বা—তোমাকে। ওষধীঃ উত আপঃ—ওষধি এবং জল। যজ্ঞস্য—যজ্ঞের। ত্বা—তোমাকে। যজ্ঞপতে—হে যজ্ঞপতে। সূক্তোক্ত নমোবাকে—সূক্তোক্ত নমস্কার বাক্যের দ্বারা। (তৃতীয়ার স্থানে সপ্তমী) বিধেম— স্তুতি করিব। তৎপরে জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অঘমর্ষণসূক্ত তিনবার পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে।

অঘমর্ষণমন্ত্র এই;—

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ
তপসোঽধ্যজায়ত
ততো রাত্রিরজায়ত
ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ
সমুদ্রাদর্ণবাদধি
সম্বৎসরোঽজায়ত
অহোরাত্রাণিবিদধৎ
বিশ্বস্য মিষতো বশী
সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা
যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্
তরীক্ষমথো স্বঃ॥

পদপাঠঃ। ঋতং। চ। সত্যং। চ। অভী-দ্ধাৎ। তপসঃ। অধি। অজায়ত। ততঃ। রাত্রি। অজায়ত। ততঃ। সমুদ্রঃ। অর্ণবঃ। সমুদ্রাৎ। অর্ণবাৎ। অধি। সম্বৎসরঃ। অজায়ত। অহো

রাত্রাণি। বিদধৎ। বিশ্বস্য। মিষতঃ। বশী। সূর্য্যচন্দ্রমসৌ। ধাতা। যথা। পূর্ব্বম্। অকল্পয়ৎ। দিবং। চ। পৃথিবীং। চ। অন্তরীক্ষং। অথো। স্বঃ।

ব্যাখ্যা। (১) ঋতং ঋতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি।

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ পরং ব্রহ্ম আসীৎ। এতেন মহাপ্রলয়াবস্থা প্রতিপাদিতা। মহাপ্রলয়সময়ে কেবলং পরং ব্রহ্মমাত্রমাসীৎ ইত্যর্থঃ.

ঋতং সত্যং শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে মহাপ্রলয় অবস্থায় পরব্রহ্মমাত্র ছিলেন। ওঙ্কারস্বরূপ জ্ঞানমনন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না।

(২) ততঃ রাত্রিঃ অজায়ত—রাত্রিশ্চ সমুৎপন্না, সকল অন্ধকারময়মাসীৎ ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ সে সময় কেবল অন্ধকার ছিল,

(৩) অভীদ্ধাৎ তপসো সমুদ্রো অর্ধ্যজায়ত—সৃষ্ট্যারম্ভে তপসো অদৃষ্টবলাৎ অর্ণবঃ পানীয়যুক্ত সমুদ্রঃ সমজায়ত।

অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পের কর্ম্ম যাহাকে অদৃষ্ট বলা যায় তাহাহইতে তপ, তপ হইতে সমুদ্র অর্থাৎ কারণবারি উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৪) তদনন্তরং সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ ধাতা স্রষ্টা অজায়ত কিম্ভূতধাতা—মিষতঃ অপ্রকটীভূত বিশ্বস্য বশী প্রভুঃ মহাপ্রলয়েন বিলুপ্ত ত্রৈলোক্যস্য নির্ম্মাণে প্রভুঃ অর্থাৎ সেই কারণবারি হইতে ধাতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন তিনি অপ্রকটীভূত বিশ্বের প্রভু অর্থাৎ মহাপ্রলয়বিলুপ্ত বিশ্বসৃজনে সমর্থ।

(৫) স ধাতা সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ অকল্পয়ৎ কল্পিতবান্ অর্থাৎ ঐ ধাতা চন্দ্র, সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(৬) যথা পূর্ব্বম্—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

(৭) অহোরাত্রাণি বিদধৎ—কিরূপ চন্দ্র সূর্য্য না যাহারা দিবা এবং রাত্রি বিধান করিয়াছেন।

(৮) ততো সম্বৎসরোঽজায়ত—সূর্য্যচন্দ্রের সৃষ্টির পর রাত্রিদিবার বিভাগ হইল এবং তৎপরে বৎসরের ব্যবস্থা হইল।

(৯) দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথোস্বঃ—তৎপরে দিব পৃথিবী অন্তরীক্ষ এবং স্বঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন স্বঃ শব্দে নক্ষত্রলোকোপরিস্থিত স্বর্গলোক বুঝায় এবং দিব শব্দে মহ, জন, তপ, সত্য এই চারি লোক বুঝায়। এতদ্দ্বারা সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কথা বলা হইল। এই অঘমর্ষণ মন্ত্র পাঠ মার্জ্জনার অঙ্গমাত্র। অঘমর্ষণ পুনর্ব্বার করিতে হয়, তাহা পরে বর্ণিত হইবে।

অঘমর্ষণমন্ত্র পাঠের পর প্রাণায়াম করিতে হয়।

প্রাণায়াম।

বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, যোগি যাজ্ঞবল্ক্য, অত্রি প্রভৃতি বলেন ;—

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ,
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।

অর্থাৎ ব্যাহৃতি প্রণব এবং শিরযুক্ত গায়ত্রী আয়তপ্রাণ হইয়া তিনবার পাঠ করিলে প্রাণায়াম হয়। সব্যাহৃতি এবং সশির গায়ত্রী নিম্নে দেওয়া গেল।

ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ আপো জ্যোতীরসঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

উপরোক্ত মন্ত্রের ওঁ ভূঃ হইতে ওঁ সত্যং পর্য্যন্ত ব্যাহৃতি এবং তৎ সবিতুঃ হইতে প্রচোদয়াৎপর্য্যন্ত গায়ত্রী. অবশিষ্টাংশ গায়ত্রী শিরঃ,

ব্যাহৃতি গায়ত্রী এবং গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে প্রাণায়াম কি এবং তদ্দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়, তাহা এস্থলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা

করা যাইবে, এবং সুবিধামত ভাবিষ্যতে বিশেষ ব্যাখ্যা করা যাইবে।

প্রাণের সংযমকে প্রাণায়াম বলে, এই প্রাণায়াম সাধারণত দ্বিবিধ বৈদিক এবং তান্ত্রিক। বৈদিকপ্রাণায়ামে প্রথমে পূরক, তৎপরে কুম্ভক, তৎপরে রেচক করিতে হয়। এস্থলে বৈদিকপ্রাণায়ামের কথা বলা হইতেছে।

দক্ষিণ নাসিকা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা রোধ করিয়া বামনাসিকাদ্বারা বায়ু গ্রহণকে পূরক বলে, তৎপরে দক্ষিণনাসিকা ঐরূপ বদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অনামিকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির দ্বারা বামনাসিকা রোধ করিয়া শ্বাসধারণকে কুম্ভক বলে। তৎপরে বামনাসিকা ঐরূপ বদ্ধ রাখিয়া দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি উঠাইয়া লইয়া দক্ষিণনাসিকাদ্বারা শ্বাস পরিত্যাগকে রেচক বলে। এই রেচক, কুম্ভক এবং পূরকের সময় পূর্ব্বোক্ত গায়ত্রীমন্ত্র এক একবার জপ করিতে হয়, অর্থাৎ রেচকে একবার, কুম্ভকে একবার ও পূরকে একবার। রেচকের সময় নাভীমূলে হংসাসন রক্তবর্ণ ব্রহ্মার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হইবে। কুম্ভকের সময় হৃদয়ে গরুড়াসন নীলোৎপলবর্ণ বিষ্ণুর মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। রেচকের সময় অজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ ভ্রূদেশের মধ্যবর্ত্তি স্থানে বৃষাসন শ্বেতবর্ণ শঙ্করমূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়।

"আদানং রোধমুৎসর্গং বয়োস্ত্রিস্ত্রিঃ সমভ্যসেৎ। ব্রহ্মাণং কেশবং শম্ভুং ধ্যায়েদেতানমুক্রমাৎ॥ রক্তং প্রজাপতিং ধ্যায়েদ্বিষ্ণুং নীলোৎপলপ্রভম্। শঙ্করং ত্র্যম্বকং শ্বেতং ধ্যায়ন্মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥" শঙ্খঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রেচক, পূরক এবং কুম্ভক এই তিন ক্রিয়ার প্রত্যেক ক্রিয়ার সময় এক একবার গায়ত্রী পাঠ করিতে হয়। শ্বাসরোধ ক্রিয়া নিয়মিত করিবার জন্য অর্থাৎ শ্বাসরোধ অতিরিক্ত সময়ের জন্য না হয়, তজ্জন্য মন্ত্রপাঠকালই শ্বাসগ্রহণ ও ধারণকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাণায়ামদ্বারা চিত্তের স্থৈর্য্য হয়, প্রাণায়ামের সম্যক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে প্রাণায়ামের মন্ত্র অর্থাৎ গায়ত্রীর অর্থ করা আবশ্যক, এই গায়ত্রীর অর্থ ১ম খণ্ড হিন্দু-পত্রিকায় শান্তিপ্রকরণ প্রবন্ধে সংক্ষেপত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এই স্থলে উহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া গেল।

এইস্থলে প্রথম গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, তৎপরে সপ্তব্যহৃতি, তৎপরে গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা দেওয়া হইবে।

গায়ত্রীমন্ত্রঃ যথা—তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

ব্যাখ্যা। তৎ শব্দ ষষ্ঠ্যর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তৎ দেবস্য অর্থাৎ তস্য দেবস্য অর্থাৎ সেই দেবতার। সবিতু শব্দের অর্থ সর্ব্বান্তর্য্যামী বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের। দেবস্য শব্দের অর্থে জ্যোতির্ম্ময়ের। তৎ সবিতুঃ দেবস্য—সেই জ্যোতির্ম্ময় বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব ব্রহ্মের। বরেণ্যং—সর্ব্বজন পূজনীয়, ভর্গো শব্দের অর্থ—পাপনাশকারী-তেজ। ধীমহি—ধ্যান করি। অর্থাৎ আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব জ্যোতির্ম্ময়ব্রহ্মের সর্ব্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

সুতরাং যখন তৎ বা তস্য অর্থাৎ সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের কথা বলা হইল, তখন কোন্ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, তখন বলা হইতেছে "যো নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়েৎ" যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। "প্রচোদয়ৎ" শব্দের অর্থ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানায় প্রকর্ষেণ প্রেরয়তি, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে প্রেরণ করেন। সুতরাং সম্পূর্ণ গায়ত্রীর অর্থ

এইঃ—যিনি সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দস্বভাব জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সর্ব্বজনপূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

(২) তৎপরে "তৎ" শব্দ "দেবস্য" শব্দের সহিত অন্বয় না করিয়া, "ভর্গো"—শব্দের সহিত অন্বয় করা যায়।

সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি, যশ্চ নো ধিয়ো প্রচোদয়াৎ, অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ স্বভাব জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সেই সর্ব্বজন পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।

(৩) তৎপরে মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধে যে "যো" শব্দ আছে উহা লিঙ্গব্যত্যয়দ্বারা পুংলিঙ্গকে ক্লীবলিঙ্গ করিলে মন্ত্র এইরূপ হইবে।

সবিতুঃ দেবস্য তৎ বরেণ্যং ভর্গো ধীমহি যো (যৎ) ভর্গো ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ। অর্থাৎ বিজ্ঞানানন্দ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সেই সর্ব্বজন পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি, যে পাপনাশকারী তেজ আমাদিগকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করে।

যৎ এবং যো শব্দের অন্বয়ের প্রভেদহেতু অর্থের বিশেষ পার্থক্য যে হয় নাই, পাঠক তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

এইক্ষণে সপ্তব্যাহৃতির ব্যাখ্যা করা যাইবে। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ শব্দ বা বাক্য। সপ্তব্যাহৃতি অর্থে সপ্ত পবিত্র বাক্য। সপ্তব্যাহৃতি অর্থাৎ সপ্তলোক। ভূর্লোক, ভুবোলোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক, সত্যলোক বুঝায়। ধাত্বর্থ গ্রহণ করিলে ভূ শব্দে সৎ বা অস্তিত্ব বুঝায়, যাহা আছে, তাহাকেই ভূঃ বলা যায়, সুতরাং সর্ব্বব্যাপী সৎকে ভূঃ বলা যায়। ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে। ভূঃ বলিতে ভূমিলোকও বুঝায়. এই পৃথিবীই আমাদের কর্ম্মভূমি। এই ব্যাহৃতিদ্বারা আমাদের পার্থিব জীবন এবং জাগ্রত অবস্থা বুঝায়। প্রত্যেক ব্যাহৃতির অগ্রে ওঁ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। ওঁ ই ব্রহ্মের মূর্ত্তি, ওঁ কিরূপে ব্রহ্মের মূর্ত্তি তাহা পরে ব্যাখ্যা করা যাইবে। সুতরাং ওঁ ভূঃ ইত্যাদি বলাতে সপ্তলোকের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রদর্শিত হইল।

ভুবলোক বলিতে অন্তরীক্ষ বুঝায়। এই স্থানে মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রাণীরা বিচরণ করেন। ভুবঃ শব্দে দীপ্তিও বুঝায়, যাহার দীপ্তিতে সমস্তই দীপ্তি হয়, সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি। ওঁ পূর্ব্বে থাকায় বুঝাইল যে ভুবঃ এবং পরব্রহ্ম অভেদ। এতদ্দ্বারা আমাদের স্বপ্নাবস্থা বুঝায়।

স্বর্লোক বলিতে স্বর্গলোক বুঝায়, এই স্থানে দেবতাদি বাস করেন। ইহাদ্বারা আমাদের সুষুপ্তি অবস্থা বুঝায়। সুব্রিয়ত ইতি স্বরিতি সুষ্ঠু সর্ব্বে ব্রিয়মাণ সুখস্বরূপমুচ্যতে।

মহর্লোক। এই শব্দের ধাত্বর্থ পূজা বা অর্চ্চনা, মহীয়তে পূজ্যতে ইতি। ইহার দ্বারা প্রাধান্য বুঝায় মহ, জন, তপ, সত্য, এই কয়েকটি অমৃতলোকের অন্তর্গত। স্বর্গলোক পর্য্যন্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তৎপরবর্ত্তী লোকসমূহ বিনাশরহিত।

জনলোক। জনয়তীতি জনঃ, যে লোক হইতে সকলই উৎপন্ন হয়।

তপোলোক। তপ ইতি সর্ব্বতেজোরূপত্বং যে স্থানে সকলই জ্যোতির্ম্ময়।

সত্যলোক। যে স্থানে পাপমাত্র নাই। সত্যমিতি সর্ব্বাধারহিতং।

নাদবিন্দু উপনিষদে দৃষ্ট হইবে যে ব্রহ্মকে "হংস" রূপ পক্ষী কল্পনা করিয়া তাহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে এক একটি লোক কল্পনা করা হইয়াছে। "হংস" শব্দে ব্রহ্মও বুঝায়।

সোঽহং বা উহা উল্টাইয়া অহংসঃ এই দুই শব্দের প্রথম শব্দের "অ" পরিত্যাগ করিয়া "হংস" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। "হ" উচ্চারণ করিবার সময় "অ" উচ্চারণ না করিলেও উহা উচ্চারিত হয়, এই জন্য "অ" রাখা হয় নাই। "অহং" "সঃ"তে পরিণত হইলে ব্রহ্মত্ব হয়, এইজন্য "হংস" ই ব্রহ্ম। নাদবিন্দু উপনিষদের যে অংশ আমারা এস্থলে উদ্ধার করিতেছি, ঐ অংশে "হংস" শব্দের প্রকৃত অর্থও রহিয়াছে, এবং ব্রহ্মকে "হংস" রূপ পক্ষীও কল্পনা করা হইয়াছে।

নাদবিন্দু উপনিষৎ যথা—

ভূর্লোক পাদয়োস্তস্য ভুবর্লোকস্তু জানুনোঃ।
স্বর্লোক কটিদেশে তু নাভিদেশে মহর্জ্জগৎ॥
জনোলোকস্তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্ততঃ।
ভ্রুবোর্ললাটমধ্যে তু সত্যলোকো ব্যবস্থিতঃ॥

অর্থাৎ তাহার উভয়পদে ভূর্লোক, জানুদ্বয়ে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপলোক এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে সত্যলোক।

উপাসক সপ্তব্যাহৃতি চিন্তা করিতে করিতে স্বীয় পার্থিব জীবন সত্যলোকের অর্থাৎ ব্রহ্মসদনের ন্যায় উন্নত করিবেন এই ব্যাহৃতিমন্ত্রের উদ্দেশ্য।

ভবন্তি চাস্মিন্ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তস্মাদ্ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহৃতি স্মৃতা॥
ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপযোগক্ষয়ে পুনঃ।
কল্পান্তে উপভোগায় ভুবস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা।
আলয়ঃ সুকৃতানাঞ্চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ॥
অধরোত্তরলোকেভ্যঃ মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহস্তেন নিগদ্যতে॥
কল্পদাহে প্রলীনাস্তু প্রাণিনস্তু পুনঃ পুনঃ।
জায়ন্তেঽচ পুনঃ স্বর্গে জনস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সনকাদ্যাস্তপঃ সিদ্ধা যে চান্যে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অধিকারনিবৃত্তাস্তু তিষ্ঠন্ত্যস্মিংস্তপস্ততঃ॥
সত্যন্তু সপ্তলোকা বৈ ব্রহ্মণঃ সদনস্ততঃ।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব লোকানাং মূর্দ্ধ্নি সন্তিষ্ঠতে সদা॥

কর্ম্মানুসারে যে যে লোকে জীবের আবির্ভাব হয়, তাহারাই সপ্তব্যাহৃতি বা সপ্তলোক।

তৎপরে গায়ত্রীশিরের ব্যাখ্যা করা যাইবে।

গায়ত্রীশির যথা—

আপো. জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

আপঃ—জল, জ্যোতিঃ—অগ্নি, রস—প্রত্যেক পদার্থের সারাংশ, অমৃতম্—মৃত্যুরাহিত্য, ব্রহ্ম, ভূ, ভুবঃ স্বঃ, ওঁ (১) ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

(১) এই প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ রহিল আগামী সংখ্যায় ওঙ্কার ও গায়ত্রীর আরও বিশদ ব্যাখ্যা এবং প্রাণায়ামাদির বিশেষ বিবরণ এবং সন্ধ্যামন্ত্রের শেষ অংশ দেওয়া যাইবে।

পুরাণ প্রসঙ্গ

প্রথম প্রস্তাব।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥
লভেৎ সর্ব্বজ্ঞতা যা তু সাধ্যতে ন তপস্বিভিঃ।
তপসা দুর্লভা তস্মাদ্ ভক্তিমান্ মাতরিভব॥

পুরাকালে তপদেবনামক কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম কৃতবোধ; কৃতবোধ অতি তপোনিষ্ঠ। বাল্যকাল হইতে তপস্যায় নিয়ত অনুরক্ত ছিলেন। পরিবার-বর্গের অন্ধের যষ্টি, কৃতবোধ পিতামাতার কাকুতি বিনতি, ভার্য্যার অনুনয় প্রণয় উপেক্ষা করিয়া তপস্যার জন্য গৃহত্যাগ করিলেন। প্রথমে গঙ্গাতটে গিয়া হবিষ্যাশী হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সে স্থান তত নির্জ্জন না হওয়ায় বিজন সমুদ্রতীরে গিয়া আহার পরিহার করিয়া তপস্যায় মনোভিনিবেশ করিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইল। তাঁহার আশ্রমের হিংস্রক পশুরা হিংসা পরিহার করিল। কিছুকাল পরে তাঁহার আপাদমস্তক বল্মীক-পিণ্ডে আবৃত হইল। সর্পগণ তাঁহার শরীরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিল। তথাপি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষাগমে বল্মীক গলিত হইল। তখন পক্ষিগণ জটাজুটে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে শাবক উৎপাদন করিতে লাগিল। অহঙ্কার শক্তির সহচর, তাঁহার যেমন তপোশক্তি বৃদ্ধি হইল, অহঙ্কার অন্তরাল হইতে অগ্রসর হইল। মনে করিলেন আমি সিদ্ধ হইয়াছি। সেই অভিমানভরে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদা সমুদ্রনীরে স্নানপুত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে এক বক তাঁহার শরীরে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দিল। ক্রুদ্ধভাবে বকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বক ভষ্মসাৎ হইল। কাজেই তাঁহার অহঙ্কার ক্রমশ গাঢ় হইল। স্বারস্বত জলে পুনঃ স্নান করিয়া পবিত্র হইলেন।

অনন্তর মধ্যাহ্নকালে কোন গৃহস্থের গৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কোন ব্রাহ্মণকুমার উরুনিহিত পিতার পদসেবা করিতেছেন। তিনি অভ্যাগত অতিথি তাহাকে অভ্যর্থনা না করায় কৃতবোধ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে তোমার অতিথি জানিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলে না; অতএব আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিব। আমার তপোবল দেখ।"

ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন—আপনি এত ক্রুদ্ধ হইতেছেন কেন? অতিথি বিমুখ হওয়া উচিত নয়, তা আমি জানি কিন্তু কাহার বাড়ী, কেই বা বিমুখ করে? পুত্র পিতার অধীন, এ বাড়ী আমার নয়। আমার পিতা ইহার স্বামী। আমার ধন নাই যে তাহাদ্বারা আপনার সৎকার করিব? আমি যাহা উপার্জ্জন করি তাহা পিতার। আপনার বিমুখতায় আমার প্রত্যবায় নাই। প্রত্যুত পিতার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া আপনার সেবা করিলে আমার ঘোর অধর্ম্ম হইবে।

কৃতবোধ ব্রাহ্মণকুমারের বাক্য শুনিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিতে প্রস্তুত হইলেন।

তখন ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন—"রাগের গোঁসাই, তুমি কেবল অতিথি নও, তুমি কাকী

বকী ভস্ম করিয়া মাৎসর্য্যপূর্ণ জানোয়ার হইয়াছ। আমি কিন্তু বক নই, যে ভস্ম হইয়া যাইব। আমি গার্হস্থধর্ম্মনিরত পিতা মাতার সেবক, একটু অপেক্ষা কর, পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তোমার আতিথ্য করিব।

কৃতবোধ ব্রাহ্মণকুমারের বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন "তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমি বক ভস্ম করিয়াছি, আমি তপোদানযজ্ঞ করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না, তুমি কোথা হইতে সে জ্ঞান পাইলে? তুমি বালক হইয়াও আমার জ্ঞানদাতা গুরু।"

ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন, বারাণসীক্ষেত্রে তুলাধার নামে কোন ব্যাধ আছে। তাঁহার নিকট যাইলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবে কিন্তু আজ এখানে অতিথ্যগ্রহণ করিতে হইবে।

কৃতবোধ পরদিন প্রভাতে বারাণসীক্ষেত্রে তুলাধারসমীপে সমাগত হইয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

তুলাধার বলিলেন—"মাতা পিতা সাক্ষাৎ দেবতা, তুমি তাঁহাদের অসন্তোষ করিয়া তপস্যায় অভীষ্টলাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তাঁহাদের তুষ্টি ব্যতীত ধর্ম্মলাভের উপায় নাই। অতএব তুমি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদের সেবা কর। তাহাতেই তোমার সর্ব্বজ্ঞতা ও মুক্তিলাভ হইবে। ঐ যে বক তোমার গাত্রে মলমূত্র ত্যাগ করিয়াছিল, ও বক নয় তোমার নিজকৃত পুণ্য বকরূপ ধারণ করিয়াছিল, তোমার দৃষ্টিতে দগ্ধ হয় নাই। দৃষ্টি নিমিত্ত মাত্র। বকরূপী তোমার পুণ্য তোমার পিতার অনুতাপ অনলে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। যেই তোমার পুণ্য দগ্ধ হইয়া গেল, সেই অহঙ্কার আসিয়া তোমাকে আশ্রয় করিল। যৎকিঞ্চিৎ পুণ্যবল ছিল, সেই পুণ্যবলে ধর্ম্মের অবতার ব্রাহ্মণকুমারের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছ। এক্ষণে গৃহে যাও, মাতা পিতার অনুমোদিত কার্য্য করিয়া অভীষ্টলাভ কর।" আমি সমাজে ঘৃণিত ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেবল মাতাপিতার সেবা করি। তাহাতেই আমি নিষ্কামাবস্থায় পূর্ণকাম হইয়াছি।

অনন্তর কৃতবোধ ব্যাধের ব্যাক্যে কৃতবোধ হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্তি হইলেন এবং মাতা পিতার সেবায় যথাসময়ে অভীষ্টলাভ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ সৌচঞ্চ যত্র এতে মহাগুণাঃ।
যঃ প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ॥ লক্ষ্মীচরিতম্।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও দৈত্যরাজ বলি সম্মুখীন হইয়া আসীন ছিলেন। হটাৎ দৈত্যরাজের শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জময়ী দেবীমূর্ত্তি নির্গত হইল দেখিয়া ইন্দ্র চমৎকৃত হইয়া বলিলেন—"বলি! ইনি কে? বলি বলিলেন—"দেবরাজ! আমি জানি না ইনি কে? আপনি ইহাঁকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তখন ইন্দ্র দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? কেনই বা বলিকে ত্যাগ করিয়া আমার পানে আসিতেছেন?

দেবী বলিলেন—আমি লক্ষ্মী, সত্য, দান, সদাচার, তপ, ব্রত, পরাক্রম ও ধর্ম্ম যেখানে থাকে, আমি তথায় অবস্থান করি। বলি এখন এই সকল বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। তুমি এই সকল গুণে ভূষিত হইয়াছ, তাই এখন

বলিকে ত্যাগ করিয়া তোমাকে আশ্রয় করিতেছি। তুমিও যদি সত্যপ্রভৃতি প্রতিপালন না কর, তবে তোমাকেও বলির ন্যায় ত্যাগ করিব।”

ইন্দ্র বলিলেন—“আপনি কিভাবে আমার নিকট অবস্থান করিবেন বলুন।

লক্ষ্মী বলিলেন—“তুমি আমাকে চারিভাগে বিভক্ত কর। এক এক ভাগ, আমার এক এক চরণ। ইন্দ্র বলিলেন—“পৃথিবীতে এক চরণ নিহিত হউক।

লক্ষ্মী বলিলেন—“এই আমি পৃথিবীতে এক পদ নিহিত করিলাম। এই পদ পৃথিবীতে নিহিত থাকিবে। এখন বল দ্বিতীয়াদি পদ কোথায় রাখি।”

ইন্দ্র বলিলেন—“জল দ্বিতীয় পদ ধারণ করুক অগ্নি তৃতীয় পদ ধারণ করুক এবং সত্যবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু ব্রাহ্মণগণ চতুর্থ চরণ ধারণ করুন।

লক্ষ্মী বলিলেন—“বেশ, তোমার কথিত স্থানে পাদচতুষ্ট স্থাপন করিলাম। কিন্তু রক্ষার ভার তোমার উপর।

ইন্দ্র বলিলেন—“আমি পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতে আপনাকে স্থাপন করিলাম। অর্থ, তীর্থজন্য পুণ্যযজ্ঞাদিজাত ধর্ম্ম ও বিদ্যারূপ (ব্রহ্মজ্ঞানরূপ) চরণচতুষ্টয় যথাক্রমে পৃথিবী, জল, অগ্নি ও সাধুতে নিহিত রহিল অর্থাৎ আপনার (লক্ষ্মীর) ধনরূপ চরণ পৃথিবীতে, তীর্থজন্য পুণ্যরূপ চরণ বারিতে যজ্ঞাদিজাত ধর্ম্মরূপ চরণ অগ্নিতে ও বিদ্যারূপ চরণ সাধুতে স্থাপিত রহিল। যাহারা ত্যাগশূন্যতা, অসত্যতা, অসদাচরণপ্রভৃতি অপকর্ম্মের দ্বারা আপনাকে উত্যক্ত করিবে, আমি তাহাদিগকে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রকারান্তরে প্রভূত যন্ত্রণা দিব।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

আর্য্যালয়ে রমার্চ্চনা।

অদ্য শরতের একশক্তিমূর্ত্তি বিজয়ার অতলজলের অন্তরালে নিহিত; অন্যমূর্ত্তি প্রকৃতির পক্ষপাতিনী হইয়া শ্যামল শস্যক্ষেত্রে, বিজনবিপিনে, বিহারোদ্যানে, জলে ও নভস্থলে উদ্ভাসিত। প্রকৃতিদেবীই ঐশীশক্তির পরিচারিকা; পরিচারিকাই প্রভু-প্রভাবের পরিচায়িকা। তাহাতে প্রকৃতি পর্য্যবসিত বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতির শক্তিসমর্থনে পূর্ব্বকালে বেদ ব্যতিব্যস্ত। এক সময়ে হোতৃগণ গাথা গানে মত্ত হইয়াছিলেন “বাশ্রেব বিদ্যুন্ মিমাতি বৎসং ন মাতা সিষক্তি। যদেষাং বৃষ্টিরসর্জ্জি॥”

“দিবা চিত্তমঃ কৃণ্বংতি পর্জ্জনেনোদবাহেন। যৎ পৃথিবীং ব্যুং দংতি॥”

(ঋগ্বেদসংহিতা, ১ অষ্টক, ৩ অধ্যায়। ৩৮ সূক্ত; উহার সারার্থ বিদ্যুৎ ও পর্জ্জন্য সহচারী এবং বৃষ্টিকারী মরুদ্গণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন।)

এইরূপ সেই শক্তি নানাকারে বিকীর্ণ। এখন কেবল স্বভাব জাতনীবার (উড়িধান) ক্ষেত্রে নহে; কিন্তু কৃষক কৃষ্ট শারদ শস্যশ্রেণীতেও, বৃষ্টিবর্দ্ধিত হ্রদে নহে, কিন্তু কৃত্রিম খাতেও; কুঞ্জকাননে নহে, কিন্তু উপবনেও এবং পর্ণনিবেশনে নহে, কিন্তু সুধাসিক্ত সৌধমালায়ও প্রকৃতি

সুহাসিনী ও সৌভাগ্যশক্তির পরিচারিণী। বেদ গানে মাতিয়া ছিলেন; পুরাণ চীৎকার করিবেন কেন? ধ্যানে ধরিলেন;—

"পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ সৃণিভির্যাম্য সৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরং।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বলঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্ম-
পদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥"

(আদিত্যপুরাণ।)

পুরাণ্ বেদের ঐশীশক্তিকে প্রকৃতির বৈচিত্র্যবশতঃ নানাকারে বিভক্ত ও তদনুগুণ বহুরঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সাধারণের স্থূলদৃষ্টিপথে বসাইয়া দিয়া মাদৃশ মন্দবুদ্ধির সুগম করিয়া দিলেন। "অণোরণীয়াংসম্" (পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতর) বর্ত্তুলবুদ্ধির গম্য নহে। পুরাণের এই কারু কার্য্যে আমরা প্রীত। আমরা চাই—

"চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥"

এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, শক্তি-সন্দর্শনে ভগবানের অনুমান; যুক্তিবাদীর এইমত। বিশালভাস্করের বিশ্ববিকাশিনী উত্তাপিকাশক্তি প্রকৃতিগত; সেই শক্তির স্ফূর্ত্তিতে দিবাভাগে পঞ্চভূতসমূহ সতেজস্ক ও পাঞ্চভৌতিক দেহ সচেষ্ট এবং রজনীতে সেই শক্তির অপগমে ভূতবিকৃতি ও নিদ্রাগমে দৈহিক-নিশ্চেষ্টতানিবন্ধন শরীর ক্রিয়ায় বিপর্য্যয় ঘটে; এইজন্য দিবাভাগে অধিক রোগের হ্রাস ও রাত্রিতে বিবৃদ্ধি; তাহাতে ভাস্করদেব (আলোক বাতাপদায়ী) রোগের অধিদেব বা আরোগ্য দাতা; "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" এই মৎস্যপুরাণীয় উক্তি যুক্তির বিষয় বটে। জাম্ববতীসুত ও ময়ূরভট্ট এই বিশ্বাসে ভগবান্ সূর্য্যের স্তব করিয়া রোগনির্ম্মুক্ত। আবার আন্তরিক জাড্যান্ধকারে মানবমণ্ডলী বস্তুতত্ত্ববোধে, উপযুক্ত বাক্প্রয়োগে ও কর্ম্মক্ষেত্রে অপটু; সেই জাড্য তমোগুণের পরিণাম; ("গুরুবরণকমেব তমঃ," সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।) তাহার পরিহারক সত্ত্বগুণ বা প্রকাশিকাশক্তি, ("সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্" সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।) তাহা প্রকৃতিগত ও মানব হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তর্লীন। যাহা প্রকাশক, তাহা শুভ্রবর্ণ হওয়া চাই। সেই হৃদয়স্থ বিকাশন শুভ্র শক্তির অধিদেবী মা সরস্বতী তিনি শ্বেতবর্ণা, শ্বেতপদ্মে বিরাজমানা ও জ্ঞানদায়িনী বাগ্দেবী। তাঁহার সর্ব্বত্র আধিপত্য; তাঁহার কৃপাকটাক্ষে মানব পরম পদলাভ করিতে পারে; এমন কি, লৌকিকক্ষেত্রে চপলা মা কমলাকে চিরবশ্য রাখিতে পারে। এই জন্য ধ্যানে "সকল বিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্ দেবতানঃ" এই উক্তি।

এখন বহিঃসৌন্দর্য্যে দৃষ্টি দেওয়া যাউক্। বহির্জ্জগতে নভস্থলে, জলে, বনে, শস্যক্ষেত্রে, আকরে, কমলকাননে ও মানবমন্দিরে সর্ব্বত্র শোভাবর্ষিণী প্রকৃতি দেবীকে দেখা যায়। এই ভুবনবিনোদিনী শোভা যাঁহার শক্তি; তিনি আমাদিগের মালিন্যহারিণী রমণীয়তাবিধায়িনী ভুবনমনোরমা মা রমা; তিনি পদ্মালয়া বা কমলা কেন না হইবেন? আবার অন্যদিকে গৃহস্থধর্ম্মের সৌন্দর্য্য সাধনপক্ষে ধান্যাদি অর্থসম্পত্তির আবশ্যকতা; তাহার অভাবে দারিদ্র্য কালিমায় গৃহাশ্রম কলঙ্কিত হয়। তদনুসারে সম্পত্তির অধিদেবী সেই মা রমা বা লক্ষ্মী; তিনি আবার শ্রী নাম ধারণ করিয়াছেন। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলেন,—"শোভা সম্পত্তি পদ্মাসু লক্ষ্মীঃ শ্রীরিতি কথ্যতে"। কিন্তু চন্দ্রের হৃদয় বিমোহন সৌন্দর্য্য যামিনীযোগেই, দিবসে নহে, নলিনীর নয়ন বিমোহিনী রমণীয়তা দিবসেই, নিশাতে নহে এবং মুহূর্ত্তমধ্যে হয়ত কুসুমান্তরের সুষমার ম্লানি হইয়া থাকে। গৃহিধর্ম্মের সৌন্দর্য্য সাধক অর্থ ব্যক্তিগত স্থায়ী নহে, সুতরাং শোভা ও সম্পত্তি চপলা, তাহার অধিদেবীও তদনুসারে

চঞ্চলা আখ্যা ধারণের অধিকারিণী। মাতার দক্ষিণে পাশ বা বন্ধনরজ্জু এবং অক্ষমালা; বন্ধনরজ্জু ভোগীর পক্ষে উপযোগী এবং অক্ষমালা জপের উপযুক্তা ;তাহা যোগীর পক্ষে, বামে পদ্ম ও অঙ্কুশ রহিয়াছে; সম্পত্তিরক্ষার জন্য তাহা কোমলতা ও কঠিনতাবলম্বনের পরিচায়ক। কেবল গোবেচারি হইলে চলিবে না এবং একবারে গোঁয়ারের গৌরব কোথায়? একাধারে উভয় শক্তির সামঞ্জস্য চাই। রাজ্যপালন পক্ষেও নীতিজ্ঞেরা এইরূপ প্রকৃতি ও সামদণ্ডাদির প্রয়োগের বিধান করিয়াছেন। রমা মাতার বাম করে সুবর্ণপদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বর। মা শোভা, সম্পত্তি ও বর লইয়া বসিয়া আছেন, ভোগ ও যোগের শিক্ষা দিতেছেন। তুমি পার্থিব বা অলৌকিক ঐশ্বর্য্য যাহা চাহিবে, সর্ব্বশক্তিশালিনী মহালক্ষ্মী মা তাহাই দিতে প্রস্তুত।

অদ্য কৌমুদী কোজাগর পৌর্ণমাসীর নিশিতে আর্য্যালয়ে উৎসব কেন? অদ্য দ্যুতল চন্দ্র ও নক্ষত্রমালায়, ভূতল কুসুম সুষমায় এবং শস্য শ্রেণীতে অলঙ্কৃত; বিশেষতঃ শারদ ধান্যের এই কাল; যাহা গৃহিগণের জীবন; যাহারঃ—

"উৎপত্তির্ব্বিরলা যস্য, নিত্যং যস্য ব্যয়ো ভবেৎ।
সর্ব্বশস্য প্রধানস্য, ধান্যস্য কুশলং বদ ॥"

প্রয়োজন পদে পদে; যাহার অভাবে হাহাকার; সেই ধান্যই ভগবতী মহালক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। এখন শরদাগমে শস্যসম্পত্তি ও সৌন্দর্য্যের সর্ব্বত্র পূর্ণবিকাশ; মহালক্ষ্মী মাতার শক্তি সকল স্থলে উদ্ভাসিত হইয়া তদীয় গৌরব ঘোষণা ও আহ্বান করিতেছে। এদিকে দুর্গোৎসবে মহাশক্তির পূজাবসানে লব্ধবল হইয়াও বিজয়ার দিনে অরিবিজয়ের নিমিত্ত অস্ত্র সহিত যাত্রা করিয়া আর্য্যরাজগণ সম্পৎশক্তি লাভ কামনায় কোজাগর রজনীতে মূর্ত্তিমতী মহালক্ষ্মীর মন্ত্রে দীক্ষিত এবং কৃত্রিম চতুরঙ্গ ক্রীড়াচ্ছলে সমুদায় রজনী জাগরণ করিয়া রণকৌশলে শিক্ষিত হইতেন। অদ্য পর্য্যন্ত ক্রীড়া ও জাগরণপদ্ধতি প্রচলিত আছে। লক্ষ্মীমাতার উক্তি—

"তস্মৈ বিত্তং প্রযচ্ছামি কোজাগর্ত্তি মহীতলে ॥"

যিনি জাগরণশীল বা অবহিতচিত্ত, তিনি বিত্তলাভের অধিকারী। কিন্তু চিরজাগরণদ্বারা যদি বিত্তভোগ করিতে হয়; তবে শান্তি কোথায়? সেই শান্তি শিক্ষা দিবার জন্য কৌমুদী পৌর্ণমাসীর পূর্ব্ববর্ত্তিনী সুখসুপ্তিকা দীপান্বিতা অমাবস্যার সুখশয়নের বিধান; ব্যাপারের অন্তে বিশ্রান্তি বা শান্তিভোগ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে বলে :—

"অতোহত্র বিধিবৎ কার্য্যা মনুষ্যৈঃ সুখসুপ্তিকা।"

এই শাস্ত্রীয় শাসন বটে। সম্প্রতি ভারতবাসীর পক্ষে পৌর্ণমাসীর অবসান বটে; কিন্তু আমরা সুখপ্রভাত ত দেখি না। যখন আর্য্যহৃদয়ে :—

"যত্র হ্রীঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীস্তত্র সন্নতি।
সন্নতির্হ্রীস্তথা শ্রীশ্চ নিত্যং কৃষ্ণে মহাত্মনি ॥"
"স্থিরোপায়ো হি পুরুষঃ স্থিরশ্রীরেব জায়তে।
রক্ষিতুং নৈব শক্নোতি চপলশ্চপলাং শ্রিয়ম্ ॥
অবশ্যমুদ্যোগবতাং শ্রীরপারা ভবেৎ সদা।
উৎসাহপ্রোৎসাহিতো দেবা অমৃতঃ পুনরমুধিম্ ॥১॥"

এই মূলমন্ত্র জাগ্রৎ ছিল, তখন শস্যবতী এই ভারত বসুমতী (বসু-রত্ন) রমার্চ্চনার প্রকৃত অধিকারিণী ও সর্ব্বসৌভাগ্যভাগিনী ছিলেন। মা সরস্বতী ও লক্ষ্মীমাতার সম্মিলনে পূর্ব্বে সর্ব্বকার্য্য সংসাধিত হইত। এখন তাহা সাগরের পরপারে, এখানে নাই। অনধিকারী মূলমন্ত্রীয় লক্ষ্যভ্রষ্ট পাপীর পূজায় ফল হইবে কেন? আজ কর্ত্তব্যবোধ এবং সম্পৎশক্তির প্রয়োগবিরহে আমরা দিগ্‌ভ্রষ্ট ও অন্নজন্য হাহাকারে আকুল। তাহাতে বলি মা রমে!—

দুর্দ্দিনকৃত যে পাপের বর্ত্তমান ভোগ, তাহা—
"বর্ষাকালে মহাঘোরে যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
সুখরাত্রি প্রভাতেঽদ্য তন্মে লক্ষ্মীর্ব্যপোহতু॥"

আরও মা চাই :—

"ভবন্তু ত্বৎ প্রসাদান্ মে ধনধান্যাদিসম্পদঃ।
ন দুর্ভিক্ষং ন চ ব্যাধির্নাকালমরণং নৃণাম্।
নাধর্ম্মরুচয়ো লোকা নেতয়ঃ সন্তু ভারতে॥"

ভারতবর্ষে রমার্চ্চনা নাই বলিয়াই অদ্য ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত। মাতঃ! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর," দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতবাসীকে রক্ষা কর।

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।
উত্তরপাড়া কলেজ।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণঃ শ্রীমাংশ্চ কো যস্য সমস্ততোষঃ। জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমো যঃ কা বা মৃতাস্যাৎ সুখদা নিরাশা॥

১৪। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, এ সংসারে দরিদ্র কে? গুরু উত্তর করিলেন, যে ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণা অপরিমেয়া সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দরিদ্র। সচ্ছিদ্র করণ্ডক যেমন জলদ্বারা পূর্ণ হয় না, সেইরূপ যাহার বিষয়বাসনা প্রবল ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য পাইলেও তাহার মন কিছুতেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত বা পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং জীবনযাত্রানির্ব্বাহোপযোগী অতি আবশ্যকীয় পদার্থসমূহের অসদ্ভাবনিবন্ধন চিরদুঃখী দরিদ্র ব্যক্তির ন্যায় তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি ঈপ্সিতবস্তুর অপ্রাপ্তি বা অভাবহেতু নিয়ত অসন্তোষে ও মহাদুঃখে কালহরণ করে।

"সর্ব্বসংসারদোষাণাং তৃষ্ণৈব দীর্ঘদুঃখদা।
অন্তঃপুরস্থমপি যা যোজয়ত্যতিসঙ্কটে॥"

এই সংসারের সকলপ্রকার দোষের মধ্যে তৃষ্ণাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদায়িনী ইহা অন্তঃপুর স্থিত মনুষ্যগণকেও আকর্ষণ করিয়া বিষম সঙ্কটে নিপাতিত করে। অতএব—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভিঃ যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥"

মূঢ়ব্যক্তিরা যে তৃষ্ণা কোনমতে পরিত্যাগ করিতে পারে না, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখী হয়েন। যেমন কৃষ্ণপক্ষীয় মেঘাচ্ছন্ন ঘোর তামসীনিশা ক্ষয় হইলে নিশাচরদিগের সঞ্চার নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জীবের বিষয়তৃষ্ণার উপশম হইলে কায়পরিশ্রমাদি সকলপ্রকার দুঃখের শান্তি হয়। অতএব জীবের জরামরণ আধিব্যাধি প্রভৃতির আধারভূতা কালভুজঙ্গিনী তুল্য ভীষণা বিষয়তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করা মুমুক্ষু সাধকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

১৫। শ্রীমান্ কাহাকে বলা যায়? সমস্ত বিষয়ে যাহার সন্তোষ অর্থাৎ যাহার অন্তঃকরণ হইতে দুঃখজননী বিষয়বাসনা নির্ব্বাসিত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই শ্রীমান্।

"অপ্রাপ্তবাঞ্ছামুৎসৃজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ।
অদৃষ্টদুঃখদোষো যঃ সন্তুষ্টঃ স ইহোচ্যতে॥"

যিনি অপ্রাপ্তবিষয়ের প্রতি অভিলাষ এবং প্রাপ্তবিষয়ের প্রতি রাগদ্বেষাদি প্রদর্শন না করেন, সেই সৌম্যপুরুষকেই সন্তুষ্ট কহা যায়। বাসনাশূন্য সন্তুষ্ট পুরুষের চিত্ত সর্ব্বদা পূর্ণ থাকে. সুতরাং তাঁহাকে কোন বিষয়ের অভাব বোধ করিয়া কদাচ দুঃখিত হইতে হয় না। ক্রমশঃ—

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৩য় বর্ষ, ৩য় খণ্ড, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, | ১৩০৩ সাল, ১৮১৮ শকাব্দা, | পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"সন্তোষামৃতপানেন যে শান্তাস্তৃপ্তিমাগতাঃ।
ভোগশ্রীরচনা তেষামেব প্রতি বিধীয়তে॥"

সন্তোষরূপ সুধাপানে যে সকল ব্যক্তি শান্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন তাঁহাদের ভোগশ্রী অচলভাবে বিরাজিত থাকে। (যোগবাশিষ্ঠ)

১৬। জীবন্মৃত কে? যে ব্যক্তি নিরুদ্যম অর্থাৎ স্বধর্ম্মপালনে বা অবশ্য কর্ত্তব্যকর্ম্মে যে ব্যক্তি যত্নপ্রকাশ না করে সেই আলস্যপ্রিয় ব্যক্তিই জীবন্মৃত। কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া যিনি পুরুষকার অবলম্বনদ্বারা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারেন, তিনিই সার্থকজন্মা এবং তাঁহাকেই প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবিত বলা যায়। কিন্তু—

"যে সমুদ্যোগমুৎসৃজ্য স্থিতা দৈবপরায়ণাঃ।
তে ধর্ম্মমর্থকামঞ্চ নাশয়ন্ত্যাত্মবিদ্বিষঃ॥"

যাহারা উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র দৈবকে আশ্রয় করতঃ নিশ্চিন্ত থাকে সেই আত্মবিদ্বেষ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সকলই বিনষ্ট হয়। অলস উদ্যমহীন পুরুষ আত্মোন্নতি ও লোকহিত সাধন করিতে সক্ষম না হইয়া ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং সুদুর্লভ অর্থপ্রদ মানবজন্ম বৃথা কাটাইয়া জীবিতাবস্থাতেই মৃততুল্য হইয়া থাকে। অতএব পুরুষার্থলাভাভিলাষী পুরুষ শরীরস্থ মহারিপু আলস্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরমহিতকারী উদ্যমকে আশ্রয় করিবেন।

(১৭) অমৃতস্বরূপ কি? সুখদায়িনী নিরাশা। কারণ।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।
(ভাগবৎ)

আশাই পরম দুঃখজনক এবং নিরাশা পরম সুখকর। অমৃত পান করিলে যেমন আর মৃত্যু হয় না তদ্রূপ নৈরাশ্য অবলম্বন করিলে মনুষ্য জ্ঞানলাভ করিতে পারে এবং জ্ঞানলাভ করিয়া "অমৃত" অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। যোগবাশিষ্ঠে বলিয়াছেন—

আশা যাবদশেষেণ ন লূনাশ্চিতসম্ভবাঃ।
বীরুধো দাত্রকেণেব তাবন্নঃ কুশলং কুতঃ॥

"দাত্রদ্বারা লতাছেদের ন্যায় যাবৎ পর্য্যন্ত মনোজাত আশা সকল ছিন্ন না হয়, তাবৎ আমাদের কল্যাণ কোথায়? অতএব নিজহিতাভিলাষী ব্যক্তির দুরাশা পরিত্যাগ করাই উচিত। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন।

তেনাধীতং শ্রুতং তেন তেন সর্ব্বমনুষ্ঠিতং।
যে নাশাঃ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা নৈরাশ্যমবলম্বিতং॥

সেই ব্যক্তিই সকলশাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণ

করিয়াছেন ও সেই ব্যক্তিই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন যিনি আশাকে পৃষ্ঠে রাখিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) নৈরাশ্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। যেরূপ মলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বিত হয় না সেইরূপ আশাদ্বারা ধৈর্য্যহীন ও সন্তোষবর্জ্জিত পুরুষের সমলচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় না। "যেমন বসন্তকালে প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহদ্বারা বসুন্ধরার শোভা মনোহারিণী হয় সেইরূপ দুরাশা পরিত্যাগরূপ ক্ষীরস্নানদ্বারা এই অশেষ দোষাকর সংসারও মনোরম হইয়া থাকে অর্থাৎ আশা পরিত্যাগী ব্যক্তির পক্ষে সকলই আনন্দজনক হয়।"

পাশোহহি কো যো মমতাভিমানঃ সংমোহয়ত্যেব সুরেব কান্তী। কো বা মহান্ধো মদনাতুরেষঃ মৃত্যুশ্চ কো বাপযশঃ স্বকীয়ং॥

(১৮) শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, সংসারে পাশ কি? অর্থাৎ জীব এ সংসারে কিসে আবদ্ধ রহিয়াছে? গুরু কহিলেন—মমতারূপ অভিমানরজ্জুতে।

"মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নির্ম্মমেতি বিমুচ্যতে।"

(কুলার্ণবতন্ত্র)

মম অর্থাৎ "আমি" "আমার" এইরূপ যে দৃঢ়জ্ঞান তাহাদ্বারা জীব বন্ধনপ্রাপ্ত হয়; আর নির্ম্মম অর্থাৎ আমি, আমার, এইরূপ জ্ঞানরহিত হইয়া জীব ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়।

অহংকারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ)

"যাবৎকাল জীবাত্মা অবিবেকবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মমতাবুদ্ধি পরিত্যাগ না করেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি সংসারভাব প্রাপ্ত হইয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে থাকেন। যাবৎ অহংকার বা অভিমান থাকে তাবৎ আশার শান্তি হয় না। জীব আশাপাশে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাভোগ করে।" অবিদ্যাবশবর্ত্তী জীব বিকারী পরিণামী প্রাপ্ত দেহে অহংবুদ্ধি হইয়া আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, এইরূপ যে ভাবনা করে পরদেহগত অভিমানী মন, সেই পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ কর্ম্মফল উৎপাদন করে এবং সেই কর্ম্মানুসারে জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়। অমল সত্ত্বগুণাশ্রয় নির্ব্বিকার ভগবানের প্রতি "প্রেমসঙ্গতা অনন্য মমতা" দ্বারা উক্ত মমতারূপ অভিমানপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে।"

(১৯) কোন পদার্থ সুরার ন্যায় মনুষ্যকে বিমোহিত করে? স্ত্রী।

বিপুলোল্লাসদায়িন্যো মদমন্মথপূর্ব্বকং।
কো বিশেষো বিকারিণ্যা মদিরায়াস্ত্রিয়াস্ততঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ)

সুরা এবং রমণীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই; কারণ সুরা যেমন উন্মত্ততা ও কামসন্তাপ উৎপাদনপূর্ব্বক বিপুল উল্লাস প্রদান করে এবং চিত্তকে বিকৃত করে, নারীও সেইরূপ করিয়া থাকে। (১) অতএব নিঃশ্রেয়সলাভার্থী পুরুষ প্রমদাসম্বন্ধে কদাচ অনবধান হইবেন না।

(২০) কোন্ ব্যক্তি মহান্ধ? যে ব্যক্তি মদনাতুর।

মধুমত্তাৎ সুরামত্তাৎ কামমত্তো বিচেতনঃ।
মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হৃতমানসঃ॥

(১) শান্তি শতককারও বলিয়াছেন,

অলমতি চপলত্বাৎ স্বপ্নমায়োপমত্বাৎ
পরিণতি বিরসত্বাৎ সঙ্গমে নাঙ্গনায়াঃ।
ইতি যদি শতকৃত্বস্তত্ত্বমালোচয়ামঃ
তদপিন হরিণাক্ষীং বিস্মরত্যন্তরাত্মা॥

অঙ্গনা সঙ্গসুখ স্বপ্নমায়ার ন্যায় অলীক অতিশয় চঞ্চল এবং পরিণামে বিরস। অতএব তাহাতে প্রয়োজন কি? শতশতবার যদ্যপি এ বিষয় আলোচনা করা যায় তথাপি মন কুরঙ্গনয়না ললনাকে ভুলিতে পারে না।

কামমত্ত পুরুষকে মধুমত্ত ও সুরামত্ত পুরুষ অপেক্ষাও বিচেতন বলিতে হয়। কারণ কামাপহৃতচিত্ত কামী পুরুষ আপনার মৃত্যুপর্য্যন্তও গণনা করে না। মোহিনী সন্দর্শনে মহেশের মোহপ্রাপ্তি বৃত্তান্ত, রাজর্ষি পাণ্ডুর মৃত্যুবৃত্তান্ত এবং ভক্তমালের বিল্বমঙ্গল উপাখ্যান প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(২১) মৃত্যু কি? নিজের অপযশই মৃত্যু। কারণ।

"যশস্বী কীর্ত্তিমান্ যো হি মৃতো জীবতি সন্ততং।
অযশঃ কীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥"

যে ব্যক্তি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান হইয়া জীবন যাপন করেন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও চিরকাল জীবিত থাকেন। কিন্তু যিনি যশস্বী ও কীর্ত্তিমান নহেন তিনি জীবিত থাকিয়াও জীবনহীন। যিনি লোকহিত ব্রত, ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, জ্ঞানী, সচ্চরিত্র এবং সকলের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক এসংসারে তাঁহারই যশঃ ও কীর্ত্তি অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈদৃশ ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও এই যশঃকীর্ত্তি লোকের হৃদয় চিরকাল অধিকার করিয়া থাকে এবং তাঁহাকে জগতে অমরত্বপ্রদান করে। যশঃ অর্জ্জন করা যাহার জীবনের লক্ষ্য নহে সে ব্যক্তি নিজের এবং জগতের অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টসাধন করিতে পারে না। এ নিমিত্ত তাঁহার জীবিত থাকা না থাকা উভয়ই সমান। তাই মহাজনেরা বলিয়াছেন।

"মাংসমূত্রপুরীষাস্থিনির্ম্মিতে চ কলেবরে।
বিনশ্বরে বিহায়াস্থাং যশঃপালয় মিত্র মে॥"
(হিতোপদেশ)

হে মিত্র! মলমূত্র মাংসাদিবিনির্ম্মিত বিনশ্বর দেহের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যশঃ রক্ষা কর।

(৯)

কো বা গুরুর্যোহি হিতোপদেষ্টা শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্তএব। কো দীর্ঘরোগো ভবএব সাধো কিমৌষধং তস্য বিচারএব॥

(২২) শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কাহাকে গুরু কহা যায়। গুরু উত্তর করিলেন, যিনিই হিতোপদেশ প্রদান করেন তিনিই গুরু। হিতোপদেশ শ্রবণদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেক জন্মে এবং অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। যাঁহার নিকট হইতে কল্যাণকর সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই হিতৈষী ব্যক্তিই পরম পূজনীয় এবং সম্মানার্হ।

(২৩) শিষ্য কে? যে গুরুভক্ত তাহাকেই শিষ্য বলা যায়। শিষ্যত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ করা। গুরুর প্রতি অচলাভক্তিদ্বারা এই উদ্দেশ্য সফল হইয়া থাকে। মনু বলিয়াছেন,

যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষু রধিগচ্ছতি॥

যেমন কোন্ ব্যক্তি খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিষ্য ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত সেবা শুশ্রূষাদিদ্বারা গুরুর প্রীতিসাধন করিতে পারিলেই গুরুগত সমুদায় বিদ্যালাভ করিতে পারেন। অতএব বিদ্যার্থী শিষ্য স্বীয় গুরুকে জগদ্গুরু ভগবান বিষ্ণুর স্বরূপ জ্ঞান করত তাঁহার প্রতি ভক্তি করিবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা সূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
(ভাগবৎ)

আচার্য্যকে আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে কখন তাঁহার অবমাননা করিবে না, এবং মনুষ্যবোধে তাঁহার অসূয়া করিবে না যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময়।

তন্ত্রসারে গুরু শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গুশব্দস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

"গু শব্দে অন্ধকার এবং রু শব্দে অন্ধকার নিরোধক অতএব গুরু আন্তরিক অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।"

"গুরু শুশ্রূষয়াত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে।
(বিষ্ণুস্মৃতি)

গুরুসেবাদ্বারা লোকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অতএব গুরুভক্ত শিষ্যই প্রশংসনীয়।

(২৪) দীর্ঘরোগ কি? ভব অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর প্রবাহরূপ এই সংসারই দীর্ঘরোগ। বহুজন্মজন্মান্তর জীব এই ভবরোগ যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকে।

(২৫) সেই ভবব্যাধির ঔষধ কি? বিচার।

কোঽহং কথময়ং দোষঃ সংসারাখ্য উপাগত।
ন্যায়েনেতি পরামর্শঃ বিচারঃ ইতি কথ্যতে॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

"আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদিরূপে আমরা যে সর্ব্বদা "আমি" "আমি"র ব্যবহার করিতেছি সেই আমি কে? অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? এবং জনন মরণরূপ সংসারদোষ কোথা হইতে সমাগত হইল? ন্যায়ানুসারে এবম্প্রকার অনুসন্ধানের নাম বিচার। যে জ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ সেই জ্ঞান এই আত্মবিচার হইতে উৎপন্ন হয়।

আত্মাভাসস্থ জীবস্থ সংসারোঽনাত্মবস্তুনঃ।
ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভতেঽসৌ বিচারণাৎ॥
(পঞ্চদশী)

"পরমাত্মার আভাসস্বরূপ জীবেরই এই সংসার ইহার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ নাই, যদি পরমাত্মার সহিত সংসারের সম্বন্ধ থাকিত তবে ইহাও তাঁহার ন্যায় নিত্যবস্তু হইত, এই প্রকার বিবেচনাকেই জ্ঞান বলা যায়, আত্মাবিচারদ্বারা এই জ্ঞানলব্ধ হইয়া থাকে। সম্যক্‌রূপে আত্মবিচার অবলম্বনদ্বারা বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ সন্দর্শন করে, ব্রহ্মপদ দর্শনদ্বারা জীবের ভবরোগ প্রশমিত হয়। অতএব বিচারই সংসাররূপ মহাব্যাধির মহৌষধ।

(১০)

কিং ভূষণাদ্ ভূষণমস্তিশীলং তীর্থং পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধং। কিমত্র হেয়ং কণকঞ্চ কান্তা শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যং॥

(২৬) শিষ্য প্রশ্ন করিলেন মনবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ কি? গুরু উত্তর করিলেন শীল (সৎস্বভাব)

সতিশীলে গুণাভাণ্ডি পুংসাং শৌর্য্যাদয়ো যথা।
যৌবনে সদলঙ্কারাঃ শোভাং বিভ্রতি সুভ্রুবঃ॥
(দৃষ্টান্ত শতক)

বরাঙ্গনাগণ যৌবনকালে মনোজ্ঞভূষণে বিভূষিত হইলে যেরূপ সুন্দর শোভা ধারণ করে, সেইরূপ শীলবান পুরুষের শৌর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সকল উদ্ভাসিত হয়। শীলই ধর্ম্মাদির আশ্রয়স্থান। দৈত্যকুলপতি প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণবেশ-ধারী দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বীয় শীলরত্ন সমর্পণ করিলে পর ধর্ম্মাদি তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন অবশেষে "শ্রী" তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় বলিয়াছিলেন "হে ধর্ম্মবজ্ঞ! তুমি শীলদ্বারা ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছিলে, সুররাজ তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তোমার সেই শীল হরণ করিয়াছেন ধর্ম্ম, সত্য, বৃত্ত, বল ও আমি, শীলই আমাদের সকলের মূল। (মহাভারত)

শীলবান্ ধার্ম্মিক পুরুষই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকেন।

(২৭) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ কি? নিজের বিশুদ্ধ মনই শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

"তীর্থ ত্রিবিধ স্থাবর, জঙ্গম ও মানস। স্থাবর তীর্থ গঙ্গাদি এবং অযোধ্যা, মথুরা, কাশী প্রভৃতি মোক্ষদায়িকা পুরী সমুদায়। জঙ্গমতীর্থ ব্রাহ্মণগণ। মানসতীর্থ ক্ষমা, সত্য, দম, দয়া, দান, সরলতা, সন্তোষ প্রিয়বাদিতা, ব্রহ্মচর্য্য, জ্ঞান ধৃতি, পুণ্যকর্ম্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্তশুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধিই সকল ধর্ম্মের সার। রজস্তমঃ গুণ-প্রভব কামলোভাদি ও রাগাদিবাসনাচিত্তের মলস্বরূপ। এই সকল অমঙ্গল ও উপদ্রব দূরীভূত হইলে মন সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠানবশে প্রসন্নতা লাভ করে। মন শুদ্ধ না হইলে কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না। ভস্মরাশিতে ঘৃতার্পণের ন্যায় সকলই পণ্ড হয়।

তন্মনঃ শোধনং কার্য্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুভিঃ।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে॥
"(বিবেকচূড়ামণি)

অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে নির্ম্মল করিবেন। মন বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তি হস্তস্থিত ফলের ন্যায় অনায়াস লভ্য হয়। অন্তঃকরণ নির্ম্মল অর্থাৎ কামাদিবাসনা পরিশূন্য হইলে অন্যকোন পুণ্যতীর্থ নিসেবনের প্রয়োজন থাকে না। যাঁহার মন বিশুদ্ধ হইয়াছে তিনি গৃহে বসিয়াই তীর্থসেবার ফল প্রাপ্ত হন্ অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন ভগবান স্বয়ং চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন।

যঃ স্বধর্ম্মেণ মাং নিত্যং নিরাশীশ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ভজতে শনকৈস্তস্য মনো রাজন্ প্রসীদতি॥
(ভাগবৎ)

হে রাজন্! যে ব্যক্তি নিষ্কাম ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্বীয় বর্ণাশ্রম কর্ম্মদ্বারা আমার উপাসনা করে তাহার মন ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন হয়।

(২৮) এ সংসারে হেয়পদার্থ কি? কামিনী কাঞ্চন। কেননা

"লৌহদারুময়ৈঃ পাশৈঃ দৃঢ়বদ্ধোঽপি মুচ্যতে।
স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন॥"

লৌহশৃঙ্খলে ও দারুময়পাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইলেও মনুষ্য কোনরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীধনাদিতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি কদাচ মুক্ত হইতে পারে না। অতএব যে বস্তু মুক্তিলাভের অন্তরায় তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য।

(২৯) সর্ব্বদা কি শ্রবণ করা কর্ত্তব্য? গুরুবাক্য এবং বেদবাক্য।

(ক) গুরুবাক্যসম্বন্ধে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "হে তাত যুধিষ্ঠির সুপূজিত পিতামাতা ও গুরুগণ যে কর্ম্ম করিতে অনুমতি করিবেন তাহা ধর্ম্মই হউক্ বা ধর্ম্মবিরুদ্ধই হউক্ অবিচলিতচিত্তে তাহাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অননুজ্ঞাত হইয়া অন্য ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। তাঁহারা যাহা অনুজ্ঞা করিবেন তাহাই ধর্ম্ম ইহা নিশ্চয় জানিবে।"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।

(খ) বেদসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,—

বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনং।
তস্মাদেতং পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনং॥

সনাতন বেদশাস্ত্র সর্ব্বভূতকে ধারণ করেন, তন্নিমিত্ত ইহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। বেদই পুরুষের পুরুষার্থসাধক। অতএব গুরুবাক্য এবং বেদবাক্য শ্রবণদ্বারা লোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের যোগ্য হইতে পারে।

কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সন্তি সৎসঙ্গদান্তি বিচারতোষাঃ। কে সন্তি সন্তোঽখিল বীতরাগাঃ অপাস্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ॥

(৩০) শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি উপায়ে ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়? গুরু কহিলেন, সাধুসঙ্গতি, দান্তি, বিচার ও তোষ।

(ক) সাধুসঙ্গতি—

নিত্যং সজ্জনসম্পর্কাৎ বিবেক উপজায়তে।
বিবেকপাদপস্যৈব ভোগমোক্ষৌ ফলে স্মৃতৌ॥

নিত্য সাধুজনসংসর্গ হইতে বিবেক উৎপন্ন হয়। ভোগ এবং মোক্ষ এই বিবেক বিটপীর দুইটী ফল। আচার্য্য স্বকৃত মোহমুদ্গরেও বলিয়াছেন "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

"বহূনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদিযোগতঃ।
দৈবাত্তুবেৎ সাধুসঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনং॥"

তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যস্থান দর্শনফলে বহুজন্মের পর দৈবানুকম্পায় মনুষ্যের সাধুসঙ্গ লাভ হয়। সেই সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। অতএব "সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ" সিদ্ধিকাম ব্যক্তি সর্ব্বদা সাধুসহবাস করিবেন।

(খ) দান্তি—ইন্দ্রিয়দমন।

দান্তস্যায়ং লোকঃপরশ্চ, নাদান্তস্য ক্রিয়া কাচিৎ সমৃধ্যতি।

যে ব্যক্তি দান্ত ইহলোক ও পরলোক তাহার আয়ত্ত আর অদান্ত ব্যক্তির কোন ক্রিয়াই সিদ্ধ হয় না। (বিষ্ণুসংহিতা) ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন "নিশ্চয়দর্শী বৃদ্ধগণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকেই নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়া থাকেন, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহই সনাতন ধর্ম্ম।" তত্ত্বজ্ঞান অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব ধারণ না করিলে জ্ঞান মানবের চিত্তক্ষেত্রে অবিচলিতরূপে অবস্থান করিতে পারে না।

"ইন্দ্রিয়ানান্তু সর্ব্বেসাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তে নাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥
(মনু) ২। ৯৯

যেমন কোন চর্ম্মনির্ম্মিত জলপাত্রের একটীমাত্র ছিদ্রদ্বারা পাত্রস্থ সমুদায় জলই নিঃসৃত হইয়া যায় সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয়ও কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া দূষিত হয় তবে সেই নিমিত্ত প্রজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞান) ক্ষরিত হয় অর্থাৎ কোন ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিন্তু—

"বশেহিযস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"
(গীতা)

ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশীভূত হয় তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থির থাকে। ইন্দ্রিয় দমন ব্যতিরেকে আদৌ সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব—

ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপ হারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেৎ বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥
(মনু ২। ৮৮

সারথি যেমন রথে নিয়োজিত অশ্বসমূহের নিয়মনে যত্নশীল হয়, তদ্রূপ বিদ্বান্ মনুষ্যেরা মনোহারী বিষয়সমূহে ভ্রাম্যমাণ ইন্দ্রিয়গণের সংযমন জন্য বিশেষ যত্ন করিবেন।

(গ) বিচার ২৫ প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।

(ঘ) তোষ—"পুংসো যঃ সংসৃতের্হেতুরসন্তোষোহর্থকাময়োঃ। যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষোমুক্তয়ে স্মৃতঃ॥

অর্থকামবিষয়ে অসন্তোষই পুরুষের সংসারবন্ধনের কারণ। যদৃচ্ছালব্ধ বিষয়ে সন্তোষই মুক্তির হেতু।" "সন্তোষাৎ অনুত্তমঃ সুখলাভ" বিষয়বাসনার নিবৃত্তির নাম সন্তোষ, সন্তোষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুখলাভ হয় (পাতঞ্জলযোগসূত্র)। অতএব "সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।" (মনু)

সুখার্থী মানব একান্ত সন্তোষরূপ মহারত্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া সংযতভাবে থাকিবেন।"

(৩১) কিপ্রকার ব্যক্তিগণকে সাধু কহা যায়? সমস্ত বিষয়ে যাঁহাদের বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, যাঁহাদের মোহ (অবিবেক) অপগত

হইয়াছে এবং যাঁহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই সাধু বলা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

"সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ॥"

(ভাগবৎ)

যাঁহারা নিরপেক্ষ, মচ্চিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, দ্বন্দ্বরহিত, নিষ্পরিগ্রহ, তাঁহারাই সাধুলোক। সাধুগণের প্রশংসা করিয়া স্বয়ং ভগবান বলিতেছেন "সূর্য্যকে আশ্রয় করিলে যেমন লোকের শীত অন্ধকার ও ভয় থাকে না, তদ্রূপ সাধুকে আশ্রয় করিলে মনুষ্যের কর্ম্মজাড্য, আগামী সংসারভয় এবং সংসারের মূল যে অজ্ঞান সকলই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। জলমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে নৌকার ন্যায় শান্ত সাধু ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঘোর ভবসমুদ্রে নিমগ্ন ব্যক্তির পরমগতি হয়েন। যেমন অন্ন প্রাণিদিগের প্রাণ যেমন আমি আর্ত্তদিগের শরণ্য এবং যেমন ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের পরকালের ধন, সেইরূপ সাধুরা সংসারপতনে ভীত লোকদিগের শরণ্য।" ভাগবত ১১।২৭।৩১।৩২।৩৩।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

ভাষাপরিচ্ছেদ।

মূল। সমবায়িকারণত্বং দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ। দ্রব্যই কেবল সমবায়ি কারণ হয় জানিবে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। সমবায়িকারণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ফলকথা যে কারণ স্বয়ং কার্য্যরূপে পরিণত হয় তাহার নাম সমবায়িকারণ। যেমন বস্ত্রের সূত্র এবং সূত্রের তুলা। সূত্র ও তুলা যথাক্রমে বস্ত্র ও সূত্ররূপে পরিণত হয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সপ্তপদার্থ, তাহার মধ্যে দ্রব্যপদার্থ কেবল সমবায়িকারণ হয়। গুণ, কর্ম্ম, সামান্য বিশেষ, সমবায় ও অভাব, এই ষট্পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না।

মূল। গুণকর্ম্মমাত্রবৃত্তি জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়িহেতুত্বম্॥ ২৩॥

অনুবাদ। অসমবায়িকারণতা কেবল গুণ ও কর্ম্মে থাকে, জানিতে হইবে।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। গুণ ও কর্ম্ম ব্যতীত অসমবায়িকারণ হইতে পারে না। সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন যে বস্তু, তাহার নাম অসমবায়িকারণ। যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ক্রিয়া ঘটের অসমবায়িকারণ; কেননা ঘটের সমবায়িকারণ কপালদ্বয়, তাহাতে সংযোগ গুণ ও তদ্গত ক্রিয়া সমবায়সম্বন্ধ থাকে, অতএব ঘটের প্রতি কপালদ্বয়ের সংযোগ ও ক্রিয়া অসমবায়িকারণ। ফলকথা, গুণ ও কর্ম্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের সাধর্ম্ম্য অসমবায়িকারণ হয় না।

মূল। অত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে।

বিষমপদব্যাখ্যা ১। নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ—পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা—এই পাঁচটী নিত্যদ্রব্য।

২। আশ্রিতত্বং—সমবায়াদিসম্বন্ধেন বৃত্তিমত্ত্বম্।

অর্থাৎ সমবায়াদিসম্বন্ধে অবস্থান করা। সমবায়িসম্বন্ধের কথা মূল হিন্দুপত্রিকায় ন্যায় পরিভাষা কথিত হইয়াছে।

ইহ—সপ্তপদার্থের মধ্যে—

অনুবাদ। ইহার মধ্যে নিত্যদ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থের স্বাধর্ম্ম্য আশ্রিতত্ব বলেন।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। নিত্যদ্রব্যের গুণ আশ্রিতত্ব হইতে পারে না, কেননা নিত্যদ্রব্য কাহারও আশ্রিত হয় না, পরন্তু আশ্রয় হইয়া থাকে। আকাশাদি নিত্যদ্রব্য সকলের আশ্রয়। আকাশাদির আশ্রয়ের উপযুক্ত বস্তু নাই। এই আশ্রিতত্ব ও আশ্রয়ভাব সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। কালিকাদিসম্বন্ধে সকল বস্তুই সকল বস্তুতে আশ্রিতাশ্রয়ভাব অবস্থান করিতে পারে। কালিকাদিসম্বন্ধের কথা হিন্দুপত্রিকার ন্যায় পরিভাষা প্রস্তাবে ব্যক্ত আছে।

আভাস। এক্ষণে বিশেষ করিয়া দ্রব্যের স্বাধর্ম্ম্য বলিতেছেন।

মূল। ক্ষিত্যাদীনাং নবানান্তু দ্রব্যত্ব গুণযোগিতা ॥ ২৪

বিষমপদব্যাখ্যা ১। ক্ষিত্যাদীনাং নবানাং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল দিক, দেহী (আত্মা) ও মন এই নয়টী দ্রব্যের।

২। গুণযোগিতা গুণাশ্রয়তা গুণবত্ত্বা ইত্যর্থ।

অনুবাদ। ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টী দ্রব্যের স্বাধর্ম্ম্য দ্রব্যত্ব ও গুণবত্ত্ব।

মূল। ক্ষিতির্জলং তথা তেজঃ পবনো মন এব চ। পরাপরত্ব মূর্ত্তত্ব ক্রিয়াবেগাশ্রয়া অমী ॥ ২৫ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। পরাপরত্বের কথা পরে ব্যক্ত হইবে। মূর্ত্তত্ব অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত্ব।

অনুবাদ। পরত্ব, অপরত্ব, মূর্ত্তত্ব, ক্রিয়াবত্ব ও বেগবত্ব এই পাঁচটী ক্ষিতি, জল, তেজ, পবন ও মনের স্বাধর্ম্ম্য হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। অপকৃষ্ট পরিমাণবত্ত্বের নাম মূর্ত্তত্ব অর্থাৎ যে পদার্থের পরিমাণের সীমা হয়, তাহার নাম মূর্ত্ত। আকাশাদি প্রভৃতি পদার্থের পরিমাণের সীমা হয় না, কাজেই আকাশাদি মূর্ত্তপদার্থের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আকাশাদির পরিমাণ পরমমহান্ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সসীম পরিমাণই অপকৃষ্ট পরিমাণ, অসীম পরিমাণ উৎকৃষ্ট পরিমাণ, উৎকৃষ্ট পরিমাণকে পরমমহান্ বলা যাইতে পারে।

মূল। কালখাত্মাদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ।

বিষমপদব্যাখ্যা। ১ সর্ব্বগতত্ব সর্ব্বব্যাপিত্ব।

২। পরমং মহৎ—সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা মহৎ আর নাই।

অনুবাদ। কাল খ (আকাশ) আত্মা ও দিক্—এই চারি পদার্থের স্বাধর্ম্ম্য সর্ব্বগতত্ব ও পরম মহত্ত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। সর্ব্বগত বস্তুকে বিভূ বলে। বিভুর লক্ষণ যে বস্তু সর্ব্বস্বমূর্ত্তের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকে এমন মূর্ত্তপদার্থ নাই, কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্ যাহার সহিত সংযোগ রহিত মূর্ত্তপদার্থ অপকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট কেননা তাহার পরিমাণের সীমা হয়। বিভূপদার্থ পরমমহান্ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট সেই কারণে উহার পরম মহত্ত্ব। বিভূপদার্থ অসীম। উহার পরিমাণের সীমা হয় না বলিয়াই পদার্থান্তর হইতে উহার পরিমাণের উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

মূল। ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতানি চত্বারিস্পর্শবন্তিহিঁ। ২৬

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটী ভূতপদার্থ, (অতএব ইহাদের স্বাধর্ম্ম্য ভূতত্ব) তাহার মধ্যে ক্ষিতি, অপ্ তেজ ও বায়ুর স্বাধর্ম্ম্য স্পর্শবত্ত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্বং ভূতত্বং অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণপ্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য (প্রত্যক্ষের যোগ্য) যে বিশেষ গুণ, সেই গুণবিশিষ্ট বস্তু ভূত। বিশেষ গুণ

আত্মার থাকিলেও সে বিশেষ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হওয়া লক্ষণ অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হইল না। অথবা আত্মাভিন্নত্বে সতিবিশেষ গুণবত্বং ভূতত্বং। আত্মা ভিন্ন বিশেষ গুণশালী বস্তু ভূত।

স্পর্শবত্তা সমবায়সম্বন্ধে বুঝিতে হইল।

মূল।—দ্রব্যারম্ভশ্চতুর্ষু স্যাৎ।

অনুবাদ। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এই চারি পদার্থ দ্রব্যের আরম্ভ হয় (অর্থাৎ ক্ষিতি-প্রভৃতি চারি দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য দ্রব্যারম্ভকত্ব।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বায়ু দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয়, আকাশ দ্রব্যের সমবায়িকারণ নয় নিমিত্ত কারণ মাত্র; অতএব দ্রব্য সকল (দ্রব্যসমবায়িকারণতা) ক্ষিতি প্রভৃতি চারিটী ভূতের সাধর্ম্ম্য হয়।

মূল। অথাকাশ শরীরিণাং অব্যাপ্যবৃত্তিঃ ক্ষণিকো বিশেষ গুণ ইষ্যতে ॥ ২৭ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা। ১। শরীরিনাং—আত্মার।

২। অব্যাপ্যবৃত্তি। যাহার বৃত্তি ব্যাপিয়া হয় না। অর্থাৎ যাহার একদেশাবচ্ছেদে বৃত্তি অপর দেশের অবৃত্তি (অভাব) তাহার নাম অব্যাপ্য-বৃত্তি।

৩। ক্ষণিকত্বং তৃতীয়ক্ষণবৃত্তি ধ্বংস প্রতিযোগিত্ব। অর্থাৎ যাহার প্রথমক্ষণে উৎ-পত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি এবং তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয়, সেই প্রতিযোগী ক্ষণিক। যাহার ধ্বংস হয়, সেই প্রতিযোগী হইয়া থাকে।

৪। ইষ্যতে নৈ পণ্ডিতগণের অভিমত।

অনুবাদ। আকাশ ও আত্মার বিশেষ গুণ অব্যাপ্যবৃত্তি ও ক্ষণিক বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। অর্থাৎ আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ব হয়।

বিস্তৃতব্যাখ্যা। অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তি-বিশেষ গুণ ইষ্যতে। এই কারিকায় বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, আর আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ অব্যাপ্য-বৃত্তি ও ক্ষণিক; কেননা একটী শব্দ সকল আকাশ ব্যাপিয়া হয় না, আকাশের যে দেশে শব্দ করা যায়, অপর দেশে তাহার অভাব থাকে এবং শব্দ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার স্থিতি এবং তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয়। এই প্রকার আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিও অব্যাপ্য বৃত্তি, কেননা জ্ঞানাদি শরীরাবচ্ছেদে উৎপন্ন হয়, ঘটাদি অবচ্ছেদে তাহার অভাব থাকে, এবং প্রথমক্ষণে জ্ঞানাদির উৎপত্তি হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে স্থিতি হয় এবং তৃতীয়ক্ষণে ধ্বংস হয় বলিয়া জ্ঞানাদিও ক্ষণিক, অতএব আত্মার সাধর্ম্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি বিশেষ গুণবত্ব এবং ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ব হইয়া থাকে।

পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ; কিন্তু তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি এবং স্থায়ীপ্রযুক্ত অক্ষণিক অর্থাৎ যাবৎ পৃথিবীতে গন্ধ আছে এবং গন্ধ ক্ষণিক নয়। এইপ্রকার জলাদির বিশেষ গুণরূপাদি অব্যাপ্য-বৃত্তিও ক্ষণিক হইতে পারে না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

পঞ্চরত্নমালিকা।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্মস্বনুষ্ঠীয়তাং তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কাম্যে মতিস্ত্যজ্যতাম্। পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোঽনুসন্ধীয়তামাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্॥ ১॥

নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর, সেই সকল কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর, কাম্যকর্ম্মে মতিত্যাগ কর, পাপ সকল ধৌত কর, সংসারসুখের দোষানুসন্ধান কর, আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর ও নিজ গৃহ হইতে শীঘ্র গমন কর॥ ১॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়াধীয়তাং শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সংত্যজ্যতাম্। সদ্বিদ্বানুসর্পতামনুদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্॥ ২॥

সাধুলোকের সহিত সঙ্গ কর, পরমেশ্বরে দৃঢ়াভক্তি রাখ, শমদমাদিগুণ লাভ করিবার জন্য যত্ন কর, শীঘ্র কর্ম্ম দৃঢ়রূপে সংন্যাস কর, সদ্বিদ্বান্ লোকের নিকট গমন কর, প্রতিদিন তাঁহাদের পাদুকা সেবন কর, একমাত্র ব্রহ্ম এই অক্ষরের অর্থানুসন্ধান্ কর ও শ্রুতিমূলক বাক্য শ্রবণ কর॥ ২॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্। ব্রহ্মাস্মীতি বিভাব্যতামহরহো গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং দেহেঽহং মতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ সমুৎসৃজ্যতাম্॥ ৩॥

বেদবাক্যের অর্থগ্রহণ কর, বেদের পক্ষ আশ্রয়গ্রহণ কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, শ্রুতিযুক্ত তর্কানুসন্ধান কর, "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিবে, সর্ব্বদা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে অহংবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, জ্ঞানীলোকের সহিত বাদানুবাদ পরিত্যাগ কর॥ ৩॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং ন চ যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সংতুষ্যতাম্। ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাং শীতোষ্ণাদিবিষহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্॥ ৪॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, স্বাদু অন্ন কাহারও নিকট ভিক্ষা করিবে না, দৈববশাৎ যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, ঔদাসীন্য ইচ্ছা করিবে, লোকের প্রতি ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে, শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বগুণ সহ্য করিবে, বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিবে না॥ ৪॥

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদীদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্‌কর্ম্মপ্রবিলাপ্যতাং চিতি বলান্নাপ্যুত্তরৈঃ শ্লিষ্যতাং প্রারব্ধং ত্বিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনস্থীয়তাম্॥ ৫॥

নির্জ্জনে সুখে উপবেশন করিবে, পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিবে, পূর্ণব্রহ্ম নিরীক্ষণ করিবে, এই সংসার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রতিবন্ধক এইরূপ চিন্তা করিবে, প্রাক্তনকর্ম্ম যাহাতে লোপ হয় তদ্বিষয়ে সচেষ্ট থাকিবে, জ্ঞানবলে অন্য বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবে; প্রারব্ধ কর্ম্ম এই কালেই ভোগ কর ও পরব্রহ্মে অবস্থান কর॥৫॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যো
সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেতো।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোর-
তাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতি প্রসাদাৎ॥৬॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্যবিরচিতা রত্নমালিকা সমাপ্তা॥ *

* ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত এইরূপ জ্ঞানগর্ভ

যে মনুষ্য এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ করেন এবং স্থিরচিত্তে ব্রহ্মচিন্তা করেন, চৈতন্যপ্রসাদে তাঁহার শীঘ্র সংসারদাবানলের তীব্র ঘোরতাপ শান্তি হইয়া যায়।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।
রাঁচি।

মানসমোহন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে তাহা মাসে মাসে প্রকাশ করিব। বি, ভু, দে।

উপোদ্ঘাত।

ভক্তপ্রিয়ং পেশলসৌম্যমূর্ত্তিং
বিষ্ণুপ্রিয়ং কৌ নন্ নু যুগ্মহীনং।
তুষ্টং সদা স্মেরমুখং পুরাণং
বন্দে নিরীশং ভবকর্ণধারং॥ (১)

মনুষ্যমাত্রেরই গুরুদীক্ষা আবশ্যক। গুরুদীক্ষা না হইলে কোন ধর্ম্মকার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না ও গুরুর উপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরই গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া ও গুরুতে ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য। গুরুতে ভক্তি না থাকিলে মনুষ্য কোনক্রমে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ গুরুকে সংসারসমুদ্রের "কর্ণধার" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন (২)। মহর্ষি মনুও পিতামাতা অপেক্ষা গুরুদেবের প্রাধান্য দেখাইয়াছেন (৩)। যোগমায়া শৈলেশনন্দিনীও হিমালয়কে কহিয়াছিলেন যে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মপদদাতা গুরুই সকলের শ্রেষ্ঠ

(১) শ্লেষ।

(২) হিন্দুপত্রিকা ৩য় বর্ষ ৩য় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা ১ স্তম্ভ।

(৩) ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমং।
গুরুশুশ্রূষয়াত্বেব ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥
মনুসংহিতায়াং ২ অধ্যায়ে ২৩৩॥

মনুষ্য মাতৃভক্তিদ্বারা ভূলোক, পিতৃভক্তিদ্বারা স্বর্গলোক ও গুরুসেবাদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

তজ্জন্য গুরুর প্রতি ভক্তি রাখা কর্ত্তব্য (৪)। অন্যান্য ঋষিরাও গুরুদেবে ভক্তি করা সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন (৫)। বিবিধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জ্ঞানলাভ করা যায় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানে ব্রহ্মানুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত নহে। সেই

(৪) তস্মাচ্ছাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো ব্রহ্মদাতা গুরুঃ পরঃ।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন শঙ্করঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন শ্রীগুরুং তোষয়েন্নগ।
কায়েন মনসা বাচা সর্ব্বদা তৎপরো ভবেৎ॥
অন্যথা তু কৃতঘ্নঃ স্যাৎ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
দেবীভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৩৬ অধ্যায়ে।

ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যে ব্রহ্মদাতা একমাত্র গুরুই সকলের শ্রেষ্ঠ। শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করেন কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে মহাদেবও ত্রাণ করিতে পারেন না। হে পিতঃ! তজ্জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে গুরুকে সন্তুষ্ট করা ও তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে কৃতঘ্ন হয়, কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নাই।

(৫) অজ্ঞানতমসাকীর্ণং চেতোজন্তোঃ স্বয়ং গুরুঃ।
জ্ঞানাঞ্জনেন সম্মার্জ্জ্য করোতি ব্রহ্মনির্ম্মলম্॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ৪ অধ্যায়ে ৩।

গুরু নিজে জন্তুর অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তকে জ্ঞানাঞ্জনদ্বারা মার্জ্জনা করিয়া ব্রহ্মের ন্যায় নির্ম্মল করেন।

গুরূপদিষ্টমার্গেণ ধ্যায়ন্ মন্ত্রপমব্যয়ম্।
মৎসাযুজ্যং দ্বিজঃ সম্যগ্ ভজেদ্ভ্রমরকীটবৎ।
সৈব সাযুজ্যমুক্তিঃ স্যাদ্ ব্রহ্মানন্দকরী—শিবা॥
মুক্তিকোপনিষৎ ১ অধ্যায়ে ২২।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে কহিয়াছিলেন যে, গুরুর উপদিষ্টমার্গে যদি কোন ব্রাহ্মণ ভ্রমর কীটের ন্যায় আমার

জ্ঞানে কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক অনেকস্থলে অনেক বিষয়ে অপকার হইয়া থাকে। যোগমার্গে গুরুর উপদেশ ভিন্ন কোন বিষয় শিক্ষা করিতে পারা যায় না। পুস্তকপঠিত জ্ঞানে কোন যোগের কার্য্য করিলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না বরং শারিরীক ও মানসিকবৃত্তি এরূপ নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে চিরজীবনের মধ্যে আর পুনর্গঠিত হয় না সুতরাং যখন এরূপ জ্ঞানে কোন পারমার্থিকফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না তখন এরূপ জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণস্তবকালীন ভক্তির বিষয় বর্ণনা করিয়া এরূপ জ্ঞানকে দোষ দিয়াছিলেন (৬)। কলিপাবনাবতার চৈতন্যদেবও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ কহিয়াছেন (৭)। বরং অন্ধ ভক্তি থাকা ভাল তথাপি শুষ্কজ্ঞান থাকা ভাল নহে। সেই অন্ধ ও অচলাভক্তি গুরুদেবে থাকিলে মনুষ্যের আর সংসারদবদাহনযন্ত্রণা

অথাঽরূপ ধ্যান করেন তাহাহইলে তিনি সম্যক্‌প্রকারে আমার সাযুজ্য লাভ করেন তাহাকেই ব্রহ্মানন্দকরী মঙ্গলদায়িনী সাযজ্যমুক্তি কহে।

অব্যুৎপন্নমনা যাবদ্ভবা ন জ্ঞাত তৎপদঃ।
গুরু শাস্ত্রপ্রমাণৈস্তু নির্ণীতং তাবদাচরঃ॥

ঐ ২ অধ্যায়ে ৩০॥

হে হনুমন্! যাবৎ তোমার দিব্যজ্ঞানোৎপত্তি না হয় ও ভগবৎপদ জ্ঞাত না হও তাবৎ গুরুপদিষ্ট শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা নির্ণীত কার্য্য আচরণ কর।

তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ ১, ২, ১২।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ প্রপাঠকে ১ খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় যে নারদ ঋষি উপদেশ ও জ্ঞানলাভের জন্য সনৎকুমারের নিকট গমন করিয়াছিলেন।

তদ্ভিন্ন গোভিল, আপস্তম্ব, লাট্টায়নাদি গৃহ্যসূত্রেও গুরুর নিকট হইতে উপদেশ ও গুরুর প্রতি ভক্তির বিষয় বর্ণিত আছে। বিস্তৃতি বিষয় আর উল্লেখ করা গেল না। এতদ্ভিন্ন তন্ত্রেও স্বয়ং মহাদেবও গুরুর প্রতি ভক্তি করিতে আদেশ করিয়াছেন—

গুরোরাজ্ঞা বশীভূত্বা বিহরেদ্দেববৎ ভুবি॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৩ উল্লাসে ১৩৯।

গুরুর আজ্ঞা বশীভূত হইয়া দেবতার ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবে।

ধর্ম্মার্থকামৈঃ কিং তস্য মোক্ষ এব করে স্থিতঃ।
সর্ব্বোপায়ৈ গুরৌদেবি যস্য ভক্তিঃ সদা স্থিরা॥

কুলার্ণবে ১২ উল্লাসে।

দেবি তাঁহার ধর্ম্মার্থকামে প্রয়োজন কি? তাঁহার হস্তে মোক্ষ বর্ত্তমান থাকে যিনি সর্ব্বোপায়ে সর্ব্বদা গুরুতে অচলা ভক্তি রাখেন।

মন্ত্রচৈতন্যবিজ্ঞাতা গুরুরুক্তঃ সয়ম্ভুবা।
নমেস্তু গুরবে তস্মৈ প্রত্যাক্যায় যদাজ্ঞয়া॥

গৌতমীয়তন্ত্রে ৫ অধ্যায়ে।

আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।

নীলতন্ত্রে ৫ম পটলঃ।

ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যে তু যানি তীর্থানি সন্তি বৈ।
গুরো পাদোদকে তানি নিবসন্তি হি সন্ততম্॥

গুপ্তসাধনতন্ত্রে ২য় পটলঃ।

এইরূপ প্রায় সকল তন্ত্রে ও স্মৃতিতে গুরুভক্তির আদেশ আছে।

(৬) শঙ্করাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের ২য় খণ্ডের ১২ মন্ত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন যে "শাস্ত্রজ্ঞোপি স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রহ্মজ্ঞানান্বেষণং ন কুর্য্যাৎ"

শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও (গুরুব্যতিত) স্বতন্ত্রভাবে কেহ ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিবে না।

(৭) শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে। তেষামসৌ ক্লেশলএব শিষ্যতে নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায় ৪।

হে বিভো! তোমার মঙ্গলালয় ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ক্লেশ করেন তাঁহাদের ক্লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে আর কিছুই নহে যেরূপ অল্পপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকণাহীন স্থূল তুষকে আঘাত করিলে কোন ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না (সেইরূপ ভক্তি তুচ্ছ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভের জন্য ইচ্ছা করেন তাঁহারা কোন ফল পান না)।

ভোগ করিতে হয় না। গুরুকে মনুষ্য বুদ্ধি করিলেও মনুষ্যকে পাপভাক্ হইতে হয় (৮)। গুরুতে ও দেবতাতে কোন পার্থক্য নাই এই ভাবিয়া গুরুকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। (৯)

গুরুর এই প্রাধান্যবশতঃ অনেক মহাত্মাও গুরুর স্তব রচনা করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য ভগবান শঙ্করাচার্য্যের রচিত গুরু-স্তব অদ্য পাঠকবর্গকে উপহার দেওয়া গেল।

গুর্ব্বষ্টকং।

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং
যশশ্চারুচিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥১॥

যদি সুরূপ শরীর হয় কিম্বা সুন্দরী স্ত্রী হয়, নির্ম্মল যশ হয় ও মেরুতুল্য ধন হয় কিন্তু যদি মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না থাকে তাহাহইলে তোমার কি হইবে?, কি করিবে? কোথায় যাইবে ও কিসে মুক্তি হইবে? ॥ ১ ॥

কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং
গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২॥

স্ত্রী, ধন, পুত্র, পৌত্রাদি সমুদায় গৃহবন্ধু বান্ধব লাভ করিয়াছ কিন্তু মন যদি গুরুপাদ-পদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে (পূর্ব্ববৎ) ॥ ২ ॥

ষড়ঙ্গাদিবেদোমুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বাদিগদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩॥

যদি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন কর মুখে শাস্ত্রবিদ্যা কবিত্বাদি বর্ত্তমান থাকে, গদ্য ও সুপদ্য রচনা করিতে পার কিন্তু যদি গুরুপাদপদ্মে মন লগ্ন না হয় তাহাহইলে … … … ॥ ৩ ॥

বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ
সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪॥

যদি তোমার বিদেশে মান্য থাকে, স্বদেশে তুমি ধন্য হও, অনেক সৎকার্য্য করিতেছ ও অন্য অসৎকার্য্য কর নাই, কিন্তু যদি তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৪ ॥

ক্ষমামণ্ডলে ভূপ ভূপালবৃন্দৈঃ
সদা সেবিতং যস্য পদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫॥

যদি পৃথিবীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তী সকল তোমার পদারবিন্দ সেবা করে, কিন্তু

(৮) ধর্ম্মচারি মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে এক দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত॥
চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেদে ৬৪॥

তত্রৈব প্রমাণং
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥
শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৪।

(৯) কুরুতে নরবুদ্ধিঞ্চ মাতরং পিতরং গুরুং।
অযশস্তস্য সর্ব্বত্র বিঘ্নএব পদে পদে॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ৬০ অধ্যায় ৭।

মাতা পিতা ও গুরুকে নরবুদ্ধি করিলে তাহার সর্ব্বত্র অযশ হয় ও পদে পদে বিঘ্ন হয়।

গুরোঃ পরতরং নাস্তি ত্রৈলোক্যে চ বিশেষতঃ।
গুরুণা পরমেশানি দেবতৈক্যং বিভাবয়েৎ॥
বৃহন্নীলতন্ত্রে ৩য় পটলে।

ত্রিলোকের মধ্যে গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই। হে পরমেশানি। গুরুকে দেবতার সমান চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

যদি গুরুপাদপদ্মে তোমার মন লগ্ন না হয় তাহা হইলে ॥ ৫ ॥

যশো মে গতং দিক্ষুদানপ্রতাপাৎ
জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎ প্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৬॥

যে গুরুর প্রসাদে তোমার দান ও প্রতাপ-জনিত যশ দিক্ সকলে গিয়াছে ও জগতের সমস্ত বস্তু তোমার করতলগত হইয়াছে যদি সেই গুরুর পাদপদ্মে তোমার মন লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৬ ॥

ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৭॥

তোমার চিত্ত আর ভোগবিষয়ে ধাবিত হয় না (কারণ তুমি অনেক বিষয়ভোগ করিয়াছ) তোমার চিত্ত আর যোগাকাঙ্ক্ষাও করে না (কারণ যোগাভ্যাস করিয়াছ), হস্তী ও ঘোটকের উপভোগেও চিত্ত আর ধাবিত হয় না, কান্তাসুখে ও ধনোপার্জ্জনেও চিত্ত আর ধাবিত হয় না যদি এসময় তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৭ ॥

অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে
ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৮॥

তোমার অরণ্যে বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, নিজের গৃহেও বাসেচ্ছা নাই কোন কার্য্যে মনযোগ নাই, নিজ অমূল্যদেহের প্রতিও মমতা নাই যদি এসময় তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৮ ॥

অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্
সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৯॥

অমূল্যরত্ন ভোগ করিয়াছ, রাত্রিতে সম্যক্-প্রকারে কামিনী আলিঙ্গন করিয়াছ যদি এই-ক্ষণও তোমার মন গুরুপাদপদ্মে লগ্ন না হইল তাহাহইলে ॥ ৯ ॥

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী
যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেৎ বাঞ্ছিতার্থং পদং ব্রহ্মসংজ্ঞং
গুরোরুক্ত বাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥ ১০ ।

যদি কোন পুণ্যাত্মা লোক যতি, ভূপতি, ব্রহ্মচারী কিম্বা গৃহী এই গুরুর অষ্টক পাঠ করেন তাহাহইলে তিনি বাঞ্ছিতার্থ লাভ করেন ও গুরুর উক্ত বাক্যে মন যাহার লগ্ন তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করেন ॥ ১০ ॥

গুর্ব্বষ্টক সম্পূর্ণ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।
রাঁচি।

অগ্নিপুরাণ।

অগ্নিপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত। ইহার বক্তা অগ্নি, বোদ্ধব্য বশিষ্ঠঋষি।

একদা নৈমিষারণ্যে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞরত শৌনকপ্রভৃতি ঋষিবৃন্দ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সমাগত সূতকে স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক সারাৎসার কি? জিজ্ঞাসা করেন। একমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুই

সারাৎসার বলিয়া সূত অগ্নিবশিষ্ঠসংবাদে বিদ্যাসার বলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই গ্রন্থের মুখবন্ধ।

অগ্নিপুরাণ একখানি সংগ্রহ পুস্তক বলিলে অযথা হয় না। ইহাতে অনন্যবেদ্য বস্তু বর্ণিত নাই অথচ আছে সব। ব্যাকরণ, ছন্দ, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, অষ্টবর্গ অভিধান, জ্যোতিষ তন্ত্রমন্ত্র, শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শনেরও অভাব আছে। সবই সংক্ষিপ্ত, সারময়। সংক্ষেপে সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ, মহাভারত এতদ্ভিন্ন পৃথগ্রূপে সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ ও যদুবংশ বর্ণিত আছে। মনুষ্য চিকিৎসা ব্যতীতও অশ্বাদির চিকিৎসা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আরও সৃষ্টি, প্রলয়, রাজধর্ম্ম, যতিধর্ম্ম, শিবপূজা, বিষ্ণুপূজা, বিবিধপ্রকার ব্রত, স্নানদান, অগ্নিকার্য্য, দীক্ষা, শিল্প, পুষ্করিণীপ্রভৃতির প্রতিষ্ঠা, গঙ্গাদি তীর্থমাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধ, যোগশাস্ত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অশৌচ, প্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকাদির লক্ষণ, মহাদানাদি সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, স্বপ্নাধ্যায়, শাকুনবিজ্ঞান, যাত্রা, লক্ষ্মীস্তোত্র, মৎস্যাদি অবতার, ব্রহ্মাণ্ড-বর্ণন, দ্রব্যশুদ্ধি, রামোক্তনীতি, স্ত্রীপুরুষলক্ষণ, দায়ভাগ, ব্যবহার, গর্ভোৎপত্তি, শরীরাবয়বনরক ও মণ্ডলাদির কথা আছে। অধ্যাত্মকথাও অপ্রতুল নাই। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা ও সমাধি বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদও বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার গীতা, সেই গীতার সারসঙ্কলন ইহাতে করা হইয়াছে। অধিকন্তু কঠবল্লীতে যম নাচিকেতাকে যে সকল তত্ত্ব বলিয়াছিলেন তাহার সার যমগীতা নাম দিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক তত্ত্ব আছে, নাই কেবল পৌরাণিক গল্প। সমগ্র পরিচয় দিতে হইলে সূচিপত্রটী অবিকল তুলিতে হয়। উপসংহারে অগ্নিপুরাণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ৩৮৩ তিনশত তিরাশি অধ্যায়ে এই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহার অধ্যায় বড়ই সংক্ষিপ্ত। সংক্ষেপে বক্তব্যপ্রকাশ ইহার কারণ। এত সংক্ষেপে লেখা আছে যে একটী অধ্যায় ষড়পাদে রচিত একটীমাত্র শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। অনেক অধ্যায় ৫।৭ শ্লোকে পরিসমাপ্ত। একটী অধ্যায়মাত্র ১২৪ শ্লোকে রচিত। সমগ্র অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা ৮৭৭৪। মন্ত্রময় কয়েকটী অধ্যায় গদ্যময়, তদ্ভিন্ন সব পদ্যময় অনেক মন্ত্র লিখিত আছে।

পাঠকের পরিচয়ের জন্য যমগীতা, গীতাসার অদ্বৈতবাদ পদ্যে ব্যাকরণ, শব্দরূপ, সন্ধিপ্রভৃতি কয়েক স্থান যথাক্রমে উদ্ধৃত করিব। আজ যমগীতা উপহার দিলাম।

যমগীতা।

অগ্নিরুবাচ।

যমগীতাং প্রবক্ষ্যামি উক্তা যা নাচিকেত মে।
পঠতাং শৃণ্বতাং ভুক্ত্যৈ মুক্ত্যৈ মোক্ষার্থিনাং সতাং॥

যম উবাচ।

আসনং শয়নং যান পরিধানগৃহাদিকম্।
বাঞ্ছত্যহোঽতিমোহেন সুস্থিরং স্বয়মস্থিরঃ॥ ১॥
ভোগেষ্বসক্তিঃ সততং তথৈবাত্মাবলোকনম্।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং কপিলোদ্গীতমেব হি॥২॥
সর্ব্বত্র সমদর্শিত্বং নির্ম্মমত্বমসঙ্গতা।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং গীতং পঞ্চশিখেন তু॥ ৩॥
আগর্ভজন্মবাল্যাদি-বয়োবস্থাদিবেদনম্।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং গঙ্গাবিষ্ণুপ্রগীতকম্॥ ৪॥
আধ্যাত্মিকাদিদুঃখানামাদ্যন্তাদিপ্রতিক্রিয়া।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং জনকোদ্গীতমেব চ॥৫॥
অভিন্নয়োর্ভেদকরঃ প্রত্যয়ো যঃ পরাত্মনঃ।
তচ্ছান্তিঃ পরমং শ্রেয়ঃ ব্রহ্মোদ্গীতমুদাহৃতম্॥৬॥
কর্ত্তব্যমিতি যৎ কর্ম্ম ঋগ্যজুঃ সামসঙ্গীতম্।

কুরুতে শ্রেয়সে সঙ্গান্ জৈগীষব্যেন গীয়তে ॥৭॥
হানিঃ সর্ব্ববিধিৎসানামাত্মনঃ সুখহৈতুকী।
শ্রেয়ঃ পরং মনুষ্যাণাং দেবলোদ্গীতমিরিতম্ ॥৮॥
কামত্যাগাত্তু বিজ্ঞানং সুখং ব্রহ্মপরং পদম্।
কামিনাং ন হি বিজ্ঞানং সনকোদ্গীতমেব তৎ ॥৯
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কার্য্যং কর্ম্মপরোঽব্রবীৎ।
শ্রেয়সাং শ্রেয় এতদ্ধি নৈষ্কর্ম্ম্যং ব্রহ্মতদ্ধরিঃ ॥ ১০ ॥
পুমাংশ্চাধিগতজ্ঞানো ভেদং নাপ্নোতি সত্তমঃ।
ব্রহ্মণা বিষ্ণুসংজ্ঞেন পরমেণাব্যয়েন চ ॥ ১১ ॥
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং সৌভাগ্যরূপমুত্তমং।
তপসা লভ্যতে সর্ব্বং মনসা যদ্‌গদিচ্ছতি ॥ ১২ ॥
নাস্তি বিষ্ণুসমং ধ্যেয়ং তপো নানশনাৎ পরং।
নাস্ত্যারোগ্যসমং ধন্যং নাস্তি গঙ্গাসমা সরিৎ ॥১৩
ন সোঽস্তি বান্ধবং কশ্চিদ্বিষ্ণুং মুক্ত্বা জগদ্‌গুরুম্।
অধশ্চোর্দ্ধং হরিশ্চাগ্রে দেহেন্দ্রিয়মনোসুখে ॥১৪॥
ইত্যেব সংস্মরন্ প্রাণান্ যস্ত্যজেৎ স হরির্ভবেৎ।
যত্তদ্ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বং যৎ সর্ব্বং তস্য সংস্থিতং ॥ ১৫ ॥
অগ্রাহ্যমনির্দ্দেশ্যং সুপ্রতিষ্ঠাঞ্চ যৎ পরা।
পরাপরস্বরূপেণ বিষ্ণুঃ সর্ব্বহৃদিস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষং কেচিদিচ্ছন্তি তৎপরং।
কেচিদ্বিষ্ণুং হরং কেচিদ্ ব্রহ্মণমীশ্বরং তথা ॥১৭॥
ইন্দ্রাদিনামভিঃ কেচিৎ সূর্য্যং সোমঞ্চ কালকং।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং জগদ্বিষ্ণুং বদন্তি চ ॥ ১৮ ॥
স বিষ্ণুঃ পরমং ব্রহ্ম যতো নাবর্ত্ততে পুনঃ।
সুবর্ণাদিমহাদানপুণ্যতীর্থাবগাহনৈঃ ॥ ১৯ ॥
ধ্যানৈর্ব্রতৈঃ পূজয়া চ ধর্ম্মশ্রুত্যা তদাপ্নুয়াৎ।
আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীর-রথমেব চ ॥ ২০ ॥
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ॥ ২১ ॥
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন চেতসা ॥ ২২ ॥
ন সৎপদমবাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি।
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা ॥২৩॥
স তৎপদমবাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে।
বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্ নরঃ ॥ ২৪ ॥
সোঽধ্বানং পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ॥ ২৫ ॥
মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরং ॥ ২৬ ॥
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি।
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে ॥ ২৭ ॥
দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।
যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেজ্‌জ্ঞানমাত্মনি ॥২৮
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাত্মনোর্যোগং যমাদ্যৈর্ব্রহ্মসম্ভবেৎ ॥২৯॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ।
যমাশ্চ নিয়মাঃ পঞ্চ শৌচং সন্তোষঃ সত্তপঃ ॥৩০॥
স্বাধ্যায়েশ্বরপূজা চ আসনং পদ্মকাদিকম্।
প্রাণায়ামো বায়ুজপঃ প্রত্যাহারঃ স্বনিগ্রহঃ ॥৩১॥
শুভেহ্যেকত্র বিষয়ে চেতসো যৎ প্রধারণম্।
নিশ্চলত্বাত্তু ধীমদ্ভির্ধারণা দ্বিজ কথ্যতে ॥ ৩২ ॥
পৌনঃ পুণ্যেন তত্রৈব বিষয়েব ধারণা।
ধ্যানং স্মৃতং সমাধিস্তু অহং ব্রহ্মাত্মসংস্থিতিঃ ॥৩৩॥
ঘটধ্বংসাদ্ যথাকাশমভিন্নং নভসা ভবেৎ।
যুক্তো জীবো ব্রহ্মণৈবং সদ্‌ব্রহ্ম ব্রহ্ম বৈ ভবেৎ ॥৩৪
আত্মানং মন্যতে ব্রহ্ম জীবো জ্ঞানেন নান্যথা।
জীবো হ্যজ্ঞানতৎকার্য্যমুক্তঃ স্যাদজরামরঃ ॥ ৩৫ ॥

অগ্নিরুবাচ।

বশিষ্ঠ! যমগীতোক্তা পঠতাং ভুক্তিমুক্তিদা।
আত্যন্তিকোলয়ঃ প্রোক্তো বেদান্তব্রহ্মধীময়ঃ ॥৩৬

ইত্যাগ্নেয়ে যমগীতা নাম দ্ব্যশীত্যধিক
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অনুবাদ। অগ্নি বশিষ্ঠকে বলিলেন, হে বশিষ্ঠ! তোমাকে যমগীতা বলিব; যম যাহা ভোগী পাঠকও শ্রোতার সুখভোগের জন্য এবং মোক্ষার্থীর মোক্ষের জন্য নাচিকেতাকে বলিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। মনুষ্য স্বয়ং অচিরস্থায়ী হইয়া অতি মোহবশতঃ চিরস্থায়ী

মঞ্চাদি, আসন, খট্টাদি শয়ন, অশ্বাদি যান, পরিধেয় বস্ত্রাদি ও গৃহাদি বাঞ্ছা করিয়া থাকে। কপিলমুনি বলিয়াছেন, সতত ভোগে অনাসক্তি এবং সর্ব্বভূতে আত্মনির্ব্বিশেষে সমদর্শিতা মনুষ্যের পরম মঙ্গলসাধন। পঞ্চশিখ ঋষি বলিয়াছেন, সর্ব্বত্র সমদর্শিতা, নির্ম্মমতা এবং আসক্তিশূন্যতা মনুষ্যের পরম মঙ্গলের কারণ। বিষ্ণু বলিয়াছেন, গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বাল্য, কৌমার ও যৌবনের অবস্থাদির অনুশীলন পরম মঙ্গলের কারণ। জনক বলিয়াছেন, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখের পরিহার পরম মঙ্গলের কারণ। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, যে ভক্তি অভিন্নভাবে অববুদ্ধ প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পরমাত্মাকে ভেদ করে, তাহাই শান্তি ও পরম মঙ্গলের সাধন। জৈগীষব্য ঋষি বলিয়াছেন। ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে কথিত যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে কামনাশূন্যভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। দেবল বলিয়াছেন, আত্মতৃপ্তির জন্য সমস্ত কর্ম্মের পরিহার মনুষ্যের শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সাধন। সনকমুনি বলিয়াছেন, কামনাত্যাগ করিলে জ্ঞান অনন্তর সুখ এবং অন্তে পরব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়; কিন্তু কামীদিগের জ্ঞান হয় না। কর্ম্মতত্ত্ববিৎ হরি বলিয়াছেন, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত এই দুইপ্রকার কার্য্য। প্রবৃত্তকর্ম্ম প্রেয়াম্ (কামী) ব্যক্তির শ্রেয়ঃসাধন এবং নিবৃত্তকর্ম্ম শ্রেয়স্কামের নৈষ্কর্ম্ম ব্রহ্মের সাধন। যে সকল সাধুতম জ্ঞানী অব্যয় বিষ্ণুসংজ্ঞিত পরমব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহারা তপোবলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, সাতিশয় সৌভাগ্য ও সমস্ত মনোভীষ্ট লাভ করেন। বিষ্ণুসদৃশ ধ্যেয়বস্তু আর নাই। উপবাস অপেক্ষা তপঃ আর নাই। আরোগ্যতুল্য ধন নাই এবং গঙ্গাসমা নদী আর নাই। জগতে জগদ্‌গুরু বিষ্ণুব্যতীত বন্ধু নাই। হরি অধঃ, উর্দ্ধ, অগ্রে, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। এই ধারণায় যে প্রাণ পরিহার করে, পরকালে হরি হয়। কেননা যিনি ব্রহ্ম, তিনিই সব, যেহেতু সমস্তই তাঁহার অধিষ্ঠানে অবস্থান করিতেছে। যাঁহাকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না; অথচ যিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই বিষ্ণু পরাপররূপে সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। কেহ তাঁহাকে যজ্ঞেশ, কেহ পুরুষ বলিতে ইচ্ছা করে এবং কেহ বিষ্ণু, কেহ শিব, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর বলে। কেহ ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি নামের দ্বারা তাঁহার নির্দ্দেশ করে। কেহ সূর্য্য, চন্দ্র অথবা কাল বলে। তত্ত্ববিদেরা ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত জগৎকে বিষ্ণু বলেন। সেই বিষ্ণুই পরম ব্রহ্ম। যাঁহাকে পাইলে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না। সুবর্ণ প্রভৃতি মহাদান, পুণ্যতীর্থে অবগাহন, ধ্যান, ব্রত, পূজা, ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ প্রভৃতি কর্ম্মে যে ফল, এক বিষ্ণুপ্রাপ্তিতে সেই সকল ফললাভ হয়। আত্মাকে রথস্বামী, শরীর রথ, বুদ্ধি (নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি) সারথি, মনঃ (সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তি) প্রগ্রহ (লাগাম) ইন্দ্রিয়সকল সেই রথের অশ্ব, বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ) গোচর (পথ জানিবে। মনীষীগণ বলেন, ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মা (জীবাত্মা) তাহার লাভালাভ ফলভোক্তা। যে ভোগাসক্তচিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, সে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না; বরং সংসারে অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যে সর্ব্বদা ভক্তিপূত মনে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, সে সেই পদ পায়, যে পদ পাইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না। যাহার বুদ্ধি সারথি, মনপ্রগ্রহ; সে গন্তব্যপথের পারস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয় হইতে

ইন্দ্রিয়ের অর্থ (রূপরসাদিবিষয়) (কেননা বিষয়ের অধীন ইন্দ্রিয়ের প্রামাণ্য) বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ কেননা মনের অধীন বিষয়) মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। (যেহেতু বুদ্ধিবলে মন স্থির হয়) বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা অর্থাৎ মহত্তত্ব শ্রেষ্ঠ। মহত্তত্ব হইতে (মূলকারণ) প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে আর শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। তিনিই শেষ এবং চরম আশ্রয়। অর্থাৎ অগ্রে ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ, চরমে পরম পুরুষের স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পরম-পুরুষ গূঢ়ভাবে সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। বাহিরে প্রকাশ হন না, সূক্ষ্মদর্শীরা সূক্ষ্মবুদ্ধি-দ্বারা ভক্তির একাগ্রতায় দর্শন করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনে লীন করিবে। মনকে জ্ঞানাত্মক বুদ্ধিতে লয় করিবে। বুদ্ধি মহান্ আত্মায় অর্থাৎ জীবাত্মায় লয় করিবে। সেই জীবাত্মা কূটস্থ নির্ব্বিকার পরমাত্মায় লয় করিবে। যমাদিদ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মায় পরস্পর সম্বন্ধ অবগত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, যম, নিয়ম, শৌচ, সন্তোষ, নিষ্কাম তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপূজা, পদ্মকাদি আসন, প্রাণায়াম, বায়ুজপ, প্রত্যাহার, আত্মনিগ্রহ করিতে হয়। হে দ্বিজ! অনন্যচেতা হইয়া মঙ্গলময় বিষয়ে যে চিত্তের ধারাবাহিক অনুশীলন ধীমানেরা তাহার নাম ধারণা বলিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ সেই বিষয়ের ধারণার নাম ধ্যান বলিয়াছেন। সোঽহং—এই জ্ঞানের নাম সমাধি। ঘট ভগ্ন করিলে যেমন তাহার মধ্যগত আকাশ মহাকাশের সহিত সম্মিলিত হয়, সেইরূপ জীব আত্মজ্ঞানলাভে লিঙ্গদেহের সহিত বিযুক্ত হইলে ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্ম হয়। জীব কেবল জ্ঞান-বলে আপনাকে (আত্মাকে) ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারে। অন্যপ্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। জীব অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য হইতে মুক্ত হইলে অজর এবং অমর হয়।

অগ্নি বলিলেন,—বশিষ্ঠ! যমগীতা বলিলাম। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে তাহাদের ভক্তি ও মুক্তি হয়। ইহাতে বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানময় আত্যন্তিক লয় হয় বলিয়াছেন।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

ভাষাপরিচ্ছেদ।

রূপদ্রবত্বপ্রত্যক্ষযোগি স্যাৎ প্রথমং ত্রিকম্।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। রূপদ্রবত্ব প্রত্যক্ষ-যোগি, রূপযোগি, দ্রবত্ব যোগি এবং প্রত্যক্ষ যোগি। যোগিশব্দের অর্থ-বিশিষ্ট।

অনুবাদ। প্রথমোল্লিখিত পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিন দ্রব্য রূপবিশিষ্ট, দ্রবত্ববিশিষ্ট ও প্রত্যক্ষবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ ইহাদের সাধর্ম্ম্য রূপদ্রবত্ব ও প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব।

বিশদীকরণ। অত্রত্য প্রত্যক্ষশব্দের অর্থ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বুঝিতে হইবে। বায়ুর ত্বাচ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

গুরুণী দ্বে রসবতী … … … … ।

অনুবাদ। পৃথিবী ও জল এই দুই দ্রব্য গুরুত্ববিশিষ্ট ও রসবিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্ম্য গুরুত্ব ও রসবত্ব।

… … … দ্বয়োর্নৈমিত্তিকো দ্রব॥ ২৮॥

অনুবাদ। পৃথিবী ও তেজ এই দুই দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য নৈমিত্তিকদ্রবত্ব।

বিষদীকরণ। যাহা নিমিত্তাধীন, তাহাই নৈমিত্তিক। অর্থাৎ অস্বাভাবিক। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক। ক্ষিতি ও তেজের দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। এস্থলে নিমিত্ত অগ্নি ইহা পরবর্ত্তী গ্রন্থে সুব্যক্ত হইবে।

আত্মানো ভূতবর্গাশ্চ বিশেষগুণযোগিনঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা। বিশেষগুণযোগিনঃ—বিশেষগুণের আশ্রয়। বিশেষগুণ যথা—বুদ্ধ্যাদি-ষট্কং স্পর্শান্তাঃ স্নেহঃ সংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। অদৃষ্টভাবনা শব্দা অমী বৈশেষিকাগুণাঃ। পরে বিস্তৃত হইবে।

অনুবাদ। আত্মা ও পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য বিশেষগুণ।

যদুক্তং যস্য সাধর্ম্ম্যং বৈধর্ম্ম্যমিতরস্য চ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ। যাহা যাহার সাধর্ম্ম্য, তাহা তদিতর বস্তুর বৈধর্ম্ম্য।

বিষদীকরণ। সমবায়িকারণতা দ্রব্যের সাধর্ম্ম্য; কিন্তু ঐ সমবায়িকারণতা গুণের বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে হইবে। "সপ্তানামপি সাধর্ম্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে।" এই প্রমাণবলে জ্ঞেয়ত্বাদি কোন পদার্থের বৈধর্ম্ম্য হয় না; কেননা উহা পদার্থমাত্রের সাধর্ম্ম্য। অতএব জ্ঞেয়ত্বাদি ভিন্ন বৈধর্ম্ম্যনিয়ম বুঝিতে হইবে।

স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগাখ্য সংস্কারোমরুতো গুণাঃ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। স্পর্শাদয়ঃ—অষ্টৌ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্বসংযোগ, বিভাগ, পরত্ব ও অপরত্ব, এই আট। ২। বেগাখ্য-সংস্কার—বেগনামক সংস্কার। অর্থাৎ বেগ।

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ—এই নয়টা বায়ুর গুণ।

অষ্টৌ স্পর্শাদয়ো রূপদ্রবো বেগশ্চ তেজসি ॥৩০॥

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগপরত্ব, অপরত্ব, রূপ, দ্রবত্ব ও বেগ—এই একাদশটী তেজের গুণ।

স্পর্শাদয়োঽষ্টৌ বেগশ্চ গুরুত্বঞ্চ দ্রবত্বকম্।
রূপঃ রসস্তথা স্নেহো বারিণ্যেতে চতুর্দ্দশ ॥৩১॥

অনুবাদ। স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও স্নেহ—এই চতুর্দ্দশটী জলের গুণ।

স্নেহহীনা গন্ধযুতাঃ ক্ষিতাবেতে চতুর্দ্দশ।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। এতে পূর্ব্বোক্ত বায়ুর চতুর্দ্দশটী গুণ।

অনুবাদ। পৃথিবীর ও পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশটী গুণ। কিন্তু উহার মধ্যে স্নেহবাদ, তাহার পরিবর্ত্তে গন্ধের যোগ অর্থাৎ স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও গন্ধ—এই চতুর্দ্দশটী বায়ুর গুণ।

বুদ্ধ্যাদি ষট্কং সংখ্যাদি পঞ্চকং ভাবনা তথা।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুঃচতুর্দ্দশ ॥ ৩২ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। বুদ্ধ্যাদি ষট্কং—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ন—এই ছয়টী। ২। সংখ্যাদিপঞ্চকং—সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। ৩। আত্মনঃ—জীবাত্মার।

অনুবাদ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ পৃথকত্ব সংযোগ, বিভাগ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এই চতুর্দ্দশটী জীবাত্মার গুণ।

বিষদীকরণ। আত্মা দুই প্রকার—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার বন্ধন ও মোচন হয়। পরমাত্মা বন্ধনমুক্তিরহিত—নির্লিপ্ত। জীবাত্মা ব্যক্তিভেদে অনেক; কিন্তু পরমাত্মা প্রতিবস্তুতে অবস্থিত অথচ এক। এতদ্ভিন্ন সুখাদি কয়েকটী গুণ কেবল জীবাত্মনিষ্ঠ। পরমাত্মার সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ভাবনা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নাই।

সংখ্যাদিপঞ্চকং কালদিশোঃ শব্দশ্চ তে চখে ॥৩৩

অন্বয়। কালদিশোঃ সংখ্যাদিপঞ্চকং। তে চ (সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চগুণাঃ) শব্দশ্চ খে (আকাশে) বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ।

অনুবাদ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ—এই পাঁচটী কাল ও দিকের সাধর্ম্ম্য এবং সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও শব্দ—এই ছয়টী আকাশের গুণ।

সংখ্যাদয়ঃ পঞ্চবুদ্ধিরিচ্ছা যত্নোঽপি চেশ্বরে।

অনুবাদ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ বিভাগ, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও যত্ন—এই আটটী ঈশ্বরের গুণ।

পরাপরত্ব সংখ্যাদ্যাঃ পঞ্চবেগশ্চ মানসে॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। পরত্ব, অপরত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই আটটী মনের গুণ।

তত্র ক্ষিতির্গন্ধহেতুর্নানারূপবতী মতা।

বিষমপদব্যাখ্যা—১। গন্ধহেতুঃ—গন্ধের সমবায়িকারণ। ২। তত্র উক্ত দ্রব্যের মধ্যে।

অনুবাদ। উক্ত দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণ এবং সিত, পীত, লোহিত প্রভৃতি বিবিধরূপ-বিশিষ্ট বলিয়া অভিমত।

বিষদীকরণ। পাষাণও একপ্রকার পৃথিবী (মাটী) পৃথিবী হইলে তাহাতে গন্ধ থাকা আবশ্যক; কেননা পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণ। কিন্তু পাষাণে গন্ধ উপলব্ধি হয় না বলিয়া পাষাণ পৃথিবী নয়—এরূপ ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। পাষাণে গন্ধ অতি মৃদুভাবে অবস্থান করে, তাই অনুমান ব্যতীত তাহার উপলব্ধি হয় না। যদি পাষাণে গন্ধ না থাকিত, তবে পাষাণভস্মেও গন্ধের অনুভব হইত না, কিন্তু পাষাণভস্মে গন্ধের অনুভব হয়। এখন ভস্মবস্তুর ভিতরে প্রবেশ করা যাউক।

ভস্ম পাষাণের ধ্বংসজন্য বিধায় পাষাণের সমবায়িকারণের জন্যত্ব সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ পাষাণেরও যাহা উপাদান ভস্মেও তাহাই উপাদান। "যদ্দ্রব্যং যদ্দ্রব্যধ্বংসজন্যং তৎ তদুপাদানো পাদেয়মিতি ব্যাপ্তিঃ। অর্থাৎ যে বস্তু যে বস্তুর ধ্বংস হইলে জন্মে, সেই বস্তু সেই বস্তুর উপাদানের (সমবায়িকারণের) উপাদেয় (জন্য) হয়—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। ভস্মপাষাণের ধ্বংস জন্য, পাষাণের ধ্বংস না হইলে ভস্ম হয় না॥ অতএব ভস্মপাষাণের সমবায়িকারণভূত পাষাণের পরমাণুর জন্য—ইহা যুক্তিলভ্য হইল। যেমন খণ্ডপট মহাপটের ধ্বংস জন্য—ইহা সকলেই জানে। অতএব খণ্ডপট মহাপটের সমবায়িকারণ জন্য অর্থাৎ যাহা মহাপটের সমবায়িকারণ, তাহাই খণ্ডপটের সমবায়িকারণ। মহাপটের সমবায়িকারণ সূত্র। সুতরাং খণ্ডপটেরও সমবায়িকারণ সূত্র। বিনা সূত্রে খণ্ডপট বা মহাপট—কিছুই হইতে পারে না। খণ্ডপটে যে গুণ থাকে, মহাপটেও সেই গুণ থাকে। কেননা উভয়েরই একই সমবায়িকারণ। সেইরূপ এখনও বুঝিতে হইবে। পাষাণভস্মে যখন গন্ধ আছে, তখন পাষাণেও গন্ধ আছে, অনুমান করিতে হইবে; কেননা উভয়েরই কারণভূত এক পরমাণু। এক সমবায়িকারণ জন্য বস্তুনিচয়ে একই গুণ থাকে এতাবতা পার্থিব, পাষাণে গন্ধ সিদ্ধ হইল।

সিত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি নানারূপ কেবল পৃথিবীতেই থাকে, জলে থাকে না। জলে কেবল শুক্লবর্ণ থাকে। তবে যে জল নীল বা অন্যবর্ণ বোধ হয়, তাহা জলের গুণ নহে আশ্রয়গুণে ঐরূপ বোধ হয়। দৃষ্টিবিকারও ঐরূপ বোধের কারণ।

ষড় বিধস্তু রসস্তত্র গন্ধস্তু দ্বিবিধোমতঃ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। অম্ল, মধুর, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় এই ছয়প্রকার পৃথিবীর রস (আস্বাদ)

পৃথিবীর গন্ধ দুইপ্রকার সুরভি এবং অসুরভি।

বিষদীকরণ। জলে কেবল মধুররস থাকে, জলে কোন গন্ধ থাকে না। এই সকল প্রদর্শনে জলের সহিত পৃথিবীর পার্থক্য দেখান হইতেছে।

স্পর্শস্তস্যাস্ত বিজ্ঞেয়ো হ্যনুষ্ণাশীতপাকজঃ॥

বিষমপদের অর্থ—১। অনুষ্ণাশীতপাকজ—অনুষ্ণ—উষ্ণ নয়, অশীত—শীত নয় পাকজন্য।

অনুবাদ। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত জানিতে হইবে।

বিষদীকরণ। বায়ুর স্পর্শও অনুষ্ণাশীত, কিন্তু অপাকজ। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ ইহাই বিশেষ। পাকপ্রযুক্ত পৃথিবীর স্পর্শ কখন কঠিন কখন কোমল হয়। এতাবতা পৃথিবীর এই লক্ষণ স্থির করিতে হইল যে বস্তু নানারূপের আশ্রয় অথবা ষড়্বিধ রসের আশ্রয় কিম্বা পাকজ স্পর্শের আশ্রয় তাহার নাম পৃথিবী।

নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদনুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী ॥৩৬॥

বিষমপদের অর্থ—১। অনুলক্ষণা—পরমাণুস্বরূপা—২। অবয়বযোগিনী—সাবয়বা।

অনুবাদ। সেই পৃথিবী দ্বিবিধা, নিত্যা এবং অনিত্যা। পরমাণুস্বরূপা পৃথিবী নিত্যা, তদ্ভিন্না দ্ব্যণুকাদিস্বরূপা পৃথিবী অনিত্যা। সেই অনিত্যা পৃথিবী অবয়ববিশিষ্ট।

বিষদীকরণ। পৃথিবীকে দুইপ্রকার বলা হইল। সূক্ষ্মপৃথিবীও স্থূলপৃথিবী। সূক্ষ্মপৃথিবী পরমাণুস্বরূপা নিত্যা স্থূলপৃথিবী ঘট, পট, প্রস্তর প্রভৃতি অনিত্যা—তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দুইপ্রকার স্বীকারে গৌরব হয়, একপ্রকারে লাঘব হয়। অতএব প্রথমতঃ স্থূলপৃথিবী স্বীকার না করিয়া কেবল সূক্ষ্মপৃথিবী স্বীকার করিলে কি দোষ হয়, দেখা যাক। কেবল সূক্ষ্মপৃথিবী স্বীকার করিলে বুঝিতে হইবে—স্থূলঘটাদিকে ঘটাদিরূপ পৃথক্ বস্তু না ভাবিয়া পুঞ্জীভূত পরমাণু ভাবিতে হয়। যদি বল এ ভাবনাতো হয় না; বরং একটী ঘটকে একটি ঘট বলিয়াই বোধ হয়। অনেক পরমাণু বলিয়া বোধ হয় না। উহাতে একত্ব ও বস্ত্বন্তর বুদ্ধি স্বাভাবিক; কিন্তু অনেকত্ববুদ্ধি পরমাণুপুঞ্জরূপ বুদ্ধি অস্বাবিক; ফলতঃ ও ভাবনা ভুল। ভাবনা অভ্যাসের দাস। যেরূপ অভ্যাস, সেইরূপ বিশ্বাস যেমন অনেক ধান্যে একটী ধান্যপুঞ্জ বোধ হয় সেখানে অনেকত্ব বোধ হয় না। যেমন পুঞ্জীভূত অনেক জলীয় পরমাণুতে স্থানবিশেষে একটী নদী, একটী সরোবর, একটী সাগর বোধ হয়। সেইরূপ অনেক পরমাণুতে একটী ঘট বোধ হয়।

আবার একটী পরমাণু দৃষ্ট হয় না বলিয়া পরমাণুপুঞ্জ দৃশ্য হইতে পারে না এরূপ আপত্তি করাও উচিত নয়। দূরস্থ একটী কেশ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু রাশীকৃত কেশ দেখা যায়। অতএব সূক্ষ্ম পৃথিবীও স্থূলপৃথিবী দুই রকম স্বীকার না করিয়া কেবল সূক্ষ্মরূপ এক রকম পৃথিবী স্বীকার করিলেই হয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিলে বলা যাইতে পারে যে পুঞ্জীভূত পরমাণুস্বরূপ ঘটাদিকে পদার্থান্তর স্বীকার না করিয়া অনেক পরমাণুরূপে স্বীকার করিলে তর্কস্থলে ঘটও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। একটী পরমাণু যখন দেখা যায় না, তখন অনেক পরমাণুর দর্শন তর্কবিরুদ্ধ। একটী পিশাচও দেখা যায় না, রাশিকৃত পিশাচও দেখা যায় না, পিশাচ স্বভাবতঃ অদৃশ্য। সেইরূপ যদি পরমাণু অদৃশ্য বল, তবে পরমাণুপুঞ্জও অদৃশ্য বলিতে হয়। তবে যে দূরস্থ বহু কেশ দেখা যায়, একটী কেশ দেখা যায় না, তাহার কারণ বলি। অদৃশ্যতা কেশের স্বভাব নয়, দূরস্থতাই অদৃশ্যতার কারণ। মহৎ বস্তুই দেখা যায়, দূরস্থতাপ্রযুক্ত একটী কেশের

মহত্ব নষ্ট হয়। মহৎবস্তু ব্যতীত দৃশ্য হয় না একথা গ্রন্থে অনন্তর সুব্যক্ত হইবে। যদি বল অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্যপরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও যুক্তিযুক্ত নয়। অদৃশ্যবস্তু দৃশ্যবস্তুর উপাদান হইতে পারে না। অতি তপ্ত তৈলাদিতে অবস্থিত অদৃশ্য অগ্নি দৃশ্যদাহের উপাদান ভাবিও না; কারণ তথায় তদন্তর্গত দৃশ্য অগ্নির অবয়বনিচয় দৃশ্যদাহ করিয়া থাকে। ফলকথা সাবয়বা ঘটাদিরূপা পৃথিবীর উৎপত্তি লয় প্রত্যক্ষ সিদ্ধহেতু পৃথক্ বস্তু স্বীকার করা উচিত।

আর এক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে নিত্যা পৃথিবী অনিত্যা পৃথিবীর কারণ। প্রথমে পরমাণু, পরে দ্ব্যণু, অনন্তর ত্রসরেণু এইরূপে ক্রমে মহৎ হইয়াছে। এখন দেখা যাক্, অদৃশ্য দ্ব্যণুক হইতে দৃশ্য ত্রসরেণু কিরূপে উৎপন্ন হয়? পূর্ব্বে ব্যাপ্তি করা হইয়াছে অদৃশ্য বস্তু হইতে উৎপন্ন বস্তু দৃশ্য হয় না। বাস্তবিক এ ব্যাপ্তি ঠিক্ নাই। দৃশ্যতা ও অদৃশ্যতা কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম্ম নয়। দৃশ্যতার কারণ থাকিলেই বস্তু দৃশ্য হয়। দর্শনের কারণ মহত্ব ও উদ্‌ভূতরূপাদি। তাহার সদ্ভাবে বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, অসদ্ভাবে প্রত্যক্ষ হয় না। ত্রসরেণুতে মহত্ব আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়। দ্ব্যণুকের মহত্ব না থাকায় দৃশ্য হয় না।

যদি বল, তবে স্থূল পৃথিবীই কেবল স্বীকার করিব। পরমাণুরূপা পৃথিবী স্বীকার করিব না। বাস্তবিক পরমাণু স্বীকার না করিলে অবয়বের অনবস্থা হইয়া পড়ে। অবয়বের বিভাগের একটী সীমা নির্দ্ধারণ করা উচিত অসীম অবয়ব স্বীকার করিলে মেরুসর্ষপ এক পক্ষে সমান হইয়া পড়ে; কেননা মেরুর অবয়বও অসীম এবং সর্ষপের অবয়বও অসীম। কোন স্থানে তাহার সীমা বলা উচিত। অবয়বের সেই সীমা অতি সূক্ষ্ম। তাই তাহার নাম পরমাণু বলা হইয়াছে। যদি তাদৃশ পরমাণু অনিত্য বল, তাহাহইলে জগৎ কার্য্য সমবায়িকারণশূন্য হইয়া পড়ে। পরমাত্মা জগতের নিমিত্তকারণ। কেবল নিমিত্তকারণে কার্য্য হইতে পারে না। সমবায়িকারণ থাকা আবশ্যক। সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাণু স্বীকার না করিলে একাকী পরমাত্মার জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না। কি উপাদান দিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবেন? বিনা মাটীতে শত চেষ্টায়ও কুম্ভকার ঘট গড়িতে পারে না। তাই জগতের সমবায়িকারণরূপ পরমাণু ঈশ্বরবৎ নিত্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব পরমাণুরূপ পৃথিবী নিত্য স্বীকৃত হইল।

সা চ ত্রিধা ভবেদ্দেহমিন্দ্রিয়ং বিষয়াস্তথা ॥৩৭॥

অনুবাদ। সেই অবয়বযোগিনী অনিত্যা পৃথিবী তিনপ্রকার—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অর্থাৎ দেহাত্মিকা ইন্দ্রিয়াত্মিকা ও বিষয়াত্মিকা।

যোনিজাদির্ভবেদ্দেহ ইন্দ্রিয়ং ঘ্রাণলক্ষণম্।
বিষয়ো দ্ব্যণুকাদিশ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্ত উদাহৃতঃ ॥৩৮॥

বিষমপদের অর্থ—১। যোনিজাদিঃ—যোনিজ এবং অযোনিজ।

অনুবাদ। দেহ দুইপ্রকার—যোনিজ এবং অযোনিজ। ইন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্ত পদার্থ নিচয় বিষয় বলিয়া অভিহিত।

বিষদীকরণ। দেহ দ্বিবিধ যোনিজ এবং অযোনিজ। সেই যোনিজ আবার দুইপ্রকার—জরায়ুজ এবং অণ্ডজ। মানুষাদি শরীর জরায়ুসম্ভূত আর সর্পাদির শরীর অণ্ডসম্ভূত। অযোনিজ বহুবিধ—স্বেদজ উদ্ভিজ্জাদি। স্বেদজ কৃমিদংশপ্রভৃতি। উদ্ভিজ্জ তরুগুল্মপ্রভৃতি। নারকীয় ও স্বর্গীয় শরীর ও অযোনিজ। ইহার বীজ পাপ ও পুণ্য। এতদ্ভিন্ন মানসদেহও শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে।

মনুষ্যের শরীর পার্থিব; কেননা উহাতে গন্ধাদি উপলব্ধি হয়। গন্ধাদিবিশিষ্ট বস্তুই পৃথিবী। উহাতে ক্লেদ উষ্মাদির প্রতীতি হয় বলিয়া জলীয় বা আগ্নেয়াদি স্বীকার করা উচিত নয়। মানুষের শরীরে ক্লেদাদি না থাকিলেও মানুষের শরীর বলিয়া চিনা যায় এবং সে শরীর কখন গন্ধশূন্য হয় না বিধায় পার্থিব বলাই উচিত। তবে জলাদি পার্থিব—শরীরের নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিতে হইবে যেমন জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরে পার্থিবাংশের সম্বন্ধ অপ্রধানরূপে থাকে। কিন্তু জলাদির প্রাধান্য-প্রযুক্ত জলীয়ত্বাদিরূপে ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ মানুষাদির শরীরে জলীয়ভাগাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত ক্লেদাদি হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথিবীর প্রাধান্য-বশতঃ পার্থিবনাম হয়।

ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ আঘ্রাত হয়। গন্ধ পার্থিব, পার্থিব বলিয়াই পার্থিব বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয় বিজাতীয় হইলে হইত না। এই কথাটী একটু বিস্তৃত করিয়া বলি।

মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি ব্যাপ্তি করিয়াছেন—"যস্তু যন্নিয়মেনাবভাসকং তত্তদ্গুণবৎ প্রকৃতিকং যথারূপাভিব্যঞ্জকরূপবৎ প্রকৃতিকো দীপ ইতি অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকৃতির হয়, সেই বস্তু সেইরূপ বস্তুর প্রকাশক হয়; যেমন প্রদীপ। প্রদীপ রূপবান্ তেজঃপদার্থ, তাই প্রদীপ রূপবান্ বস্তুর প্রকাশ করে। তেজের গুণরূপ, চক্ষুতৈজসিক পদার্থ। তাই চক্ষু তেজঃপ্রধান বস্তু দেখিয়া থাকে; অন্ধকার বস্তু দেখিতে পায় না। অন্ধকারে ত্বাচপ্রত্যক্ষাদির কোন বাধা নাই। এইরূপ গন্ধ পৃথিবীর গুণ, অতএব পার্থিব পদার্থেই তাহা আকৃষ্ট হইতে পারে। বিজাতীয়ের সহিত জড়পদার্থেরও ভাব নাই, ইত্যাদি যুক্তিবলে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপভোগসাধনং বিষয়ঃ। যে বস্তু উপভোগের কারণ হয় তাহার নাম বিষয়। দ্ব্যণুকাদি ব্রহ্মাণ্ডপর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তু আমাদের উপভোগের মধ্যে বিধায় বিষয়।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

শাণ্ডিল্যসূত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় বর্ষের ১০৮ পৃষ্ঠার পর।)

২য় অধ্যায়।

২৭। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিরাবিশুদ্ধেরবঘাতবৎ।

পদপাঠঃ। বুদ্ধিহেতুপ্রবৃত্তিঃ। আবিশুদ্ধেঃ। অবঘাতবৎ।

ব্যাখ্যা। বুদ্ধির্ব্রহ্মপ্রমিতিঃ, ব্রহ্মপ্রমিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। বুদ্ধিহেতু প্রবৃত্তিঃ ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্তির প্রয়োজন অর্থাৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনদ্বারা ভক্তির দার্ঢ্যসম্পাদন আবশ্যক। আবিশুদ্ধেঃ, ভক্তি-পরিশুদ্ধপর্য্যন্ত, যেপর্য্যন্ত ভক্তির পরিশুদ্ধি বা দাঢ্য না হয়, সেইপর্য্যন্তই শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আবশ্যক, তৎপরে না। সে কিরূপ? না অবঘাতবৎ অর্থাৎ ধান্য আঘাত করিলে যেরূপ তণ্ডুল তুষের বহির্গত হয়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে

পরিস্কৃত হয় না এবং সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত করিতে হইলে, ঐ তণ্ডুলকে বারম্বার আঘাত করিতে হয়, তদ্রূপ ভক্তির পরিশুদ্ধিপর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ভগবানের বিষয় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক।

অনুবাদ। ভক্তির পরিশুদ্ধি না হওয়াপর্য্যন্ত বিহিতব্রীহি অবঘাতের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি আবশ্যক।

২৮। তদঙ্গানাঞ্চ।

পদপাঠঃ। তৎ। অঙ্গনাম্। চ।

ব্যাখ্যা। ভক্তির অঙ্গাদির অনুষ্ঠানও আবশ্যক। বেদ, গুরু, পিতামাতার প্রতি ভক্তি, শমদমাদি অনুষ্ঠাদিরও প্রয়োজন। এই সমুদায় কার্য্যদ্বারা ভগবানের প্রতি ভক্তি ঘনীভূত হয়।

২৯। তামৈশ্বর্য্যপরাং কাশ্যপঃ পরত্বাৎ।

৩০। আত্মৈক পরাং বাদরায়ণঃ॥

৩১। উভয়পরাং শাণ্ডিল্যশব্দোপপত্তিভ্যাম্॥

পদপাঠঃ। তাং। ঐশ্বর্য্যপরাং। কাশ্যপঃ। পরত্বাৎ। আত্মৈকপরাং। বাদরায়ণঃ। উভয়পরাং। শাণ্ডিল্যঃ। শব্দোপপত্তিভ্যাম্।

তাং বুদ্ধিং পরমেশ্বরৈশ্বর্য্যাদিমদ্বিষয়িণীং নিঃশ্রেয়সফলাং কাশ্যপ আচার্য্যমন্যতে কুতঃ জীবাত্মভ্যঃ পরত্বাৎ। এতন্মতে জীব ব্রহ্মণোরত্যন্তং ভেদঃ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রভেদহেতু কাশ্যপ আচার্য্য ঐ বুদ্ধিকে ঐশ্বর্য্যপরা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন।

বাদরায়ণ আচার্য্য পুনঃ শুদ্ধাত্মবিষয়িণীমেব মন্যুতে। এতন্মত জীবব্রহ্মণোরভেদঃ। বাদরায়ণ আচার্য্য উহাকে আত্মপরা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কারণ তাহার মতে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ নাই।

শাণ্ডিল্য আচার্য্যস্তু উভয়পরামেব মন্যতে কুতঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্। বেদ ও যুক্তি অনুসারে শাণ্ডিল্য আচার্য্য উহাকে ঐশ্বর্য্যপরা এবং আত্মপরা অর্থাৎ উভয়পরা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বিশদব্যাখ্যা। ২৯,৩০,৩১—কাশ্যপাচার্য্য দ্বৈতবাদী, তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। বাদরায়ণাচার্য্য অদ্বৈতবাদী, তাহার মতে জীব ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ব্যবহারিক জগতে যে ভেদ দৃষ্ট হয় সে কেবল অবিদ্যাবশতঃ সুতরাং কাশ্যপাচার্য্য মুক্তিলাভার্থ ঈশ্বরের প্রতি অচলা-ভক্তি স্থাপনের উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত দুর্ব্বল জীব এই জন্মমৃত্যুরূপ-সংসারসাগরের কাণ্ডারীবিহীন তরণীর সমান। তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহাকে ভক্তি কর, তন্ময় হও, তবেই তুমি পবিত্রতালাভ করিতে পারিবে, তবেই তুমি তাহার কৃপাবলে মুক্তিপদ লাভ করিতে পারিবে। বাদরায়ণ বলেন জীব ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান মন হইতে অপনয়ন কর। আমাতে ও ব্রহ্মেতে যদি কোন পার্থক্য না থাকিল, তাহাহইলে মুক্তির জন্য আমি আমার বহির্ভাগে কেন চেষ্টা করিব? আমার আত্মা ও ব্রহ্মে যখন ভেদ নাই, তখন আত্মোৎকর্ষসাধন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হইবে। আমি আমাকে অবিদ্যাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই আমি স্বরাটরূপে বিরাজ করিব, তখন শুদ্ধ, বুদ্ধ মুক্তাবস্থায় আমিই সচ্চিদানন্দরূপ ধারণ করিব।

মুক্তিই আচার্য্যদ্বয়ের লক্ষ্য, কেবল পন্থার ভেদমাত্র; একজন ভগবানের করুণা, আর একজন আত্মবলের উপর নির্ভর করেন। একটু

চিন্তা করিয়া দেখিলে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীদিগের মধ্যে যে ভেদ সে দৃষ্টতঃ, প্রকৃত নহে। ভগবানকে মানসপটের সম্মুখে সর্ব্বদা রাখিয়া, তাঁহাকে তোমার জীবনের আদর্শ করিয়া একপাদে দুইপাদে তাঁহার সন্নিধানে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে, এমন একটি সময় উপস্থিত হয় যে সময় তোমার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না; যে সময় তুমি তাঁহাতে মিশিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় উপাস্য ও উপাসকের ভেদ কোথায়? প্রেমিকা যখন প্রেমে বিহ্বলা হন, তখন প্রিয়তমের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জ্ঞান তাঁহার থাকে না। রাধা কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া আপনাকেই কৃষ্ণ মনে করিতেন এবং কৃষ্ণের কার্য্যের অনুকরণ করিতেন। ভক্তির প্রগাঢ় অবস্থায় জ্ঞানের বিনাশ হয়, এই অবস্থায় জ্ঞানের থাকার স্থান নাই। যে অবস্থায় জ্ঞানের ধ্বংস, সেই অবস্থাতেই ভক্তির উদয়। সম্পূর্ণরূপে একীভাব করিতে পারিলেই ভক্তির উদয় হয় এবং সে অবস্থায় পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। কাশ্যপাচার্য্য যাহা ভক্তির বলে বাদরায়ণাচার্য্য তাহা আত্মার বলে সম্পন্ন করিবার উপদেশ দেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যানাশ করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ কর। তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তি পক্ষে যে সমুদায় বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা দূরীকৃত কর, তাহাহইলে "অস্মদ্" "যুষ্মদ্" এবং "সুখ," "দুঃখ," "শীত" উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বজনিত ভেদ অন্তর্হিত হইবে এবং তোমার আত্মা সচ্চিদানন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। শাণ্ডিল্যঋষি উভয় মতের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যেমন ঈশ্বরের দিক্ লক্ষ্য চাই, সেইরূপ আত্মার দিকেও লক্ষ্য চাই। তাহার মতে জীব ব্রহ্মের ভেদ ও সত্য, তাহাদিগের অভেদ ও সত্য। তিনি বলেন যতক্ষণ জীব মুক্ত না হয়, ততক্ষণ জীব ব্রহ্মের ভেদ সত্য। অমুক্ত অবস্থায় জীব যদি মুখে বলে "সোঽহং" তবে কি সে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়? কখনই না। তাহাহইলে, "সোঽহং" শব্দ উচ্চারণ করিলেই মুক্তি হইয়া যাইত। সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন "এষতু অতি বদতি যঃ সত্যেঽনাতি বদতি" অর্থাৎ যিনি সত্য সত্যই "সোঽহং" বলিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাসই সত্য। সুতরাং মুখে "সোঽহং" বলিলে চলিবে না, যথার্থ "সোঽহং" চাই। যতক্ষণ না তুমি মুক্ত, ততক্ষণ তুমি যে অতি সামান্য এবং ঈশ্বরের সহিত তোমার যে অত্যন্ত প্রভেদ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি সাধনাদ্বারা মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ভেদ থাকিবে না, অতএব মুক্তিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উপাসনা তোমার কর্ত্তব্য।

শাণ্ডিল্যঋষি কেবল যুক্তির উপর স্বমত স্থাপন করেন না, তিনি শ্রুতির অনুশাসনের দ্বারা ও স্বীয় মতের সমর্থন করেন ছান্দোগ্যশ্রুতিতে স্বনামধারী ঋষি প্রকাশিত শাণ্ডিল্য বিদ্যানামক অংশে জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ তাহাও যেমন উপদিষ্ট হইয়াছে। তদ্রূপ ব্রহ্মোপসনা ও উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে হিন্দুপত্রিকার পূর্ব্বপ্রকাশিত শাণ্ডিল্যবিদ্যা দ্রষ্টব্য। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি শান্ত উপাসীত অর্থাৎ এই সকলই ব্রহ্মময়, তাহাহইতেই সকলই উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারাই পালিত হয় এবং তাহাতে লয় হয়। তাহাকে শান্তচিত্তে উপাসনা করিতে হয়।

"তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তৎ ত্বম্ অসি তুমিই সেই ব্রহ্ম এই বাক্যেই "তৎ" জীবাত্মা ও "ত্বম্" ব্রহ্ম এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা যে আবশ্যক, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। তোমার নিজের আত্মাকে উন্নত করিতে হইবে এবং ব্রহ্মের চিন্তা করিতে হইবে। তোমার আত্মা উন্নত হইলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইবে, তখন ভেদজ্ঞান থাকিবে না।

৩২। বৈষম্যাদসিদ্ধমিতি চেন্নাভিজ্ঞানবদ বৈশিষ্ট্যাৎ।

পদপাঠঃ। বৈষম্যাৎ। অসিদ্ধম্। ইতি। চেৎ। ন। অভিজ্ঞানবৎ। অতিবশিষ্ট্যাৎ।

ব্যাখ্যা। ন নুভয় বিষয়ত্বমেব ন সিদ্ধ্যতি বৈষম্যাৎ। ইতি চেন্নয়ন্তঃ সোঽয়ং দেবদত্তঃ সোঽহমিতি প্রত্যভিজ্ঞাবদেকবিশিষ্টেঽপর বৈশিষ্ট্যমন্তরেণ সামানাধিকরণ্যস্থ স্বরূপাভেদাংশ গোচরকত্বেন তদুপপত্তেঃ॥

একবার জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র, আর একবার জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, এই বৈষম্যহেতু যে উভয়ই অসিদ্ধ হইতেছে তাহা নহে, কারণ অভিজ্ঞানে যেরূপ পূর্ব্বজ্ঞান এবং বর্ত্তমান জ্ঞান, একই অধিকরণে মিলিত হওয়ায় কোন ভেদ থাকে না, তদ্রূপ। শাণ্ডিল্যাচার্য্য বলেন যে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ স্বীকার করি, কিন্তু সে মুক্তাবস্থায়। মুক্তি না হওয়াপর্য্যন্ত জীব ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র এবং ব্রহ্মের উপাসনা আবশ্যক। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে যে বস্তু এক সময়ে এক বস্তু হইতে স্বতন্ত্র সে আবার তাহার সহিত অভিন্ন কিরূপ হইতে পারে? লৌকিক যুক্তির দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দিতে হয়। সুতরাং শাণ্ডিল্যাচার্য্য অভিজ্ঞানের যুক্তি দিতেছেন।

অনুভব (Direct perception) এবং স্মৃতি (Recollection) দুই দুইটির যোগের দ্বারা অভিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাতবস্তুর পুনর্জ্ঞান হয়। "সোঽয়ং দেবদত্তং" এই সেই দেবদত্ত। মনে করুন দশবৎসর পূর্ব্বে দেবদত্তনামক কোন ব্যক্তিকে আমি কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধ্যানমগ্ন দেখিয়াছিলাম, তৎপরে অদ্য পুনর্ব্বার যশোহরে আমার গৃহে তাহাকে উপবিষ্ট দেখিতেছি, এস্থলে তাহাকে দেখিয়া তাহাকে কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ধ্যানমগ্ন দেখার কথা মনে পড়িল। বর্ত্তমান জ্ঞান "অয়ং" "এই" শব্দের দ্বারা প্রকাশ হইলে, পূর্ব্বজ্ঞান সঃ শব্দের দ্বারা প্রকাশ হইলে, এই উভয়জ্ঞান দেবদত্তরূপ অধিকরণে মিশিয়া গেল। বর্ত্তমান জ্ঞান, অতীব জ্ঞান অপেক্ষা স্বতন্ত্র, কিন্তু উভয়জ্ঞান একই দেবদত্ত বিষয়ে হওয়ায় ঐ উভয়জ্ঞান এইক্ষণ এক হইয়া গেল। "সোঽহং" ও ঐরূপ। "সঃ" পরব্রহ্ম, "অহং" জীব। জীব সাধনাদ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়া "সঃ" অর্থাৎ পরব্রহ্মের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। যখন সেই উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখন "সঃ" এর জ্ঞান এবং "অহং" এর জ্ঞান স্বতন্ত্র থাকিল না, উভয়জ্ঞান এক হইয়া গেল।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলিতেছেন যে যেরূপ অভিজ্ঞানে, পূর্ব্বস্মৃতি এবং বর্ত্তমান অনুভবের পৃথক্ সত্তা থাকে না, তদ্রূপ জীব পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, জীবজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, এই দুইটি জ্ঞান থাকে না, অথচ অভিজ্ঞানে যেরূপ দুইটি জ্ঞান প্রথমে হয়, তৎপরে উভয়জ্ঞান এক হয়, সেইরূপ "সোঽহং" এতেও প্রথমে জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্রজ্ঞান এবং তৎপরে অভেদজ্ঞান হয়। অভিজ্ঞানে যেরূপ দুইটি জ্ঞানসত্ত্বেও, দুইটি দেবদত্ত নাই, কেবল একটিমাত্র দেবদত্ত, তদ্রূপ অমুক্ত অবস্থায় জীব ও ব্রহ্মের স্বতন্ত্র সত্ত্বা হইলেও, মুক্ত অবস্থায় উহারা স্বতন্ত্র নহে, এক।

৩৩। ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ স্যাদনন্তরং বিশেষাৎ।

পদপাঠঃ। ন। চ। ক্লিষ্টঃ। পরঃ। স্যাৎ। অনন্তরং। বিশেষাৎ।

ব্যাখ্যা। জীব ও পর অর্থাৎ পরমেশ্বর যদি অভিন্ন হইল তাহাহইলে জীবের স্বাভাবিক

ক্লেশাদি ঈশ্বরে আরোপিত হইতে পারে এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে না তাহা পারে না; পরমেশ্বর জীবাদির ক্লেশদ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, কারণ তিনি জীব হইতে পৃথক্।

জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, সুতরাং অমুক্ত জীবের অবস্থা পরমেশ্বরে আরোপিত হইতে পারে না।

৩৪। ঐশ্বর্য্যং তথেতি চেন্ন স্বাভাব্যাৎ।

পদপাঠঃ। ঐশ্বর্য্যং। তথা। ইতি। চেৎ। ন স্বাভাব্যাৎ।

ব্যাখ্যা। তাঁহার ঐশ্বর্য্যেরও কোনপ্রকার বাধা জন্মে না, কারণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বাভাবিক। জীব যেমন ক্লেশাদির অধীন, পরমেশ্বর সেরূপ নহেন। জীব ক্লেশাদির অধীন বলিয়া এবং জীব পূর্ণাবস্থায় পরমেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়া, পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যের কোনপ্রকার বাধা হয় না।

৩৫। অপ্রতিষিদ্ধং পরৈশ্বর্য্যং তদ্ভাবাচ্চ নৈবমিতেরেষাম্।

পদপাঠঃ। অপ্রতিষিদ্ধং। পরৈশ্বর্য্যং। তদ্ভাবাৎ। চ। ন। এবম্। ইতরেষাম্।

ব্যাখ্যা। নহি পরমেশ্বরস্যৈশ্বর্য্যং প্রতিষিদ্ধমস্তি তদিতিরেষাং জীবানাং নৈবং কস্মাৎ তদ্ভাবাৎ। পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য কখনও অস্বীকার করা যায় না, কেননা উহা তাঁহার স্বাভাবিক, কিন্তু উহা অন্যের অর্থাৎ জীবের পক্ষে নহে।

৩৬। সর্ব্বানৃতে কিমিতি চেন্নৈবমুদ্ধ্যানন্ত্যাৎ।

পদপাঠঃ। সর্ব্বান্। ঋতে। কিম্। ইতি। চেৎ। ন। এবম্। বুদ্ধ্যা। অনন্ত্যাৎ।

ব্যাখ্যা। যদা সর্ব্ববুদ্ধীনাং বিনয়স্তদা পরোপাধে স্থিতৌ প্রয়োজনাভাবাৎ কিং কৃতমৈশ্বর্য্যাং স্বভাব ইতি চেন্নেবং ভবতি। জীবোপাধিবুদ্ধীনামনন্তত্বাৎ তাদৃশকালএব নাস্তীতি।

যদি জীব ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইল, তাহাহইলে আর ঐশ্বর্য্যের আবশ্যক কি? কারণ তখন উপাস্য উপাসকভেদ থাকিল না, ঐশ্বর্য্যচিন্তা করিবে কে? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে জীবের অনন্তবুদ্ধিহেতু এমন কাল কখনও হয় না যখন সকল জীবই মুক্ত হয়, সুতরাং সকল সময়েই সাধকের জন্য ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন আছে। অতএব অপ্রয়োজন বলিয়া ঐশ্বর্য্য অস্বীকার করা যুক্তি কার্য্যকর নহে।

যতিপঞ্চকম্।

বেদান্তবাক্যেষু সদারমন্তো
ভিক্ষান্নমাত্রেণ চতুষ্টিমন্তঃ
বিশোকমন্তঃকরণে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ
পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২॥

দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ
আত্মানমাত্মন্যেব লোকয়ন্ত
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩॥

স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ
সুশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়তুষ্টিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৪ ॥
পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদিভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষ্যাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসকাচার্য্য শঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ কৃতং যতিপঞ্চকং সমাপ্তম্ ॥

বেদান্তবাক্যে সদা আনন্দলাভ করেন, ভিক্ষান্নমাত্রে তুষ্টিলাভ করেন, শোকশূন্য হইয়া অন্তরে রমণ করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ১ ॥

বৃক্ষমূল কেবল আশ্রয় করেন, আহারের জন্য পাণিদ্বয় একত্র করেন, আত্মশ্লাঘার ন্যায় লক্ষ্মীকে ঘৃণা করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ ॥ ২ ॥

দেহাদিভাব পরিবর্ত্তন করেন (১) আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করেন, (২) কি অন্ত, কি মধ্য, কি বাহ্য (৩) স্মরণ করেন না, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ৩ ॥

আনন্দ অবস্থায় পরিতুষ্টিলাভ করেন; সুশান্ত ও সর্ব্বেন্দ্রিয় তুষ্টিমান, (৪) দিবারাত্র ব্রহ্মসুখে রমণ করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ৪ ॥

পবিত্র পঞ্চাক্ষর (৫) উচ্চারণ করেন, পশুপতিকে হৃদয়ে ভাবনা করেন, ভিক্ষাভোজী হইয়া নানাদিকে পরিভ্রমণ করেন, কৌপীনবান্ নিশ্চয় ভাগ্যবান্ ॥ ৫ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১) শরীরের সুখের বাসনা পরিত্যাগ করেন অথবা দেহাদিতে অহংভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(২) অর্থাৎ স্বস্বরূপে পরপুরুষকে সাক্ষাৎ করেন।

(৩) বাহ্য বিষয় পুত্রকলত্রাদি।

(৪) সকল ইন্দ্রিয় লাভ করিয়া কামনা শূন্য, কারণ আত্মসাক্ষাৎকারে সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

(৫) শিবায় নম এই পঞ্চাক্ষর।

সাধনপঞ্চকম্।

বেদোনিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্মাবনুষ্ঠীয়তাম্ তেনেশস্য বিধীয়তামপচিতিঃ কামে মতিস্ত্যজ্যতাম্। পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষোহনুসন্ধীয়তাং আত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাৎ তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়াধীয়তাং সান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং দৃঢ়তরং কর্ম্মাসু সন্তজ্যতাম্। সদ্বিদ্যো হ্যপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকে সেব্যতাং ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২ ॥

বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃ পক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং দুস্তর্কাৎ সবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোহনুসন্ধীয়তাম্ ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাং দেহেহং মতিরুজ্ঝ্যতাং বুধজনৈর্ব্বাদঃ সমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাং স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্। শীতোষ্ণাদিবিসহ্যতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চার্য্যতাং ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপা নৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥

একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাং পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্ব্যাপিতং দৃশ্যতাম্। প্রাক্‌কর্ম্মপ্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাং প্রারব্ধং ত্বিহ

ভুজ্যতাং অথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ সঞ্চিন্তয়তীনুদিনং স্থিরতামুপেত্য। তস্যাশু সংস্থৃতির্দবানলতীব্রঘোরতাপঃ প্রশান্তিমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতং সাধনপঞ্চকং সমাপ্তম্ ॥

নিত্য বেদ অধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, সেই কর্ম্মদ্বারা পরমেশের পূজা কর, কাম্যকর্ম্মে মতি ত্যাগ কর, পাপস্রোত ধৌত কর, সংসারসুখে দোষ অনুসন্ধান কর, নিজ ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর, নিজগৃহ হইতে শীঘ্র বহির্গত হও ॥ ১ ॥

সৎসঙ্গ বিধান কর, পরমেশ্বরে দৃঢ়ভক্তি রাখ, সমদমাদিগুণ লাভ বিষয়ে যত্ন কর, দৃঢ়তররূপে কর্ম্মসংন্যাস কর, সদ্বিদ্বানগণের নিকট গমন কর, তাঁহাদের পাদুকা সেবন কর, "ব্রহ্ম" এই অক্ষরের অর্থানুসন্ধান কর, শ্রুতিসম্বলিত বাক্য শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

শ্রুতিবাক্যার্থ বিচার কর, বেদপক্ষ আশ্রয় কর, দুস্তর্ক হইতে ক্ষান্ত হও, শ্রুতিসঙ্গত তর্ক অনুসন্ধান কর, "আমি ব্রহ্ম" ইহা চিন্তা কর, সর্ব্বদা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর, জ্ঞানিগণের সহিত বাদানুবাদ পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রতিদিন ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, স্বাদু অন্ন জন্য ভিক্ষা করিও না, দৈববশতঃ যাহা প্রাপ্ত হইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে, ঔদাসীন্য ইচ্ছা করিবে, লোকের ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর, শীতোষ্ণাদি সহ্য কর, বৃথা বাক্য উচ্চারণ করিও না ॥ ৪ ॥

একান্তে সুখে উপবেশন কর, পরব্রহ্মে চিত্তসমর্পণ কর, পূর্ণব্রহ্ম দর্শন কর, এই সংসার ব্রহ্মজ্ঞানলাভের বাধক এই বলিয়া দৃষ্টি করিবে। যাহাতে প্রাক্তনকর্ম্ম লোপ হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর, জ্ঞানবলে অন্যাশক্তি পরিত্যাগ কর, প্রারব্ধ কর্ম্ম এই জন্যে ভোগ কর, পরব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান কর ॥ ৫ ॥

যে মনুষ্য এই শ্লোক পাঁচটী পাঠ করেন এবং স্থিরভাবে প্রতিদিন ব্রহ্মচিন্তা করেন, জ্ঞানপ্রভাবে তাঁহার শীঘ্র সংসারদাবানলের তীব্র ঘোরতাপ শান্তি হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

ধন্যাষ্টকস্তোত্রম্

তজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং
তজ্জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থম্।
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থ নিশ্চিতেহাঃ
শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি ॥ ১ ॥
আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহরাগ
দ্বেষাদি শত্রুগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ।
জ্ঞাত্বামৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা
কান্তা সুখাবতগৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ ॥ ২ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহে রতি মধোগতিহেতুভূতা
মাত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ।
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা
ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ ॥ ৩ ॥
ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধকরে পদে দ্বে
মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ।
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি
কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম পরিপাকফলানি ধন্যাঃ ॥ ৪
ত্যক্তৈষণা ত্রয়মবেক্ষিত মোক্ষমার্গা
ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিতদেহযাত্রাঃ।

জ্যোতিঃ পরাৎপরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং
ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি ॥ ৫ ॥
নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু
ন স্ত্রী পুমান্ন চ নপুংসকমেকবীজং।
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিতমেক চিত্তা
ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ ॥ ৬ ॥
অজ্ঞানপঙ্কপরিমগ্নমপেত সারং
দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবশক্তম্।
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা
জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চরন্তি ॥ ৭ ॥
শান্তৈরনন্যমতিভির্মধুরস্বভাবৈ-
রেকত্ব নিশ্চিতমনোভিরপেত মোহৈঃ।
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং
শাস্ত্রেষু সম্যগনিসং বিমৃষন্তি ধন্যাঃ ॥ ৮ ॥
অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্ যঃ
কুনপমিব সুনারীং ত্যক্তু কামোবিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্
জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি ॥ ৯ ॥

সম্পূর্ণং জগদেবনন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা গাঙ্গং বারিসমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ। বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তু বিষয়াদৃষ্টে পরে ব্রহ্মনি ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীভগবৎ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
ধন্যাষ্টকং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় সকলের শান্তিকর যে জ্ঞানকে উপনিষৎ সকলে প্রতিপাদন করিয়াছেন সেই জ্ঞানই জ্ঞেয়। এই সংসারে যাঁহারা পরমার্থ নিশ্চয়ে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন তাঁহারাই ধন্য! অবশিষ্ট সকলে ভ্রমে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ১ ॥

যাঁহারা প্রথমে গৃহে বিষয়বাসনা পরাজয় করিয়া মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষাদি শত্রুগণকে দমন করিয়া যোগসাধন করিয়াছেন এবং অমৃত ফললাভ করিয়া পরমাত্মবিদ্যারূপ কান্তাসুখ অনুভব করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারা ধন্য ॥ ২ ॥

যাঁহারা গৃহে মনের গতি হেতুভূতা প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আপন ইচ্ছায় উপনিষদের অর্থ রস পান করেন, বীত স্পৃহা হইয়া বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া সঙ্গত্যাগ করিয়া বনে ভ্রমণ করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৩ ॥

যাঁহারা দুইপদ বন্ধকারী (সংসার গমনাগমনের কারণ) "আমি, আমার" এই জ্ঞান ত্যাগ করিয়া মানাবমান সমান জ্ঞান করিয়া সমদর্শী হন ও এই সংসারের অন্য কর্ত্তা আছে জানিয়া তাঁহাতে কর্ম্ম পরিপাক ফল সমর্পণ করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৪ ॥

যাঁহারা সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ পরিত্যাগ করিয়া অথবা সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষমার্গ অনুসন্ধান করেন এবং ভিক্ষারূপ অমৃতের দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করেন ও নির্জ্জনে থাকিয়া পরাৎপর পরমাত্মনামে জ্যোতিঃ হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই ব্রাহ্মণেরা ধন্য! ॥ ৫ ॥

যাঁহারা পরব্রহ্ম অসৎ নহেন, সৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহৎ নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন কেবল একমাত্র জগতের কারণ এইরূপে যাঁহারা পরব্রহ্মে এক মনে উপাসনাসক্ত থাকেন তাঁহারা ধন্য! অপর লোক সকল সংসার পাশবদ্ধ! ॥ ৬ ॥

যাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন, সারশূন্য, দুঃখের আকর, মরণ, জন্ম, জরাবশক্ত সংসারবন্ধনকে অনিত্য দেখিয়া জ্ঞানখড়্গে ছেদন করিয়া বিচরণ করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৭ ॥

যাঁহারা শান্ত, অনন্যমতি, মধুর স্বভাব, একত্ব নিশ্চয়কারী নিবৃত্তমোহ বনে সাধুগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া পরব্রহ্মপদ সম্যক্ চিন্তা করেন তাঁহারা ধন্য! ॥ ৮ ॥

যিনি সর্ব্বদা সর্পের ন্যায় সংসর্গ ত্যাগ করেন, মৃত শরীরের ন্যায় সুন্দরী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ব্রতাবলম্বন করেন, যিনি বিষয়কে বিষের ন্যায় চিন্তা করেন ও রিপুগণকে জয় করেন সেই পরমহংস মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ হইলে এই সমস্ত জগৎ নন্দনবন বলিয়া প্রতীতি হয় সকলই কল্পবৃক্ষ বলিয়া বোধ হয়, সমস্ত জলকে গঙ্গাজল বলিয়া বোধ হয় সমস্ত ক্রিয়া পবিত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃত ও সংস্কৃত বাক্যকে বেদবাক্য, পৃথিবীকে বারাণসী ও সকল অবস্থিতিকে সুখকর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ধন্যাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

আত্মষট্‌কস্তোত্রম্।

মনোবুদ্ধ্যহংকারচিত্তানি নাহং ন চ শ্রোত্র জিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে। ন চ ব্যোম ভূমী ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ১

অহং প্রাণবর্গো ন পঞ্চানিলা যে ন তোয়ং ন মে ধাতবো নৈব কোষাঃ। ন বাক্‌পাণি পাদৌ ন চোপস্থপায়ু চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ২ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবম্। ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৩ ॥

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং ন মন্ত্রো ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৪ ॥

ন মে মৃত্যুসঙ্কল্প ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম। ন বন্ধুর্নমিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৫ ॥

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো বিভুর্ব্ব্যাপ্যঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। সদা মে সমত্বং ন মুক্তির্ন বন্ধশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্যবিরচিতমাত্মষট্‌কস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত নহি, কর্ণ নহি, জিহ্বা নহি, নাসিকা নহি, চক্ষু নহি, আকাশ নহি, ভূমি নহি, তেজ নহি, বায়ু নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ১ ॥

আমি প্রাণসমূহ (১) নহি, আমি পঞ্চবায়ু নহি, (২) জল নহি, ধাতু নহি, কোষ (৩) নহি, বাক্য নহি, হস্ত নহি, পদ নহি, উপস্থ নহি, পায়ু নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥২॥

আমার দ্বেষ রাগ নাই, লোভ মোহ নাই, মদ নাই, মাৎসর্য্যভাব নাই, আমি ধর্ম্ম নহি,

(১) সংস্কৃত "প্রাণ" শব্দ বহুবচনান্ত।

(২) প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চবায়ু। ইহার মধ্যে উর্দ্ধে গমনশীল বায়ুকে প্রাণ, অধোগমনশীল বায়ুকে অপান, সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল বায়ুকে ব্যান, কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুকে উদান ও শরীর মধ্যগতভুক্ত পীত অন্নজলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান কহে। বেদান্তসার দ্রষ্টব্য এই বিষয় আরও শ্রীমদ্‌দেবী ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে, লিঙ্গপুরাণে ৮ অধ্যায়ে; পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ও মহাভারত শান্তিপর্ব্বে ১৮৫ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে। এই সকল আত্মানাত্মবিবেকে সমুদায় বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) পঞ্চকোষ যথা—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। ইহার লক্ষণ সমুদায় হিন্দু-পত্রিকা তৃতীয়বর্ষের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে ১৪৪ পৃষ্ঠা (আত্মানাত্মবিবেকে) লিখিত হইয়াছে।

অর্থ নহি, কাম নহি, মোক্ষ নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৩ ॥

আমি পুণ্য নহি, পাপ নহি, সুখ নহি, দুঃখ নহি, মন্ত্র নহি, তীর্থ নহি, আমি বেদ নহি, যজ্ঞ নহি, আমি ভোজন নহি, ভোজ্য নহি, ভোক্তা নহি, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৪ ॥

আমার মৃত্যুশঙ্কা নাই, আমার জাতিভেদ নাই, আমার পিতা নাই, মাতা নাই, জন্ম নাই, আমার বন্ধু নাই, মিত্র নাই, গুরু নাই, আমার শিষ্য নাই, আমি চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৫ ॥

আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকাররূপ, আমি বিভু, আমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্য, আমি সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বদা আমার সমজ্ঞান রহিয়াছে। আমার মুক্তি নাই, বন্ধন নাই, আমি সচ্চিদানন্দরূপ শিব ॥ ৬ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

বিজ্ঞাননৌকাস্তুতি।

তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধির্বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা। পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং পরং ব্রহ্মনিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং সমারাধ্য মত্যা বিচার্য্যস্বরূপম্। যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্ পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ২ ॥

যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং নিরস্তপ্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যম্। অহং ব্রহ্মবৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৩ ॥

যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং বিনষ্টঞ্চ সদ্যো যদাত্মপ্রবোধে। মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥

নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যৈঃ সমাধিস্থিতানাং যদা ভাতি পূর্ণম্। অবস্থাত্রয়াতীতমেকং তুরীয়ং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৫ ॥

যদানন্দলেশৈঃ সমানন্দি বিশ্বং যদা ভাতি সত্ত্বে তদা ভাতি সর্ব্বং। যদালোকনে রূপমন্যৎ সমানং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥

অনন্তং বিভুং সর্ব্বযোনিং নিরীহং শিবং সঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যম্। নিরাকারমত্যুজ্জলং মৃত্যুহীনং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৭ ॥

যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যাদবিদ্যা বিলাসঃ সমস্তঃ প্রপঞ্চঃ যদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যন্নিমিত্তং পরংব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৮ ॥

স্বরূপানুসন্ধানরূপাং স্তুতিং যঃ পঠেদাদরাদ্ভক্তিভাবো মনুষ্যঃ। শৃণোতীহ বা নিত্যমুদ্যুক্তচিত্তো ভবেদ্বিষ্ণুরত্রৈব বেদপ্রমাণাৎ ॥ ৯ ॥

বিজ্ঞাননাবং পরিগৃহ্য কশ্চিৎ তরেদ্যদজ্ঞানময়ং ভবাব্ধিম্। জ্ঞানাসিনা যো হি বিচ্ছিদ্য তৃষ্ণাং বিষ্ণোঃ পদং যাতি সএব ধন্যঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিজ্ঞাননৌকাস্তুতিঃ সম্পূর্ণা ॥

তপ, যজ্ঞ, দানাদিদ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি লাভ করে ও রাজত্বপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া সংসারে বিরক্ত হয় ও সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া যে পরব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ১ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ, প্রশান্ত, দয়ালু গুরুকে আরাধনা করিয়া বুদ্ধিরদ্বারা স্বরূপ বিচার করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তি যে নিদিধ্যাসন (১) করিয়া তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ২ ॥

যিনি আনন্দস্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, যাঁহা হইতে সংসারপ্রপঞ্চ দূরীভূত হইয়াছে, যিনি

(১) দেহাদিজড়পদার্থ জ্ঞান দূর করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞানকে নিদিধ্যাসন কহে।

পরিচ্ছেদশূন্য; (২) যিনি "অহংব্রহ্ম" এই জ্ঞানমাত্রের গম্য, তূরীয় (৩) আমি সেই নিত্য পরব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

(২) জীব ও ব্রহ্মে ইহাই প্রভেদ, জীব খণ্ড ও ব্রহ্ম অখণ্ড। ব্রহ্মের অংশ জীব, যেরূপ ঘটাকাশ; ঘটাকাশ স্থায় হইলে ব্রহ্মে পরিচ্ছিন্নদোষ স্পর্শ করিল সুতরাং এই মতকে রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা দোষ দেন যথা—পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণ এব,জীবত্বং বিম্মাত্র ব্রহ্মাত্মকত্ব ধীমাত্রা দেবস্য জীবস্য সংসৃতি বিনিবৃত্তিরিত্যাপাততোর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে"। বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায়ে ১ম পাদে ১ সূত্রের ভাষ্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীগণের মত যে চিৎ, জড়, ও ঈশ্বর এই তিনতত্ত্ব প্রধান। চিৎ অর্থ জীব, জড় এই জগৎ ও ঈশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ জীবভোক্তা, এই দৃশ্যজগৎ জীবের ভোগ্য ও ঈশ্বর সেই সমুদায়ের নিয়ন্তা। যে সকল জীব তাঁহার উপাসনা করেন তিনি তাঁহাদিগকে উপসনানুসারে ফলপ্রদান করিয়া থাকেন। তিনি ভক্তবৎসলভাবশতঃ লীলাবশে অবতীর্ণ হইয়া অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্য্যামিভেদে ব্যপদিষ্ট হন। (অর্চ্চা অর্থে প্রতিমাদি, বিভব অবতার সকল, ব্যূহ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিরূপ। বাসুদেব সম্পূর্ণ ষড়্গুণ এই বাসুদেবই বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্ম নামে উক্ত হয়। সূক্ষ্ম ও অন্তর্য্যামি মূর্ত্তি জীবস্থ ও জীবপ্রেরকরূপে বিজ্ঞেয়)। ভক্তগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া সোপান আরোহণ ন্যায় পর পর মূর্ত্তির অনুগ্রহলাভ করিয়া চরমসোপানে গিয়া কৃতার্থতালাভ করেন। তিনি আরও কহেন ভক্তিদ্বারা পরমেশকে লাভ করা যায়। ভক্তি জ্ঞানের সার অথবা ফল। পরমেশ্বর ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় দ্রব্যে যখন বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয় তখন যে অচলাভক্তি বিকাশ হয় তাহাকেই ভক্তি কহে। বৈরাগ্য ব্যতীত তাদৃশ ভক্তিলাভ করিবার আশা করা যায় না এবং বৈরাগ্যও সত্ত্বশুদ্ধি ব্যতীত উৎপন্ন হয় না। আহারাদির শুদ্ধতা হইতে সত্ত্বশুদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩) অজ্ঞান এবং অজ্ঞানোপহিতচৈতন্যরূপ ঈশ্বর প্রভৃতি সকলই তাহাদিগের আধারভূত অনুপহিত চৈতন্যরূপ তূরীয়।

যাঁহার অজ্ঞানে এই সমস্ত বিশ্ব সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় এবং যাঁহার জ্ঞানে এই বিশ্বের সত্যতা বিনষ্ট হয়, যিনি মন ও বাক্যের অতীত, বিশুদ্ধ ও বিমুক্ত আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

"নেতি" "নেতি" বাক্যে সমুদায় পদার্থকে নিষেধ করিয়া সমাধিস্থ যোগীগণের যাহা পূর্ণ বলিয়া প্রকাশ হয় আর যিনি অবস্থাত্রয়ের (৪) অতীত তূরীয় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

যাঁহার আনন্দকণায় এই বিশ্ব আনন্দলাভ করেন, যাঁহার সত্তাতে এই পৃথিবীর সত্তা

---

(৪) অবস্থা ত্রিটি;—জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—

সএব মায়া পরিমোহিতাত্মা
শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্।
স্ত্রিয়ন্নপানাদিবিচিত্রভোগৈঃ
সএব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি ॥ ১২ ॥
স্বপ্নে সজীবঃ সুখদুঃখভোক্তা
স্বমায়য়া কল্পিত জীবলোকে।
সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে
তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি ॥ ১৩ ॥

কৈবল্যোপনিষদি।

আত্মা মায়ামোহিত হইয়া শরীর আশ্রয় করিয়া সকল কার্য্য করে। স্ত্রী অন্নপানাদি বিচিত্র ভোগ্যদ্রব্যদ্বারা জাগ্রত থাকিয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বারা উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্তিলাভ করে অর্থাৎ অজ্ঞানদ্বারা অভিভূত থাকিয়া সুখদুঃখ ভোগ করে ॥ ১২ ॥

সেই জীব নিজ মায়াদ্বারা এই কল্পিত বিশ্বলোকে স্বপ্নে সুখদুঃখ ভোগ করে ও সুষুপ্তিকালে (অর্থাৎ আনন্দভোগকালে) এই সংসার স্বীয় কারণে লয়প্রাপ্ত হইলে, অজ্ঞানাবৃত হইয়া সুখভোগ করে (মোক্ষকালেও এই ভাব প্রাপ্ত হয় তবে পার্থক্য এই যে জীব সে সময়ে অজ্ঞানাবৃত না হইয়া স্বয়ং প্রকাশমান থাকেন। ভাষ্যানুবাদ) জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির লক্ষণ বেদান্তদর্শনে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে ১০ সূত্রে শঙ্করভাষ্যে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। এতদ্ভিন্ন পঞ্চদশীতে ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দে এই তিন অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

প্রতীয়মান হয় যাঁহার দৃষ্টিতে অন্যরূপ সকল প্রকাশ পায় আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

যিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী সকলের কারণ, নিরীহ (নিশ্চেষ্ট), মঙ্গলময়, সঙ্গহীন, যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, যিনি নিরাকার, যিনি জ্যোতির্ম্ময়, যিনি মৃত্যুহীন আমি সেই নিত্য পরব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

যখন পরব্রহ্মরূপ আনন্দসিন্ধুতে মনুষ্য নিমগ্ন হইয়া সমস্ত সংসারপ্রপঞ্চ অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, যাঁহার নিমিত্ত কোন অদ্ভুতকার্য্য প্রকাশ হয় না অথবা যাঁহার নিকট কোন আশ্চর্য্য কার্য্য নহে আমি সেই নিত্যপরব্রহ্ম ॥৮॥

যে ব্যক্তি আদরপূর্ব্বক ও ভক্তিসহকারে এই পরব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানরূপ স্তুতি পাঠ করে কিম্বা নিত্য উদ্যুক্তচিত্তে শ্রবণ করে সে ব্যক্তি এই জন্মেই বেদবাক্যানুসারে বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করে ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি বিজ্ঞাননৌকা গ্রহণ করিয়া অজ্ঞানময় সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হয় ও যে জ্ঞানাসিদ্বারা তৃষ্ণারূপ রজ্জু ছেদন করে সে ।দ প্রাপ্ত হয় ও সে ব্যক্তি ধন্য ॥ ১০ ॥

অনুবাদ সম্পূর্ণ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

হরিনামমালাস্তোত্রম্।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্। গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্ ॥ ১ ॥

নারায়ণনিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্। নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্ ॥ ২ ॥

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্। পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥ ৩ ॥

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিং। রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্ ॥ ৪ ॥

বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলম্। বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুব্যাসং (১) তং বন্দে বেদবল্লভম্ ॥ ৫ ॥

দামোদরং দিব্য সিংহং দয়ালুং দীননায়কম্ (২)। দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকীসুতম্ ॥ ৬ ॥

মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দ্দনং (৩)। মঞ্জুকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্ ॥ ৭ ॥

কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তুভপ্রিয়ম্। কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকম্ ॥ ৮ ॥

ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কং। (৪) ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনম্ ॥ ৯ ॥

জনার্দ্দনং জগন্নাথং জগজ্জাড্য বিনাশকম্। জামদগ্নিং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্ ॥১০

চতুর্ভুজং চিদানন্দং মল্লচানূরমর্দ্দনম্। চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্রপাণিনম্ ॥ ১১ ॥

শ্রিয়ঃ করং (৫) শ্রিয়োনাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম্। শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

---

(১) সর্ব্বতো ব্যাপ্তং (২) দীনাশ্রয়ম (৩) মুষ্টি নাম অসুরং যথা—চানূরমাদি সদযুদ্ধে কৃষ্ণস্তু মহাবলম্।

(৪) অক্রূং মল্লক নিকৃন্তিং মুষ্টিকক মহাবলম্। হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি ৩০ অ, ৮।

চানূরে নিহতে মল্লে মুষ্টিকে বিনিতিতে। বিষ্ণুপুরাণে ৫ অংশে ২০ অ, ৬৭।

চানূরে মুষ্টিকে কূটেশলে তোশলকে হতে। শ্রীভাগবতে ১০১ ক, ৪৪ অ, ২২।

(৫ শ্রীসম্পদ্ বৃদ্ধিকরং।

যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কম্। যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যদুনায়কম্ ॥ ১৩ ॥

শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতম্। সুরাসুরসদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্ ॥ ১৪ ॥

ত্রিবিক্রমং (৬) তপোমূর্ত্তিং ত্রিবিধাঘৌঘনাশনম্ (৭)। ত্রিস্থলং (৮) তীর্থরাজেন্দ্রং (৯) তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ং (১০) ॥ ১৫ ॥

অনন্তমাদিপুরুষমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদম্। আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনম্ (১১) ॥ ১৬ ॥

লীলয়াধৃতভূভারং লোকসত্ত্বৈকবন্দিতম্ (১২)। লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষণপ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং (১৩) হরিপ্রিয়ম্ (১৪)। হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎ পতিম্ ॥ ১৮ ॥

হরিনামকৃতামালা পবিত্রা পাপনাশিনী। বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥১৯॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

(৬) সর্গমর্ত্ত্যপাতালে বিক্রম প্রকাশকম্।

(৭) কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধ পাপনাশকম্

(৮) স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালানি স্থলানি যস্য তং (৯) তীর্থানামীশ্বরং (১০) তুলসী প্রিয়া যস্য তং প্রমাণং "সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু তুলসী বিষ্ণুবল্লভা।" পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৯৪ অধ্যায়ে।

তুলসি শ্রীমতি শ্রেষ্ঠে বৃন্দে বৃন্দাবনে প্রিয়ে।
স্থিরা ভব মম প্রীত্যৈ যাবদা চন্দ্রতারকম্ ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ৮ অধ্যায়ে ১৮।

(১১) অঘনাশনং—পাপনাশনং।

(১২) সাধুবন্দিতং (১৩) বানরাণাং প্রভুং (১৪) বানরা এব প্রিয়া যস্য তং এই স্তবটির ভাষা অতি প্রাঞ্জল তজ্জন্য দুই একটি শব্দার্থ দিয়া শেষ করিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

চিত্তানুশাসনং।

সূচনা।

এতদ্দেহমবাপ্যদুর্ল্লভতরং স্বপ্নেন্দ্রজালোপমং কৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরং ক্ষিতিতলে যদ্যোগিনাং দুর্ল্লভম্। নোধ্যায়ন্তি বিবেকশূন্যমনুজা আয়ুঃ-ক্ষয়ং কুর্ব্বতে অন্তে কা ভবিতা দশা শৃণু সখে! মূঢ় ন জানন্তি বৈ ॥

অয়ং মম।

মনুষ্য জন্ম অত্যন্ত দুর্ল্লভ জন্ম। এই আনন্দময় জন্ম লাভ করিবার জন্য দেবতারাও স্পৃহা করিয়া থাকেন (১)। এই দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া যদি আমরা সৎকার্য্য করি তাহাহইলে আমরা আত্মার উন্নতিসাধন করিয়া উত্তরোত্তর উত্তম গতি প্রাপ্ত হইব। যদি তাহা না করিয়া কেবল দিবারাত্র সংসারচিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আত্মার উন্নতিসাধন না করি তাহাহইলে ক্রমে ক্রমে আমাদের পতন হইয়া (২) অত্যন্ত নীচ

(১) স্বর্গিণোপ্যেতমিচ্ছন্তি লোকং নিরয়িনস্তথা।
শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্দ, ২০ অ, ১২।

(২) স্থাবরং লক্ষবিংশত্যা জলজা নবলক্ষকাঃ।
ক্রিমিজা রুদ্রলক্ষঞ্চ পঞ্চলক্ষঞ্চ বানরাঃ ॥
পশুজা নবলক্ষঞ্চ ত্রিংশল্লক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ।
ততৈরেব মানবজন্ম কুৎসিতাদৌ বিলক্ষকে ॥
শূদ্রাদিনাং শতং প্রাপ্য ব্রাহ্মণত্বমনন্তরম্।
উত্তমং চুত্তমং প্রাপ্য আত্মানং যো ন তারয়েৎ।
সএব আত্মঘাতী স্যাৎ পুনর্যাত্যতি যাতনাং ॥
বঙ্গবাসী (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) উদ্ধৃত কোন গ্রন্থ জানি না।

যোনিতে জন্মগ্রহণ করিব, সুতরাং যাহাতে আত্মার উন্নতিসাধন হয় তদ্বিষয়ে আমাদের অহরহ সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য (৩)। জীবনের মধ্যে যদি আমাদের মনকে সৎচিন্তায় নিযুক্ত করিতে পারি তাহাহইলে মৃত্যুসময়েও আমাদের সৎচিন্তা উদয় হয় অন্যথা অসচ্চিন্তা মনকে আক্রমণ করে ও সেই চিন্তাতে দেহত্যাগ করিয়া জীব সেই চিন্তানুযায়ী শরীর ধারণ করে (৪)। আত্মার উন্নতিসাধন করিতে গেলে সাধন আবশ্যক। সাধন করিতে গেলে ভক্তি আবশ্যক, (৫) জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থা ভক্তি সেই ভক্তি ভিন্ন সাধন কোনক্রমে সম্পন্ন হয় না। মনুষ্য দেহলাভ করিয়া পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহের উন্নতিসাধনদিকে লক্ষ্য করিয়াও তজ্জন্য অসংখ্য জীব নষ্ট করিয়া অমূল্য সময় অতিবাহিত করা মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নহে, কারণ বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া লাভ করা যাইতে পারে (৬)। শূকর,

(৩) লব্ধাসুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদ মনিত্য মপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
একাদশ স্কন্ধে ৯ অ, ২৯।

অনেক জন্মের পর এই সুদুর্লভ অনিত্য (কিন্তু) অর্থদ মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া ধীরব্যক্তি যতক্ষণ মৃত্যু না হয় ততক্ষণ নিজ মঙ্গলের জন্য যত্ন করিবে কারণ বিষয়ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হইতে পারে।

(৪) যং যং চাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥
পঞ্চদশী ধ্যানদীপঃ ১৩৭।

(৫) পাতঞ্জলদর্শন—সাধনপাদে বিস্তৃত বর্ণন আছে।

(৬) সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥
৭ স্কন্ধে ৬ অ, ৩।

ইহার অর্থ হিন্দুপত্রিকা তৃতীয়বর্ষের ৮২ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ টিপ্পনি।

কুক্কুর, কাক প্রভৃতি সকল জীবই প্রতিদিন বাসনানুযায়ী ভোজ্যদ্রব্য আহার করিয়া থাকে। স্থূলদেহ পরিপোষণের জন্য এত যত্ন কেন? মৎস্যভোজীরা কতগুলি জীবন নষ্ট করিয়া ক্ষণকালের জন্য জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করিয়া ভক্ষ্যবস্তুগুলির চিরদিনের মত যে জীবন বিসর্জ্জন দিল তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন না (৭)! কি পরিতাপ! কি স্বার্থপরতা! কি নির্দ্দয়তা! কি পাষাণপ্রকৃতি! কি পাশবপ্রবৃত্তি! ধন্য! মাংসমৎস্যজীবি! তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! কি দেহাভিমান! স্থূলদেহ কি এতই প্রিয়! যদি স্থূলদেহ এত প্রিয় হইল তবে নরক কেন প্রিয় না হয়? (৮) নরকে যে সমুদায় দ্রব্য বিরাজমান মনুষ্যের স্থূলদেহে সেই মাংস, রক্ত, পূয, মজ্জাস্থি আদি সমুদায় দ্রব্য বর্ত্তমান! যে দেহপরিপুষ্ট করিবার জন্য অহরহ চিন্তা সেই দেহটি কাহার? সেই দেহ যে অগ্নিদেবের অথবা শৃগালকুক্কুরের তাহা কি একবার চিন্তাও হয় না? (৯) যখন স্বচ্ছন্দে

(৭) ভক্ষ্য ভক্ষকয়োঃ প্রীতমুভয়োঃ পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্ব্বিমুচ্যতে।
হিতোপদেশঃ (বিষ্ণুশর্ম্মা)

ভক্ষ্য ও ভক্ষকের উভয়ের প্রীতির অন্তর দেখ। একজনের (ভক্ষকের) ক্ষণকালের জন্য প্রীতি ও অন্য (ভক্ষ্য) চিরকালের জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করে।

(৮) মাংসাসৃক্পূয়বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ॥
বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে অ,

মাংস, রক্ত, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা, অস্থি সংহতি দেহে মনুষ্য যদি প্রীতিমান্ হয় তাহাহইলে নরকেও হউক।

(৯) দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্ম্মাতুরেব বা।
মাতুঃপিতুর্ব্বা ক্রেতুর্ব্বা বলিনোঽগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥
শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৯ অ ৯।

বনজাত শাকদ্বারা এ দগ্ধ উদরের ক্ষুন্নিবারণ হয় তখন কতকগুলি জীবন নষ্ট করা কেন? (১০) একটি মৎস্য জলের ভিতর কেমন সুখে আহার বিহার করিতেছে। একটি পক্ষী কেমন সুখে আহারের অনুসন্ধান করিতেছে—অন্যান্য সঙ্গীগণকে লাভ করিয়া কত আনন্দপ্রকাশ করিতেছে—সে সামান্য সুখ দান করিতেও তুমি পরাঙ্মুখ হও! সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য প্রধান জীব; সুতরাং সে প্রধানত্ব রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয় না! একটি শ্বাপদ অন্য শ্বাপদকে দেখিয়া তাহার প্রাণবধ করিল। যদি মনুষ্যও সেই শ্বাপদ জন্তুকে অনুকরণ করিল তাহাহইলে মনুষ্যে ও শ্বাপদে প্রভেদ কি? যূপকাষ্ঠবদ্ধ জীব যখন প্রাণভয়ে চীৎকার করে, তখন সেই চীৎকার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিয়া কি দয়ার উদ্রেক করে না! নিজ জিহ্বার আস্বাদন জন্য অনেক মাংসাশী কোন দেবীর নিকট কোন জীবকে লইয়া গিয়া তাহার প্রাণনাশ করিয়া নিজের অভীষ্টপূরণ করেন, কিন্তু বধজন্য পাপ কি সেই ভক্ষককে স্পর্শ করিবে না? যদি সকলে মৎস্য-মাংস ভক্ষণ না করে তাহাহইলে মৎস্যমাংস কোথা হইতে আসিবে (১১) ও তাহাহইলে জীবের ধ্বংসই বা কেন হইবে? সুতরাং একটি জীব নষ্ট করিতে যতগুলি ব্যক্তি কার্য্য করে ও সেই মৃতজীব ভক্ষকের সম্মুখে রাখিতে যত লোকের সাহায্য আবশ্যক করে সেই ভক্ষক সহিত সকলকেই পাপভাগী হইতে হয় (১২)। তবে ক্ষণিকসুখের জন্য এই পাপকে ভয় করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে! ইহকালে স্বল্প সুখের জন্য কি অনন্ত নরকযন্ত্রণাভোগ করা কর্ত্তব্য। (১৩) হিংসায় যে কত পাপ বর্ণনা করা যায় না।(১৪) সংসার ত আমাদের পরীক্ষার স্থল। আমরা এই সংসারে যেরূপ কার্য্য করিব, কর্ম্ম আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে। (১৫) দেহাভিমানে

দেহ কি অন্নদাতার, কি নিষেককর্ত্তা পিতার, কি মাতার, কি মাতামহের কিম্বা ক্রেতার কি বলশালির কি অগ্নির অথবা কুকুরের।

(১০) স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥
হিতোপদেশঃ।

(১১) যদি চেৎ খাদকো ন স্যাৎ তদা ঘাতকো ভবেৎ॥
অনুশাসনপর্ব্বণি ১১৫ অ, ৩১।

(১২) অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংকর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥
মনু ৫ অ, ৫১।

যাহার আজ্ঞাতে বধ হয়, যে খণ্ড খণ্ড করে, যে বধ করে, ক্রেতা, বিক্রেতা, পাচক, পরিবেশনকারী ও খাদক সকলেই ঘাতক।

(১৩) নির্দ্দয়ত্বস্য বিজ্ঞপ্তিঃ পক্ষপাতিত্বমীশ্বরে।
অন্তে দুরন্তজং দুঃখং হিংসায়া স্ত্রিবিধঃ ফলম্॥
নির্দ্দয়ত্ব বিজ্ঞপিক, ঈশ্বরে পক্ষপাতিত্ব ও পরিণামে দুরন্ত দুঃখ হিংসার এই তিনপ্রকার ফল।

(১৪) পাচ্যমানাশ্চ দৃশ্যন্তে বিবশা মাংসগৃদ্ধিনঃ।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যন্তে তাং তাং যোনিমুপাগতাঃ॥
অনুশাসনপর্ব্বণি ১১৬ অঃ ৩।

বিবশ মাংসলোভীগণ পাচ্যমান দৃষ্ট হয় তাহারা সেই সেই যোনি লাভ করিয়া কুম্ভীপাকনরকে পক্ক হয়।

যে ভক্ষয়ন্তি মাংসানি ভূতানাং জীবিতৈষিনাম্।
ভক্ষ্যন্তে তেঽপি ভূতৈস্তৈরিতি মে নাত্র সংশয়ঃ॥
মাংস ভক্ষয়তে যস্মাদ্ ভক্ষয়িষ্যে তমপ্যহম্।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বমনুবুধ্যস্ব ভারতঃ॥
ঐ ঐ ৩৩,৩৪।

যাহারা জীবিতাভিলাষী প্রাণিগণের মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা সেই জীবগণকর্ত্তৃক ভক্ষিত হয় ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। ৩৩॥

হে ভারত! (ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়াছিলেন) যেহেতু সে আমাকে ভক্ষণ করিতেছে তজ্জন্য তাহাকেও আমি ভক্ষণ করিব ইহাই "মাংস" শব্দের মাংসত্ব বোধ কর। ৩৪॥

(১৫) যদ্যচ্ছরীরেণ করোতি কর্ম্ম তেনৈব দেহী সমুপাশ্নুতে তৎ॥ শান্তিপর্ব্বণি ১৭৭ অ, ২২।

রক্ত হইয়া আমাদের কি তাহা চিন্তা করা উচিত নহে? জননী গর্ভে যখন জীব আবদ্ধ থাকে তখন পরমেশে প্রার্থনা করে যে সংসারে গিয়া সৎকার্য্য করিব (১৬) কিন্তু জন্মগ্রহণ করিয়া যত বড় হইতে থাকে তত সে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপাঁচরণে প্রবৃত্ত হয়। তখন এই দেহই সর্ব্বস্ব বলিয়া জ্ঞান করে। এই স্থূলদেহ ব্যতীত যে অন্য দেহ আছে তাহা ক্ষণকালের জন্য চিন্তা হয় না! সুতরাং মনুষ্য জীবনলাভ করিয়া যাহাতে এই স্থূলদেহব্যতিরিক্ত অন্য দেহের (সূক্ষ্মদেহের) উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ উন্নতি বিষয়ে আমাদের অনেক উপায় আছে। ভগবান, বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া (১৭) আত্মার উন্নতিসাধন বিষয়ে জীবের অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। (১৮) তিনি অষ্টাদশপুরাণ অষ্টাদশ উপপুরাণ মহাভারতাদিগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যাহাতে মনুষ্য সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তন করিয়া অমূল্য সময় অতিবাহিত করিতে পারে তদ্বিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কি দুর্দ্দিন! যে আমরা ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠ না করিয়া কেবল বিজাতীয় ভাষা পাঠে অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকি ও ঐ সকল পুস্তকে যে কি কি অমূল্য উপদেশ আছে তাহা আমরা একবার পাঠ করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা করি না! তজ্জন্য সেই মহর্ষির পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তাঁহার কতকগুলি বাক্য "চিত্তানুশাসন" নাম দিয়া অদ্য পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত করিলাম। এক একটি বাক্যে যে কত উপদেশ পাষণ্ডের প্রতি কত ধিক্কার দেখিতে পাইবেন। ১৯)

জীব যে শরীরদ্বারা যে কর্ম্ম করে সেই শরীরদ্বারাই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে।

ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুতিষ্ঠতি॥

গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ৫৪।

(১৬) তস্মাদহং বিগত বিপ্লব উদ্ধরিষ্য আত্মান মাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব। ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং মা মে ভবিষ্যদুপসাদিত বিষ্ণুপাদঃ॥

শ্রীভাগবতে ৩য় স্কন্ধে ৩১ অ, ২১।

তজ্জন্য আমি বিষ্ণুর পদদ্বয়ে ধারণ করিয়া সারথিরূপিণী বুদ্ধির সাহায্যে ব্যাকুল না হইয়া সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিব যেন পুনর্ব্বার আমাকে আর গর্ভবাসরূপ নানা ক্লেশভোগ করিতে না হয়।

(১৭) ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।

চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥

শ্রীভাগবতে ১ম স্কন্ধে ৩ অ, ১২।

তারপর সপ্তদশ অবতারে পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও লোক সকলের অল্প বুদ্ধি দেখিয়া (তাহাদের প্রতি অনুগ্রহার্থ) বেদরূপ বৃক্ষের অনেক শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন।

(১৮) নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ। ক উত্তম শ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ১অ, ৪।

(এই শ্লোকে তিনপ্রকার লোক আছে। মুক্ত, মুমুক্ষু ও সংসারী) মুক্তলোকও শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ গান করেন, মুমুক্ষুলোকদিগের সেই নাম সাংসারের ঔষধস্বরূপ ও সংসারীদিগের সেই গুণানুবাদ শ্রবণ ও মনকে আনন্দিত করে। এরূপ শ্রীকৃষ্ণগুণানুবাদ হইতে পশুঘাতী অথবা আত্মঘাতী ব্যতিরেকে কোন পুরুষ বিরত হইবে। ৪॥

["আত্মঘাতী" এইরূপে অর্থ হইবে যে বিনা অপশুঘ্নাৎ=বিনা পশুঘ্নাৎ। অপগতা শুক্ (শোক) যস্মাৎ স আত্মা তং হন্তি ইতি অপশুঘ্ন আত্মঘাতী ইত্যর্থঃ। যাহা হইতে শোক দূরীকৃত হইয়াছে সেই আত্মাকে যে নাশ করে তাহাকে আত্মঘাতী কহে। কাহাকে আত্মঘাতী কহে তাহার লক্ষণ হিন্দুপত্রিকার তৃতীয়বর্ষ ৮৪ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভ দেখ]

(১৯) শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তপ্রবর আমার পরম বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদাস মহাশয়ের ও আমার গুরুদেবের আদেশমতে এই শ্লোকগুলি ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। উক্ত বন্ধু ও গুরুদেবের চরণে স্থান দিয়া আমার দেহ পবিত্র করেন ও তজ্জন্য আমাকে এইরূপ মুনিবাক্য প্রকাশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন তজ্জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও সুখী হইলাম।

চিত্তানুশাসন আরম্ভ।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তং চ যন্নসৌ।
তস্য তে যৎক্ষণোনীত উত্তমশোকবার্ত্তয়া॥

উদ্যন্=উদ্গচ্ছন্, উদয়ং প্রাপ্নুবন্=উদয় হইয়া।

অস্তং=অদর্শনং যন্ গচ্ছন্=অস্ত হইয়া।

তস্যর্ত্তে=(তস্য+ঋতে) তস্য আয়ুঃঋতে বিনা। যিনি শ্রীকৃষ্ণের বর্ত্তাতে সময় অতিবাহিত করেন তাঁহার সময় ব্যতিত সূর্য্যদেব উদয় ও অস্ত হইয়া সকল লোকেরই আয়ু হরণ করিতেছেন।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যত।
ন খাদন্তি ন মে হন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে॥

শ্বসন্ত্যতে=শ্বসন্তি+উত।

শ্বসন্তি=নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে।

উত=প্রশ্নে "উত" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে।

ভস্ত্রাঃ=কামারের জাঁতা।

(কেবল জীবন ধারণ করা মনুষ্যের আয়ুর ফল নহে তজ্জন্য কহিতেছেন যে) তরু সকল কি জীবন ধারণ করে না? ভস্ত্রা কি শ্বাস পরিত্যাগ করে না। অন্যান্য পশুতে কি খায় না। তাহারা কি স্ত্রীসঙ্গ করে না? [কৃষ্ণগুণ গাথা বর্ণনকারী ব্যক্তি ব্যতিত অন্য মনুষ্য সকলেই পশুর তুল্য অথবা নরাকার পশু নামে অভিহিত হয় তজ্জন্য এই স্থানে "অপর" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন]

শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণপথোপেতো জাতুনাম গদাগ্রজঃ॥

সংস্তুতঃ=সদৃশত্বেন নিরূপিতঃ সদৃশ বলিয়া নিরূপিত। উপেতঃ=গতঃ প্রাপ্ত।

জাতু=কদাচিৎ।

শ্রীকৃষ্ণের নাম যাহার কর্ণপথে কখন প্রবেশ করে নাই সেই পুরুষ পশু, কুকুর, গ্রাম্যশূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভসদৃশ নিরূপিত হইয়া থাকে [সে ব্যক্তি অবজ্ঞাপদ তজ্জন্য "কুকুর" তুল্য অমেধ্য ভোজনপ্রিয় তজ্জন্য "গ্রামঃশূকর"। "উষ্ট্র" উষ্ট্র যেরূপ ভারবহন করে ও কণ্টক ভোজন করে তদ্রূপ সে ব্যক্তিও বিষয়াশক্ত হইয়া দুঃখভোগ করে ও স্ত্রীপাদ তাড়ন সহ্য করে তজ্জন্য "গর্দ্দভ" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে]

বিলেবতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য। জিহ্বা সতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন যোপগায়ত্যুরুগায় গাথাঃ॥

বিলে=দুইটি গর্ত্ত কারণ গ্রাম্যবার্ত্তারূপ ভুজঙ্গ গৃহতুল্য।

বত=খেদে বত অব্যয় শব্দপ্রয়োগ।

উরুক্রম বিক্রমান্=শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ সকলকে।

অসতী=দুষ্টা [অসতী স্ত্রীর ন্যায় তাহার সমুদায় সুকৃতি নষ্ট করে]

দার্দ্দুরিকেব=দুর্দ্দুরোভেকঃ তদীয়া জিহ্বা ইব। ভেকের জিহ্বার ন্যায়।

যঃ=যে ব্যক্তি।

উপগায়তি=গান করে।

হে সূত! যে ব্যক্তির কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে তাহার দুইটি কর্ণছিদ্র বৃথা দুইটি ছিদ্রমাত্র আর যাহার জিহ্বা শ্রীকৃষ্ণের গাথা না গান করে তাহার দুষ্টা জিহ্বা ভেকজিহ্বার ন্যায়।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্। শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কনৌ বা॥

জুষ্টং=সজ্জিতং।

অপি=ও

উত্তমাঙ্গং=শিরঃ মস্তক। [ভারঃ কারণ

সংসারসিন্ধুতে প্রবেশকারী তাহাকে অধিক ডুবাইয়া দেয়]

নমেৎ=নমস্কার করে।

শাবৌ করৌ=শবো মৃতকঃ তৎকরতুল্যৌ [মৃতব্যক্তির করের তুল্য কারণ দেব পিত্রাদিগণ তদ্দত্ত জলাদি অশুচিবশতঃ গ্রহণ করেন না]

লসৎ=শোভা পাইতেছে।

বা=অপি অর্থে "বা" শব্দপ্রয়োগ।

যে মস্তক পট্টকিরীটদ্বারা শোভিত হইয়াও মুকুন্দকে নমস্কার না করে তাহা কেবল ভারমাত্র আর যে হস্ত শ্রীকৃষ্ণের সপর্য্যা না করে তাহা কাঞ্চন ও কাঞ্চনদ্বারা শোভিত হইলেও মৃতব্যক্তির করের তুল্য॥

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে। পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥

বর্হায়িতে=ময়ূরপুচ্ছের তুল্য [ময়ূরপুচ্ছের তুল্য কারণ আপনার উদ্ধার পথ না পাইয়া সংসারকণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়]

নিরীক্ষতো=নিরীক্ষেতে আর্ষপ্রয়োগ কারণ "ঈক্ষ" ধাতু পরস্মৈ পদে প্রয়োগ হয় না।

দ্রুমজন্মভাজৌ=দ্রুমবৎ জন্ম ভজেতে ইতি তথা বৃক্ষমূলতুল্যৌ ইত্যর্থঃ। [যমদূতগণের কুঠারদ্বারা তাহারা ছেদ্যমান হইবে তজ্জন্য বৃক্ষমূলতুল্য]

নানুব্রজতো=ন+অনুব্রজতঃ। গমন করে নাই।

যৌ=যৌ পাদৌ। যে দুটি পদ।

যে মনুষ্যের চক্ষু বিষ্ণুর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে নাই তাহার চক্ষু ময়ূরপুচ্ছের তুল্য আর যে ব্যক্তির পদ শ্রীহরির ক্ষেত্র গমন না করিয়াছে সে বৃক্ষের ন্যায় জন্মলাভ করিয়াছে।

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্ত্যোঽভিলভেত যস্তু। শ্রীবিষ্ণুপদ্যামনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদগন্ধম্॥

জীবঞ্ছবঃ=জীবন্+শব [বিশেষ প্রেতশরীরের ন্যায় চেষ্টমান হইয়া সাধুদিগকে ভয় প্রদর্শন করে যে ভগবান তাহার হস্তকৃত সপর্য্যাও গ্রহণ করেন না এই তাৎপর্য্যার্থে "জীবঞ্ছব" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন]

ভাগবত=পরমেশ্বরের।

অঙ্ঘ্রিরেণূন্=পদরেণু সকলকে।

অভিলভেত=অভিতো ন স্পৃশেৎ। সর্ব্বাঙ্গেষু ন ধারয়েৎ। সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করে না।

মনুজঃ=মনুষ্য।

শ্বসঞ্ছব=পূর্ব্ববৎসোঽপি জীবঞ্ছব ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বের ন্যায় সেও জীবঞ্ছব এই অর্থ।

যে মনুষ্য কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে ধারণ না করে সে জীবদ্দশাতেই শবের মত, আর যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্ন তুলসীর গন্ধ লইয়া না আনন্দলাভ করিয়াছে সে যদিও শ্বাস, প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে তাহাহইলেও মৃতশরীর তুল্য।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈ হরিনামধেয়ৈঃ। ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং=তৎ অশ্মসারং লোহময়মেব হৃদয়ং।

বত=খেদে। ইদং=এই।

গৃহ্যমাণৈঃ=কীর্ত্ত্যমানৈঃ।

গাত্ররুহেষু=রোমসু=লোমে।

হর্ষ=রোমাঞ্চ।

হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয় সে হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

আর্ত্তত্রাণনারায়ণস্তোত্রম্।

প্রহ্লাদ! প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয় স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রা বিরাসীদ্ধরিঃ। বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্ব্বাৎ-সল্যমাবেদয়ন্নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ ॥

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিয়াছিলেন, হে প্রহ্লাদ! তোমার হরি যদি তোমার প্রভু ও তিনি সর্ব্বত্র থাকেন, তাহাহইলে আমাকে এই স্তম্ভে দেখাও। (১) প্রহ্লাদকে এই কথা বলিলে হরি সেই স্থানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, নিজ নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ভক্তবৎসলতা দেখাইয়াছিলেন। আর্ত্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার গতি ॥ ১ ॥

শ্রীরামায় বিভীষণোয়মধুনাত্বার্ত্তো ভয়াদাগতঃ সুগ্রীবানয়পালয়েহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্। এবং যোঽভয়মস্য সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদাবার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

বিভীষণ এইক্ষণ আর্ত্ত হইয়া (রাবণের) ভয়ে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীরাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সুগ্রীব! বিভীষণ আসিয়াছে তাহাকে আনয়ন কর ও এইক্ষণ তাহাকে এই স্থানে রক্ষা কর। এইরূপে যিনি বিভীষণকে অভয় দিয়াছিলেন ইহা সকলেই জানে (২) ও তিনি বিভীষণকে লঙ্কার আধিপত্য দিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ২ ॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্যতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ। মাসৌ চেতি ররক্ষনক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥

(এইক্ষণ গজেন্দ্রমোক্ষবিবরণ কহিতেছেন)

(৩) কুম্ভীরে গজেন্দ্রের পদধারণ করিয়াছিল। সেই গজেন্দ্র শুণ্ড উত্তোলন করিয়া হে ব্রহ্মেশ! হে দেবেশ! হে শক্তীশ! আমাকে রক্ষা কর এই কথা বলিলে, "ক্রন্দন করিও না" এই বলিয়া অত্যন্ত ক্রন্দনকারী গজেন্দ্রকে চক্রদ্বারা কুম্ভীরবদন হইতে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৩ ॥

হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে! কাসি কাসি সুযোধনাদবগতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদীম্। ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যো রক্ষদাপদ্গতামার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥

---

(১) বক্ত্রা মন্দভাগ্যোক্তোমদন্যো জগদীশ্বরঃ।
ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন দৃশ্যতে ॥
শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ৮অ, ১১।
প্রহ্লাদং প্রতি হিরণ্যকশিপু বাক্যং।

(২) সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম ॥ ৩২ ॥
আনয়ৈনং হরি শ্রেষ্ঠং দত্তমস্যাভয়ং ময়া ॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১৮ সর্গে।
এবমেব অধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে ৩য় সর্গে।

(৩) বোম্বাই মুদ্রিত পুস্তকে গজেন্দ্রমোক্ষ মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু আদি সংস্কৃত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ঐ উপাখ্যান পাই নাই। বামনপুরাণে ঐ উপাখ্যান পাইয়াছি। এ বিষয়ে আমি আমার আরাধ্য শিক্ষাগুরু শ্রীব্যাঙ্কটবরদাচার্য্য মহাশয়ের নিকট উত্থাপন করিয়াছিলাম তিনিও মহাভারতের ঐ উপাখ্যান নহে বলিয়াছেন কারণ তাঁহার হস্তলিখিত পুস্তকেও নাই। যদি কোন পাঠক ঐ উপাখ্যান শান্তিপর্ব্বের প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন তাহাহইলে আমাকে অত্যন্ত অনুগৃহীত করিবেন।

[দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে কৃষ্ণানুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন] (৪) দ্রৌপদী কহিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত! হে কৃপানিধে! হে পাণ্ডবদিগের গতি! তুমি কোথায়? দুর্য্যোধন আমাকে অবমাননা করিতেছে তুমি দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। এই কথা বলিলে যিনি অক্ষয়বস্ত্র দিয়া বিপদ্গতা দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৪ ॥

যৎ পাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং যন্নামামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্। পাষাণশ্চ যদঙ্ঘ্রিযুক্তো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবান্ আর্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

[এইরূপ অহল্যা উদ্ধার বর্ণন করিতেছেন] (৫) যাঁহার পাদপদ্মের নখের জল হইতে ত্রিজগতের পাপরাশি নাশ করে, যাঁহার নামামৃত পান করিলে সন্তাপ দূর করে, যাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া যিনি গৌতমমুনির শাপে পাষাণ হইয়াছিলেন, সেই গৌতমমুনির স্ত্রী অহল্যা পাষাণও নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাংনিধিং ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্। তন্নৈবাদ্ভুতকারণং ত্রিজগতাং নাথস্য দাসোস্ম্যহমার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৬ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র দুর্জ্জন ব্যক্তিও অপার সংসার পার হইয়া বিষ্ণুর সনাতন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, আমি কি সেই অদ্ভুতকার্য্যের কারণ ত্রিজগতের নাথের দাস নহি? সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৬ ॥

পিত্রাভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্। যোদাৎ তং শরণাগতস্তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনম্। হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৭ ॥

[এইরূপ ধ্রুবচরিত্রে বিষ্ণুর অনুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন] (৬) পিতা (উত্তানপাদ) ভ্রাতা উত্তমকে ক্রোড় লইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া ধ্রুব পিতার কোলে আরোহণ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিমাতা অপমান করিয়াছিলেন। ধ্রুব (নিজ মাতার আদেশে) নারায়ণের তপস্যা করিতে গিয়াছিলেন (সেই তপস্যাতে সন্তুষ্ট হইয়া) যিনি শরণাগত ভক্তোত্তম ধ্রুবকে স্বর্ণসিংহাসন দান করিয়াছিলেন সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ৭ ॥

নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ। ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতির্হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৮ ॥

উপপত্নী ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব না জানিয়া নিজ কুলধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহাকে

(৪) মহাভারতে সভাপর্ব্বণি ৬৭ অধ্যায়ে দ্রৌপদী বস্ত্রাকর্ষণপ্রসঙ্গে।

(৫) অধ্যাত্মরামায়ণে আদিকাণ্ডে ৬ সর্গে অহল্যা শাপবিমোচনং ব্র, বৈ, পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৪৭ অধ্যায়ে চ।

(৬) বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশ ১১ অধ্যায়ে ধ্রুববিমাতা সুরুচির ধ্রুবের প্রতি অপমানবাক্য যথা—

এতৎ রাজাসনং সর্ব্বভূভৃৎ সংশ্রয়কেতনম্।
যোগ্যং মমৈব পুত্রস্য কিমাত্মা ক্লিশ্যতে ত্বয়া। ইত্যাদি

নিজ নাথস্থানে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন (৭)। যাঁহার প্রতি ভক্তি রাখিলে অতুল মুক্তিদান করেন ও যিনি উপপত্নীগণের সদগতি সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ৮॥

ক্ষুত্তৃষ্ণ্যার্ত্তসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাসসং ক্ষোভিতং দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্। ভুক্ত্বা তর্পয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৯॥

[এইরূপ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদির সহিত যৎকালে দ্বৈতবনে বাস করিতেছিলেন সে সময় একদিন দুর্ব্বাসামুনি সহস্র শিষ্য লইয়া আহারান্তে দ্রৌপদীর নিকট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া উপস্থিত হন, সে সময়ে দ্রৌপদীর চেষ্টা বর্ণন করিতেছেন ও সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন] (৮) ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া দুর্ব্বাসামুনি সহস্র শিষ্য লইয়া দ্রৌপদীর নিকট গমন করিয়াছিলেন সেই সময় দ্রৌপদী (আতিথ্যসৎকার অবহেলা) ভয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আহার ভিক্ষা করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী কহিলেন সকলের আহার হইয়া গিয়াছে আর কিছুই নাই শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "দেখ আরও কিছু আছে"। দ্রৌপদী দেখিলেন স্থালীতে কেবলমাত্র শাকের কণামাত্র আছে। দ্রৌপদী তাহাই ভক্তির সহিত কৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতেই সশিষ্য দুর্ব্বাসার পরিতৃপ্তি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি এইরূপে আর্ত্তত্রাণ করিয়াছিলেন সেই ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ৯॥

যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজস্ত্বায়াতং শরণং রঘূত্তমবিভো রক্ষাতুরং মামিতি। পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১০॥

লঙ্কাপুরের সভাতে বিভীষণ রাবণকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া সমুদ্রতীরে স্থিত শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া "আমাকে রক্ষা করুন" এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাতে শ্রীরামচন্দ্র যে দশাননানুজ বিভীষণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি॥ ১০॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সর্ব্বত্রকালে মহালীলা ক্রোড়বপুর্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন

---

(৭) কৃষ্ণং বিদুঃপরং কান্তং ন তু ব্রহ্ম তয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণ ধিয়াং কথম্॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২৯ অ, ১১।

পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন, হে মুনে! ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণকে কেবল স্বর্গ বলিয়া জানিতেন ব্রহ্মজ্ঞান করিতেন না, তাহাদের গুণের প্রতিই তাহাদের চিত্ত আসক্ত ছিল তাহাতেই তাহাদের গুণপ্রবাহের বিরতি কিরূপে হইল? শুকদেব উত্তর করিলেন,—

"উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥"

আমি এ বিষয়ে পূর্ব্বে উক্তি করিয়াছি শিশুপাল যেপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণকে দ্বেষ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। যদি বিদ্বেষ করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জনেরও যে মুক্তি হইবে তাহার আর বিচিত্র কি? ফলতঃ কৃষ্ণকে যিনি যে ভাবে স্মরণ করিবেন তিনি তাহাতেই মুক্তিলাভ করিবেন তজ্জন্য নারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেনঃ—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যাবয়ং বিভো॥
১ ম স্কন্ধে ১ম অ, ২৯।

(৮) মহাভারত বনপর্ব্বে ২৬২ অধ্যায়ে সশিষ্য দুর্ব্বাসামুনির দ্রৌপদীর কৃষ্ণপ্রদত্ত শাকদ্বারা উদরপূর্ত্তির বিষয় বর্ণন আছে।

স্বয়ম্। যঃ পাপিত্রয়ব্রসম্প্রবর্ত্তমচিরাদ্ধস্বা চ যো-হগাৎ প্রিয়মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১১ ॥

মহাপ্রলয়কালে যে হরি নারায়ণ স্বয়ং মহা-লীলা বরাহরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে বহন করিয়াছিলেন, কারণ পৃথিবী মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইতেছিলেন্ যিনি পাপীগণকে শীঘ্র নাশ করিয়া প্রিয় ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়া-ছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ নারায়ণ আমার গতি ॥ ১১ ॥ ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১) দ্বিতীয়ন্ত ভবায়স্ত রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥
শ্রীভাগবতে ১ম স্কন্ধে ২য় অ. ৭।

পঞ্চদশী-ভূতবিবেক।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রতিবিচ্যতে॥১॥

বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরংব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ পরি-জ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই কেবল আকা-শাদি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাদি বিচারদ্বারা তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। এই নিমিত্ত এইক্ষণে সেই পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে ॥ ১ ॥

শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগুণা ইমে।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২ ॥

বস্তুমাত্রেই তাহাদিগের প্রত্যেকের স্বস্ব গুণ পৃথক্ থাকায় অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীতি হয়, এই নিমিত্ত আকা শাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের স্বস্ব গুণ বিচার-দ্বারা অন্যান্য ভূতপদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে পরি-জ্ঞানার্থ সেই আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের গুণ বিবৃত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী আকাশাদিপঞ্চভূতের স্বাভা-বিক গুণ। পরন্তু আকাশের একটী, বায়ুর দুইটী, অগ্নির তিনটী, জলের চারিটী এবং পৃথিবীর পাঁচটী গুণ আছে, এইরূপে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গুণ অবধারিত হইয়াছে, ঐ সকল গুণের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

প্রতিধ্বনির্ব্বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ।
উষ্ণস্পর্শঃ প্রভারূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ।
শীতস্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্।
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ।
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতাঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি পংঞ্চভৌতিক গুণের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে। আকাশে কেবল শব্দ (প্রতিধ্বনিমাত্র) একটী গুণ আছে। আকাশে প্রতিঘাত হইলেই শব্দের উৎপত্তি হয়। বায়ুর দুইটী গুণ শব্দ ও স্পর্শ, আকাশ ও বায়ুর প্রতিঘাতে বীসি এইরূপ অব্যক্ত শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার স্পর্শগুণ উষ্ণ বা শীতল নহে। অগ্নির তিনটী গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, অগ্নির শব্দগুণ ভুগুভুগু এইরূপ অব্যক্তের অনুকরণস্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ উষ্ণ এবং রূপ প্রকাশক। জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটী গুণ বিদ্যমান আছে॥ জলের শব্দ চুলুচুলু এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণ

স্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ শীতল, রূপ শুক্ল এবং রস মধুর। পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ বিদ্যমান আছে। পৃথিবীর শব্দগুণ কড় কড় এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণ স্বরূপ। ইহার স্পর্শগুণ কঠিন, রূপ বিচিত্র, রস, মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়বিধ। ইহার গন্ধ দ্বিবিধ সদগন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই সকল গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের পার্থক্য নির্ণীত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রোত্রং ত্বক্‌চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণঞ্চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌখ্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো ধাবেদ্বহির্ম্মুখম্ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের প্রভেদ নির্ণীত হইয়াছে। এই শ্লোকে কার্য্যদ্বারা আকাশাদি ভূতপঞ্চকের বিভিন্নতা বর্ণিত হইতেছে। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে স্বস্ব বিষয় গ্রহণরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। আকাশ কর্ণরূপে শব্দগ্রহণ করে, বায়ু ত্বক্‌রূপে স্পর্শ অনুভব করে, অগ্নি চক্ষুরূপে শুক্লাদিরূপ গ্রহণ করে। জল রসনারূপে মধুরাদি রসের আস্বাদগ্রহণ করে এবং পৃথিবী নাসিকাস্বরূপে সৌরভ ও অসৌরভ হরণ করিয়া থাকে। সেই সকল ইন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্, চক্ষুরাদির কার্য্যকারক শক্তি) অতি সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল শব্দগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের সত্তার অনুভব হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রায়ই বাহ্যবিষয়গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪ ॥

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে।
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরস্পর্শামীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল কেবল বাহ্যপদার্থই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এরূপ নহে, কদাপি আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ এবং অনুভব করিতে পারে। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নি হইতে যে সকল শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপান ও অন্নভক্ষণকালে ত্বগিন্দ্রিয়তে আন্তরিক স্পর্শ অনুভব হইয়া থাকে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিলেও আন্তরিক অন্ধকারবৎ এক প্রকার রূপ দর্শন হইয়া থাকে। উদ্গার হইলে যখন আভ্যন্তরিক রস উদ্গীর্ণ হয়, তখন রসনাতে সেই আভ্যন্তরিক রসের স্বাদ এবং নাসিকাতে সেই উদ্গারজনিত গন্ধের সৌরভাদি অনুভব হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিতেছে যে ইন্দ্রিয়গণ যেমন বাহ্যবিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইপ্রকার আন্তরিকবিষয়ও গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৫ ॥

পঞ্চোক্ত্যা দানগমন বিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি ॥ ৬ ॥
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎ ক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদিগোলকেষ্বাস্তে তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল নির্ণীত হইয়াছে। এইক্ষণে বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিবৃত হইতেছে। কথন গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দানুভব এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ও নিরূপিত আছে। কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সকল উক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বিষয় হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য কথন গ্রহণাদি পঞ্চবিধ কর্ম্ম বা ক্রিয়ার অন্তর্গত। কারণ বাক্যকথন এবং দ্রব্যাদিগ্রহণাদি কার্য্য দ্বারাই কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং

উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় এক একটী ক্রিয়া সম্পন্ন হয় উক্ত পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মুখাদি পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। বাগিন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান মুখ, পাণীন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান হস্ত, গমনেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান পদ, পায়ূন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান গুহ্যদেশ এবং উপস্থেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি শিশ্নপ্রদেশ ॥ ৬—৭ ॥

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেম্বস্বাতন্ত্র্যাদ্ বিনিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৮॥

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের গুণ ও কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই দশবিধ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনের কার্য্য নিরূপিত হইতেছে। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই মনের অধীন। মনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থকে। মনের সাহায্য ব্যতীত উক্ত ইন্দ্রিয়গণ কোন কার্য্য করিতে পারে না। সেই মন হৃদিপদ্মমধ্যে অবস্থিতি করে। উক্ত মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া থাকে। যেহেতু মন ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ব্যতীরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। আন্তরিক কার্য্যে তাহার অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পরাধীন। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বাহ্যিক কার্য্য সাধন করিয়া থাকে তাহাও মনের সাহায্য ভিন্ন হয় না ॥ ৮ ॥

অক্ষেম্বর্থার্পিতেষ্বেতদ্‌গুণদোষবিচারকম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব বিষয়ে অশক্ত হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনঃ সেই সকল বিষয়ের গুণ ও দোষের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মন স্বীয় সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণদ্বারা বিবৃত হইয়া থাকে। মনঃ ঐ সকল গুণদ্বারা নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যখন যেরূপ গুণশালী বস্তুকে স্মরণ করে, তখন মন সেই গুণের কার্য্য করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ।
কামক্রোধৌ লোভ যত্নাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ।
আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারাস্তমসোত্থিতাঃ ॥১০॥

এই শ্লোকে পূর্ব্বকথিত মনোবিকার বিবৃত হইতেছে। মন সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। সময় সময় সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণদ্বারা মনের নানাবিধ ভাব উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য এই সকল সত্ত্বগুণের মানসিকবিকার। যখন মনে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তখন বৈরাগ্যাদিভাব উদয় হইয়া সেই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার মনে রজোগুণের আবির্ভাবে কামক্রোধাদি মানসিকবিকার উপস্থিত হইয়া মনকে সে সকল কার্য্যে নিযুক্ত করে। তন্দ্রা, আলস্য ও ভ্রান্তি প্রভৃতি মনের তমোগুণের বিকার। মন তমোগুণের আক্রমণে আক্রান্ত হইলেই আলস্যাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ। তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণং ভবেৎ। অত্রাহম্প্রত্যয়ী কর্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার স্বরূপ বৈরাগ্যাদি উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণে এই শ্লোকে সেই সকল বৈরাগ্য প্রভৃতি মানসিকবিকারকার্য্য বিবৃত হইতেছে। মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে বৈরাগ্যাদিবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নানাপ্রকার পুণ্যসঞ্চয় হয়। যখন মনে রজোগুণের প্রকাশ হয়, যখন মনে রজোগুণের বিকাশ হয়, তখন কামক্রোধাদিমনোবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই সকল কামাদি হইতে অসংখ্য পাপ

উৎপন্ন হয়। মনে তমোগুণের বিকার আলস্যাদির আবির্ভাব হইলে, পাপ অথবা পুণ্য কিছুই হয় না। কিন্তু মন আলস্যাদিদ্বারা অভিভূত নাইলে মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। কেবল বৃথা কালক্ষেপ হইয়া থাকে মাত্র। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে ঐ সকল কার্য্যেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা অহং শব্দবাচ্য জীব ইহাই সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১১ ॥

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।
অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্ ॥ ১২ ॥

ইতিপূর্ব্বে মানসিকবিকারত্রয়জাত জগতের কার্য্য বিবৃত হইয়াছে। এইক্ষণ সেই জগতের ভৌতিকত্ব নিরূপিত হইতেছে। ঘটাদিপদার্থে শব্দ ও স্পর্শাদি সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষদ্বারা তাহাদিগকে ভৌতিক কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণও যে ভৌতিককার্য্য তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব অনুমিত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের শব্দাদিগুণ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়। অতএব শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ও ভৌতিকপদার্থ ॥ ১২ ॥

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥১৩॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জগৎকে আকাশাদি পঞ্চভূতের কার্য্যরূপে নির্ণয় করিয়া এইক্ষণ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, এই বিষয়ে ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির মর্ম্ম বিবৃত হইতেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বেদান্তাদি শাস্ত্র ও সদ্‌যুক্তিদ্বারা যাহা অনুমিত হয়, সেই সমুদায় পদার্থই এই জগৎ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ও অনুমান করিতে পারি, সেই সমুদায় পদার্থকে জগৎ বলিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্ব্বচঃ ॥ ১৪ ॥

মহাত্মা আরুণিক স্বয়ং উপনিষৎ মধ্যে বলিয়াছেন যে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎস্বরূপ পরাৎপর পরমপিতা পুরুষোত্তম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তখন নামরূপধারি কোন পদার্থই বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং জগতের আদিতে কেবল ব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা জানা যায় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশী-সরলব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

ভূতবিবেক বুঝিতে হইলে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য্য অগ্রে বুঝিতে হবে। যথা—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপিদৃষ্টোঽন্তো ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

অসতঃ ভাবো ন বিদ্যতে সতঃ অভাব ন বিদ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ তু অনয়োঃ উভয়োঃ অপি অন্তঃ দৃষ্টঃ।

অনিত্যবস্তুর অস্তিত্ব নাই (অর্থাৎ যাহা নাই তাহা কখন থাকিতে পারে না) আর

নিত্যবস্তুর ধ্বংশ নাই (অর্থাৎ যাহা আছে তাহার অস্তিত্বরহিত হইতে পারে না) তত্ত্বদর্শিগণই উভয়ের অন্তঃ (পরিণাম) দেখিতে পান।

উপরোক্ত শ্লোকটীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে ভূতবিবেকের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

উক্ত ভূতবিবেকের প্রথম শ্লোকেই অদ্বৈত সৎপদার্থের উল্লেখ আছে ঐ সৎপদার্থ পঞ্চভূত বিচারদ্বারা মানববুদ্ধির গম্য হইতে পারে। এইজন্য পঞ্চভূতের বিচার আবশ্যক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সৃষ্টিক্রমানুসারে সূক্ষ্ম হইতে স্থূলপদার্থের উৎপত্তি সর্ব্ববিজ্ঞানসম্মত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ হাইড্রোজান, অক্সিজান, নাইট্রোজান প্রভৃতি ষষ্টি উপাদান জগতের আদি কারণ বলিয়া স্বীকার করেন। ঐ ষষ্টি উপাদান হইতে এই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে বলেন। প্রাচীনকালে সাংখ্যকার কপিল আদিতে প্রকৃতিপুরুষ দুইটী তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রকৃতিই জগৎস্রষ্টা, পুরুষ কেবল প্রকৃতির গৌণ সাহায্যকারী মাত্র। অর্থাৎ পুরুষের সাহায্য বিনা প্রকৃতি অক্রিয়াবস্থায় থাকে। সাংখ্যের মতে পুরুষ চক্ষুষ্মান অতএব দ্রষ্টা, কিন্তু খঞ্জের ন্যায় অক্ষম। প্রকৃতিই কার্য্যের কর্ত্তা, কিন্তু চক্ষুহীন অন্ধের ন্যায় হইলেও চক্ষুষ্মান খঞ্জপুরুষের সাহায্যে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

যেমন বলবান কার্য্যক্ষম অন্ধের স্কন্ধে চক্ষুষ্মান খঞ্জ উঠিলে খঞ্জের ইঙ্গিতে অন্ধ সমস্ত কার্য্য করিতে পারে, অন্যথায় কার্য্য সক্ষম ও গতিশক্তিবিশিষ্ট হইলেও দৃষ্টিশক্তির অভাবে নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকিতে হয়, সেইরূপ পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃতি জড়ের ন্যায় থাকে। পুরুষের গৌণ সাহায্যে প্রকৃতি মুখ্যকার্য্যকারী হয়। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি হইতেই বিচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। পুরুষসংযুক্ত প্রকৃতি অষ্টভাগে বিভক্ত ও ষোড়শবিকারে পরিণত হয়। অতএব সাংখ্যের অষ্টপ্রকৃতি ও ষোড়শবিকারই এই চত্বারিংশৎ প্রাকৃতিক তত্ত্বই জগতের মূল কারণ, ঐ চত্বারিংশতি তত্ত্বাতিরিক্ত পুরুষও সাংখ্যের স্বকৃত। ঐ অষ্টপ্রকৃতি যথা মূলপ্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহংতত্ত্ব, (আমিত্ব, মমত্ব, অভিমান) আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি। ষোড়শবিকার যথা দশেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, একাদশ ইন্দ্রিয় মন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, সাংখ্যমতে এই চত্বারিংশতি তত্ত্বই জগতের আদি। বেদান্ত সাংখ্যের ন্যায় সর্ব্ব আদিতে প্রকৃতিপুরুষের দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করেন না। বেদান্তমতে জগতের মূল কারণ এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না; কিন্তু যখন বীজ ও ক্ষেত্র উভয় সংযোগ ব্যতীত জগতে কোন দ্রব্যই উৎপন্ন হয় না, তখন আশু দৃষ্টে সাংখ্যের মতটী সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রথম বীজ ও ক্ষেত্র কোথা হইতে আসিল? বেদান্তদর্শনে উহার বিশদ মীমাংসা আছে। বেদান্তদর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে যে এক অদ্বিতীয় অব্যক্ত সৎপদার্থই অনাদি অনন্ত নিত্য সাস্বত। উহার দুইটী অবস্থা ব্যক্ত ও অব্যক্ত। যখন সত্তের শক্তির বিকাশ হয়, তখন ঐ নিত্যপদার্থ ব্যক্ত, যখন শক্তির বিকাশ না হয় তখন অব্যক্তভাবাপন্ন থাকেন। ঐ শক্তি পৃথক্ পদার্থ নহে বা উহার অস্তিত্ব পৃথক্ বলিয়া কিছু নাই। কার্য্য দৃষ্টেই শক্তি অনুমিত হয়। অগ্নির যে দাহিকাশক্তি আছে দহনকার্য্যদ্বারা ঐ দাহিকাশক্তি অনুমিত হয়। ফলিতার্থ কার্য্য অনুভূত না হইলে তাহার শক্তি অনুমিত হইতে পারে না। কিন্তু কার্য্য কে অনুভব করে?

সৎ অর্থে অস্তিত্ব বা আছে, এই ভাবমাত্র। ঐ ভাব যখন অব্যক্ত তখন অননুভূত, যখন ব্যক্ত তখন অনুভূত হয়। ঐ অনুভব অর্থে প্রকাশ, কিন্তু অনুভবের বিষয় ব্যতীত কি অনুভূত হইবে? তবে ঐ মূল কারণ হইতে প্রথম কার্য্য বা বিষয় যাহা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশের মধ্যে কার্য্য ও জ্ঞান উভয়ই আছে। কার্য্যের নাম বিষয় বা ক্ষেত্র জ্ঞানানুভবকারীর নাম বিষয় বা ক্ষেত্রজ্ঞ। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে সেই একমেব অদ্বিতীয় নিত্য সৎ (অস্তিত্ব-আছে) ভাবের মধ্যে অনুভূতি ও অনুভূত বিষয়শক্তি লুক্কায়িত আছে। ঐ বিষয়-শক্তি হইতে প্রথমে যে কার্য্যের বা বিষয়ের বিকাশ হয় ঐ বিকাশ অনুভূতিকর্তৃক গৃহীত হয়। যদি অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকিত তবে কার্য্য বা বিষয়ের কখনই বিকাশ হইত না। ঐ অনুভূতিই স্বয়ং অনুভবকারী জ্ঞান বা দ্রষ্টা উহাই সাক্ষীপুরুষ এবং ক্রিয়াকারী বিষয় শক্তিই প্রকৃতি। ঐ শক্তিকর্তৃক প্রকৃষ্টরূপে কার্য্যকৃত হয় বলিয়া উহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতিই সতের ভাব এই জন্য উহার অপর নাম স্বভাব। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং বেদান্তের জ্ঞান ও শক্তি অথবা চৈতন্য ও মায়া একই কথা। প্রকৃতপক্ষে উহা দুইটী তত্ত্ব নহে একই তত্ত্বের দুইটী ভাববিশেষ ঐ দুইটী ভাব-পরম্পরা সংমিশ্রিত ও কার্য্যকারণসূত্রে গ্রথিত। কারণ হইতে যে প্রথম কার্য্য উৎপন্ন হয় সেই প্রথম কার্য্যই তৎপরবর্ত্তিক কার্য্যের কারণ-স্বরূপে পরিণত হয়। ঐ কার্য্যই আবার তৎ-পরবর্ত্তি কার্য্যের কারণ হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কার্য্যে তাহার কারণ সংযোজিত হওয়ায় ঐ কার্য্য হইতে পুনঃ কারণ উৎপন্ন হইয়া নূতন কার্য্য প্রসব করে। এইরূপে কারণ হইতে কার্য্য এবং কার্য্য হইতে কারণ উদ্ভূত হইয়া বৈচিত্র জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বৈদান্তিক-গণ বলেন যে অদ্বিতীয় নিত্য সতের মায়া বা শক্তিই দৃশ্যজগতের প্রথম কারণ। উহার প্রথম কার্য্যই আকাশ, ঐ আকাশই বায়ুর কারণস্বরূপ। আবার বায়ু তেজের কারণ তেজ জলের কারণ, জল পৃথিবীর কারণ। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে দাহনকার্য্য দৃষ্টে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে অনুমিত হয়, ঐ দাহিকা-শক্তিই দহনকার্য্যের কারণ। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে পঞ্চভূতরূপ কার্য্যের বিষয় ব্যতীত সর্ব্ব মূলকারণ সৎপদার্থ অনুমিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও সাংখ্যের চত্বারিংশতি-তত্ত্বাতিরিক্ত পুরুষ স্বীকৃত হওয়ায়, সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে সামঞ্জস্য হইতে পারে। যাহা হউক সাংখ্যকার কপিল প্রকৃতিপুরুষের অতি-রিক্ত অদ্বিতীয় এক মূলতত্ত্ব স্বীকার না করায় তৎপরবর্ত্তি ভাষ্যকারগণ "ঈশ্বরাসিদ্ধে প্রমাণা-ভাবাৎ" বলিয়া জড়প্রকৃতিকে ঈশ্বরের আসন প্রদান করিয়াছেন। উক্ত মত বাদ হইতে, তৎপরবর্ত্তি বুদ্ধ বৌদ্ধ ঋষিগণ অসৎ আকাশই (শূন্য) যে জগৎকারণ ইহা প্রমাণের চেষ্টা করি-য়াছেন। উক্ত মতবাদ খণ্ডনের এবং অসৎ শূন্য যে জগতের কারণ হইতে পারে না, সৎই জগৎকারণ প্রমাণ জন্য উক্ত ভূতবিবেক বা পঞ্চ-ভূত বিচারের প্রয়োজন হইয়াছে।

পঞ্চভূতের প্রথম ভূত আকাশ। বেদান্ত-মতে আকাশই মায়া বা শক্তির প্রথম কার্য্য। সতের সত্বাতেই আকাশের সত্বা, আকাশ অর্থে শূন্য বা অবকাশ এবং তাহার গুণই ধ্বনি বা শব্দ। ঐ শূন্য বা ধ্বনি সৎপদার্থে নাই। সতে কেবল অস্তিত্বভাবমাত্র আছে। ঐ অস্তিত্ব বা আছে কখন শূন্য বা নাই হইতে পারে না।

আরার সং কেবল অস্তিত্বমাত্র। উহা পৃথক্ কোন পদার্থ নহে বা উহার প্রকৃত কোন গুণ বা শব্দ নাই। উহা শব্দস্পর্শাদির অতীত, পঞ্চভূতে শব্দস্পর্শাদি আছে। কিন্তু নিত্য সৎপদার্থে তাহা নাই, ঐ সৎপদার্থরূপ সত্য ভিত্তিতে চিত্রবিচিত্র মিথ্যাজগৎ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ প্রকটিত বৈচিত্র মিথ্যাজগতের উপাদান আকাশাদিপঞ্চমহাভূত। উহা মায়া বা শক্তির কার্য্য, ঐ মায়ার তামসিক অংশ বা তামসিক মায়াই জগতের উপাদান কারণ। ঐ তামসিকমায়ার প্রথম বিবর্ত্তনই আকাশ বা শূন্য। কিন্তু উহা শূন্য হইলেও উহার শব্দগুণ আছে, উপরোক্ত বিষয় অতীব জটিল ও দুর্ব্বোধ্য। অর্থাৎ সহসা বুদ্ধিতে ধারণা হয় না যেহেতু যাহা জগৎকারণের মূল কারণ অর্থাৎ নিত্য সৎপদার্থ (প্রকৃতপক্ষে আমরা যাহাকে পদার্থ বলি তাহা নহে)। তাহা আমাদের জ্ঞানাতীত এবং তাঁহার মায়া বা শক্তিও (যাহা কর্ম্মজগতের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে) কার্য্য ব্যতীত অনুভূত হয় না। ঐ শক্তির আদি বিবর্ত্তন আকাশ ও (শূন্য) প্রকৃতপক্ষে অননুভূত কেবল উহার গুণ বা কার্য্য হইতেই অনুভূত হয়। যদি আকাশে শব্দ, গতি, (বায়ু) ও জ্যোতি (আলো) প্রকাশিত না হইত, তবে আকাশও শক্তিরই ন্যায় জ্ঞানানুভবের অতীত হইত। ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে সৎ শক্তি ও আকাশ আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত যে যে ভূতের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্রব আছে সেই ভূত বা ভৌতিক জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, শক্তি বা কার্য্য ব্যতীত শক্তি কখনই অনুভূত হইতে পারে না। আকাশও তদ্রূপ, যেহেতু আকাশের গুণ শব্দ এবং শব্দ হইতে কম্পনগতি Vibratory motion উৎপন্ন হয়। সেই গতিদ্বারা শব্দ চালিত হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। পক্ষান্তরে শব্দ ও গতি হইতে জ্যোতির বিকাশ হয় (উহা বিজ্ঞানসম্মত)* ঐ জ্যোতি বা আলোকদ্বারা অবকাশ বা শূন্য প্রতীয়মান হয়। আলোক কোন পদার্থের উপর পতিত হইলে, সেই পদার্থের আকৃতির প্রতিবিম্ব অর্থাৎ ঐ বিম্বিভূত জ্যোতি, গতিদ্বারা চালিত হইয়া দর্শেন্দ্রিয়ে প্রতিভাত হয়, তাহাতেই বস্তুর আকার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু যেস্থানে কোন দর্শনযোগ্য বস্তু নাই, অবকাশ বা ফাঁক আছে, সেই স্থানের অদৃশ্য অণু পরমাণু প্রতিবিম্বিত স্বাভাবিক তেজস জ্যোতি † চক্ষে প্রতিভাত হওয়ায় ঐ অবকাশ বা শূন্য অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে শূন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু নহে, ঐ শূন্যে অসীম আলোকরাশিমাত্র অনুভূত হয়। যাহাকে আমরা অন্ধকার বলি, তাহা আলোকাভাব ব্যতীত কিছুই নহে। চক্ষু মুদ্রিত করিলে আমরা অন্ধকারমাত্র অনুভব করি। এ অন্ধকারস্থানে যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তু অনুভূত হয় না, তথায় অন্ধকারময় শূন্য অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে উহা আলোকেরই অভাব অনুভূত হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি যেমন অনুভবের বিষয়, সেইরূপ উহাদের অভাবও একটী অনুভবের বিষয়। উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক একটী ভূত, যথা—ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ঐ ভূতচতুষ্টয়ের অভাব (শূন্য বা আকাশকে) কে অনুভব করে? পৃথিবী বা

* বর্ত্তমানবর্ষের সংখ্যা হিন্দুপত্রিকায় আমার প্রণীত সৃষ্টিতত্ত্ব ও ত্রিমূর্ত্তিশীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† স্বভাবতঃ তেজসপদার্থের অণু পরমাণু আছে। ঐ অণু পরমাণুর গুণানুসারে তেজ নানাপ্রকারে বিকাশিত হয় যথা তড়িৎ, অগ্নি, সূর্য্যকিরণ প্রভৃতি।

ক্ষিতিতে কঠিনতা, আর্দ্রতা, তেজ, বায়ু ও ছিদ্রতা বা আকাশ আছে এবং ঐ পঞ্চভূতের গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় আছে। জলে কেবল গন্ধগুণ ব্যতীত রূপ, রস, স্পর্শ ও শব্দ গুণ থাকায় চারিটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু আছে; তেজেও রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ থাকায় তিনটী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বায়ুতে স্পর্শ এবং শব্দগুণ থাকায় দুইটী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবস্তু আছে। আকাশে শব্দগুণ আছে, যেহেতু ছিদ্র বা অবকাশ ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুর মধ্যে যদি ছিদ্র বা অবকাশ আদৌ না থাকিত তবে কম্পন বা অণু পরমাণুর মধ্যে ঘর্ষণ সম্ভব হইত না। যতই দৃঢ় বস্তু হউক না কেন, যদি বস্তুর মধ্যে আকাশ অর্থাৎ ছিদ্র না থাকিত, তাহাহইলে বস্তুর বিভক্ত কোন অণু পরমাণু স্বীকৃত হইত না। সমস্ত বস্তুই এক অবিভক্ত হইত। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে ঘর্ষণ বা কম্পন অসম্ভব হইত। এই জন্য শব্দ আকাশের গুণ; ঐ শব্দ হইতেই গতি উৎপন্ন হইয়া, ঐ গতিদ্বারা শব্দ চালিত হইলে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হয়। অতএব আকাশে শব্দগুণ থাকিলেও ঐ গুণের কার্য্য শব্দব্যতীত আকাশ বা শূন্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের বা অন্য কোন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, আমরা যে আকাশ অনুভব করি, উহা আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত কিছুই নহে। ঐ আলোকদ্বারা যে আকাশ বা অবকাশ অনুভূত হয় উহা প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকা এবং জল এই দুইটী ভূতের অবকাশ বা অভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ঐ আলোক প্রতিবিম্বিত শূন্যস্থানে জ্যোতি এবং গতি উভয় আছে ঐ অবকাশ অর্থে তথায় পৃথিবী এবং জলরাশি নাই। অতএব আলোকদ্বারা যে আকাশ অনুভব করি তাহাতে প্রকৃতপক্ষে তেজ এবং বায়ু থাকায় উহা আমাদের তিনটী ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবস্তু আছে, ঐ আকাশ বা শূন্যে তেজ (আলোক) এবং বায়ু (গতি) না থাকিলে শূন্য কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু হইত না। এমন কি চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় আমরা যে অন্ধকারময় শূন্য অনুভব করি ঐ শূন্যে আলোক বা জ্যোতি আছে; কিন্তু চক্ষুমুদ্রিত থাকায় ঐ তৈজস অনুবিম্বিত জ্যোতি চক্ষে প্রতিভাত হয় না। এই জন্য অন্ধকার অনুভূত হয় প্রকৃতপক্ষে আলোকের অভাবই অন্ধকার; তমোময় আকাশে আলোক অনুভূত না হইলেও ঐ অন্ধকারে শব্দ ও গতি অনুভূত হয়। চক্ষু মুদ্রিতাবস্থায় তৈজসানুবিম্বিত জ্যোতি চক্ষুদ্বারা দর্শক স্নায়ুতে প্রতিভাত হইতে পারে না বটে, কিন্তু বায়ুর গতিদ্বারা লোমকূপ এবং অন্যান্য দ্বার দিয়া অতি অস্পষ্টভাবে শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এবং মস্তিষ্কে নীত হইয়া তাহার অতিশয় ক্ষীণ অস্পষ্ট আভা দর্শকস্নায়ু স্পর্শিত হয়; কিন্তু বাহিরেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ চক্ষুর) সহিত বহির্জ্জগতের সংশ্রব না থাকায় এবং অন্তরেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ তেজোময় সূক্ষ্মতত্ত্ব (যাহা বেদান্তদর্শনে ললাটস্থিত অক্ষিপুরুষ বলিয়া বর্ণিত আছে) * চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত স্ফুট বা বিকাশিত না হওয়ায় † ঘোর অস্পষ্ট একটী ভাবমাত্র মস্তিষ্কে নীত এবং অন্তরে অনুভূত হয়। ঐ বায়ুকে কোন কোন শাস্ত্রকার তমো বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যেহেতু তেজ বা জ্যোতিহীন বায়ু তমোময় তাহার সন্দেহ নাই। ঐ বায়ুকর্ত্তৃক আকাশের স্বাভাবিক একটী অস্পষ্টধ্বনিও অন্ধকারে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট

* ঐ তেজোময় সূক্ষ্মতত্ত্ব বা অক্ষিপুরুষই স্বয়ং দর্শন-জ্ঞান চক্ষু উহার বহির্দ্বারস্বরূপ।

† যোগসাধন ব্যতীত সূক্ষ্ম অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় না তবে বহিরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রাহ্যজ্ঞান হয়।

হয়। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে যাহা আমরা আকাশ বলিয়া অনুভব করি তাহা আলোক বা অন্ধকার ব্যতীত কিছুই নহে। জ্যোতি এবং গতিভিন্ন যথাক্রমে আলোক এবং অন্ধকার অনুভূত হইতে পারে না। এ আলোক ও অন্ধকার ত্যাগ করিলে, কিছুই নাই এই অভাবমাত্র অন্তরে উপলব্ধি হয়। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুই থাকে না।

ইন্দ্রিয় কি পদার্থ বিবেচনা করিতে হইলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঐ ইন্দ্রিয় সকলও ভৌতিক পদার্থ অর্থাৎ দশটী ইন্দ্রিয় পঞ্চভূতের বিকার বা বিবর্ত্তনমাত্র যেহেতু এক একটী জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের সহিত এক একটী বাহ্যবিষয়ের সংস্রব হইতে অন্তরে এক এক প্রকারে ভাবের উপলব্ধি হয়। ঐ উপলব্ধি মনের উদ্বোধনমাত্র। আধুনিক পশ্চাত্যবিজ্ঞানদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তড়িতের মধ্যে সম ও বিষম বা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় (Positive Negative) তড়িত আছে। ঐ সম বিষম বা স্বজাতীয় বিজাতীয় উভয় তড়িতের সংস্রবে আকর্ষণীশক্তি উৎপন্ন হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং পরস্পর উভয় স্বজাতীয় তড়িতের সংস্রবে তদ্রূপ আকর্ষণীশক্তির বিকাশ হয় না বরং বিকর্ষণী বা বিক্ষেপণীশক্তির বিকাশ হইয়া বস্তুবিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবিষয়ের সংস্রব উপরোক্ত নিয়মাধীন। চক্ষু তেজোময় স্বচ্ছপদার্থ এবং সূর্য্যকিরণও তৈজস পদার্থ গুণভেদে উভয়ের মধ্যে সম ও বৈষম্যভাব আছে। তদ্ধেতু আকর্ষণজনিত সৌর করবিম্বিত পদার্থের তৈজসাভা তেজোময় স্বচ্ছ চক্ষে প্রতিঘাত হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষণে আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বিকাশিত এবং বিকীরিত হয়, তদ্ধেতু উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিক্ষেপণ ক্রিয়ারম্ভ হয়। ঐ আকর্ষণ বিক্ষেপনজনিত সংঘর্ষণ হইতে উদ্বোধনের বিকাশ হয়। দর্শকস্নায়ু ও সৌর কর, রাসায়নিকস্নায়ু এবং রস, ঘ্রাণিকস্নায়ু এবং ঘ্রাণ, গত্যুৎপাদকস্নায়ু, গতি ও শব্দবাহক স্নায়ু এবং শব্দ একই গুণবিশিষ্ট পদার্থ। কিন্তু সম বিষম তড়িতের ন্যায় উহাদের মধ্যে সাম্য ও বৈষম্যভাব থাকায় উভয়ের যোগ বিয়োগ হইতে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়া উদ্বোধনীশক্তির বিকাশ হয়। হিন্দু-দার্শনিকগণের মতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চভূতের সূক্ষ্ম সত্ত্ব রজগুণ হইতে বিকাশিত এবং তাহার সারসংগ্রহ হইতে মন * ও প্রাণের বিকাশ হয়। হিন্দুদিগের সমস্ত দর্শনশাস্ত্রে প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা ও ত্রিগুণের সাধ্য সত্ত্বগুণদ্বারা জ্ঞান, ক্ষমা ও ঔদার্য্যাদি সদ্বৃত্তির বিকাশ হয়, রজগুণদ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতিও যত্ন, ক্রিয়া, উদ্বিগ্ন হয়, তমগুণদ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া উহা জড়ীয় উপাদানে বিবর্ত্তিত হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে আকাশাদিপঞ্চভূত প্রকৃতির বিবর্ত্তনমাত্র অর্থাৎ তামসীপ্রকৃতিই ক্রমান্বয় আকাশাদিপঞ্চভূতে পরিণত হইয়াছে। ঐ তমোময় পঞ্চভূতের মধ্যেও সত্ত্ব ও রজগুণ লুক্কায়িত আছে এতাবতায় ঐ পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ বা সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং তাহার সারভূত মন, বুদ্ধির এবং রজোগুণ হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহার সারভূত প্রাণ ও কামাদি প্রবৃত্তির এবং তমগুণ হইতে স্থূলদেহের বিকাশ অসম্ভব বা অদার্শনিক নহে। ইতিপূর্ব্বে পঞ্চকোষবিচারকালে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমগ্র ইন্দ্রিয় এবং দৈহিকযন্ত্র (Organ) শিরা, ধমনী প্রভৃতি সমগ্র শরীরাভ্য-

* বুদ্ধি মনের উচ্চাঙ্গ কোন কোন দর্শনশাস্ত্রে মন চারিভাগে বিভক্ত যথা মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও চিত্ত এবং প্রাণ পঞ্চভাগে বিভক্ত যথা প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান

স্তরে যে স্নায়ু ওতপ্রোতভাবে আছে ঐ সমগ্র দেহব্যাপী স্নায়ুর মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে ওতপ্রোতভাবে জবীনীক্রিয়া জ্ঞান ও আনন্দ-স্রোত আছে। মেরুদণ্ডস্থিত মূলাধার হইতে মস্তিষ্কের নিম্নপর্য্যন্ত যে ছয়টী স্নায়ুচক্র আছে ঐ মস্তিষ্ক এবং ছয়টী স্নায়ুচক্রই ঐসকল স্রোতের উৎপত্তি স্থান এবং ক্রিয়াভূমি। যাহাই হউক চিত্তের সুখ, বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকাবৃত্তি, মনের সংশয়াত্মিকাবৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়জনিত প্রবৃত্তি ও প্রাণাদি সমস্তই ভৌতিকত্ব প্রমাণিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন বুদ্ধি, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই অনুভূত বিষয়, যেহেতু বুদ্ধিদ্বারা আমরা যে সকল বিষয় বিবেচনা করি বা মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করি, ইন্দ্রিয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ বা ক্রিয়া অনুভব করি ঐ বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া এবং তাহার ভালমন্দ সকলই আমাদের জ্ঞানের নিকট অনুভূত হয়। অতএব বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিও যে অনুভূত বিষয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যাহা অনুভূত বিষয় তাহা স্বয়ং কখনও অনুভবকারী বিষয়ী হইতে পারে না। অনুভবকারী ও অনুভূত বিষয় কখনও এক হইতে পারে না। অবশ্যই চেতনশরীরে ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ুর ন্যায় মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহে। মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া আমরা মন, বুদ্ধির সাহায্যে অনুভব করি মাত্র। মৃতদেহে মস্তিষ্কস্থ পদার্থবিশেষ যাহা বৈজ্ঞানিকগণ বুদ্ধি ও মন জাতীয়পদার্থ বলেন। তাহা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত নহে। তদ্রূপ পরীক্ষিত হইতেও পারে না। যদি মস্তিষ্ক জাতীয়পদার্থই মন ও বুদ্ধি স্বীকার করা যায় তাহাহইলে উহা জ্ঞানানুভূতি ও তজ্জনিত ভাবসমূহ বিকাশের পরিচালক (conductor) স্বরূপ। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি ; রজগুণ হইতে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের উৎপত্তি হয়। ঐ সত্ত্বগুণদ্বারা জ্ঞান ও তজ্জনিত সরলতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, প্রভৃতি সদ্বৃত্তির এবং রজগুণদ্বারা কামক্রোধাদি অসদ্বৃত্তির বিকাশ হয়। উপরোক্ত বর্ণনা এবং প্রমাণদ্বারা মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়াদির ভৌতিকত্ব স্পষ্ট সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে পঞ্চভূতস্থ সত্ত্বগুণোৎপন্ন পদার্থ, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। যেমন সমস্ত পদার্থাভ্যন্তরে তাড়িতশক্তি লুক্কায়িত আছে। কিন্তু ঐ তড়িতের পরিচালকপদার্থ ব্যতীত তড়িতের বিকাশ হয় না সেইরূপ দৃশ্য বা অদৃশ্যজগতের সমস্ত পদার্থাভ্যন্তরে সেই অদ্বিতীয় নিত্য সৎপদার্থ আছে, সেই নিত্য সতের পরিচালকরূপ জাগতিক মন ব্যতীত সেই সতের প্রকাশরূপ চৈতন্য বা জ্ঞানানুভূতির বিকাশ হয় না। সতের শক্তিই পঞ্চভূতে এবং ঐ পঞ্চভূতোৎপন্ন সূক্ষ্ম এবং স্থূল জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া সেই নিত্য সৎপদার্থ অবলম্বনে স্থিত আছে। পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে সমস্ত অনুভূত বিষয়মাত্রই অসৎপদার্থ (অর্থাৎ ভূত বা ভৌতিকপদার্থ) এবং অনুভবকারী অবিকৃত নিত্যজ্ঞানই সৎপদার্থ। ঐ অবিকৃত নিত্য জ্ঞানাবলম্বনে জ্ঞানের বিষয় উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত এক অদ্বিতীয় তড়িতের মধ্যে দুইপ্রকার শক্তি বা গুণ দৃষ্ট হয়, তদ্ধেতু দুই জাতীয় তড়িৎ কহে যথা সম ও বিষম (Posative & Negative) উহাকে যৌগিক ও বিয়োগিক তড়িৎও কহে। উহাদ্বারা আকর্ষণী ও বিক্ষেপণীক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে যোগ ও বিয়োগ বা আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের কার্য্য নহে, একই পদার্থের কার্য্য। ঐ তড়িৎ যখন অব্যক্ত অবস্থায় থাকে তখন উহার কোন ক্রিয়া হয় না (Neutral state) এ থাকে, পরে পরিচালক বস্তুর সাহায্যে উত্তেজিত হইয়া

আভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা উষ্ণতার বিকাশ হয়, ঐ উষ্ণতার বিকাশ হইলে বস্তুর আভ্যন্তরীণ অণু সকল বিশ্লিষ্ট ও দ্রবীভূত হয়। যখন ঐ উষ্ণতার পূর্ণ বিকাশ হয় তখন তেজ ঊর্দ্ধে বিকীরিত হইয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায় ও বস্তুর আভ্যন্তরীণভাগ শীতল হইয়া বস্তুর বিশ্লিষ্ট অণু সকল পরস্পর পুনঃ সংযুক্ত হইতে থাকে, তাহাই আকর্ষণীশক্তির কার্য্য। ইহাদ্বারা স্পষ্ট সাব্যস্ত হইতেছে যে, যৌগিক ও বিয়োগিক তড়িৎ ও আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ পৃথক্ পদার্থের নহে, একই পদার্থের দুইটী অবস্থামাত্র। এইক্ষণে ঐ তড়িতের সহিত নিত্য সৎপদার্থের তুলনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইবে যে, ঐ নিত্য জ্ঞানময় সৎপদার্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকাশিত অবস্থায় ছিল ; পরে তাহার স্বভাব শক্তি উত্তেজিত হইয়া জগতের কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল। ঐ শক্তি ত্রিগুণান্বিতা, ঐ তিনটী গুণ বা ঐ গুণজাত মহত্তত্ত্ব (অর্থাৎ সমষ্টি মন) নিত্য সৎপদার্থের পরিচালক (conductor) স্বরূপ। ঐ তিনটী গুণদ্বারা জ্ঞানের বিষয় এবং বিষয়ের অনুভূতি ও ক্রিয়ার বিকাশ হয়। প্রথমতঃ তমঃগুণ (জগতের উপাদান কারণ) সূক্ষ্ম মহাভূতে বিবর্ত্তিত হয় এবং রজগুণই চেষ্টা, যত্ন ও ক্রিয়ায় পরিণত হয়, তদ্দ্বারা ঐ মহাভূত দ্রবীভূত হওনান্তর আভ্যন্তরীণ তেজ বা রাগ বিকাশিত ও বিকীরিত হয় ; তদনন্তর সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে তদ্দ্বারা নিত্যজ্ঞানের বিকাশ ও সৃষ্টিক্রিয়া আরম্ভ হয় * উহাই দার্শনিক মহত্তত্ত্ব ও পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। প্রকৃতপক্ষে ইহাই সগুণ ঈশ্বর বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট মন। ঐ মনই নিত্য সৎপদার্থের পরিচালক (conductor) স্বরূপ, উহা স্বয়ং নিত্য সৎপদার্থ নহে।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে শূন্য কোন পদার্থ নহে, পদার্থের অভাবই শূন্য। যদি পদার্থ বা বিষয় অবলম্বনে জ্ঞানের বিকাশ হয় তবে সেই বিষয়ের অভাব হইলে অবশ্যই অভাব বোধ হইবে। তাহাহইলে অভাবজ্ঞান একটা মানসম্ভূত বিষয় * কিন্তু ঐ অভাব কখন স্বয়ং অনুভবকারী বিষয়ী হইতে পারে না। এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে, নিত্যজ্ঞান বা চিৎই সৎপদার্থ। মন ও বুদ্ধি উক্ত চিৎ বা জ্ঞানবিকাশের পরিচালক যন্ত্র ও ইন্দ্রিয়াদি ঐ যন্ত্রের দ্বারস্বরূপ। উক্ত দ্বার দিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিচালকযন্ত্রের সাহায্যে ভৌতিক জগৎ নিত্যচৈতন্যে ভাসমান ও পরিপুষ্ট হয়। যখন সৎ আছে অথচ সৎ কোন অনুভূত পদার্থ নহে এবং অস্তিত্ব বিহীনও নহে, তখন ঐ সৎপদার্থ এক অদ্বিতীয় নিত্যজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। সমগ্র জগৎই জ্ঞানের নিকট ভাসমান বা প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু নিত্যজ্ঞান ঐ জ্ঞানকে অনুভব করা ভিন্ন জগতের অন্য বস্তু ঐ জ্ঞানকে অনুভব করিতে পারে না। শূন্যও জ্ঞানের অনুভূতপদার্থ, যেখানে জ্ঞানের নিকট বাহ্য কোন পদার্থ প্রকাশ হয় না সেই স্থলে পদার্থের অভাবই শূন্য বোধ হয়। কিন্তু

* বিষ্ণু কর্ণমূলদ্বারা মধুকৈটভ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টিক্রিয়াকারী ব্রহ্মাকে ভক্ষণে উদ্যত হইলে ব্রহ্মার তামসী মায়ার উপাসনাদ্বারা যথময় বিষ্ণু জাগরিত হইয়া অসুর বিনাশ করেন উহা সৃষ্টির আদিতে ত্রিগুণের যে সংঘর্ষণ তাহা স্থানান্তরে দর্শাইব।

* হিন্দুদর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত আছে ঈশ্বর স্বভাবসিদ্ধ তপদ্বারা জাগরিত হইয়া কিছুই নাই শূন্য অনুভব করিলেন পরে গতিবিশিষ্ট হওয়ায় বায়ু এবং আলোক উৎপন্ন হইল। স্বভাবো তপ অর্থে আভ্যন্তরীণ তাপজনিত ক্রিয়া। যাহা হউক জ্ঞানের বিষয়ের অভাব হইলে অথচ জ্ঞান থাকিলে শূন্য বা অভাব অনুভূত হইবে।

শূন্যেও শক্তি আছে, যথন আমরা ঢিল প্রভৃতি কোন কঠিন বস্তু বলদ্বারা শূন্যে উৎক্ষেপ করি তখন আমাদের ঐ উৎক্ষেপণীশক্তি ঐ ঢিলকে উর্দ্ধে লইয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণী-শক্তি আছে ঐ মাধ্যাকর্ষণীশক্তি ঐ উৎক্ষেপণী-শক্তির প্রতিকূলে ঐ ঢিলকে অধোদিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, যথন ঐ সংঘর্ষণহেতু উভয় শক্তি তুল্য হয়, কেহ কাহার উপর কার্য্য করিতে সক্ষম না হয় তখন উভয়শক্তি মিলিত হইয়া শূন্যে বিলীন হয় এবং পৃথিবীস্থ মাধ্যাকর্ষণ (যাহা সর্ব্বদা আছে) তৎপ্রভাবে ঢিল পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, শূন্যেও শক্তি আছে। শক্তি ও ক্রিয়াদ্বারা জ্ঞানের নিকট ভাসমান হয়, যদি জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিত তাহাহইলে শক্তিরও বিকাশ অসম্ভব হইত, আবার শক্তির বিকাশ না হইলে জ্ঞানের বাহ্যবিকাশ হইত না। এই ভৌতিক জগৎ সমস্তই শক্তির কার্য্য, ঐ ভৌতিক জগৎ যাহা জ্ঞানের নিকট অনুভূত হয় ঐ অনুভবই জ্ঞানের বাহ্যবিকাশ। একটু গাঢ় চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ একই কথা। মনে কর শক্তি, গতি (motion) রূপে বিবর্ত্তিত এবং তাহার ক্রিয়ারূপ বায়ু প্রবাহিত হইল, ঐ বায়ুপ্রবাহ জ্ঞানের নিকট প্রকাশিত হওয়ায় শক্তির বিবর্ত্তনই যে গতি ও তাহার ক্রিয়াই যে বায়ুপ্রবাহ, ইহা অনুভূত হয় ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, শক্তির বিবর্ত্তনই ক্রিয়া এবং জ্ঞানের বিকাশ অনুভবই। মনে কর নিউটন বুদ্ধিদ্বারা তড়িতের শক্তি, গুণ ও তাহার পরিচালকপদার্থ এবং ক্রিয়া অনুভব করিলেন এবং বুদ্ধিদ্বারাই ঐ পরিচালকযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বার্ত্তাবাহীযন্ত্রে পরিণত করিলেন। ঐ বুদ্ধির মধ্যে জ্ঞান ও তাহার অনুভূতি আবার ঐ বুদ্ধির মধ্যে শক্তি ও তাহার ক্রিয়া উভয়ই আছে, আবার একটী বৃক্ষের বীজ মৃত্তিকাসংযুক্ত হওয়ায় ঐ বীজস্থ আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ও মৃত্তিকার আর্দ্রতাহেতু ঐ বীজ অঙ্কুরিত এবং ক্রমে ক্রমে পল্লবিত ও প্রকাণ্ড শাখাযুক্ত বৃক্ষে যে পরিণত হয় উহা বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে উহার মধ্যে শক্তি ও তাহার ক্রিয়া এবং তদভ্যন্তরে জ্ঞান ও তাহার অনুভূতি আছে অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ বীজ যখন প্রথম অঙ্কুরিত হইয়া পল্লবিত হয় তখন ত্রিভুজের ন্যায় মূল একটি অঙ্কুর তিনটী পল্লবের অঙ্কুর ও পরে পল্লব উদ্গম হয়, একটীর গায় অপরটী স্পর্শ করে না। তদনন্তর প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় ঐরূপ অঙ্কুর ও পল্লব উদ্গম হয়, পত্রগুলিও ঐ নিয়মাধীন। ঐ বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সমস্তই যেন সুবিন্যস্ত ও সুনিয়মে ব্যবস্থাপিত আছে, বৃক্ষটী আমূল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন কোন কারিকার বৃক্ষটীকে সুব্যবস্থিতভাবে শাখা, প্রশাখা, পল্লব, পত্র, ফুল, ফলে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ বৃক্ষে যে স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে ঐ স্বভাবের মধ্যে জ্ঞানানুভূতি না থাকিলে বুদ্ধিসত্তার ক্রিয়ার ন্যায় ঐ প্রকার সুবিন্যস্ত সুনিয়মিত সুসজ্জা কথনই সম্ভব হইত না। আবার বৃক্ষটী অস্ত্রাঘাতে তাহার বিশেষ বিশেষ গ্রন্থি কর্ত্তন করিলে বা ঐ বৃক্ষে অগ্নিপ্রদান বা অত্যন্ত উত্তাপসময় উষ্ণজল প্রদান করিলে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া ক্ষীণকায় হয়, উহাই ঐ বৃক্ষের অন্তরে ক্লেশানুভূতির অন্ততর প্রমাণ *। বৃক্ষ

* উপরোক্ত বর্ণনদ্বারা কেহ মনে করিবেন না যে বৃক্ষই স্বয়ং বুদ্ধিমান ঐ বৃক্ষ উৎপাদনকারী শক্তির মধ্যে বুদ্ধি জ্ঞান লুক্কায়িত আছে ঐ বৃক্ষে তাহার অতি অস্পষ্ট আভাসমাত্র প্রকাশ হয়।

দূরে থাকুক জড়পদার্থেরও অন্তরানুভূতি ও আভ্যন্তরীণ জীবনশক্তি আছে, ভূমিতে বহুকাল শস্য উৎপন্নের পর ভূমি ক্লান্তিহেতু অনুর্ব্বরা হয়, আবার কিছুকাল বিশ্রামান্তে সারাদি প্রদত্ত হইলে উহার অভাবপূরণ এবং উহা পুনরুর্ব্বরা হয়. এমন কি যে সকল কল্ বা যন্ত্রদ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও পরিবর্ত্তিত হয়, ঐ সকল কল বা যন্ত্র কার্য্য করিতে করিতে বন্ধ হইয়া' যায় অথচ কল্ বা যন্ত্র ভগ্ন বা উহার কোন অঙ্গহানি হয় না এবং তাহার সংস্কারেরও প্রয়োজন হয় না, কিছু সময় বিশ্রাম দিলে ঐ কল্ বা যন্ত্র আপনা হইতেই চলে * এতাবতায় সাব্যস্ত হইতেছে যে জগতের প্রত্যেক পদার্থাভ্যন্তরে ক্রিয়াশক্তি এবং তদভ্যন্তরে জ্ঞানশক্তি লুক্কায়িত আছে তবে উপযুক্ত পরিচালক ব্যতীত বিকাশিত হয় না।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আকাশেও ক্রিয়াশক্তি আছে। যদি প্রত্যেক পদার্থাভ্যন্তরে ক্রিয়াশক্তি আচ্ছন্ন বা ক্রিয়াশক্তির সহিত অবিমিশ্রভাবে গুহ্য জ্ঞানশক্তি থাকে তবে অনন্তাকাশেও স্বাভাবিকশক্তি ও তদভ্যন্তরে ঐ স্বভাবশক্তির সহিত অবিমিশ্রভাব অনন্তজ্ঞানশক্তি লুক্কায়িত আছে। ভাষান্তরে বলিতে হইলে অনন্তজ্ঞান্ বা চিৎসমুদ্রে স্বভাবতঃ ক্রিয়াশক্তি ভাসমান হইয়া ঐ স্বভাবই পঞ্চভূতে বিবর্ত্তিত এবং পৃথিবী গ্রহ,নক্ষত্রপূর্ণ দৃশ্য-জগতে পরিণত হয়। যখন কল্পান্তকালে চিৎসমুদ্রে ঐ ক্রিয়াশক্তি লুক্কায়িত হয়, তখন চৈতন্য ক্রিয়াভাবে কেবল সন্মাত্রে পর্য্যবসিত হন, অর্থাৎ অনুভূতবিষয়াভাবে অনুভূতিও অবিকাশের ন্যায় হয়, কেবল আপনাতে আপনি আছে মাত্র পর্য্যবসিত হয়।

পদার্থমাত্রেরই ক্রিয়ান্তে বিশ্রাম আছে, ঐ বিশ্রামের কার্য্য এই যে ক্রিয়াকালে আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা ক্রমে বিকীরিত হইয়া উর্দ্ধে বাষ্পীভূত হইয়া যাওয়ায় অভ্যন্তরভাগ অতিশয় শীতল হইয়া পড়ে ও পদার্থ অত্যন্ত কঠিন হইয়া যায়। তদ্ধেতু বস্তু অকর্ম্ম' হইয়া পড়ে, পরে ঐ কঠিন বস্তুর অভ্যন্তরস্থ 'সংসৃষ্ট অণু সকল অতি সামান্যভাবে যে সংঘর্ষণ * হয় তদ্দ্বারা অভ্যন্তরভাগ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া অভ্যন্তরীণ অণু সকল কিঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনঃ ক্রিয়োপযোগী হয়। পূর্ব্বে তাড়িৎশক্তির যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাও উপরোক্ত নিয়মাধীন।

উক্ত দৃষ্টান্তানুযায়ী জগৎসৃষ্টির পর জগতের ক্রিয়াতে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে বায়ু আকাশে লীন হয়; আকাশে গতিশক্তিরহিত হইলে শক্তি বা প্রকৃতি চিৎসমুদ্রে বিলীন হয়। চিৎশক্তির অভাবে পূর্ব্বোক্ত মত সন্মাত্রে পর্য্যবসিত এবং নিত্য সন্মাত্র অবশিষ্ট থাকেন। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে পঞ্চভূতের বিচার ব্যতীত জগতের মূলকারণ সৎপদার্থ যে কি তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, এই জন্য পঞ্চভূতের বিচার ও তদ্ধেতু ভূতবিবেক আবশ্যক। ক্রমশঃ—

* ঐ যন্ত্রের বিশ্রামের বৈজ্ঞানিক রহস্য স্বভাবের মধ্যে অস্পষ্ট অন্তরানুভূতির বৈজ্ঞানিকহেতু পরে দর্শিত হইবে।

* উক্ত সংঘর্ষণ জ্ঞানানুভবের অতীত।

সামবেদান্তর্গতবিবাহাঙ্গ হোমমন্ত্র ব্যাখ্যা পঞ্চমপ্রবন্ধ।

ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মস্বাবর্ত্তেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে লেখাসন্ধিষু পক্ষ্মসু চ (তথা) আবর্ত্তেষু যানি (কুলক্ষণানি বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ।) তে তানি সর্ব্বাণি পূর্ণাহুত্যা অহং শময়ামি ॥ ১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব লেখাসন্ধিষু হস্তপদাদিস্থপাপরেখাণাং গ্রন্থিষু মধ্যস্থলেষু পক্ষ্মসু নেত্রলোমসু চ তথা আবর্ত্তেষু কুহরেষু চ ছিদ্রস্থানেষু যানি কুলক্ষণানি বর্ত্তন্তে তে তব তানি কুলক্ষণানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা বহ্নৌ প্রচুরাহুতিপ্রদানেন শময়ামি দূরীকরোমি। মদ্দত্ত পূর্ণাহুত্যা সন্তুষ্টো বহ্নিঃ তব চ সর্ব্বাণি অশুভচিহ্নানি শময়তু ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার হস্তপদাদিস্থ রেখা সমুদায়ে নেত্রলোমসমূহে এবং মুখাদিদ্বারে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান আছে, আমি অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া সেই সমুদায় কুলক্ষণগুলিকে নিবারণ করিলাম ॥ ১ ॥

১। লেখাসন্ধিষু লেখানাং রেখাণাং সন্ধিষু। ডলয়োঃ রলয়োশ্চ ব্যত্যয়ো বহুলং ইতি সূত্রাৎ রকারস্য লকারঃ।

ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকমীক্ষিতে রুদিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং ॥ ২

অন্বয়ঃ। হে কন্যকে! তে কেশেষু যৎ পাপকং চ (তথা) ঈক্ষিতে রুদিতে চ যৎ তানি সর্ব্বাণি পূর্ণাহুত্যা অহং শময়ামি ॥ ২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব কেশেষু যৎপাপকং পাপলক্ষণং কুলক্ষণং ইতি যাবৎ তথা ঈক্ষিতে দর্শনে তথা রুদিতে অশ্রুবিমোচনে যৎ পাপকং তানি সর্ব্বাণি কুলক্ষণানি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি দূরীকরোমি। ভাবার্থঃ পূর্ব্বমন্ত্র টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার কেশসমূহ দর্শনে এবং রোদনাদিতে যে সমুদায় পাপলক্ষণ বর্ত্তমান আছে, আমি সেই সমুদায় পাপলক্ষণগুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতিপ্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম ॥ ২ ॥

১। ঈক্ষিতে, রুদিতে—ঈক্ষদর্শনে রুদ অশ্রুমোচনে ইতি ধাতুভ্যাং ভাবে ক্তঃ।

ওঁ শীলে চ যচ্চ পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং ॥ ৩

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে শীলে চ যৎ পাপকং চ (তথা) ভাষিতে চ (তথা) হসিতে যৎ পাপকং তানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি ॥ ৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব শীলে বৃত্তে যৎ পাপকং পাপলক্ষণং বর্ত্ততে চ তথা ভাষিতে কথোপকথনে তথা হসিতে যৎ তানি সর্ব্বাণি পাপলক্ষণানি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি ॥ ৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার স্বভাবে কথোপকথনে এবং হাস্যাদিতে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান আছে, আমি তাহাদিগকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতিপ্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম ॥ ৩ ॥

ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং ॥৪

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে আরোকেষু চ (তথা) দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োঃ চ যৎ তানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি ॥ ৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব আরোকেষু প্রধান দন্তদ্বয়মধ্যবর্ত্তিক্ষুদ্রদন্তেষু

তথা দন্তেষু হস্তয়োঃ তথা পাদয়োঃ যৎ পাপকং তানি সর্ব্বাণি কুলক্ষণানি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি নিবারয়ামি ॥ ৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার আরোকে (অর্থাৎ প্রধান দন্তদ্বয়মধ্যবর্ত্তিক্ষুদ্রদন্তে) এবং দন্তসমুদায়ে ও হস্তপাদদ্বয়ে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান আছে। আমি সেই সকল কুলক্ষণ গুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম্ ॥ ৪ ॥

ওঁ উর্ব্বোরুপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে। তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়াম্যহং ॥৫॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তে উর্ব্বোঃ উপস্থে জঙ্ঘয়োঃ চ (তথা) সন্ধানেষু যানি (কুলক্ষণানি সন্তীত্যর্থঃ) তে তব তানি সর্ব্বাণি অহং পূর্ণাহুত্যা শময়ামি ॥ ৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তে তব উর্ব্বোঃ উপস্থে লিঙ্গে জঙ্ঘয়োঃ উর্ব্বোর্নিম্ন প্রদেশে চ তথা সন্ধানেষু অঙ্গেষু সন্ধিস্থানেষু যানি কুলক্ষণানি বর্ত্তন্তে তে তব তানি সর্ব্বাণি অলক্ষণানি পূর্ণাহুত্যা অগ্নৌ পূর্ণাহুতিপ্রদানেন অহং শময়ামি নিবারয়ামি ॥ ৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার উরুদ্বয়ে, উপস্থে, জঙ্ঘাদেশে এবং অপরাপর সন্ধিস্থানে যে সমুদায় কুলক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই সকল কুলক্ষণগুলিকে অগ্নিতে পূর্ণাহুতি প্রদানদ্বারা নিবারণ করিলাম ॥ ৫ ॥

ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তবাভবন্। পূর্ণাহুতিভিরাজ্যস্য সর্ব্বাণি তান্যশীশমং ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ। হে কন্যকে! তব সর্ব্বাঙ্গেষু ঘোরাণি যানি কানি চ অভবন্ তানি সর্ব্বাণি আজ্যস্য পূর্ণাহুতিভিঃ অশীশমং (অহমিতি শেষঃ) ॥ ৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব সর্ব্বাঙ্গেষু সর্ব্বেষু শরীরেষু ঘোরাণি ভীষণানি যানি কানি চ কুলক্ষণানি অভবন্ পূর্ব্বং বর্ত্তমানাঃ তানি সর্ব্বাণি অহং আজ্যস্য ঘৃতস্য পূর্ণাহুতিভিঃ অশীশমং অনাশয়ং ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার সমুদায় শরীর মধ্যে যে সকল ভীষণ কুলক্ষণ বিদ্যমান ছিল আমি অগ্নিতে ঘৃতের পূর্ণাহুতি-দ্বারা সে সকলকে নিবারণ করিয়াছি ॥ ৬ ॥

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকুলে ভূয়াসং ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ। (হে ধ্রুব! ত্বং) ধ্রুবং অসি অহং পতিকুলে ধ্রুবা ভূয়াসং ॥ ৭ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে ধ্রুব! নক্ষত্রবিশেষ! ত্বং ধ্রুবং আকাশে চিরং স্থিরমসি অহমপি ত্বদ্দর্শনাৎ পতিকুলে স্বামিগৃহে ধ্রুবা স্থিরা ভূয়াসং ভবামিঃ ধ্রুবো ভভেদে ক্লীবন্তু নিশ্চিতে শাশ্বতে ত্রিষু ইত্যমরঃ ॥ ৭ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে ধ্রুব! তুমি যেরূপ আকাশে স্থির হইয়া আছ আমিও পতিগৃহে যেন সেই রূপ স্থির হইয়া থাকিতে পারি ॥ ৭ ॥

ওঁ অরুন্ধত্যবরুদ্ধাহমস্মি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ। হে অরুন্ধতি! অহং অবরুদ্ধা অস্মি ॥৮॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে অরুন্ধতি! অহং অবরুদ্ধা ভর্ত্তরি কায়মনোবাক্যৈঃ সর্ব্বথা রতা অস্মি ভবামি। ত্বমিবেতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে অরুন্ধতি! আমি পতির প্রতি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্ব্বদা রত হইব ॥ ৮ ॥

ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ। ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ং ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ। দ্যৌঃ (যথা) ধ্রুবা পৃথিবী (যথা) ধ্রুবা ইদং জগৎ বিশ্বং (যথা) ধ্রুবং ইমে পর্ব্বতাঃ (যথা) ধ্রুবাসঃ ইয়ং স্ত্রী পতিকুলে (তথা) ধ্রুবা (ভবতু ইতি শেষঃ) ॥৯॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। দ্যৌঃ দ্যুলোকঃ স্বর্গঃ যথা

ধ্রুবা স্থিরা বহুশো দানবগণৈঃ পীড়িতাপ্যনিশ্চলা ইত্যর্থঃ। পৃথিবী যথা ধ্রুবা স্থিরা ইদং জগৎ বিনশ্বরং বিশ্বমপি যথা ধ্রুবং স্থিরং ইমে পর্ব্বতাঃ যথা ধ্রুবাসঃ স্থিরাঃ তথা ইয়ং স্ত্রী পতিকুলে স্বামিগৃহে ধ্রুবা স্থিরা সহস্রশঃ তিরস্কৃতাপি অনিশ্চলা ক্ষমাশীলা ইত্যর্থঃ ভবতু। তথাচ শাকুন্তলে ভর্ত্তু বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ ॥ ৯ ॥

বঙ্গানুবাদ। এই মৎপরিণীতা স্ত্রী দ্যুলোকের ন্যায়, পৃথিবীর ন্যায়, বিনশ্বর জগতের ন্যায় এবং পর্ব্বতের ন্যায় সর্ব্বদা পতিগৃহে স্থিরতরা হউন্ ॥ ৯ ॥

১। ধ্রুবাসঃ ধ্রুবধাতোঃ সর্ব্বধাতুভ্যোঽসিরিত্যসিপ্রত্যয়ঃ। ততঃ প্রথমা বহুবচনং। ২। জগৎ—গম ধাতোঃ কিপ্ গমাদের্দ্বিত্বঞ্চ ইতি দ্বিত্বং। তত তুগাগমঃ মলোপশ্চ।

ওঁ অন্নপাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা।
বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে অহং) অন্নপাশেন মণিনা (তথা) প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা (তথা) সত্যগ্রন্থিনা তে মনঃ চ হৃদয়ং চ বধ্নামি ॥ ১০ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! অহং পরিণেতা তে তব মনঃ চ তথা হৃদয়ং মণিনা রত্নস্বরূপেণ আত্মস্বরূপেণ বা অন্নপাশেন যতঃ অন্নেনৈব শরীরবন্ধঃ অতঃ অন্নস্য আত্মস্বরূপত্বং। মণিরাত্মনি রত্নে চ ইতি বিশ্বঃ। তথা পৃশ্নিনা দৃঢ়েন প্রাণসূত্রেণ তথা সত্যগ্রন্থিনা সত্যং গ্রন্থিরিব তেন বধ্নামি ॥ ১০ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! আমি লোকের জীবনস্বরূপ অন্নপাশদ্বারা এবং দৃঢ়তম প্রাণরূপ সূত্রদ্বারা এবং সত্যরূপ গ্রন্থিদ্বারা তোমার মন ও হৃদয়কে আবদ্ধ করিলাম ॥ ১০ ॥

ওঁ যদেতদ্ধৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদেতদ্ধৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে!) তব এতৎ যৎ হৃদয়ং তৎ হৃদয়ং মম অস্তু। মম এতৎ যৎ হৃদয়ং (বর্ত্ততে ইতি শেষঃ) তৎ হৃদয়ং মম তব অস্তু ॥ ১১ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব এতৎ যৎ হৃদয়ং সর্ব্বনামদ্বয়নাতিসামীপ্যং সূচ্যতে বর্ত্ততে এতৎ এতৎ হৃদয়ং মম অস্তু ভবতু। তথা মম এতৎ যৎ হৃদয়ং বর্ত্ততে তৎ এতৎ হৃদয়ং তব অস্তু ভবতু। আবয়োঃ হৃদয়ং একধর্ম্মাক্রান্তং ভবতু ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার এই হৃদয় আমার হউক এবং আমার এই হৃদয় তোমার হউক ॥ ১১ ॥

ওঁ অন্নং প্রাণস্য পংক্তিশস্তেন বধ্নামি ত্বাসৌ। অসৌ ইত্যত্র সম্বোধনান্তং বধূনাম প্রয়োক্তব্যং ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ। হে অমুকি দেবি! অন্নং প্রাণস্য পংক্তিশঃ তেন ত্বা বধ্নামি ॥ ১২ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে অমুকি দেবি! অন্নং প্রাণস্য জীবনস্য পংক্তিশঃ গ্রন্থিরূপঃ অহং তেন অন্নেন ত্বা ত্বাং বধ্নামি। পদাৎ ত্বাং মাং ত্বা মাবা ইতি সূত্রেণ ত্বামিত্যস্য ত্বাদেশঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! অন্ন জীবনের গ্রন্থিস্বরূপ। আমি তাহাদ্বারা তোমাকে আবদ্ধ করিলাম ॥ ১২ ॥

ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রমারোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ। (হে সূর্য্যে! ত্বং) সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং অমৃতস্য নাভিং বহতুং সুচক্রং আরোহ তথা পত্যে স্যোনং কৃণুষ ॥ ১৩ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে সূর্য্যে! হে বধু! বধূনাং সূর্য্যাধিদৈবতত্বাৎ বধূনাং দেবতা সূর্য্যাঃ

ইতি শ্রুতিঃ ত্বং সুকিংশুকং শোভনানি কিংশুকানি পলাশপুষ্পাণি যত্র তং পলাশপুষ্পশোভিতং যাত্রায়াং পলাশপুষ্পাণাং শুভসূচকত্বাৎ শাল্মলিং শাল্মলিকুসুমবৎ সুরক্তং বিশ্বরূপং নানাবর্ণং সুবর্ণবর্ণং কাঞ্চনকান্তিং সুকৃতং সুষ্ঠুকৃতং নির্ম্মিতং অমৃতস্য সুখস্য নাভিং উৎপত্তিহেতুং সুচক্রং শোভনানি চক্রাণি যস্য তাদৃশং রথং ইতি শেষঃ আরোহ। অয়মুদয়তি মুগ্ধাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনামুদয়গিরি বনালীবালমন্দারপুষ্পং। বিরবিধুরকোকদ্বন্দ্ববন্ধুর্বিভিন্দন্ কুপিতকপিকপোলক্রোড়ধূম্রস্তমাংসি ইতি বৎ অসাধারণবিশেষণেন বিশেষ্যস্য রথস্য উপস্থিতিরিতি জ্ঞেয়ং। তথা পত্যে স্বামিনে স্যোনং সুখং কৃণুষ্ব কুরু ॥ ১৩ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে বধু! তুমি পলাশপুষ্পশোভিত শাল্মলিকুসুমের ন্যায় রক্তিমাভ নানাবর্ণচিত্রিত সুবর্ণবৎ কান্তিসম্পন্ন সুনির্ম্মিত উত্তমচক্রবিশিষ্ট রথে আরোহণ কর এবং স্বামীকে সুখী কর ॥ ১৩ ॥

ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী সুগেভির্দুর্গমতীতামপদ্রান্ত্বরাতয়ঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ। যে পরিপন্থিনঃ আসীদন্তি (তে ইতি শেষঃ) দম্পতী (ত্বাং মাঞ্চ ইত্যর্থঃ) মা বিদন্ সুগেভিঃ দুর্গং অতীতাং অবাতয়ঃ অপদ্রান্তু ॥ ১৪ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। যে পরিপন্থিনঃ শত্রবঃ আসীদন্তি পন্থানং অবরুদ্ধন্তি তে তাদৃশাঃ শত্রবঃ দম্পতী আবাং ত্বাং মাঞ্চ মা বিদন্ ন জানন্তু তেষাং অজ্ঞাতসারেণৈব অবাং গৃহং গচ্ছাবঃ তথা সুগেভিঃ সুগমৈঃ যানাদিভিঃ দুর্গং দুর্গমপথাদিকং অতীতাং অতিক্রমং কুর্ব্বঃ ছান্দসত্বাৎ লোট। তথা অরাতয়ঃ শত্রবঃ অপদ্রান্তু দূরীভবন্তু ॥ ১৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। পথে যে সকল শত্রুবর্গ উপস্থিত আছে তাহারা যেন আমাদিগকে জানিতে না পারে, আমরা সুগম যানাদিদ্বারা দুর্গম পথ সকল অতিক্রম করিতে পারি এবং আমাদিগের অপরাপর শত্রুবর্গ দূরীভূত হউক ॥ ১৪ ॥

১। দম্পতী—জায়া চ পতিশ্চ ইতি দ্বন্দ্বসমাসঃ। জায়ায়া দম্ভাবো জম্ভাবশ্চেতি জায়াশব্দস্য দম্ভাবঃ। ২। সুগেভিঃ—শোভনং যথা তথা গম্যতে এভিঃ ইতি গমাদের্ডঃ ইতি ড প্রত্যয়ঃ ততষ্টিলোপঃ।

ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বমিহাশ্বা ইহ পুরুষাঃ ইহো সহস্রদক্ষিণোঽপি পূষা নিষীদতু ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ। হে গাবঃ (যূয়ং) ইহ প্রজায়ধ্বং হে অশ্বাঃ (যূয়ং) ইহ (প্রজায়ধ্বং) হে পুরুষাঃ (যূয়ং) ইহ (প্রজায়ধ্বং) সহস্রদক্ষিণোঽপি পূষা ইহো নিষীদতু ॥ ১৫ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে গাবঃ যূয়ং ইহ মত্তবনে প্রজায়ধ্বং উৎপন্না ভবত। তথা হে অশ্বাঃ ইহ প্রজায়ধ্বং হে পুরুষাঃ ইহ প্রজায়ধ্বং গোভিরশ্বৈঃ পুত্রাদিভিশ্চ সংবর্দ্ধিতৈরস্মাভির্ভবিতব্যং ইতি ভাবঃ। অপি তথা সহস্রদক্ষিণঃ সহস্রকিরণঃ পূষা ইহো মত্তবনে ইহো ইত্যব্যয়মপি চাস্তি। নিষীদতু বর্ত্ততাং গৃহিণাং দেবতা সূর্য্যঃ ইতি শ্রুতেঃ সূর্য্যস্য গৃহাধিষ্ঠাতৃদেবতাত্বং ॥ ১৫ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে গোসমুদায়! হে অশ্বগণ! হে পুরুষবর্গ! তোমরা এইখানে সমুৎপন্ন হও এবং এই গৃহের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্যও এইখানে বর্ত্তমান থাকুন ॥ ১৫ ॥

ওঁ ইহ ধৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ইহ ধৃতিঃ (অস্তু) ॥ ১৬ ॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মত্তবনে তব ধৃতিঃ সন্তোষঃ অস্তু ভবতু। ত্বং সন্তুষ্টা সতী মদগৃহে নিবস ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার গৃহে বাস কর॥ ১৬॥

ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ইহ স্বধৃতিঃ (অস্তু)॥ ১৭॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মন্তবনে তব স্বধৃতিঃ স্বস্য ত্বদীয়স্য বন্ধুবর্গস্য স্বোজ্ঞাতাবাত্মনি স্বং ত্রিষ্ঠাত্মীয়ে স্বোঽস্ত্রিয়াং ধনে ইত্যমরঃ। ধৃতি সন্তোষঃ অস্তু ভবতু তব বন্ধুবর্গা অপি সন্তুষ্টা অত্র নিবসন্তু ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার বন্ধু বর্গও এখানে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করুন্॥ ১৭॥

ওঁ ইহ রতিঃ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ইহ রতিঃ অস্তু॥ ১৮॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মন্তবনে তব রতিঃ রমণং ক্রীড়েতি যাবৎ অস্তু ভবতু॥১৮

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি আমার গৃহে ক্রীড়ানিরতা হও॥ ১৮॥

ওঁ ইহ রমস্ব॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ; (হে কন্যকে! ত্বং) ইহ রমস্ব॥১৯

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ইহ মন্তবনে ত্বং রমস্ব ময়া সহেতি শেষঃ॥ ১৯॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি এইখানে আমার সহিত ক্রীড়ানিরতা হও॥ ১৯॥

ওঁ ময়ি ধৃতিঃ॥ ২০॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ধৃতিঃ ময়ি (অস্তু)॥ ২০॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ময়ি তব ধৃতিঃ সন্তোষঃ অস্তু ভবতু। ত্বং সর্ব্বদৈব মাং প্রতি সন্তুষ্টা তিষ্ঠ॥ ২০॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্টা থাকিও॥ ২০॥

ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) স্বধৃতিঃ ময়ি (আস্তাং)॥ ২১॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব স্বধৃতিঃ স্বস্য পরিজনস্য ধৃতিঃ সন্তোষঃ ময়ি আস্তাং বর্ত্ততাং। তব বন্ধুবর্গোঽপি ময়ি সন্তুষ্টো নিবসতু॥ ২১॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার বন্ধুবর্গও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন্॥ ২১॥

ওঁ ময়ি রমঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ। (হে কন্যকে! তব) ময়ি রমঃ (অস্তু)॥ ২২॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! তব ময়ি রমঃ রমণং ক্রীড়েতি যাবৎ অস্তু ভবতু; রম্ধাতোর্ভাবে অপ্প্রত্যয়ঃ॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার ক্রীড়াদি আমাতেই হইক॥ ২২॥

ওঁ ময়ি রমস্ব॥ ২৩॥

অন্বয়ঃ। হে কন্যকে! ত্বং ময়ি রমস্ব॥২৩॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে কন্যকে! ত্বং ময়ি রমস্ব ক্রীড়স্ব। তব হাস্যপরিহাসাদিব্যাপারং ময্যেব ভবতু॥ ২৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে কন্যকে! তোমার হাস্যপরিহাসাদিব্যাপার আমাতেই হউক॥ ২৩॥

ওঁ অগ্নে প্রায়শ্চিত্তে ত্বং দেবানাং প্রায়শ্চিত্তিরসি ব্রাহ্মণস্ত্বা নাথকামঃ উপধাবামি যাস্যাঃ পাপী লক্ষ্মীস্তামস্যা অপজহি॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ। হে প্রায়শ্চিত্তে! হে অগ্নে! ত্বং দেবানাং (অপি) প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি (অতঃ) নাথকামঃ ব্রাহ্মণঃ (অহং) ত্বং উপধাবামি তাম্ভ্যাঃ অস্যাঃ যা পাপী লক্ষ্মীঃ (তাং) অপজহি (ত্বমিতি শেষঃ)॥ ২৪॥

সংস্কৃতব্যাখ্যা। হে প্রায়শ্চিত্তে! দোষাণাং নিষ্কৃতিবিধান! অগ্নে! ত্বং দেবানামপি প্রায়শ্চিত্তিঃ দোষস্যাপহন্তা অসি ভবসি অতঃ

কারণাৎ নাথন্থাম: যাজ্ঞা প্রার্থী ব্রাহ্মণঃ অহং ত্বা ত্বাং উপধাবামি উপসর্পামি। তামেব যাজ্ঞাং দর্শয়তি তামস্তাঃ তমঃপ্রধানায়াঃ অস্তাঃ মৎপরিণীতায়াঃ কন্তকায়াঃ যা পাপী লক্ষ্মীঃ অশুভ সম্বন্ধিনী শোভা তাং অপজহি অপহর ॥ ২৪ ॥

বঙ্গানুবাদ। হে দোষনিস্কৃতিকারক অগ্নে! তুমি দেবতাদিগেরও দোষের নিস্কৃতি করিয়া থাক, এক্কারণ ব্রাহ্মণ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে মৎপরিণীতা স্ত্রীর যে সকল দোষ থাকে তাহা তুমি বিনাশ কর ॥২৪॥

অপরেষাং চতুর্থীহোমমন্ত্রাণাং ব্যাখ্যা ঈদৃশ্যেব দ্রষ্টব্যা। বিশেষস্ত উল্লিখ্যতে। চতুর্থীহোমমন্ত্রাণাং প্রথমপঞ্চকে পাপী লক্ষ্মীরিত্যুচার্য্যং। দ্বিতীয়পঞ্চকে পতিঘ্নী পতিং স্বামিনং হন্তি নাশয়তি যা সা পতিঘ্নী লক্ষ্মীঃ পতিনাশকচিহ্নং ইত্যর্থঃ। তৃতীয়পঞ্চকে অপুত্র্যা তনুঃ স্বা তনুঃ পুত্র্যং পুত্রনিমিত্তং নিমিত্তার্থে যৎ প্রত্যয়ঃ ন ভবতি তাদৃশী। চতুর্থপঞ্চকে অপশব্যাতনুঃ পশূনাং গোমহিষাদীনাং হিতং পশব্যং সা ন ভবতি অপশব্যা। অত্র ছান্দোগ্যপরিশিষ্টং প্রথমপঞ্চকে পাপী লক্ষ্মীরিতি পদং ভবেৎ। অপি পঞ্চসু মন্ত্রেষু ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ। দ্বিতীয়ে তু পতিঘ্নী স্যাৎ অপুত্র্যেতি তৃতীয়কে। চতুর্থস্ত্বপশব্যেতি ইদমাহুতি বিংশকং। মন্ত্রাণি ভবদেবভট্টাচার্য্যবিরচিত সামবেদি দশকর্ম্মপোদ্ধতৌ দ্রষ্টব্যানি।

ইতি সামবেদিনাং বিবাহমন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

প্রাতঃস্নান।

দক্ষসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে ;—

অস্নাতস্ত ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ভবন্তীহ যতোঽফলাঃ।
প্রাতঃ সমাচরেৎ স্নান মতো নিত্য মতন্দ্রিতঃ॥

বঙ্গানুবাদ। অস্নাতঃ ব্যক্তির সমুদায় ক্রিয়া নিষ্ফল হয় এজন্য সকলেই আলস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে স্নান করিবে।

ইহাদ্বারা প্রাতঃস্নানের নিত্যাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, প্রাতঃস্নানসময়ে যে তৈলাভ্যাঙ্গ নিষিদ্ধ তাহা হিন্দুপত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠার দিনচর্য্যা নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদ এ বিষয়ে কি বলেন্ তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক্। আমাদের শাস্ত্রকারেরা এ দেশের জলবায়ু, খাদ্য ও প্রাকৃতিক অবস্থা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া সমুদায় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি খাদ্যের এই একটী প্রধান গুণ যে উহাতে শুক্রবৃদ্ধিকরত্ব ও বলকারিত্ব শক্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু উহা মাংসাদির ন্যায় ইন্দ্রিয়োত্তেজক নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহা সম্পূর্ণরূপে দোষবিহীন। এমন উপাদেয় দুগ্ধ ঘৃতাদিতেও শ্লেষ্মবৃদ্ধিকরত্ব দোষ পর্য্যাপ্তরূপে বর্ত্তমান আছে। এবিষয় চরকসংহিতায় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বাদু শীতং মৃদুস্নিগ্ধং বহলং শ্লক্ষ্ণপিচ্ছিলং।
গুরুমন্দং প্রসন্নঞ্চ গব্যং দশগুণং পয়ঃ॥

২৭ অধ্যায়।

গব্যদুগ্ধের এই দশটী গুণ যথা—সুস্বাদু, শীতবীর্য্য, মৃদু, স্নিগ্ধ, শরীরের বৃদ্ধিকারক, শ্লক্ষ্ণপিচ্ছিল, গুরুপাক অগ্নিমান্দ্যজনক ও স্বচ্ছ।

চরকসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

আবিক্ষীরমজাক্ষীরং গোক্ষীরং মাহিষঞ্চ যৎ।
উষ্ট্রীনামথ নাগীনাং বড়বায়া স্ত্রিয়াস্তথা।
প্রায়শো মধুরং স্নিগ্ধং শীতং স্তন্যং পায়সতং।
প্রীণনং বৃংহণং বৃষ্যং মেধ্যং বল্যং মনস্করং।
জীবনীয়ং শ্রমহরং শ্বাসকাসনিবর্হণং।
হন্তি শোণিত পিত্তঞ্চ সন্ধানং বিহতস্য চ।
সর্ব্বপ্রাণভৃতাং সাত্ম্যং শমনং শোধনং তথা।
তৃষ্ণাঘ্নং দীপনীয়ঞ্চ শ্রেষ্ঠং ক্ষীণ ক্ষতেষু চ।
পাণ্ডুরোগেঽম্লপিত্তে চ শোষে গুল্মে তথোদরে।
অতীসারে জ্বরে দাহে শ্বয়থৌ চ বিধীয়তে।
যোনিশুক্রপ্রদোষে চ মূত্রেষু প্রদরেষু চ।
পুরীষে গ্রথিতে পথ্যং বাতপিত্তবিকারিণাং।

দুগ্ধ আট প্রকার যথা—মেষদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, হস্তিদুগ্ধ ও মনুষ্যদুগ্ধ। অশ্বদুগ্ধ। এই আট প্রকার দুগ্ধ সাধারণতঃ মধুর স্নিগ্ধ (শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক) ও শীতবীর্য্য তৃপ্তিকারক, শরীর বৃদ্ধিকারক, শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকারক, জীবনিশক্তি বৃদ্ধিকর, শ্রমনাশক, শ্বাসকাস নিবারক, রক্তপিত্তবিনাশক, ভগ্নস্থানের সন্ধিকারক, সমুদায় প্রাণীর স্বাস্থ্যবর্দ্ধক সকল দোষ নিবারক, তৃষ্ণাবিনাশক, ক্ষীণ ও ক্ষতব্যক্তির বিশেষ বিশেষ উপকারী পাণ্ডুরোগ, অম্লপিত্ত, শোষ, গুল্ম, উদরী, অতিসার, জ্বর * দাহ শ্বয়থু স্ত্রীলোকের যোনিদোষ ও পুরুষের শুক্রদোষ, মূত্রদোষ, প্রদর, পুরীষদোষ (দাস্তবন্ধ হওয়া) প্রভৃতি রোগে এবং বাতপিত্তরোগে বিশেষ পথ্য।

সুশ্রুতসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে ;—
জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে দুগ্ধং দুগ্ধং স্যাদমৃতোপমং।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবং।

* এখানে জ্বরশব্দে বাতপিত্তজ্বর বুঝিয়া লইতে হইতে হইবে। কারণ দুগ্ধ স্বভাবতঃই শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকারক তাহা এই বচনেই উল্লিখিত হইয়াছে সুতরাং শ্লেষ্মজ্বরে উহা নিষিদ্ধ।

জীর্ণজ্বরে (পুরাতন জ্বরে) শ্লেষ্ম ক্ষীণ হয় বলিয়া দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় উপকার করে। কিন্তু উহা তরুণজ্বরে পীত হইলে (সে সময় শ্লেষ্মদোষ থাকে বলিয়া) বিষের ন্যায় অপকার প্রদর্শন করে।

চরকসংহিতায় ঘৃতের গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা ;—
স্মৃতি বুদ্ধ্যগ্নি শুক্রৌজঃ কফমেদো বিবর্দ্ধনং।
বাতপিত্তবিষোন্মাদ শোষালক্ষ্মী জ্বরাপহং।
সর্ব্বস্নেহোত্তমং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ।
সহস্রবীর্য্যং বিধিভির্ঘৃতং কর্ম্মসহস্রকৃৎ॥

২৭শ অধ্যায়।

ঘৃত স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, অগ্নি, শুক্র, ওজঃ, শ্লেষ্মা, মেদ ইহাদের বৃদ্ধিকারক। বাত, পিত্ত, বিষক্রিয়া, উন্মাদ, শোষ, অলক্ষ্মী জ্বর ইহাদের বিনাশক। সকল স্নেহপদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রস ও পাক মধুর। ঘৃত বিধিপূর্ব্বক সেবন করিলে সহস্রপ্রকার উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

এই সমুদায় আলোচনা করিলে বুঝা যায় পূর্ব্বতন আর্য্যেরা দুগ্ধঘৃতাদিভোজনবশতঃ শ্লেষ্ম প্রধান ছিলেন। তাঁহারা আধুনিক লোকদিগের ন্যায় হিংসাপরায়ণ ছিলেন না বলিয়াই হউক অথবা নিজের ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি দমন রাখিবার জন্যই হউক সতত মাংসাদি ভোজন হইতে বিরত ছিলেন। এবং দুগ্ধঘৃতাদির ন্যায় অপর বলকারকদ্রব্য পওয়া যাইত না বলিয়া তাঁহারা উহাই পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিতেন।

প্রাতঃস্নান অত্যন্ত শ্লেষ্মনাশক, আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে উপর্য্যুপরি দুই বা তিন দিন প্রাতঃস্নান করিলে শরীরের সমুদায় রস শুকাইয়া যায় এবং শরীর যেন সততই কষিতে থাকে ও প্রাতঃকালে অতৈল স্নান যে রস শোষণকারক তাহার অপর প্রমাণ এই যে খোষ পাচড়া হইলে দুই চারিদিন প্রাতঃস্নান করিলে উহা স্বতঃই শুষ্ক হইয়া যায়।

চরকসংহিতায় লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ অতৈলস্নানং নিতরামেব রসশোষণকারি।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অতৈল স্নান অত্যন্ত রসশোষণকারক।

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে পূর্ব্বতন আর্য্যেরা দুগ্ধঘৃতাদি ভোজনদ্বারা শারীরিক শক্তিসামর্থ বৃদ্ধি করিতেন এবং ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি সমুদায়কে বশীভূত রাখিতে সমর্থ হইতেন। প্রাতঃস্নানদ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্য ভোজনদ্বারা সমুৎপন্ন শ্লেষকে শুষ্ক করিতেন। এক্ষণে ভারতের আর সে দিন নাই। দুগ্ধ ঘৃতপ্রভৃতি আমরা একপ্রকার দেখিতে পাই না। আমরা এক্ষণে ঘোলেরদ্বারা দুগ্ধের আশা পরিপূরণের ন্যায় ঐ সমুদায় উপাদেয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে পরিণামবিরস মাংসাদি ভোজন করিয়া থাকি, সকলই অদৃষ্টের ফল!

তিথিতত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে:—

তুলামকরমেষেষু প্রাতঃস্নানং বিধীয়তে।
হবিষ্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মহাপাতকনাশনং॥

তুলারাশিতে (কার্ত্তিক মাসে) মকর রাশিতে (মাঘমাসে) মেষ রাশিতে (বৈশাখ মাসে) সকলের প্রাতঃস্নান করা উচিৎ। এবং হবিষ্যান্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিলে মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

এক্ষণে দেখা যাউক ইহার মধ্যেও আয়ুর্ব্বেদীয় কোন গূঢ়কারণ নিহিত আছে কি না?

চরকসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে:—

হেমন্তে নিচিতঃ শ্লেষ্মা দিনকৃদ্ভাভিরীরিতঃ।
কায়াগ্নিং বাধতে রোগাংস্ততঃ প্রকুরুতে বহূন্।
তস্মাৎ বসন্তে কর্ম্মাণি বমনাদীনি কারয়েৎ।
গুর্ব্বম্লস্নিগ্ধমধুরং দিবাস্বপ্নঞ্চ বর্জয়েৎ।

হেমন্তকালে সঞ্চিতশ্লেষ্মা শীতের প্রভাবে জমিয়া থাকে। বসন্তকালে সূর্য্যের প্রখর কিরণে উহা দ্রবীভূত হইয়া কোষ্ঠাশ্রিত অগ্নিকে মন্দ করিয়া ফেলে। একারণ বসন্তকালে সতত বমনপ্রভৃতি (শ্লেষ্মা উঠাইবার কৌশল) কর্ম্ম করিবে। এবং গুরুপাক অম্ল স্নিগ্ধ (শ্লেষ্মবৃদ্ধিকারক) ও মধুর দ্রব্য সকল ভোজন করিবে না ও নিদ্রা পরিহার করিবে। *

ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে কার্ত্তিকমাস, মাঘমাস ও বৈশাখমাস শ্লেষ্মবৃদ্ধির সময়। শ্লেষ্মবৃদ্ধি হইলে তাহার দূরীকরণ অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতেই শ্লেষ্মা না হইতে দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। এই সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়াই শাস্ত্রকারেরা শ্লেষ্মবৃদ্ধি না হইবার পূর্ব্বেই প্রাতঃস্নানের দ্বারা উহাকে নিবারিত করিতে আদেশ করিয়াছেন।

হবিষ্যান্ন ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান যে বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ তাহা বারান্তরে লিখিবার চেষ্টা করিব।

* দিবানিদ্রা অতিশয় শ্লেষ্মবৃদ্ধিকর। ভাবপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে যে দিবাস্বাপং ন কুর্ব্বীত যতোহসৌ স্যাৎ কফাবহঃ। হিন্দুপত্রিকার দ্বিতীয় খণ্ড দেখ।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।
কেঁড়াগাছী।

অদৃষ্টবাদ।

আর্য্যজাতির অদৃষ্টবাদিত্বই অধঃপাতের উপকরণ এবং ভাবী অভ্যুদয়ের অন্তরায়—এই সুরে শ্রেণীবিশেষ নব্যভারতপ্রাঙ্গনে গানের তান ধরিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ;—আর্য্যসমাজ অদৃষ্ট বা ললাটলিপির একান্ত পক্ষপাতী; সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা কর্ম্মজড় হইয়া জীবন যাপন করেন। অদৃষ্টানুরাগই কর্ম্মে বা পুরুষকার প্রদর্শনে ঔদাস্য বিধানের নিদান। পুরুষ যদি পুরুষকার প্রয়োগে পরাঙ্মুখ হইল, তবে তাহার অস্তিত্ব কোথায়? যাঁহারা আজ্ পৌরুষবাদী, তাঁহারা সূচ্যগ্র হইতে সুমেরুশৃঙ্গ ও শিশিরকণা হইতে সাগরতরঙ্গপর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে অধিকারী। এহেন পুরুষকারদ্বার অদ্য অদৃষ্ট-অর্গলে আবদ্ধ।

আমরা বলি উপরোক্ত সিদ্ধান্ত একান্ত ভ্রমবিজৃম্ভিত। আর্য্যগণের অদৃষ্টবাদ পৌরুষশক্তির শোষক নহে, প্রত্যুত পোষকই। শাস্ত্রে অদৃষ্টকে কখন ললাটলিপি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। অদৃষ্ট দৈবনামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে; অদৃষ্ট সেই দৈবপুরুষের পূর্ব্বদেহ অর্জ্জিত পৌরুষ মাত্র, উহা কখনই পুরুষকার-নিরপেক্ষ পৃথক্ পদার্থ নহে। যথা;—

দৈবে পুরুষকারে চ, কর্ম্মসিদ্ধির্ব্যবস্থিতা।
তত্র দৈবমভিব্যক্তং, পৌরুষং পৌর্ব্বদেহিকম্।
যাজ্ঞবল্ক্য।

দৈবও পুরুষকারদ্বারা কর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। যখন পূর্ব্বদেহার্জ্জিত পুরুষকার পরজন্মে ফলপ্রদানের জন্য অভিব্যক্ত হয়, তাহা দৈব নামে আখ্যাত। এইক্ষণ কথা হইতেছে যে, পুরুষের পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম পরজন্মে কিরূপে ফলপ্রদান করিতে অগ্রসর হয়? যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম এবং চৌর্য্যাদি দুষ্কর্ম্ম সেই জন্মেই তৎক্ষণেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরজন্মীয় সুখদুঃখের কারণ তাহা কেমনে হইবে? কারণ কার্য্যের অব্যবহিতপূর্ব্বে থাকা চাই। এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দর্শনশাস্ত্র হস্তোত্তলন করিয়া বলিতেছেন যে;—

চিরধ্বস্তং ফলাফলং।
ন কর্ম্মাতিশয়ং বিনা॥

অদৃষ্ট নামক গুণপদার্থ না মানিলে বহুকালবিনষ্ট দানাদি সুকর্ম্ম ও হিংসাদি দুষ্কর্ম্মফল জন্মাইতে পারেনা। এইজন্য অদৃষ্ট স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই অদৃষ্টকে বর্ত্তুলবাক্যে বলিতে গেলে ধর্ম্ম বা পুণ্য অধর্ম্ম বা পাপের নামে নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টং স্যাৎ। ন্যায়দর্শন।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সাধারণ নাম অদৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহাই যে দৈব, তাহার প্রমাণ কি?

শাস্ত্রে বলে :—

অভিমতসিদ্ধিরশেষা, ভবতি হি পুরুষস্য পুরুষকারেণ। দৈবমিতি যদপি কথয়সি, পুরুষগুণঃ সোঽদৃষ্টাখ্যঃ॥

সারার্থ। ব্যক্তিমাত্রেই পুরুষোচিত যত্নাদিদ্বারা সমুদায় সিদ্ধি করিতে পারে। তবে দৈবনামে যে একটা পদার্থ আছে; তাহাও পুরুষের গুণ, তাহার নামান্তর অদৃষ্ট। পূর্ব্বজন্মের পুরুষকৃতকর্ম্ম অদৃষ্টনামক গুণকে উপস্থিত করিয়া পরজন্মে ফলপ্রদান করে। তাহাকে দেখা যায় না বলিয়া 'অদৃষ্ট' নামে অভিহিত করা হয়। কস্তুরিকা যেমন স্বীয়গন্ধকে আধারস্বরূপ বসনাদিতে সংক্রান্ত করিয়া বিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মে স্বীয় গুণ অদৃষ্টকে আত্মাতে সংক্রান্ত করিয়া বিলুপ্ত

হয়। আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পদে-পদে অদৃষ্ট নামে কর্ম্মরূপী পুরুষকারের গৌরব উদ্ঘোষিত হইয়াছে। অদৃষ্টনামক পদার্থের প্রসঙ্গ করিয়া আর্য্যগণ, পূর্ব্ব, বর্ত্তমান ও ভাবীজন্মে পুরুষকারের অবশ্য অবলম্বনীয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। জন্মান্তরীণ পুরুষকারের পরিণাম অদৃষ্ট ও বর্ত্তমানকালের উদ্যম লইয়া লোকে কর্ম্মক্ষেত্রে ব্যাপৃত অবশ্য হউক, ফলসিদ্ধি নিশ্চয় হইবেক এবং ভাবীজন্মের ফলপ্রাপ্তির পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকিবেক; সেইরূপ মন্দ-কর্ম্মের পরিণাম জন্মান্তরীণ দুরদৃষ্ট উন্নতির অন্তরায় থাকিলে, ঐহিক পুরুষকারের দ্বারা তাহার পরিহার হইবেক। এইজন্য অথর্ব্ববেদে শান্তিকর্ম্মের বিধান।

মৎস্যপুরাণে :—

প্রতিকূলং যদা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে।
মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থানশালিনাম্।

সারার্থ। দৈববিরুদ্ধ থাকিলে পুরুষকার-সুলভকর্ম্মদ্বারা তাহার শান্তি হয়।

এমন কি, পৌরুষের অসাধ্য কিছুই নাই।

এষ মানুষ্যকো যত্নো মানুষৈরেব সাধ্যতে।
শ্রূয়তাং যেন দৈবং হি মদ্বিধৈঃ প্রতিহন্যতে॥
মন্ত্রগ্রামৈঃ সুবিহিতৈরৌষধৈশ্চৈব যোজিতৈঃ।
যত্নেন চানুকূলেন দৈবমপ্যনুলোম্যতে॥

জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত হরিবংশ।

সারাংশ। সুবিহিত মন্ত্র, ঔষধ ও উপযুক্ত উদ্যমদ্বারা দুর্দ্দৈবকে অনুকূল করা যায়।

শাস্ত্রীয় শাসনের অক্ষরে অক্ষরে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান ও স্তুতিবাদ উক্ত হইয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষ কর্ম্মভূমি। আর্য্যগণের অদৃষ্টবাদ পৌরুষশক্তি প্রয়োগের মূলমন্ত্র। অলস-প্রকৃতি ব্যক্তিকে শাস্ত্রে তামস ভাবাপন্ন বলিয়াছেন। গীতা :—

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

এইরূপ অদৃষ্টবাদের মর্ম্ম না বুঝিয়া পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রতি দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত নহে।

অন্যের উদাহরণ দূরে থাকুক, কর্ম্মাচরণ-বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন :—

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি॥ ১॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মান্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থসর্ব্বশঃ॥ ২॥

গীতা।

ইতি শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ।
উত্তরপাড়া।

হিন্দু-আচার ও ব্রধ্নব্যাধি বা বিউবোনিক্‌প্লেগ্।

সদাচারী হিন্দুকে স্বদেশে ও বিদেশে অনেকে শুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বল্পবেতনের বাষ্পীয় শকট-চালক যেমন যন্ত্রের সহিত উচ্চগণিতের সম্পর্ক কিছুই অবগত না হইয়াও তাহার কলগুলি অভ্যাসবশতঃ সুচারুরূপে প্রতিদিন কার্য্যে প্রয়োগ করিতেছেন, ইদানীন্তন অনেক আচারবান্ হিন্দুও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা অনেকস্থলে বিজ্ঞানের ফল অজ্ঞাতভাবে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করেন মাত্র; কিন্তু কিরূপে ঐ ফলের উৎপত্তি হইল এবং সেই ফল দৈনন্দিন কার্য্যে বিজড়িত হইয়া কিরূপে অবশ্য পালনীয় আচার হইয়া উঠিল, তাহা জানিতে না পারেন, সুতরাং কাহাকেও বুঝা-

হইতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল আচারের অনুপযোগিতা বা অনাবশ্যকতা প্রমাণ হয় না এবং স্থূলদর্শিগণ হিন্দুসদাচারের যে নিন্দা বা উপহাস করেন, তাহাও সঙ্গত নহে।

সদাচারকে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ ॥ ৬॥
বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ১২॥
(মনু ২ অধ্যায় ৬,১২ শ্লোক।)

আচার হইতে দীর্ঘায়ু (ফলতঃ) ধন ও পুত্রাদি লাভ হয়।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্য আচারোহন্ত্যলক্ষণম্ ॥১৫৬॥
(মনু ৪র্থ অধ্যায় ১৫৬ শ্লোক।)

পক্ষান্তরে দুরাচারবশতঃ লোকে ব্যাধিযুক্ত (সুতরাং) দুঃখভাগী ও অল্পায়ু হইয়া থাকে।

দুরাচারো হি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ ॥১৫৭॥
(মনু ৪ অ, ১৫৭ শ্লোক।)

বেদাদি উচ্চজ্ঞানের অনভ্যাসবশতঃ অজ্ঞতা নিবন্ধন আচার বর্জ্জন করায়, উপযুক্ত ব্যায়ামাদিদ্বারা শরীর সঞ্চালন ও উন্নত বিষয় চিন্তনদ্বারা মানসিকবৃত্তির পরিচালন না করায় এবং দূষিত, নিকৃষ্ট, অত্যল্প বা অত্যধিক আহার্য্য গ্রহণে অনেক লোকের অকালমৃত্যু হইয়া থাকে।

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥৪॥
(মনু ৫ অ, ৪ শ্লোক।)

এই সকল কথা প্রতি অক্ষরেই সত্য। যদ্দ্বারা লোকে সম্যক্‌রূপে জীবনধারণ করিতে-পারে, তাহাও ধর্ম্ম। সদাচারের ফল ইহজীবনেই সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বহুদর্শনের ফলমাত্র, আচার বহুদর্শনের ফলোদ্ভূত বিধি। আচার দেশ-কাল-পাত্রভেদে মানবজীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগবিধি মাত্র। বহুদর্শন, প্রকৃতজ্ঞান বা বিজ্ঞান যাহা বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহাই বলিবে।

আচার দীর্ঘায়ুলাভের সূত্র, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বস্তু নহে।

বিজ্ঞান-সাহায্যে অনেক হিন্দু-আচারের নিগূঢ় মর্ম্ম আমরা এইক্ষণ উদ্ভেদ করিতে পারিতেছি এবং হিন্দু আচার যে অন্তর্নিহিত সত্যময়, তাহাও জানিতেছি। এই সকল বিষয় সাধারণ জনসমাজে যতই প্রচারিত করিতে পারা যায়, ততই হিন্দু সদাচারের প্রতি লোকের আস্থা ও অনুরাগবর্দ্ধিত হইবে এবং দেশের মঙ্গলসাধিত হইবে। অদ্য প্লেগ-মহামারীসম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আচার কি, তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

জাপান আজকাল বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী ডাক্তার কিটাসাটো প্লেগসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তাহাহইতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছেন ও তাঁহার গবেষণার ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, সেই তত্ত্বগুলি সমাদরে নিজ নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটেও গবর্ণমেন্ট একটী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুস্বরূপ এই কালব্যাধির প্রতিষেধক উপায় ও বিধিগুলি কারণসহ নিম্নে লিখিত হইল।

১। আহার বিহারসম্বন্ধে কোনরূপ অত্যাচার করিবে না। মন প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে।

ইহা সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মমাত্র। আয়ুর্ব্বেদ

ও অন্যান্য স্থানে ঐরূপ ভূরি ভূরি আদেশ আছে। মন ও শরীরের সম্বন্ধ যে অতি নিকট তাহা বলা বাহুল্য। চরকাদি গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আয়ুর্ব্বেদ যে কেবল শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু মন ও আত্মার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

২। বায়ু সঞ্চরণশীল গৃহে বাস করিবে, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। গৃহে কোন আবর্জ্জনা বা ভুক্তাবিশেষ রাখিবে না। কোন খাদ্যদ্রব্য মাটিতে পড়িয়া গেলে তাহা পুনরায় তুলিয়া খাইবে না। যে স্থানে আহার করিবে, তাহা ধূলি ও আবর্জ্জনা-শূন্য হইবে।

পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই কালব্যাধির কীটাণু ভূমিতে ও ধূলিতে বাস করে। গৃহের আবর্জ্জনা অন্ততঃ সকালে সন্ধ্যায় দূর করিলে, কীটাণুর সংখ্যা হ্রাস হইবে এবং মক্ষিকা পিপীলিকাদি উচ্ছিষ্ট না পাইলে, রোগবীজ ক্রমশঃ নানাস্থানে ব্যাপ্ত করিতে পারিবে না। ইন্দুর ও মক্ষিকাদিও ঐ কীটাণুগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও ত্রয়ব্যাধিগ্রস্ত হয় ও পীড়িতাবস্থায় গৃহমধ্যে বিচরণ করিলে, রোগপ্রচার করিতে পারে। আহারের পূর্ব্বে আহার-স্থান সুপরিষ্কৃত করা ও, ধূলিময় আহার্য্য ত্যাগ করার বিধান ও সম্মার্জ্জন, গোময় বিলেপন ইত্যাদিদ্বারা শুচিত্বের বিধান স্বাস্থ্যজনক আয়ুষ্কর ও হিতপ্রদ।

সম্মার্জ্জনোপাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমিঃ শুদ্ধ্যতি পঞ্চভিঃ॥১২৪
(মনু ৫ অ, ১২৪ শ্লোক।)

৩। মনুষ্যও পশ্বাদির মলমূত্র হইতে দূরে বাস করিবে।

আয়ুর্ব্বেদ ও মন্বাদিশাস্ত্রে ইহার বিস্তর বিধি আছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এখন জানা গিয়াছে যে, মনুষ্য-বিষ্ঠায় ত্রয়ব্যাধির বীজরূপ কীটাণু এবং (টাইফস্ ও টাইফইড্) সন্নিপাত-রোগের কীটাণু যথেষ্ট থাকে; সুতরাং উহা হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। গোময় ভিন্ন অন্য প্রাণীবিষ্ঠা অপবিত্র; স্পর্শ করিলে, সাধ্যমত স্নান, বস্ত্রত্যাগ বা গঙ্গাজল স্পর্শ করা উচিত। পরীক্ষাদ্বারা আরও জানা গিয়াছে যে, চারিদিন রৌদ্রের উত্তাপে প্লেগবীজ নষ্ট হয়; সুতরাং ক্ষেত্রে মলত্যাগ একপক্ষে যেমন রোগবীজনাশক ও স্বাস্থ্যকর, অপর পক্ষে তেমনি ভূমির উর্ব্বরতা বিধায়ক। বিখ্যাত কৃষি-রসায়নজ্ঞ ডাক্তার ভোয়েলকার বলেন, আমাদের খাদ্যের দশমাংশ শরীরে গৃহীত হয়; অবশিষ্ট নয় ভাগ শস্যোৎপাদক সার হইতে পারে।

শয্যা, বস্ত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তপ্ত করারও বৈজ্ঞানিক উপযোগিতা বুঝা যাইতেছে।

৪। সমাধি, শ্মশান কি অন্য অপবিত্র স্থানে গমন করিলে, কি সন্দেহজনক পরিত্যক্ত ছিন্ন বসনাদি পথে পদ-দলিত করিলে, স্নান করিবে কিম্বা বস্ত্র ত্যাগান্তে শুদ্ধ হইবে। মহামারী সময়ে ত করিবেই, অন্য সময়েও করিলে, উহা অভ্যাস বা আচারে পরিণত হইবে, কারণ ঐ সকল স্থানে ও দ্রব্যে রোগবীজ থাকা সম্ভব।

৫। অপ্রয়োজনে রোগী বা তদ্বস্ত্র স্পর্শ করিবে না, তাহার বাটীও যাইবে না। হীন জাতীয় ডোম, চণ্ডালাদি, হীনব্যবসায়ী, অপবিত্রস্থানগামী লোকের স্পর্শ ও নিশ্বাস সর্ব্বতঃ ত্যজনীয়। পরীক্ষায় প্রামাণীকৃত হইয়াছে যে, স্পর্শ ও নিশ্বাসদ্বারা ঐ রোগ সংক্রমণ করে।

আর্য্যশাস্ত্রকারেরা বর্ণাশ্রমবাদী হইলেও নীচ জাতির স্পর্শ সংস্রবাদিসম্বন্ধে বৃথা কঠোর নিয়ম করেন নাই। স্পর্শে বৈদ্যুতিকশক্তি নষ্ট হউক বা না হউক, জীবনীশক্তিহানির আশঙ্কা অনেক স্থলে হইতে পারে, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে সমাজ এই

সমুদায় তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া কেবল বৃথা আত্যভিমানে মত্ত রহিয়াছে। হীনাচারী চণ্ডালও যেমন অস্পৃশ্য, হীনাচারী ব্রাহ্মণও তদ্রূপ। এই আচারের মূলেও নিগূঢ় বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

৬। মৃতদেহ প্রোথিত করা অপেক্ষা দগ্ধ করা ভাল। অগ্নির নামই পাবক, যথার্থই পবিত্রকারক; বৈজ্ঞানিকগণ এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, ১০০ (সেল্সিয়স্) উত্তাপে ঐ কীটাণু মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হয়। সমাধি করিলে, বহুকাল কীটাণু মৃত্তিকাভ্যন্তরে জীবিত থাকে এবং বহুকাল পরে সে স্থান খনন করা হইলে, পুনরায় রোগব্যাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং রোগবীজের প্রধান আশ্রয় মৃতদেহ ও তৎসম্বলিত বস্ত্রশয্যাদি দগ্ধ করা বিজ্ঞানসম্মত বিধি। সাহেবেরা অনেকস্থলে মৃতব্যক্তির বস্ত্রাদি যে বিক্রয় করেন, তাহা অতিশয় গর্হিত। বোম্বাইয়ে অনেক পর্ণকুটীর ও সরকারী আটচালা ঘর রোগবীজ নাশার্থ দগ্ধ করা হইতেছে।

৭। এইরূপ জলেরও বহুব্যবহার বিধেয়। ভূয়োদর্শনে জানা গিয়াছে যে, চীনদেশে যাহারা নৌকায় বসতি করিত, তাহারা অনেক পরিমাণে পরিত্রাণ পাইয়াছে। আহারাদির পূর্ব্বে ও পরে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ প্রক্ষালন, শৌচ, আচমন প্রভৃতি যে অতি উৎকৃষ্ট বিধি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি।
বিদ্যা তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি॥ ১০৯॥
কৃত্বা মূত্রং পুরীষং বা খান্যাচান্ত উপস্পৃশেৎ।
বেদমধ্যেষ্যমাণশ্চ অন্নমশ্নংশ্চ সর্ব্বদা॥ ১৩৮॥
মনু ৫ অ, ১০৯, ১৩৮।

৮। পরিচ্ছন্নতা ও বিপদনিবারণের বিষয়ে জ্ঞানের তারতম্যানুসারে ৮ দিন পর্য্যন্ত রোগমুক্ত বা মৃতব্যক্তির সহিত অসম্পর্কীয় বা অন্য বাটীর লোকের সংস্রব ত্যাগ বিধেয়।

অধুনা প্রমাণ হইয়াছে যে, বীজ সংস্পর্শনের ২ হইতে ৭ দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়; (incubation stage) সুতরাং পরিচ্ছন্নতাদি বিবেচনা করিয়া ১০ হইতে ৩০ দিন অসংস্পৃষ্ট থাকার নিয়ম অতি সুন্দর। বর্ণই হিন্দুর জ্ঞানাদির ভেদসংজ্ঞ। মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণাদির ১০। ১২। ১৫। ৩০ দিন অশুচিত্ব হয় এবং আহারাদি সম্বন্ধে বিবিধ নিয়ম ও নিষেধ থাকে। অজ্ঞানী তামস ব্যক্তিই শূদ্র, এইরূপ লোকের শীঘ্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া তাহার অশৌচকাল দীর্ঘ হইয়াছে।

শুদ্ধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি॥ ৮৫॥
(মনু ৫ম অধ্যায় ৮৩।)

বিয়োগের পর আনন্দাদিতে অপ্রবৃত্তির মানসিক ও লৌকিক কারণ ভিন্ন বৈজ্ঞানিক কারণ রহিয়াছে। কার্য্যতঃ ও আচারতঃ এই কয় দিন (quarantine) সংস্রব-নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত ও পালিত হয়! ঐ কয় দিন রজকগৃহে বস্ত্রদান নিষেধ; কারণ এই যে, যেন রজকগৃহে অন্য লোকের বস্ত্রসম্পর্কে রোগবীজ সুদূরব্যাপী না হইতে পায়। এই সকল আচার হিন্দুশাস্ত্রনির্ম্মাতৃগণের গভীর গবেষণা ও দূরদৃষ্টির ফল। শৌচাচারই প্লেগের প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক।

৯। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাবকালে চূণ ও চূণের জল ব্যবহার করিবে। বাটী নূতন করিয়া চূণকাম করাইবে, চূণে ঐ রোগবীজনাশের প্রভূতশক্তি প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা পানের সহিত যে চূণ ব্যবহার করি, অন্যান্য উপকারের সঙ্গে তাহার আরও একটী উপকার দেখা গেল। বাটী চূণকাম করাও শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, সাজিমাটীর সহিত চূণ দিয়া

কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচিলে, রোগবীজও নষ্ট হয়, কাপড়ও বেশী ফর্সা হয়।

১০। সর্ব্বদ্রব্য চূণের জল বা কার্ব্বলিক জল দিয়া পরিষ্কার করিবে। শান্তিজলের কুশ ও মন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন উপকরণ ছিল কি না, কে জানে? উহার রোগপ্রতিষেধকশক্তি কি নাই? শাস্ত্রে, কুশেরও সাত্বিকগুণ বর্ণিত আছে।

১১। সর্ব্বগাত্রে—বিশেষ মুখে ও হাতে তৈলমর্দ্দন করিবে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, তৈল প্লেগপ্রতিষেধক ও তৈলব্যবসায়ীরা প্রায় ঐ রোগে আক্রান্ত হয় না। আমরা স্নানের পূর্ব্বে অনেকেই তৈল মাখি। যাঁহারা সাহেবদের অনুকরণ করিয়া প্রত্যহ সাবান মাখেন, তাঁহারা সাবধান হউন।

দেখা গেল যে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বিধি বহুশতাব্দী হইতে প্রচলিত হিন্দু-সদাচারের বিরোধী নহে, বরং তাহার অনুকূল ও সর্ব্বতোভাবে পোষক। কেবল অনুমান ও স্বেচ্ছা হইতে সদাচারের উৎপত্তি হয় নাই; সদাচারের ভিত্তি বিজ্ঞানে অবস্থিত। অনেক হিন্দুগৃহেই পূর্ব্বোক্ত আচারগুলি অল্পাধিক-পরিমাণে পালিত হয়। আবালবৃদ্ধবনিতাকে ঐগুলি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া, ঐ সদাচার বিধিগুলির দৃঢ়তর সংস্থাপন আবশ্যক; আশা করি, পাঠকগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত।

হিন্দু আচারসম্বন্ধে এইরূপে বৈজ্ঞানিকযুক্তি সম্বলিত প্রবন্ধ লেখার জন্য বৈদ্যনাথের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাকে অনেক দিন হইতে অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু সময়াভাবে তাহা পারিয়া উঠি নাই; আমার সুযোগ্য বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত বিএ ডেপুটীমাজিষ্ট্রেট্ ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া, আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আশা করি, তিনি হিন্দুপত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় হিন্দুর আচারসম্বন্ধে এইরূপ এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া নব্য শিক্ষিত যুবকদিগের হিন্দুর আচারের প্রতি অশ্রদ্ধা দূর করাইয়া দিবেন।

হিন্দুপত্রিকা সম্পাদক।

সন্ধ্যামন্ত্রব্যাখ্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৩০৩ সাল ৭ম ও ৮ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর হইতে)

আপঃশব্দে যেমন জল বুঝায়, তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপীও বুঝায়। জ্যোতিঃশব্দে তেজ বুঝায়, রসশব্দে প্রত্যেক বস্তুর সারাংশ বুঝায়। অমৃতং শব্দে জন্মমৃত্যুরাহিত্য বুঝায়, সকলের শেষে ব্রহ্ম শব্দ যুক্ত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উপাসক প্রাণায়ামকালে ইহাই চিন্তা করিবেন যে, তিনি সর্ব্বব্যাপী, জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বপদার্থের সারাংশ, জন্মমৃত্যুরহিত, ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, তাহাই চিন্তন করা প্রাণায়ামমন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রহ্মই জগতে রসস্বরূপ। ব্রহ্মরস ভিন্ন জগতে কোন পদার্থই সজীব থাকিতে পারে না। তাহাকে মধু বলিয়াও কোন কোন স্থানে অভিহিত করা হইয়াছে।

হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ ১৩০২ সাল "মধুবিদ্যা" দেখ। অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং

স্থাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু। যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

পাষাণমণি ধাতূনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতঃ।
বৃক্ষৌষধিতৃণানাঞ্চ রসরূপেণ তিষ্ঠতি।

বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, জীব ও ব্রহ্ম যে অভেদ, তাহা গায়ত্রীর মূলমন্ত্র হইতেও প্রতিপন্ন হইতেছে।

তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধীয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ

তৃতীয় চরণের অর্থ এই, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রত্যক্ বা জীবাত্মারূপে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করেন।

গায়ত্রীর প্রথমপদের তৎশব্দের অর্থ ব্রহ্ম। পাঠক এস্থলে গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোক স্মরণ করুন ;—

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩

উহার প্রথমচরণের অর্থ এই—ওঁ, তৎ, সৎ এই তিন দ্বারাই ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায়, অর্থাৎ এই তিনটী ব্রহ্মের নামস্বরূপ হইয়া থাকে।

প্রথমপদের সবিতাশব্দের অর্থ এই—দ্বৈত জগতের কারণ। ব্রহ্মের মায়াশক্তি বিকাশ হওয়াতেই এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের উদ্ভব হয়।

যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।
সবনাৎ পাবনাচ্চৈব সবিতা তেন চোচ্যতে॥

বরেণ্যশব্দে সকলের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ তিনি অসীম আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। দ্বিতীয়পদে ভর্গোশব্দের অর্থ—ইনি অবিদ্যা নাশ করেন। দেবশব্দের অর্থ জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ ইনি চিৎস্বরূপ।

সবিতুঃ ও দেবস্য একই বস্তুকে বুঝাইতেছে, যেমন রাহুর মস্তক বুঝাইলে, রাহুকে বুঝায়; কারণ রাহুর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই নাই; তদ্রূপ এস্থলে ষষ্ঠ্যন্তপ্রয়োগ হওয়াতেও একই জিনিষ বুঝাইতেছে।

ধীমহি শব্দে ধ্যান করি। সুতরাং সম্পূর্ণ গায়ত্রীর অর্থ ইহাও করা যায় যে, প্রত্যগাত্মা—যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং কার্য্যাদিপরিচালনা করেন এবং যিনি এই দ্বৈতপ্রপঞ্চের কারণ, তিনিই ব্রহ্ম, তিনি আনন্দস্বরূপ, তিনি ভর্গো অর্থাৎ অবিদ্যারহিত, তিনি দেব অর্থাৎ চিৎস্বরূপ, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। ইহাদ্বারা জীবে ও ব্রহ্মে অভেদ প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

মানুষ যেরূপ অজ্ঞানবশতঃ অন্ধকারে রজ্জু দেখিয়া সর্পজ্ঞান করে এবং তৎপরে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ঐ সর্পের মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, তদ্রূপ জীব অবিদ্যাবশতঃ জীবাত্মাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রজ্ঞান করে, এবং বাহ্যজগতকে ব্রহ্মেতর পদার্থজ্ঞান করে, কিন্তু অবিদ্যার নাশ হইলে, ঐ ভ্রম নষ্ট হয় ; তখন জগতে ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

আরও দেখ, বহুকাল পূর্ব্বে তুমি দেবদত্ত নামক এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছ, তৎপরে অদ্য তাহাকে পুনর্ব্বার দেখিলে। যখন প্রথম দেখিলে, তখন চিনিতে পারিলে না, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিয়া চিনিতে পারিলে, যে ইনি তোমার পরিচিত দেবদত্ত। ইহাকে অভিজ্ঞান বলে। জ্ঞাতবস্তুর পুনর্দ্দর্শনকে অভিজ্ঞান বলে। অভিজ্ঞানে প্রথমে দুইটি জ্ঞান হওয়াতেও দেবদত্ত দুইটী হয় না। আমরা অবিদ্যাবশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করি। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে, যেরূপ দুই দেবদত্ত এক হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা নষ্ট হইলে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক জ্ঞান হয়। অবিদ্যা নষ্ট হইলে, জীবাত্মা পরমাত্মা একই দৃষ্ট হয় ; কিন্তু যে

পর্য্যন্ত অবিদ্যা আছে, সে পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। হিন্দুপত্রিকা শাণ্ডিল্যসূত্র ৩২শ সূত্রের ব্যাখ্যা দেখ।

প্রাণায়ামের পর আচমন করিতে হয়।

আচমনমন্ত্র যথা—

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

ব্যাখ্যা। মা অর্থাৎ মাং আমাকে। রক্ষন্তাং রক্ষা করুন। কে রক্ষা করিবেন? সূর্য্যশ্চ মন্যুশ্চ, মন্যুপতয়শ্চ অর্থাৎ সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি আমাদিগকে রক্ষা করুন। কাহাদিগের হইতে রক্ষা করিবেন অর্থাৎ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যঃ যজ্ঞাদি নিয়মমত না করায় যে পাপ, তাহাহইতে। এস্থলে মন্যু অর্থে যজ্ঞ। সূর্য্য, যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতি ইন্দ্রাদি আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং উদরেণ শিশ্না অর্থাৎ মন, বাক্য, হস্ত, পদ, উদর এবং শিশ্নদ্বারা, যদ্রাত্র্যা পাপমকর্ষম্ রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছিলাম তৎ অহস্তদবলুম্পতু দিবস সে গুলি নাশ করুক। যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি আমাতে যে কিছু পাপ আছে ইদং অহং আপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা। আমার হস্তস্থিত জলরূপী ঐ পাপ জ্যোতির্ম্ময় অমৃতযোনি সূর্য্যে অর্পণ করিলাম, আমার এই অর্পণ সুসিদ্ধ হউক।

বঙ্গার্থ। যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতিরা অনিয়মিতরূপে যজ্ঞ সম্পাদন করাতে আমার যে পাপ হইয়াছে, তাহাহইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমি বাক্য, মন, হস্ত, পদ, উদর ও শিশ্নদ্বারা যে সমস্ত পাপ রাত্রিযোগে করিয়াছি, তাহা বর্ত্তমান দিবস নাশ করুক। আমাতে যে কিছু পাপ আছে এবং যাহা আমার হস্তস্থিত জলদ্বারা নির্দ্দেশ হইতেছে, উহা আমি জ্যোতির্ম্ময় এবং অমৃতযোনি সূর্য্য অর্থাৎ পরমাত্মায় অর্পণ করিলাম; আমার এই অর্পণ সুসিদ্ধ হউক।

যজ্ঞশব্দ যজ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন, উহার অর্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেবতা, মনুষ্য এবং পশ্বাদির প্রতি যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা যজ্ঞশব্দদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। হিন্দুপত্রিকা ২য় বর্ষ 'আর্য্যত্বের প্রসার' 'পঞ্চ যজ্ঞ'।

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া পূর্ব্বদিনের কর্ত্তব্য কার্য্যের ত্রুটী স্মরণ করিয়া ভবিষ্যতে অধিকতর কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে চেষ্টা করা আর্য্যোজনোচিত ব্যবহার এবং উহার ফল যে কিরূপ মঙ্গলদায়ক, তাহা প্রত্যেক কর্ত্তব্য পরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। স্বর্গীয় ভূদেব বাবু কোন সময়ে বলিয়াছিলেন, যে সন্ধ্যামন্ত্রের অর্থ সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিলে, কোন হিন্দুরই ধর্ম্ম পরিত্যাগের কারণ হয় না। মন্যুশব্দে ক্রোধকেও বুঝায় এবং উহাদ্বারা পাপও বুঝায়। তাহাহইলে শ্লোকের অর্থ এই হইবে যে—ক্রোধ এবং ক্রোধপতি আমাদিগকে ক্রোধজাত পাপ হইতে রক্ষা করুন। এই মন্ত্রে ঋষি ব্রহ্মাছন্দঃ প্রকৃতি এবং দেবতা আপঃ উপরে প্রাতঃসন্ধ্যাসময়ের আচমনমন্ত্র দেওয়া হইয়াছে। মধ্যাহ্ন আচমনমন্ত্র পৃথক্। যথা—

আপঃ পুনন্তু পৃথিবীম্ পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপো অসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং। স্বাহা॥

আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পার্থিবং দেহং। জল আমার পার্থিব দেহকে পবিত্র করুক। পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। আমার পার্থিবদেহ পূত হইয়া আমাকে অর্থাৎ আমার জীবাত্মাকে

পবিত্র করুক, পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতিঃ জ্ঞানস্য পতিং পুরমাত্মনমপি পুনন্তু। ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাম্। (পূতা পূতম্ লিঙ্গব্যত্যয়হেতু স্ত্রীলিঙ্গ ব্রহ্ম পূত হইয়া আমাকে পবিত্র করুন্)।

যদুচ্ছিষ্টং অভোজ্যং, যে অপবিত্র বা গর্হিত ভোজন, যদ্বা দুশ্চরিতম্ মম আমার যে অসদাচরণ; অসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং আপো পুনন্তু, অসৎদিগের নিকট হইতে যে প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দানগ্রহণ জলসমূহ তাহা পবিত্র করুক।

সন্ধ্যাকালের আচমনমন্ত্র প্রাতঃকালের আচমনমন্ত্রের ন্যায়। কেবল "সূর্য্যশ্চ" স্থানে "অগ্নিশ্চ" হইবে, "রাত্রাা" স্থানে "অহ্না" হইবে, "অহঃ" স্থানে "রাত্রি" হইবে এবং "সূর্য্যো" স্থানে "সত্যে" হইবে। অর্থ একরূপ; কেবল রাত্রি যে পাপ করিয়াছে, দিন তাহা নাশ করুক স্থানে দিনে যে পাপ করিয়াছে, রাত্রি তাহা নাশ করুক।

তৎপরে আচমনান্তর পুনর্ব্বার মার্জ্জনা করিতে হয়; ঐ মার্জ্জনার তিন মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিবেন। তৎপরে দ্রুপদামন্ত্র এবং অঘমর্ষণমন্ত্র তিনবার পাঠকরিয়া নাসিকাগ্রে জল ধারণ করিবে এবং চিন্তা করিবে, যে ঐ জল দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার সমুদায় পাপ গ্রহণ করিয়া উহা নির্গত হইল; তৎপর ঐ জল ভূমিতলে জোরে প্রক্ষেপ করিবে।

অঘমর্ষণমন্ত্র পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মার্জ্জনার সহিত অঘমর্ষণমন্ত্র পাঠ করিতে হয় মাত্র, কিন্তু এস্থলে অঘমর্ষণমন্ত্র পাঠ করিয়া নাসিকাগ্রে জল ধারণ করিয়া, ইহাতে শরীরস্থ পাপ নিঃশ্বাসদ্বারা প্রক্ষেপ করিয়া, ঐ জল ভূমিতে প্রক্ষেপ করিতে হয়।

দ্রুপদমন্ত্র—দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ॥

আপো জলানি মাং এনসঃ পাপাৎ শুদ্ধন্তু পবিত্রী কুর্ব্বন্তু। জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুক। স্বিন্নো ঘর্ম্মোপহতঃ পুরুষ দ্রুপদাৎ বৃক্ষমূলাৎ বৃক্ষমূলং প্রাপ্য মুমুচানত্যক্তবান্ স্বেদমেব ঘর্ম্মজলং ত্যক্তবান্। ঘর্ম্মাক্তপুরুষ যেরূপ বৃক্ষমূলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে বা শ্রম হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপহইতে পবিত্র করুক। স্নাতঃ মলাদিব মলহইতে স্নাতব্যক্তি যেরূপ পবিত্র, জলসমূহ সেইরূপ আমাকে পবিত্র করুক। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যম্। ঘৃত ছাঁকিবার জন্য যে কুশা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পবিত্র কহে; পবিত্র যেরূপ আজ্য অর্থাৎ ঘৃতকে বিশুদ্ধ করে, জলসমূহ আমাকে তদ্রূপ পবিত্র করুক।

বঙ্গার্থ। ঘর্ম্মাক্তপুরুষ যেরূপ বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রান্তি হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নানদ্বারা মনুষ্য যেরূপ মল হইতে পবিত্র হয়, পবিত্রদ্বারা যেরূপ ঘৃত পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ জলসমূহ আমাকে পাপ হইতে পবিত্র করুক। অঘমর্ষণের পর সূর্য্যোপস্থাপন। ক্রমশঃ—

অবতারতত্ত্ব।

অদ্য আমরা বৈজ্ঞানিকভিত্তির উপর অবতারের ঐতিহাসিক প্রমাণ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু অবতার বিজ্ঞানমূলক, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে, কয়েকটী গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা আবশ্যক। ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইলে, বোধ হয় অবতার ঐতিহাসিকভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন এই যে, ভারতে বারম্বার জ্ঞানালোকের বিকাশ হইয়া পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাণপ্রায় হয় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, ভারতের প্রাচীন অবস্থা কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক; ভারতের প্রাচীন অবস্থা পর্য্যালোচনার পূর্ব্বে পাঠকের কয়েকটী সূত্র স্মরণ রাখিতে হইবে।

১ম সূত্র। ১ জল বায়ু, ২ ক্ষেত্রের স্বাভাবিক উৎপাদিকাশক্তি, ৩ নদী-পর্ব্বতপ্রভৃতি অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থা, এই ত্রিবিধ অবস্থার (কারণ) উপর দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে।

২। ক্ষেত্রের প্রভূত উৎপাদিকাশক্তি হইতে দেশের উন্নতি সংসাধিত হয় এবং তাহা সহজে ও শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ঐ উন্নতি চিরস্থায়ী হয় না, যেহেতু অল্পশ্রমে অধিক ধন উপার্জ্জিত হওয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রমলব্ধ ধন তাহার জীবিকা-উপযোগী অপেক্ষা অধিক সঞ্চিত হয়; তদ্দ্বারা শ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা ধনের পরিমাণ অধিক হওয়ায় মনুষ্যের অবকাশ বৃদ্ধি হয়। অবকাশ হইতে প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞানার্জ্জনের বা আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মানুসন্ধানের ইচ্ছা উদ্যম ও প্রবৃত্তি বিকাশিত হয় এবং সমাজের যৌবন অবস্থায় সমাজ জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নীত হয়। তদনন্তর সমাজের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে শক্তি ও উদ্যমের হ্রাস হয় এবং অধিবাসীগণকে কার্য্য শিথিলতা ও অলসতাও আশ্রয় করে। জ্ঞানার্জ্জন ও ধনার্জ্জন তুল্যরূপে হইলে, সমাজ শীঘ্র উন্নীত এবং ঐ উন্নতি শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। যেদেশে ক্ষেত্রের অবস্থার উৎকর্ষ হেতু অল্পশ্রমে অধিক শস্য উৎপন্ন হয়; সেই দেশে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, শ্রমের মূল্য ন্যূন হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন মানবের ন্যায় মানবসমাজের যেরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে, প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষেত্রেরও সেইরূপ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য আছে। * ক্ষেত্রের বার্দ্ধক্য অবস্থায় স্বভাবতঃ উৎপন্নের হ্রাস হয়। যদি ক্ষেত্রের প্রভূত উৎপন্নহেতু ক্রমে ক্রমে সমাজে অলসতা আশ্রয় না করিত, তাহাহইলে স্বভাবতঃ উৎপন্নের হ্রাস হইলে যত্ন ও চেষ্টা হইতে ক্ষেত্রের অভাব পূরণ হইত। কিন্তু ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস হইলে এবং অধিবাসীর সংখ্যা পূর্ব্বোক্তমত বৃদ্ধি হইলে এবং অধিবাসীগণ অলস হইলে, সমাজের ক্রমেই অবনতি হয়; অতএব ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি হইতে সমাজের যে উন্নতি; তাহা অস্থায়ী।

৩। সমাজে জীবিকার অতিরিক্ত সঞ্চয় হইলে, সমাজবিভাগের প্রয়োজন হয়। ঐ সমাজবিভাগ প্রাকৃতিকনিয়মে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; কিন্তু ভারতে ঐ দুই শ্রেণীর মধ্যে আর দুইটী অন্তর্গত শ্রেণী বিভক্ত হওয়ায়, ভারতীয় সমাজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। মানবের প্রাকৃতিক গুণানুসারে যে যেরূপ কার্য্যের যোগ্য, সে সেইরূপ কার্য্যে নিয়োজিত

* কিজন্য যে স্বভাবতঃ ভূমির উৎপাদিকাশক্তির হ্রাস ও ভূমি অনুর্ব্বর হয়, তাহার বৈজ্ঞানিকহেতু এই সংখ্যক পত্রিকায় পঞ্চশীব্যাখ্যা শীর্ষকপ্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ দুই শ্রেণী যথা জ্ঞানার্জ্জনকারী ও ধনার্জ্জনকারী, কিন্তু ভারতে প্রথমোক্ত জ্ঞানার্জ্জনকারীগণও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। যাঁহারা জ্ঞানার্জ্জনদ্বারা নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার, সমাজস্থাপন, নীতি, ব্যবস্থা ও ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণয়ন এবং তদ্দ্বারা সমাজের সুখসমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথমশ্রেণীস্থ 'ব্রাহ্মণ'নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ নব আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও ব্যবস্থা-অনুমোদিতকার্য্য পরিচালনদ্বারা সমাজরক্ষা, শান্তিসংস্থাপন, যুদ্ধ, শাসন ও পালন করিতেন, তাঁহারাই দ্বিতীয়শ্রেণীস্থ 'ক্ষত্রিয়'নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ধনার্জ্জনকারীগণও ঐরূপ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যাহারা ভূমি হইতে সাক্ষাৎভাবে কৃষিকার্য্যের দ্বারা ধনার্জ্জন, অর্জ্জিতধন বাণিজ্যাদিদ্বারা পরিবর্দ্ধন, পশ্বাদিপালন, কুসীদ ব্যবহার এবং ধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে পরিণত করিয়াছিল, তাহারাই সমাজের তৃতীয় শ্রেণীস্থ 'বৈশ্য'নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে ধনার্জ্জক। চতুর্থশ্রেণী কেবল সমাজের আজ্ঞাবহ দাস বা মুজুর মাত্র ছিল। ইহারাও ধনার্জ্জনের সহায়তা করিত, ইহারাই প্রাচীন ভারতের 'শূদ্র'।

৪। যে দেশে অল্পশ্রমে অধিক ধন অর্জ্জিত হয়, সেই দেশে অধিবাসীর সংখ্যা দুই কারণে বৃদ্ধি হয়; ভিন্নদেশ হইতে আমদানি দ্বারা এবং স্বদেশে বংশবৃদ্ধিদ্বারা জনসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হয়।

৫। জ্ঞানই ক্ষমতার মূল; সুতরাং ধনার্জ্জনকারী অপেক্ষা জ্ঞানার্জ্জনকারীর হস্তে সমাজের কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হয় এবং সমাজে ধনবিভাগের ক্ষমতাও তাঁহাদের হস্তে থাকে।

৬। প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনদ্বারা তত্ত্ব আবিষ্কার অতি কঠিন ব্যাপার; এইজন্য সমাজের প্রথমাবস্থায় ভারতে জ্ঞানার্জ্জনকারীর সংখ্যা ধনার্জ্জনকারীর সংখ্যা অপেক্ষা অনেক ন্যূন ছিল। মানুষের পক্ষে জ্ঞানার্জ্জন, সমাজের কর্ত্তৃত্ব ও সমাজরক্ষা অতীব কঠিনকার্য্য; তদপেক্ষা শ্রমদ্বারা ধনার্জ্জন সহজ। এইজন্য অচিরাৎ ভারতে ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল। এ ধন অর্জ্জকাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর উপকারে আসিত, কিন্তু উক্ত সূত্রানুসারে সমাজে ধনবৃদ্ধি হওয়ায় অধিকাংশই উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল। এইরূপে অর্জ্জক অপেক্ষা ভোগকারীর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, সমাজ দরিদ্রতায় পতিত হয়।

৭। যাহাদের হস্তে জ্ঞানার্জ্জনের ও ব্যবস্থাপ্রণয়নের ক্ষমতা থাকে, জ্ঞান তাহাদিগেরই একচাটিয়া হইয়া উঠে। অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার অতি অল্প হওয়ায়, অন্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক প্রায় অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রহে।

৮। সমাজে ধনের বিস্তার ও ধনবিভাগের ব্যবস্থা প্রথমশ্রেণীর হস্তে থাকায় স্বভাবতঃ ঐ বিভাগ প্রথমশ্রেণীর অনুকূলেই সম্পাদিত হয়, কিন্তু যাঁহারা সত্য জ্ঞানার্জ্জন ও তত্ত্বাবিষ্কারে নিয়োজিত হন, তাঁহাদের ধনলিপ্সা বা ধনস্পৃহা নিবৃত্তি না হইলে সত্য আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন; যেহেতু জ্ঞান এবং ভোগলিপ্সা পরস্পর বিরোধী, সুতরাং তাঁহাদের সুখ-ভোগ ও ধন-ব্যবহারের প্রয়োজন অল্প হইলেও, তৎপ্রতি আধিপত্যের ন্যূনতা হয় নাই। তাঁহাদের প্রয়োজন • দ্বিতীয়শ্রেণীদ্বারা সম্পন্ন হওয়ায় ঐ ধনের আধিপত্য সাক্ষাৎভাবে দ্বিতীয়শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত হয়; কিন্তু দ্বিতীয়শ্রেণী প্রথমশ্রেণীর ব্যবস্থার অধীন থাকায়, প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও ধন উভয়ের কর্ত্তৃত্বই প্রথমশ্রেণীর হস্তে ছিল।

৯। সমাজ-বিভাগ অনুসারে জ্ঞান প্রথম শ্রেণীর একচাটিয়া ও ধন প্রথমশ্রেণীর ব্যবস্থার অধীনে দ্বিতীয়শ্রেণীর কর্ত্তৃত্বাধীন হওয়ায়, প্রকৃত

ধনার্জ্জকগণ ক্রমে অবনত ও দরিদ্রতায় পতিত হয়। এইরূপে তৃতীয়শ্রেণী ক্রমেই চতুর্থশ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে তৃতীয়শ্রেণীর কতকাংশ উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নহে। এইরূপে ভোগকারীর সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, সমাজের অধিকাংশ লোক দরিদ্রতায় প্রপীড়িত হয় ও অল্পসংখ্য উচ্চশ্রেণীস্থ লোক ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী হয়।

১০। মানবের আহারের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন দুইটী; প্রথমতঃ শরীরের উষ্ণতা (Animal heat) রক্ষা, দ্বিতীয় প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যে সকল জীবাণু (Tissue) ক্ষয় হয়, তাহা পরিপূরণ। শরীরের উষ্ণতা রক্ষার জন্য উত্তেজক খাদ্য আবশ্যক ও জীবাণু পূরণের নিমিত্ত স্নিগ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। শরীরের উষ্ণতা ভিন্ন কোনক্রমেই শরীর রক্ষা হয় না, কিন্তু শরীরের উষ্ণতার ভাগ অধিক হইলে, শরীর-অভ্যন্তরে দাহিকাশক্তি (combustion) অধিক হয়। দাহিকাশক্তি অধিক হইলে, জীবাণু (Tissue) ক্ষয়ের ভাগ অধিক হয়; যেখানে ক্ষয়ের ভাগ অধিক, সে স্থানে স্নিগ্ধ খাদ্য নিরামিষ ভোজনের প্রয়োজন। ঐ নিরামিষ উদ্ভিদভোজীর ব্যয়ের ভাগ অল্প।

১১। অক্‌সিজান, বায়ুর এবং কার্ব্বণ, তেজের প্রধান উপাদান, কিন্তু ভারতের ন্যায় উষ্ণ প্রদেশের বায়ুতে কার্ব্বণের ভাগ অক্‌সিজনাপেক্ষা ন্যূন নহে। কার্ব্বণের সহিত অক্‌সিজানের সমতাই উদ্ভিদের পোষক। বিশেষত, প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ ভূমি আর্দ্র হইলে বায়ুও আর্দ্র হয়। অতএব বায়ুতে কার্ব্বণ ও অক্‌সিজানের সমতা, ভূমি ও বায়ুর আর্দ্রতা, এই কয়েকটী প্রাকৃতিক সংযোগই উদ্ভিদের পুষ্টতার অনুকূল।

১২। যে দেশে মানবের ক্ষমতাপেক্ষা জড়-প্রকৃতির শক্তি অধিক, যে দেশে প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈব নিবারণ করা সাধারণতঃ মানবের সাধ্যাতীত হয়, অথচ তত্ত্বজ্ঞানীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিকট প্রকৃতির মস্তক অবনত থাকে, সেই দেশের সাধারণ জনগণ কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানীর উপর প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈব নিবারণের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকে এবং পূর্ব্বোক্তমত প্রাকৃতিক ক্রিয়া সকল সাধারণ মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত হওয়ায়, তাহাদের নিকট ঐ প্রাকৃতিক কার্য্যে দেবত্ব আরোপিত ও উহা ইন্দ্রজালের ন্যায় অনুভূত হয়; সুতরাং মানব ক্রমেই কল্পনার উচ্চশিখরে আরোহণ করে।

১৩। ভারতে আধ্যাত্মিকতত্ত্বাবিষ্কারকগণ অন্তর্জগতে প্রবেশ করিয়া চিৎ ও জড়শক্তির পরস্পর সংস্রব নির্ণয়, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তত্ত্বাবিষ্কারের দ্বারা জগতের মূলতত্ত্বপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, সাধারণ জনগণের স্ব স্ব চিন্তাশক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ অতীব কঠিন। এই জন্য তাহাদের বিশ্বাস ও ভক্তি প্রণোদনের নিমিত্ত এক একটী তৈজসতত্ত্ব ও শক্তিকে এক একটী দেবদেবী-স্বরূপ * বর্ণনা করিয়া উপাসনার অর্থাৎ শক্তি-সাধনের সহজ পন্থাবিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সাধারণতঃ মানবগণ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় তত্ত্বাবিষ্কারকগণের বংশধরগণও ক্রমেই প্রবঞ্চক হইয়া উঠে; ঐ প্রবঞ্চনার ফলই অজ্ঞান। অতএব কালে আধ্যাত্মিকশক্তি নষ্ট ও তাহা অমানুষিকত্বে পরিণত হয়।

* প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত দেবতত্ত্ব নিরাকার নহে; যেহেতু তৈজসতত্ত্বের বর্ণ ও রূপ আছে, তাহা স্থানান্তরে প্রদর্শিত হইবে।

১৪। যে শীতপ্রধানদেশ প্রকৃতির কঠোরতা-হেতু অল্পশ্রমে প্রভূত শস্য উৎপন্ন হয় না এবং তথাকার প্রকৃতিও ধনার্জ্জনের অনুকূল নহে, অর্থাৎ তথাকার ক্ষেত্র স্বভাবতঃ প্রভূত উৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্ট নহে; যে দেশে শীতের প্রবলতাহেতু আদিকালে তথাকার আদিম অধিবাসীগণ শীতে সঙ্কোচিত হইয়া গুহারমধ্যে আশ্রয় লইত ও তথায় বাস করিতে বাধ্য হইত; যে দেশে শরীরের উষ্ণতা রক্ষার্থে অধিক আহারে (বিশেষতঃ কার্ব্বণিক ফুডের) প্রয়োজন স্বভাবসিদ্ধ অথচ জীবনীশক্তি (Tissue) ক্ষয়ের ভাগ অত্যল্প, সেই দেশের আদিম অধিবাসীগণের জ্ঞানচক্ষু হঠাৎ প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই, কিন্তু জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে, তথাকার মানব স্বভাবতঃ শ্রমশীল ও উদ্যমী হয় এবং ধনার্জ্জনের নিমিত্ত তাহাদের অধিক শ্রম, যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায় প্রয়োজন হইয়া পড়ে; তদ্ধেতু (বৈষয়িক উন্নতির নিমিত্ত) বুদ্ধি পরিচালন, পার্থিব উন্নতি চিন্তার প্রয়োজন ও জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনদ্বারা জড়প্রকৃতির উপর আধিপত্য একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। ঐ শীতপ্রধানদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও প্রাকৃতির ব্যাপার সকল অত্যদ্ভুত বা মানব বুদ্ধির অতীত হয় না ও প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানব অশক্ত হয় না; সুতরাং যখন মানব বুদ্ধি ও চিন্তার নিকট জড়প্রকৃতি ক্রমেই অবনত হইয়া মানবের প্রয়োজনবশতঃ বুদ্ধি ও চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া পড়ে, তখন মানবের যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম, চিন্তা ও বুদ্ধিকৌশলদ্বারা ধনাগমের নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতে থাকে। তাহাহইতে যে পরিমাণ ধনাগম হয়, ক্ষমতাও সেই পরিমাণ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যতই ধন ও ক্ষমতা পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই অধিকতর পরিবর্দ্ধনের ইচ্ছা ও চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠে। ঐ ইচ্ছা ও চেষ্টার ফলে জড়বিজ্ঞানের উন্নতি, বাণিজ্যের সুগম, বাণিজ্যদ্বারা ধনাগম, তৎসাধনার্থে অন্য জাতির উপর আধিপত্যস্থাপন, যুদ্ধাদির কলকৌশল ও যন্ত্রাদির আবিষ্কার, তদ্দ্বারা পরাক্রম, শক্তি ও ক্ষমতার বিস্তার, সমাজে বিজ্ঞান ও অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা, জাতীয়তা ও সামাজিক নিয়ম সংস্থাপন, সুখসমৃদ্ধির পরিবর্দ্ধন সংসাধিত হয়। এক কথায় বলিতে হইলে, পার্থিব উন্নতির প্রায় কোন অভাবই থাকে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্পূর্ণ অভাব থাকে। উপরোক্ত কারণে ঐ জাতির মধ্যে প্রায় সকলেই শ্রমশীল, উদ্যমী ও ক্লেশসহিষ্ণু হয় এবং সকলেরই পরিশ্রম, যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। সমাজমধ্যে ধন ও অর্থকরি জ্ঞান প্রায় তুল্যভাবে অর্জ্জিত ও বিস্তৃত হয়। তদ্ধেতু সকলেই তুল্য স্বার্থবিশিষ্ট হওয়ায়, উহাদের মধ্যে ক্রমেই জাতীয়তা বদ্ধমূল হয় ও ঐ জাতীয়তা হইতে একতাসূত্রে সমাজগ্রথিত ও সমাজের অধিকাংশ লোক তেজস্বী ও সুকৌশলী হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে এইপ্রকার সমাজে অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতা একেবারেই নাই, ফলতঃ বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত সমাজের দরিদ্রতা ভীষণ আকারে উপস্থিত হয়। ঐ সমাজে যাহারা অজ্ঞান ও দরিদ্র, তাহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাহার কারণ এই যে, জড়বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন অভাব হয়, তৎপরিবর্ত্তে নানাপ্রকার কলযন্ত্রাদিনির্ম্মিত ও তদ্দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ায় শ্রমজীবীর মূল্য অতি ন্যূন হইয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন ঐ শীতপ্রধানদেশের প্রকৃতি পূর্ব্ববর্ণিতমত মানবের আদিম অবস্থার অনুকূল নহে। সমাজের পরিণত অবস্থার সহিত ঐ অনুকূলতার বিশেষ সম্বন্ধ। হেতু ঐ

স্থানের আদিম গুহাবাসী মানবগণ শীতের কঠোরতাহেতু প্রকৃতি হইতে সভ্যতার প্রথম বর্ণমালা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই; এই জন্যই শীতপ্রধানদেশে আদিম মানবগণ বন্য পশুপক্ষ্যাদি ভক্ষণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া নিতান্ত পশুবৎ কালযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু স্থানান্তরের প্রকৃতি হইতে সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া আর্য্যকুলের অন্যতর শাখা যাহারা ঐ প্রদেশে নবাগত হইয়াছিল, তাহাদিগের মানবোচিত অভাব ও আবশ্যকতার বোধ, ধনাৰ্জ্জন-স্পৃহা, উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রভৃতি মনোবৃত্তি কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট হওয়ায়, তাহারাই পাশ্চাত্যদেশের প্রথম সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। উহারাই প্রাচীন গ্রীস ও রোমরাজ্য সংস্থাপয়িতা। সেই সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ হইতে তাহাদের বংশধরগণ ও তৎসংসৃষ্ট অন্যতর প্রাচীন আর্য্যকুলের ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা এখন পার্থিব উন্নতিসম্বন্ধে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। স্থূল কথা, অভাবজনিত আবশ্যকতাই উন্নতির জননীস্বরূপ।

১৫। উপরোক্ত এক হইতে চতুর্দ্দশসূত্রোল্লিখিত প্রাকৃতিক অবস্থা অতি প্রাচীন অসভ্য যুগে আদিম মানবের পক্ষে অনুকূল ছিল না। আদিমকালে যে প্রকৃতির কঠোর সংঘর্ষণে মানবের অন্তঃশক্তির প্রথম বিকাশ হইয়াছিল, সেই প্রকৃতিই মানবের প্রথম শিক্ষার গুরু। যে প্রদেশে ভূমি ও বায়ুর শুষ্কতা, বৃষ্টির অভাব ও নদী প্রভৃতির বিরলতা প্রভৃতি, প্রকৃতির কঠোরতানিবন্ধন উদ্ভিদ ও ক্ষেত্রের অবস্থা মানবের নিতান্ত প্রতিকূল হয়। কিন্তু নাতি-উষ্ণতা জল, বায়ু ও প্রকৃতির অন্যান্য অবস্থা মানবের শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি স্ফুরণের প্রতিকূল না হয়, সেই প্রদেশবাসীর জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত হইলেও জীবিকানির্ব্বাহার্থে উহারা ক্লেশসহিষ্ণু, উদ্যমী ও শ্রমশীল হয়। যাহা হউক, ক্ষেত্রের কঠোরতানিবন্ধন উদ্ভিদ ও অন্য আহার্য্যাভাবে অনন্য-উপায় হইলে, অথচ বাহ্যপ্রকৃতি মানবের শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তির প্রতিকূল না হইলে, জীবিকানির্ব্বাহের আবশ্যকতাহেতু স্বভাবতঃ মানবের মনে দুরূহ চিন্তা ও নানা উপায় কল্পিত হয়। এবং চিন্তার সাহায্যে তাহা কার্য্যে পরিণতির চেষ্টা হয়, কিন্তু ক্ষেত্রের কঠোরতা এবং প্রকৃতির অন্যান্য প্রতিকূলতাহেতু তাহা সম্যক্‌রূপে কার্য্যে পরিণত হইতে না পারায়, যতই তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়, ততই তাহাদের অধিকতর যত্ন ও চেষ্টা হইতে থাকে। ঐ অবস্থায় চিন্তানিবন্ধন যখন মানসিক তেজ ও বুদ্ধির জ্যোতিঃ বিদ্যুতের ন্যায় চকিতবৎ স্ফুরিত ও বিকাশিত হইতে থাকে, তখন মানব ঐ বিদ্যুতালোকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দেশদেশান্তরে প্রধাবিত হয়, কিছুতেই তাহাদের দুর্দ্দমনীয় গতির নিবৃত্তি করিতে পারে না, ঐ গতির অনুকূলে মানব যদি অন্যদেশে প্রকৃতির অনুকূলতা প্রাপ্ত হয়, তবে নবাগত দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও দেশকালভেদে যথাক্রমে আধ্যাত্মিক বা বৈষয়িক উন্নতির শিখরতম প্রদেশে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়। একপক্ষে প্রকৃতির কঠোরতা পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যের অনুকূলতাই মানবের প্রথম শিক্ষাগুরু। যে স্থানের প্রকৃতি মানবের উদ্যম বিকাশের প্রতিকূল না হয়, অথচ প্রকৃতির কঠোরতাহেতু জীবন সংগ্রামের প্রয়োজন হয়, সেই প্রকৃতি হইতেই মানবের প্রথম চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। শরীরের উষ্ণতা (Animal heat) অত্যধিক না হইলে, দেহের জৈবনিকপদার্থ (Tissue) ক্ষয় অতি অল্প হয়। আবার ঐ উষ্ণতার অভাব না হইলে, বল ও তৈজসশক্তির অভাব হয় না। ঐ বল, বীর্য্য ও তেজ হইতেই উদ্যমের বিকাশ

হয়। অতএব একপক্ষে খাদ্যের অভাব, অন্য পক্ষে বলবীর্য্যের প্রাচুর্য্য, এই উভয়ের মধ্যে পড়িয়া মানবের অভাব ও আবশ্যকতা পরিস্ফুট হয় এবং প্রকৃতির সহিত ক্রমেই সংঘর্ষণ হইতে থাকে। যতই জাগতিক প্রকৃতি সংঘর্ষণে মানব-প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই মানবের অভাব ও আবশ্যকতা পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। এইরূপ প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানব বলিষ্ট, উদ্যমী, শ্রমশীল ও চিন্তাশীল হইলে, ঐ প্রকৃতি হইতে সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা আরব্ধ হয়। প্রকৃতপক্ষে আসিয়ার মধ্যপ্রদেশে (অর্থাৎ বিষুবরেখা ও উত্তর কেন্দ্রের ঠিক মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বতীয় উচ্চপ্রদেশের প্রকৃতি) আদিম মানবের সভ্যতার বর্ণমালার শিক্ষাগুরু ছিল। ঐ স্থানেই মানবের প্রথম জ্ঞান-জ্যোতি বিদ্যুতের ন্যায় চকিতবৎ বিকাশিত হইয়াছিল, ঐ স্থানেই আদিম আর্য্যকুলের মাতৃভূমি। ঐ স্থান হইতে আর্য্যগণ সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে জ্ঞানজ্যোতির বিস্তার করিয়াছিলেন ও করিতেছেন।

প্রথম হইতে ত্রয়োদশপর্য্যন্ত সূত্রগুলি ভারতবর্ষে প্রয়োজ্য; চতুর্দ্দশসূত্র ইউরোপে ও পঞ্চদশসূত্র মধ্য এসিয়ায় প্রয়োজ্য। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচনার নিমিত্ত ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা ব্যতীত অন্য প্রদেশের অবস্থা বর্ণনের আবশ্যকতা নাই, তবে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশসূত্রের দ্বারা ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা বিশদ ও পরিস্ফুট হইতে পারে, এইজন্য উপরোক্ত বৈদেশিক দুইটী সূত্র এস্থলে সন্নিবিষ্ট হইল; উপরোক্ত পনেরটী সূত্র প্রকৃতিরূপ গ্রন্থের বহিঃসূত্রমাত্র, অর্থাৎ উহা বাহ্যজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। অন্তর্জ্জগতেও কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে; ঐ নিয়মগুলির অনেকাভাস এই সমালোচনার প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে *। ঐ অন্তর ও বাহ্যজগতের প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে যে সকল কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, অতীতকালের ঐ কর্ম্মের ফলই বর্ত্তমানের প্রাক্তনকর্ম্ম এবং বর্ত্তমানের কর্ম্মফলই ভবিষ্যতের পরকালীয়ভোগ। পূর্ব্বোক্ত অতীতের প্রাক্তন, বর্ত্তমানের পুরুষকার ও ভবিষ্যতের পরকাল নিয়মসূত্রে ইহপরোলক ও ভবিষ্যদ্বংশ গ্রথিত। তদ্ভিন্ন অন্তর্জ্জগতে প্রকৃতির আধ্যাত্মিক আর একটী গুরুতর সূত্র আছে; সেই সূত্রটীর প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা অতীব কঠিন জগতের ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উত্থান পতন আছে, তাহাহইতে পূর্ব্বের দোলার দৃষ্টান্তদ্বারা কিয়দংশ পরিস্ফুট হইয়াছে †। এইক্ষণ শিক্ষিত মহাশয়দিগের একবার (Dynamic Law) ডিনামিক্ল থিওরি স্মরণ করিতে হইবেক। কোন শক্তি বা বলদ্বারা কোনবস্তু একবার চালিত হইলে, যদি ঐ বস্তুর কোন কারণে গতির প্রতিবন্ধক না হয়, তাহাহইলে ঐ বস্তু চিরকালই সমভাবে চলিতে থাকে, তৎপরে আর বলের (Force) প্রয়োজন হয় না; অথচ উহার গতির ও নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐ গতির অন্য কোন প্রতিবন্ধক না হইলেও স্বাভাবিক একটী প্রতিবন্ধক আছে, উহার নাম ঘর্ষণ (Friction) পৃথিবী যে শূন্যোপরি একটী নির্দ্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে চিরকাল সৌরমণ্ডল পরিবেষ্টন করিতেছে, ঐ শূন্যেও উহার গতির সামান্য প্রতিবন্ধকরূপ আণবিক ঘর্ষণ আছে, যেহেতু আকাশ পরমাণুময় ও দ্রবীভূত তড়িন্ময় (Fluidic)।

* "প্রথমভাগ অবতারের নৈসর্গিকতা দ্বিতীয় অবতারের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ" কল্পনামক মাসিক-পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে বাহির হইয়াছে; যদিও ঐ প্রবন্ধ স্বতন্ত্র, তথাচ উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের সহিত কিছু কিছু সংস্রব আছে।

† কল্পনামক মাসিক পত্রিকায় 'অবতারের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ' শীর্ষক প্রবন্ধে দোলার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল।

পাঠক মহাশয়! এস্থলে আর একবার দোলার দৃষ্টান্তটী স্মরণ করুন, * ঐ দোলা যেরূপ বেগে ঘুরিতেছে, ঐ বেগের পরিমাণানুসারে ঊর্দ্ধ-সীমান্ত প্রাপ্তির একটী কাল নির্ণীত আছে। যদি পূর্ব্বোক্তমত ঘর্ষণাদিদ্বারা বেগের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়, তাহাহইলেঐ নির্দ্দিষ্ট কালে পূর্ব্বোক্ত দোলা কখনই সীমান্তে পৌছিতে পারে না; সুতরাং উহার সীমান্ত প্রাপ্তিরও বিলম্ব হয়; কিন্তু ঐ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী কাল-সংখ্যা যাহা নির্ণীত আছে, তাহার ব্যতিক্রম কিছুতেই হইতে পারে না; এইজন্য পূর্ব্বোক্ত ঘর্ষণদ্বারা বেগের হ্রাস হইলে, পুনর্ব্বার বলের (Force) কিঞ্চিৎ প্রয়োজন হয়, এইক্ষণ দৃষ্টান্ত ছাড়িয়া প্রকৃত বিষয়টী বুঝা আবশ্যক। যখন জাগতিক কর্ম্ম প্রাকৃতিক ঘর্ষণে স্থিতিশীল অর্থাৎ স্থগিত-গতি হইয়া পড়ে, তখন এমত একটী ঘটনা সংঘটিত হয়, যদ্দ্বারা জাগতিক কর্ম্মের গতি দ্রুত হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, কর্ম্মের মূলে দুইটী শক্তি আছে, উহার এক শক্তির আধিক্যে অন্য শক্তি উত্তেজিত হয়; তাহার কার্য্য-প্রণালী পূর্ব্বে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে † পুনরুক্তি অনাবশ্যক। পাঠক মহাশয় নিম্নোক্ত বিবরণ ও ঘটনা বর্ণনাকালে উপরোক্ত সূত্রগুলি স্মরণ করিয়া ঐ বিবরণ ও ঘটনার সহিত মিলাইবেন,

* দোলার একটী কাল্পনিক দৃষ্টান্ত যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই যে, দুইটী কাষ্ঠদণ্ডের মধ্যভাগস্থিত একটি বংশদণ্ডে দোলাটি অধঃ ঊর্দ্ধ অর্থাৎ নাগরদোলার ন্যায় ঘুরিতেছে। ঐ দুইটী কাষ্ঠদণ্ডের মধ্যভাগ হইতে শীর্ষদেশপর্য্যন্ত এক একটী রেখা আছে, ঐ দোলার প্রত্যেক আবর্ত্তনান্তে বংশদণ্ড এক একটী রেখা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; এইরূপ নির্দ্দিষ্টকালে, বংশদণ্ড দোলার সহিত ঐ কাষ্ঠদণ্ডের শিখরদেশ প্রাপ্ত হইবে। দৃষ্টান্তটী ভালরূপে বুঝিতে হইবে।

† অবতারের নৈসর্গিকতার প্রমাণ কল্পপত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

তাহাহইলে ভারতের উত্থান পতন বুঝিতে পারিবেন।

ভারতবর্ষ বিষুবরেখার নিকটবর্ত্তী ও তাহার অধিকাংশ স্থান উষ্ণমণ্ডলের (Torrid-zone) মধ্যে অবস্থিত, কিন্তু সামান্য কিয়দংশ উত্তরপ্রান্ত উত্তর-নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের (North temperatezone) সীমান্তবর্ত্তীও বটে। অত-এব উত্তর ভারত নাতিউষ্ণ ও নাতিশীতপ্রদেশ; দক্ষিণে মহাসমুদ্র, উত্তরে গগণভেদী হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বপশ্চিমে দুর্গেরখাদস্বরূপ উপসাগর, তত্তীরে দুর্গ ও প্রাচীরবৎ ঘাটগিরিমধ্যে, প্রকাণ্ড প্রাচীরবৎ বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতদ্বারা ভারত দ্বিখণ্ডে বিভক্ত। ভারতবর্ষ উষ্ণ-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বিধায় (পূর্ব্বসূত্রানুসারে ভারতে কার্ব্বণ ও অক্সিজনের সমতাহেতু) ভারতের প্রকৃতি,উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু উৎপাদনের অনুকূল। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়পর্ব্বত উত্তরায়ণরেখার উত্তরে অবস্থিত থাকায়, বরফ শিশিরদ্বারা বহুতর পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ ও হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ প্রস্রবণ ও হ্রদ হইতে উৎপন্ন দুরব্যাপিনী বহুতর নদী ভারতবক্ষে পুষ্পগ্রথিত মাল্যের ন্যায় সুশোভিতা আছে। পূর্ব্বোক্ত সমুদ্র, পর্ব্বত ও প্রকৃতির নাতি-শীতোষ্ণতাহেতু ভারতকণ্ঠে নীলকণ্ঠের ন্যায় নীলমেঘের শোভা হয় এবং মহাদেবের জটা-বিহারিণী মন্দাকিনীর ন্যায় ঝর ঝর শব্দে বৃষ্টি পতিত হয়। উপরোক্ত কয়েকটী কারণে ভারত-ভূমির ও বায়ুর আর্দ্রতাহেতু ভারতের শ্যামল ভূখণ্ড অযত্নপ্রসূত উদ্ভিদ, শস্যাদি ও ফলপুষ্পে সুশোভিত। এক কথায় বলিতে হইলে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর একটী স্বাভাবিক বৃক্ষ-লতা, ফলপুষ্প, পশুপক্ষীসমন্বিত প্রাকারবেষ্টিত রমণীয় নিকুঞ্জ বা উদ্যানস্বরূপ। ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।